অগ্নিগর্ভ

মহাশ্বেতা দেবী

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০

২য় মুদ্রণ
বৈশাখ ১৩৮৭

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮ এ, টেমার লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর
শ্রীচন্দ্রশেখর চৌধুরী
লক্ষ্মী প্রেস
১২ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

উৎসর্গ

আমার ভাই অনীশ ঘটকের স্মৃতিতে—
সংসারের হার আর জিত,
সাফল্য আর ব্যর্থতার সমস্ত
খুচরো হিসেব তুচ্ছ করে যে
সকলকে ক্ষমা করে এবং
ভালবেসে, নিজেকে সকলের
চেয়ে অনেক বড় বলে জানিয়ে
দিয়ে কাঁদিয়ে রেখে গেছে—

দিদি ॥

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গে এবং ভারতবর্ষে কৃষকশ্রেণীর (মুখ্যত ভূমিহীন কৃষকের, যাদের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় পাঁচ কোটি এবং সমস্ত দেশের শ্রমজীবী মানুষের আনুপাতিক হার অনুযায়ী শতকরা ২৬'৩৩ ভাগ) বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের ইতিহাস সমকালীন ঘটনামাত্র নয়। আধুনিক ইতিহাসের পর্বে পর্বে তার অভ্যুত্থান-প্রয়াস, তাদের প্রতি অন্য শ্রেণীর যে শোষণের চরিত্রকে উন্মোচিত করে, কালান্তরেও অদ্যাবধি তা প্রায় অভিন্নই থেকে গেছে। সন্ন্যাসীবিদ্রোহ, ওয়াহাবী আন্দোলন, নীল বিদ্রোহ, কাল থেকে কালে আরো আরো বিদ্রোহ থেকে শুরু করে আজকের নকশালবাড়ি আন্দোলন প্রায় একই মৌলিক দাবির সোচ্চার কণ্ঠকেই ঐতিহাসিক মর্যাদা দিয়েছে।

১৯৬৭-র মে-জুনে নকশালবাড়ি অঞ্চলে সংঘটিত আন্দোলনের প্রেক্ষাপট উপস্থাপনা, বিষয়টির পুনরালোচনার সহায়ক হবে। দার্জিলিং জেলার নকশাল-বাড়ি, খড়িবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া অঞ্চলের বেশির ভাগ অধিবাসীই আদিবাসী, ভূমিহীন চাষী। তাঁদের মধ্যে আছেন মেচি, লেপ্‌চা, ভুটিয়া, সাঁওতাল, ওঁরাও, রাজবংশী এবং গোর্খা সম্প্রদায়ের মানুষ। স্থানীয় জোতদাররা দীর্ঘকালীন "আধিয়ার" ব্যবস্থায় তাঁদের ওপর নিজেদের শোষণ অব্যাহত রাখেন। এ-ব্যবস্থার নিয়মানুসারে জোতদারেরা নিভূঁই চাষীকে বীজধান, লাঙল-বলদ, খাদ্য ও সামান্য পয়সা দিয়ে নিজের খেতে কাজে লাগান, ফসলের সিংহভাগ ঘরে তোলেন। এর বিরুদ্ধেই চাষীর ক্ষোভ ও প্রতিবাদ। ফসলের সিংহভাগ জোতদারের ঘরে যাওয়া, সামান্য পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে চাষীকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা, এবং সর্বোপরি চাষীর সেই আদিম জমির ক্ষুধা। এইরকম বিক্ষোভ ও সংঘর্ষের প্রেক্ষিতেই ১৯১৪ সালে সরকার "এস্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট" পাস করেন। এই আইনের মুখ্য বিষয় হল, কোন ব্যক্তি মোট ২৫ একরের বেশি জমি রাখতে পারবেন না। এই আইন প্রণয়নের পেছনের শুভেচ্ছাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু কার্যকালে জমির মালিক সামান্য জমিই খোয়ান; বেনামে সমস্ত জমিই তাঁদের থেকে যায়। ১৯৭১ সালে, কৃষি জমির পরিবার-ভিত্তিক সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে যে আইন (সংশোধিত) পাস করা হয়, তাতেও কোন লাভ হয়নি। সকলেই জানেন, আইনটিতে মেছো ঘেরি, চা-বাগান

শিল্পকারখানা ইত্যাদি নামের আড়ালে হাজার-হাজার একর কৃষিজমি লুকিয়ে রাখার বিরুদ্ধে কোন কথা নেই।

বিক্ষোভের অন্যতম কারণ, এ-এলাকার চা-বাগানের মালিকানার জমি। এখানে কর্মরত শ্রমিকরা মুখ্যত বাগান-মালিকের আমদানি। বংশপরম্পরায় বাস করে তাঁরা স্থানীয় অধিবাসী হয়ে গেছেন। অমানুষিক শোষণের চাপে এঁরা সদাই বিপর্যস্ত এবং এঁদের বিষয়ে ১৯৬৭ সালের ৬ই জুন "দি স্টেট্‌সম্যান" কাগজ লেখেন, "almost a state of cruel slavery". এই চা-বাগানগুলির মালিকদের হাতে যে অতিরিক্ত চাষের জমি ছিল, তা তাঁরা তাঁদের "অনুগত শ্রমিক"দের মধ্যে বিলি করে দেন। সরকার এই বন্দোবস্ত করা জমির স্বত্ব নিজের হাতে নেবার কথা ভাবেন, কিন্তু পরে সে পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। এর ফলে শ্রমিকদের মনে অসন্তোষ দানা বাঁধে। পঞ্চাশের মধ্যভাগে চা-বাগান অঞ্চলের এই আধিয়ারেরা মালিকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। তাঁদের মূল দাবি ছিল, চা-বাগানের অতিরিক্ত জমি সরকারী খাসের আওতায় আনতে হবে এবং তাঁদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। ১৯৫৯-এ আন্দোলন এক ভয়ংকর রূপ নেয়। পরিণামে বাগিচা-মালিকরা জমি থেকে আধিয়ারীদের উচ্ছেদ করেন, তাঁদের কুঁড়েঘরগুলি হাতি দিয়ে মাড়িয়ে-গুঁড়িয়ে দেন। এই রকম অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধেই নকশালবাড়ির কৃষকশ্রেণী একদিন সংগঠিত শক্তি নিয়ে বিদ্রোহের পথে নামেন। সে আন্দোলন, একই প্রকারে বঞ্চিত-শোষিত কৃষককে অন্ধ্রে কেরলে-তামিলনাডু-বিহার ও ওড়িশায় প্রেরণা যুগিয়েছিল। নকশালবাড়ি আন্দোলন নামে যা অভিহিত, তাকে বহু নামে আখ্যাত করা হয়েছে, এবং সমগ্র ব্যাপারটির মুকাবিলা কি ভাবে করা হয়েছে তা সকলেই জানেন। ঘটনাটিকে অতিবাম-বিচ্যুতি, কেতাবী ও অত্যুৎসাহী তরুণদের ফ্রাসট্রেশন, অন্যান্য শক্তি ও সংস্থার প্রসাদপুষ্ট ব্যাপার, যাই বলা হোক না কেন, কিছু সত্য থেকে যাচ্ছে। যে যে কারণ থেকে এই আন্দোলন উদ্ভূত, তা অক্ষুণ্ণ আছে, অব্যাহত। এই মতবাদী তরুণরাই অহিংস ভারতে প্রথম হিংসার রাজনীতি আনল, এ বলেও ভারতের মানচিত্র থেকে কিছু কিছু চিহ্ন মুছে ফেলা যাচ্ছে না। নিরন্ন চাষীর উপর শোষণ অব্যাহত। জোতদারগণ বেনামে দেশের প্রায় সকল কর্ষণযোগ্য জমি কয়েক হাজার পরিবারের মালিকানায় রেখেছেন, অন্য নামে চক্রবৃদ্ধি সুদের নিষ্পেষণ ও বেঠবেগারী আদায় চলেছে। গ্রাম ভারতের চেহারা শ্মশান-সদৃশ। খরায় ও গ্রীষ্মে আদিবাসী ও অন্যান্য তথাকথিত অ-বর্ণহিন্দু জাতি শুকনো নদীর বুক খুঁড়ে জল

খোঁজেন, ভাতের ফ্যান ও আমানি বিক্রি হয়, পালামৌয়ের আদিবাসীরা চীনা ঘাসের বীজ ছাড়া অন্য খাদ্য প্রয়াশ পান না। অন্ধ্রে কংগ্রেসের বিজয় মানে নিশ্চয় এই নয়, সেখানে দীর্ঘ দিন অকথ্য অত্যাচার ঘটেনি নকশাল-দমনের নামে। যে সব কারণে আন্দোলনটি ট্রিগার্ড হয়, কারণগুলি বিদ্যমান। প্রতি গণ-আন্দোলনের পিছনের কারণাবলীর পরিসংখ্যান পরবর্তীকালের গবেষক সংগ্রহ করেন। এই একবার দেখা গেল আন্দোলনের চেহারা ও প্রবৃত্তি নিয়ে যত গণ্ডগোল, দমনে তত দক্ষতা। কি কি কারণে তৃণভূমে ক্ষণিক হলেও আগুন জ্বলেছিল, সে বিষয়ে সকলে নীরব। কিন্তু প্রশাসন নীরব থাকলেই কি সত্য নেগেটেড হয়?

নকশালবাড়ির ঘটনাবলী এবং তার প্রেক্ষাপটের উল্লেখ এখানে মুখ্যত আমার কাহিনীগুলির পটভূমির প্রয়োজনে হলেও, অনস্বীকার্য যে এ-দেশের কয়েক দশকের জীবনযাত্রায় সেটাই ছিল সর্বাধিক উল্লেখ্য এবং প্রাণিত হবার মত ঘটনা। বসাই টুডু-দ্রৌপদীরা এসব ঘটনারই আপাত ফললাভ, যদিও সংগ্রামে তারাই সমাজ-বদল ঘটায় এবং পরিণামে নাম ও স্থানিক অবস্থান ছাড়িয়ে হয়ে ওঠে কাল ও দেশের প্রতীক। অবশ্য কোন আন্দোলনই হয়ত পন্থ বা পরিণামে শেষ সত্য নয়; একমাত্র ইতিহাসই তার মূল্য-নিরূপক। আর চলমান সংগ্রামী মানুষ তাই সর্বদেশে-কালে নিজেদের গড়া সমস্ত পথ ভেঙে নতুন পথ গড়ার স্বপ্ন দেখে এবং শপথ নেয়। ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক গতিপথে সে কারণেই প্রতিনিয়ত উত্তরণের সত্যই সত্য নামে চিহ্নিত হয়।

কিন্তু সমস্যা সর্বক্ষেত্রে কেবলমাত্র জমির নয়। খেতমজুর হিসেবে চাষী তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত। জল, বীজধান, সারের জন্য তার নিরন্তর লড়াই, অনাহার ও দারিদ্র্যে তার প্রাত্যহিক দিন যাপন। স্বাধীনতার পর এ দেশে যে আর্থনীতিক অগ্রগতি ঘটেছে, তার ফলভোগী হয়নি কোন মধ্যবিত্ত-শ্রমিক-খেতমজুর। একদিকে ধনিকশ্রেণী আরো বিত্তবান হয়েছে, সৃষ্ট হয়েছে এক আত্মতৃপ্ত, অশিক্ষিত, বর্বর নতুন ধনিকশ্রেণী। অন্যদিকে সাধারণ মধ্যবিত্ত সামান্য সম্বল হারিয়ে দরিদ্রতর হয়েছে, নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণী আজ সম্পূর্ণ বিলুপ্তির মুখে। ধনী চাষী আরো ধনী হয়েছে; সামান্য জমির মালিক তার শেষ সম্বল জমিটুকু জোতদার-মহাজনকে তুলে দিয়ে খেতমজুরের সংখ্যাবৃদ্ধি করেছে। আর বাঁচার মৌল দাবিও যেখানে তাদের ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যাত, সেখানে শহুরে সচ্ছল মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের ভাড়াটেরা সাহিত্যের নামে আপন-

আপন আত্মানুশীলনে রত। রোম জ্বললে পরে নীরো বেহালা বাজিয়েছিলেন বটে, তাতে তাঁর অধিকারও ছিল, কেননা যে সকল কারণে রোম জ্বলছিল, সেগুলি ভুলে থেকে স্ব-বেহালার গুঞ্জনই তাঁর ভাল লাগছিল। কিন্তু পরিণামে তাঁকেও মুছে যেতে হয়। বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘকাল বিবেকহীন বাস্তব-বিমুখিতার সাধনা চলেছে। লেখকরা দেওয়ালের লেখা দেখেও দেখছেন না। ফলে, সৎ পাঠকের মনে তাঁদেরও বিসর্জন ঘটছে। বহু সমস্যা, বহু অবিচার, বহু জাতি, বহু লোকাচার সংবলিত দেশের লেখকরা লেখার উপাদান দেশ ও মানুষ থেকে পান না, এর চেয়ে বিস্ময়কর কি হতে পারে? মানুষের প্রতি এ ধরনের চূড়ান্ত উন্নাসিকতা সম্ভবত ভারতবর্ষের মত আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক, বৈদেশিক শোষণে অভ্যস্ত দেশের পক্ষেই সম্ভব। শহরেই কি মুক্তি আছে? বেকার-সমস্যা ক্রমবর্ধমান, দ্রব্যমূল্য আকাশছোঁয়া, শিক্ষায় চূড়ান্ত নৈরাজ্য, এতে মধ্যবিত্ত ভারসাম্য হারাচ্ছে, প্রবল ধাক্কায় চলে যাচ্ছে অন্য শ্রেণীর দিকে। শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্র স্পষ্টতর হচ্ছে। ইতিহাসের এই সন্ধিলগ্নে একজন দায়িত্ববান লেখককে কলম ধরতেই হয় শোষিতের সপক্ষে। অন্যথায় ইতিহাস তাকে ক্ষমা করে না।

কেন লেখা, তা বলা হল। সম্ভবত এবার ঘরের কথাও কিছু বলা দরকার। আমার লেখায় চিহ্নিত রাজনীতি খোঁজা নিরর্থক। শোষিত ও নির্যাতীত মানুষ, তাদের প্রতি সংবেদী মানুষই আমার লেখায় প্রধান ভূমিকায়। "জল" গল্পের মাস্টার সৎ ও বিবেকী কংগ্রেসী। "এম. ডবলু. বনাম লখিন্দ" গল্পের খেতমজুর আন্দোলন, সি. পি. আই. এর খেতমজুর য়ুনিয়নের নেতৃত্বদত্ত আন্দোলন। "অপারেশন? বসাই টুডু" গল্পের কালী সাঁতরা সি. পি. এম. দলভুক্ত এবং বসাই টুডু স্বয়ং নকশাল আন্দোলনকেও ছাড়িয়ে যায়। আবার "দ্রৌপদী" গল্পের নায়িকা আদিবাসী নকশাল কর্মী। মানসিকতায় এরা কোথাও এক, এবং সেই একীভবন আমার কাছে স্ববিরোধী নয়। জীবন অঙ্ক নয় এবং রাজনীতির জন্য মানুষ নয়, মানুষের স্বাধিকারে বাঁচার দাবিকে সার্থক করাই সকল রাজনীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে আমার বিশ্বাস। আমি বর্তমান সমাজব্যবস্থার বদলে আকাঙ্ক্ষিত, নিছক দলীয় রাজনীতিতে বিশ্বাসী নই। স্বাধীনতার একত্রিশ বছরে আমি অন্ন, জল জমি, ঋণ, বেঠবেগারী, কোনটি থেকে দেশের মানুষকে মুক্তি পেতে দেখলাম না। যে ব্যবস্থা এই মুক্তি দিল না, তার বিরুদ্ধে নিরঞ্জন, শুভ্র ও সূর্যসমান ক্রোধই আমার সকল লেখার প্রেরণা। দক্ষিণে-বামে সকল দলই সাধারণ

মানুষকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। আমার জীবনকালে এ বিশ্বাস বদলাবার কারণ ঘটবে বলে আশা নেই, তাই সাধ্যমত মানুষের কথাই লিখে গেলাম, নিজের মুখোমুখি হতে যেন লজ্জা না পাই সে জন্য। কেননা লেখক জীবনকালেই শেষ বিচারে উপনীত হন এবং উত্তর দেবার দায় থেকে যায়।

মহাশ্বেতা দেবী॥

॥ ১ ॥

খবরটা থানায় হঠাৎ এসে পড়ে। চিল যেন মাংসের টুকরো ছুঁড়ে দিল পাতিকাকের সমাজে, তারপর ব্যস্ততা। খবরটা দেয় একটি ছেলে। সময়ের রংরুট একজন। সময়টা ভাল নয়। সত্তর সাল থেকেই সময়ের কলজেয় শুধু দমকলই ঘণ্টা বাজায়। তাই বহু দোকানী-মুটে-উকিল-ব্যাপারী-সাইকেল রিকশাওলা সময়ের রংরুট। দরকারী খবর সংগ্রহ করে থানায় পৌঁছনো এদের কাজ। আর্মি মাস্ট ওবে। বেতনস্বরূপ এরা পায় থানার প্রোটেকশন। নওলক্ষা হার। থানার প্রোটেকশন ছিল না বলে হ্যাড়াবোঁচা পরোপকারী মহিলারা ধর্মরাজার মেলায় সেবা-ক্যাম্প খুলতে গিয়ে ঝাড় খান। রংরুটরা প্রোটেকশন পায় ও এ বাজারে যে যার মত চারটি করে খাচ্ছে।

খবরটা আনে একটি ছেলে, মাতো ডোম। ছেলেটা রংরুট হবার পর থেকে চরসা গ্রাম থেকে বিতাড়িত বা স্বেচ্ছায় জাগুলা প্রবাসী। মাঝে মাঝে গ্রামে যায় ও, "ববি" লেখা গেঞ্জি ও রঙিন ফুলছাপা লুঙ্গি দেখিয়ে ডোমনীদের বিবশা করে চলে আসে।

সে বলে, 'বসাই মরি যাছু।'

'কে?'

'বসাই, বসাই টুডু।'

'মরি যাছু? দেখছু তু?'

'আমু দেখি না। বাপ বলছু।'

এস-আই তাতেও বিচলিত হন না কিন্তু থানা কেরানী দেওকী মিসির প্রাচীন ঘুঘু। সকল রেজিমের এমেলে বাবুদের প্রোটেকশন-ভোগী, তিনি বলেন, 'উর বাপ রতন ডোম। সি রতন। রতন বলছু যখন তখন খবর ফুঁকা লয়। আপনি যেয়েন।'

'রতন ডোম?'

'হাঁ মশয়। রতন তখন লেচে বেড়াত। বেটা এততেও শিখে নাই।'

'জেহেলে নাই বেটা?'

'হা—জার ভোট কণ্টোল করে। উরে জেহেলে রাখবে কে? সামন্তরে ভোট কি আপনি দিতু?'

ভোট-কণ্ট্রোল শুনে এস-আই চুপসে যান ও রতন ডোমকে জেলের সেলে দেখার ইচ্ছে হয়েছিল বলে নিজেকে তিরস্কার করেন। ছেলেটিকে বলেন, 'কি বলছু তুর বাপ? সি কুথা?'

দেওকী মিসির পুনর্বার বাগড়া দেন, 'রতন ডোম থানায় আসবু? থানা তার জায়গা?'

এস-আই বলেন, 'তুরে বলছু বাপ?'

'লাঃ! বাপ মোকে দেখে না, কথা লাই। মা আসছু মেলায়, মা বলছু, তুর বাপ যেঞে সেথা মর্যেছে। বসাই মরে, তা দেখতে ছুটলুঁ। আমু বলুঁ, কুথাক্? তা বোলে চরসা পারায়ে, জঙ্গলে।'

একথা শুনে এস-আইয়ের শরীরে ভূমিকম্প হয়। জঙ্গলটি 'কুম্' করার কথা তাঁর। বর্ষাটা পেরোলে যাবেন। চরসার জঙ্গল ভাবতে তাঁর হৃৎকম্প হয়। শালগাছের জঙ্গল এমন হয় না। গাছের ফাঁকে চোখ চলে। চরসায় শাল-পিয়াসাল-কেঁদ-আমলকী-বহেড়ার ঘন জঙ্গল। বর্ষায় চরসা নদী পাড় ভাসায়। সে জল পেয়ে গোলগোলি লতা, গোয়ালকেঁড়ে ও উলটকম্বলের ঝাড় বন্য হয়ে উঠেছে। সেই জঙ্গলে 'কুম্' চালানো বড় কঠিন। অসুখের অছিলায় তিনি তা-না-না করছিলেন। এখন যদি সে জঙ্গলে বসাই টুডু মরে, তা হলে তাঁর চাকরিতে চিটেগুড়। সামন্ত তাঁকে কাঁচা খাবে। সামন্তের পার্টির ছেলেদের তিনি কম জনকে ভ্যানিশ করেননি। জেল থেকে বেরিয়ে তারা তাঁকে কী করবে তা ভাবলেই তাঁর ঘুম ছুটে যায়।

এখন দেওকী মিসির সবই বুঝল ও বলল, 'মাতো, তু বাহার যা। বাসে কণ্ডাক্টরী হলুঁ?'

'লা। ঘু রাভেছু।'

'বলা দিব আমি।'

মাতো বেরিয়ে যায়। মনে মনে বিজাতীয় রাগ হয় তার। 'বলা দিব'! হোঃ! থানাবাবু বললে পালবাবুর সাধ্য কি, যে তাকে কণ্ডাক্টরী দেয় না? বর্তমানে মাতো বড়ই কোণঠাসা ও অসহায়। জাত গেছে, পেট ভরেনি। বাপ তাকে ঘৃণা করে। গ্রামে থাকা তার পক্ষে নিরাপদ নয়। বাসের কণ্ডাক্টরী পেলে তবু মনে সান্ত্বনা থাকত। কিন্তু বামনাইয়ের গরমে মিসিরবাবু তাকে ঘেন্না করে। বর্তমানে সিনেমার সামনে বাদাম বেচা তার জীবিকা। তাতে "শহরে আছি" বলা চলে, কিন্তু এটা কোনো জীবন নয়। যথেষ্ট সিনেমা দেখা, যথেচ্ছ মদ খাওয়া, গলায় রুমাল বেঁধে শহরে ঘোরা, সবই অনায়ত্ত থেকে যায়। বসাইয়ের খবরটি বলে দিয়েছে বলে এখন তার ভয় হয়। বসাই ধর্মরাজের মতই অমোঘ ও প্রতিহিংস্র। মাতোকে সে ভীষণ শাস্তি দিতে পারে। ভয়ে বিবশ হয়ে মাতো কালী সাঁতরার কাছে যায়। কালী সাঁতরা প্রৌঢ়, রেজিমের লোক, কৃষক আন্দোলনে একদা বসাইয়ের সহকর্মী, "জিলা-বার্তা" নামক ধ্যাবড়া-ছাপা সাপ্তাহিকের সম্পাদক।

কালী সাঁতরা বহুকাল আগেই পার্টির লোক এবং মফঃস্বল-কেন্দ্রিক কর্মক্ষেত্র তার স্বনির্বাচিত। ফলে শহরমুখী বাবুদের মত তার উন্নতি হয়নি। তার সততাতে কারো সংশয় নেই। রাজনীতি থেকে দু পয়সা না গোছাবার কারণে স্বীয় পুত্রের কাছেও সে বোকা বলে পরিচিত। কিন্তু মহল্লায় তার একটি ইমেজ আছে। পুরনো দিন থেকে পার্টির লোক, অথচ নিখরচায় চক্ষু অপারেশন ক্যাম্প না পড়লে ছানি কাটাতে পারে না। এমন লোককে ভোটের সময়ে কিংবা পার্টি-ইমেজ নষ্ট হবার সময়ে গল্পের কুমিরের একটি ছানার মত তুলে দেখাতে কাজে লাগে। কালী সাঁতরা গত বছর কলকাতা গিয়ে হার্নিয়া কাটিয়ে এসেছে। তারপর থেকে শরীর দুর্বল। এখনো সে ধানকাটা-হাঙ্গামায় গ্রামে যায়। কৃষককে কৃষিঋণ দিতে হবে বলে তদ্বির করে, "জিলা-বার্তা" প্রকাশ করে, বহু জায়গায় বুকপোস্টে

পাঠায়। এখনো সে স্কুল-কমিটির মিটিঙে যায় ও শহীদ দিবসের অনুষ্ঠানে জেলার হাকিমের পাশে বসে। কিন্তু ফুটো পাত্রে জল ভরার মত ব্যর্থতার অনুভূতি তাকে বিষণ্ণ করে আজকাল। কালী সাঁতরা বোঝে, সে বাসটি মিস্ করেছে। পার্টি তাকে ব্যবহার করেছে। সে ফর্সা জামাকাপড় পরলে কৃতী পার্টিমেম্বররা যেন দুঃখ পান ও নীরব ভ্রূকুটিতে তিরস্কার করেন। সকলের বিশ্বাস, আউট অফ পার্টি সকলের সব হবার কথা ছিল—বাড়ি-চাকরি-প্রতিপত্তি-কাগজের সংবাদ—একা কালী সাঁতরার ছিটের শার্ট, আধফর্সা ধুতি ও বাটার টেকসই জুতো পরে সৎ কর্মীর মত লড়ে চলবার কথা ছিল।

ইত্যাকার কারণে আজকাল বিপ্লব-দিবসেও কালী সাঁতরার কলজে আবেগে নাচে না। বিপ্লব ও সমাজবাদ ল্যাম্প পোস্টের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে, ডেকে আনলেই হয়, এ কথা সে একা বিশ্বাস করছে, তা কালী সাঁতরা জানত না। এখন তার নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়। একাকিত্বের বোরখা সে নামাতে পারে না, পার্টি মিটিঙে তো নয়ই। এখন তার যেসব কথা অবরেসবরে মনে হয়, সেগুলি সৎকর্মীর জীবনের গোধূলিতে বড় মর্মান্তিক। ব্লকের কুয়ো থেকে ডোমরা জল নিতে পারে না দেখলে, অথবা বিধবা সহকর্মিণীকে বিয়ে করার কারণে গ্রাম-স্কুল থেকে নিত্যজীবন দলুইকে বিতাড়িত হতে দেখলে (বিধবাটি বামনী) কালী সাঁতরার মনে হয় প্রাথমিক সংগ্রামগুলিই বিফল হয়েছে—বিপ্লব এ দেশে গালভরা কথা বই নয়, পানের তবক মাত্র। এ রকম নেতিবাচক কথা মনে আসে বলে তার হতাশ লাগে। বিপ্লবদীক্ষিত যে, তার কি এ রকম মনে হওয়া ঠিক ?

কালী সাঁতরার জীবনে বসাই টুডু একটা অভিজ্ঞতা। একদা বসাইয়ের সঙ্গে সে কৃষক-আন্দোলন করেছিল। তারপরে দুজনের মত ও পথ আর এক থাকেনি। কিন্তু একাত্তরে বসাইয়ের জন্য সে-ই টেরামাইসিন ক্যাপসুল নিয়ে ছোটে। সংশ্লিষ্ট মহলের বিশ্বাস, বসাইয়ের একটি অ্যাকশন-অপারেশনের খবর কালী সাঁতরা আগাগোড়া জানত, কিন্তু ফাঁস করে নি। বসাই টুডুর বিষয়ে

কালী সাঁতরার দুর্বলতা অথবা লয়্যালটির কারণে কলকাতার কোন আপিসের দপ্তরে কালী সাঁতরার নাম লাল কালিতে দাগ দেওয়া আছে, তা কালী সাঁতরা জানে না।

যেমন জানে না কালী সাঁতরা, চারবার বসাই টুডু মারা যাবার পর (১৯৭০ থেকে ১৯৭৬ অব্দি বসাই চারবার মারা গেছে), চারবারই তাকে শনাক্ত করার জন্য অন্যদের সঙ্গে কালী সাঁতরাকেও যেতে হয়েছে, তা স্থানীয় এস-আইয়ের ইচ্ছায় নয়। চারবারই কলকাতা থেকে ফোন এসেছে। ফোনের নির্দেশে কালী সাঁতরাকে জীপে চড়তে হয়েছে।

এবার মাতো ডোম এসে কালী সাঁতরাকে বলে, 'থানায় বলছু, তা ক্যাও বিশ্বাস যেছু না। তাথে আপোনাকে বলছু, বসাই মরা যায়।'

'কোথায়?'

'চরসার জঙ্গলে।'

'তুমি হেথা এলে কেন বাবু?'

'আপোনি তার লাহাশ পঁছাও।'

'যাও, এখন ফোট গা।'

মাতো ডোম বোঝে আজকের দিনটাই বরবাদ। এমন খবর, তাতে না চেতল থানাবাবুরা, না চেতল কালী সাঁতরা। লক্ষণটি ভাল নয়। বসাইয়ের খবরটি তাকে বলার নয়। মা বলেছে মদের নেশায়। বলেছে মনের দুঃখে। মাতো গ্রামছাড়া হবার পর থেকে তার মায়ের মনে বড় দুঃখ। পুলিস গ্রামটি সমানে লকড়ছকড় করে। সত্তর-একাত্তরে মদত দেবার জন্যে গ্রামটি প্রশাসনের চোখে সতীন-পো। বস্তুত গ্রামটির চেহারা শ্মশানের মত। "চরসা" নাম শুনলে বি.ডি.ও. বীজ দেয় না, রিলিফ গ্রামে ঢোকে না খরায়-আকালে, গাঁয়ের মানুষকে কলা দেখিয়ে দাওয়াল এসে জোতদারের ধান কাটে ও মজুরী নেয়। "চরসা" নামের চারপাশ দিয়ে রিলিফের বান ভাসে। সত্তর-একাত্তরে মদত দেবার ফলে চরসার এই হাল। রতনের বউ,

মাতোর মা, স্বামীকে বলেছিল, 'সি মরে মরুক গা। সি হথে সভার ত্যাত দুর্ভোগ'। এ কথা শুনে নূতন বউকে কাঁকালে লাথি মারে। সেই দুঃখে মেলায় এসে মাতোর মা চেঙাড়ি-ডালা বেচে মদ খেল, মনঃকষ্টে বিবশ হল ও মাতোকে সব বলল।

মাতোর মনে হল এবার তার কপালে শনি নাচছে। ভয়ে কেঁপে ও সিনেমা হাউসের পথ ধরল।

কালী সাঁতরা প্রেসঘর বন্ধ করে সাইকেলে চাপল, ঘোলাটে চোখ দিয়ে অন্ধকার বিঁধতে বিঁধতে মহাদেব সাউয়ের আড়তে গেল। মহাদেবকে বলল, 'চালের লরীতে সদর যাব। তা, লরী ছাড়বে কখন?'

'এই, এগারটায়।'

'অ। কুনটা যাবে?'

'বাবা তারকনাথ।'

"বাবা তারকনাথ" লেখা লরীতে উঠে বসল কালী সাঁতরা। বয়স একষট্টি, কালী সাঁতরা বড় একা, দুর্বলও বটে। ছানি অপারেশন তেমন উৎরোয়নি, বাঁ চোখটা ঘোলাটে। দু চোখে গ্রহণ লেগেছে, সর্বদা সব মনে হয় সূর্যগ্রহণের আলোতে ধোঁয়াটে। একষট্টি বছর বয়সে ছানিপড়া চোখ নিয়ে, ট্যাঁকে সাত টাকা নিয়ে, শরীরে অদ্ভুত সব অস্বস্তি নিয়ে, ছেলের কাছে ভাত-না-পাবার দুঃখ মনে নিয়ে, প্রেসের কম্পোজিটর টাকার জন্যে অপমান করার জ্বালা বুকে নিয়ে, প্রশাসনের সঙ্গে লড়াই করা বড় কষ্ট। কেন এত সওয়া? যেজন্য, সে "কজ্"টিকে যখন পান নয়, তবক মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে, জাতিভেদ ও ছুত-অছুতের মতন মৌল সমস্যার সমাধানই করা হয় নি যখন, তখন বিপ্লব ও সমাজবাদ বড্ড বড় কথা, বড্ড দূরের স্বপ্ন, তার আগে নিজের জেলায় সকল জাতের জন্যে বহু কুয়ো দেখতে পেলে শান্তি হত। এই যখন মনের অবস্থা, তখন কালী সাঁতরা একা কুম্ভ হয়ে নকল কেল্লা রাখবার জন্যে লড়ে কী করে? কিন্তু 'নকল কেল্লা'? তাই যদি হবে, তবে বসাই টুডুর কাছে যাবার জন্যে

প্রশাসনকে টুপি পরিয়ে "বাবা তারকনাথ" চেপে ছোটা কেন? প্রশাসনকে টুপি! টুপিই তো। রকবাজি কথার ক্ষমতা কী রকম! কালী সাঁতরা স্বগত চিন্তায় প্রশাসনকে "টুপি পরাচ্ছে" ভাবল? পট্টি দিচ্ছে, কলা দেখাচ্ছে, তাও তো ভাবতে পারত? কিন্তু এখন সে 'চৌদ্দ সানকির তলায়', বড়ই ফাঁফরে, এখন রকবাজি কথার সঙ্গে আর মস্তিষ্ককে লড়ানো সম্ভব নয়। একজীবনে বহু ছায়াবাজি করা হয়েছে। কালী সাঁতরা জানে, জীপ ও এস-আই আসবে ও তাকে নিয়ে যাবে। শনাক্ত করা। 'শনাক্ত' শব্দটির আগে ক্লান্ত মন বার বার 'লাশ' জুড়ে দেয় কেন? চারবার কালী সাঁতরা গেছে। হুকুমে। এবার সে নিজে যাবে। তাই এই ছলনা। চতুর্থবার বসাই বলেছিল, 'লাহাশ হয়ে যেলছি, তাথেই কমরেট শনাক্ত করথে আলছ?'

কালী সাঁতরা সীটে ঠেস দিয়ে চোখ বুজল। সদর। সদর যাবে সে। লরী ছাড়ল।

॥ ২ ॥

রাত ন-টা সাতান্নতে মাতো ডোম থানা থেকে বেরোয় ও কালী সাঁতরার কাছে যায়। দশটা তিন মিনিটে ধাতস্থ এস-আই কলকাতায় ট্রাঙ্ক বুক করেন ও অচিরে লাইন পান। শুধু চরসা গ্রামের জন্যে নগণ্য জাগুলা থেকে সরাসরি লাইন বসেছে। জাগুলা বর্তমানে একাধিক অ্যাস্ফল্ট রাস্তার হৃৎপিণ্ড। সত্তর-একাত্তরে বসাইদের জন্যে পরগনা জ্বলেছে এবং সে সময়ে নিরন্ন নেংটে বনাম প্রশাসনের সশস্ত্র লড়াইয়ে ভারতের গর্বস্থান জওয়ানরা হামেহাল পর্যুদস্ত হয়েছে। তাদের চিত্তবিনোদনে রেবতী ও বেদানারা সক্ষম হয়নি। সময়টি মন্দ ছিল, সে দশকের নাড়ীতে ছিল জ্বরের আগুন। বেদানাদের মধ্যেও সে জ্বরের সংক্রমণ ছিল। তারাও পলাতকদের কি জানি কেন আশ্রয় দেয় এবং জেরার মুখে বিড়ি ফোঁকা গলিতদন্ত মনসা

বুড়ি খনখনে গলায় বলে, 'তুবনি কেন আছ্র্য়? তো চেম্‌নারা জানবি কি? কংগ্রেসে-ইংরেজে যখন যুদ্ধ্ হত, নক্ষত্র ভূঁঞা আমার ঘরে সুকে ছিল না?'

এ কথায় প্রশাসন বড়ই চুপসে যায় ও অতঃপর এই জাগুলাতে বিলিতী মদের বার বসিয়ে তবে যুধ্যমান সৈন্যদের তোয়াজ করা যায়।

সেসব দিন বিগত। তবু "চরসা" নামটি প্রশাসনের শরীরে দুষ্টব্রণ। 'সার্চ অ্যান্‌ড ডেস্‌ট্রয়'—'অ্যাপ্রিহেনশন অ্যান্‌ড এলিমিনেশন'—শূট টু কিল্'—ইত্যাদি প্রয়োজনীয় চিকিৎসাতেও প্রশাসনের শরীর থেকে "চরসা" ব্যাধিটি নির্মূল করা যায়নি। এস-আই সবই জানেন। যথোপযুক্ত তালিম পেয়েই তিনি জাগুলা এসেছেন। এখন তিনি যেই ফোনে বলেন, 'বসাই টুডু। চরসায় মরছে।' তখনি ফোনের কলকাতা এন্‌ডে চরসা হয়ে যায় "টপ প্রায়োরিটি"। নির্দেশ আসে, 'গো টু সাইট। এনফোর্সমেণ্ট ফলোয়িং।' একথা কয়টিতে দৈবী আশ্বাস থাকে ও এস-আই-কে শান্ত, সাহসী, হিংস্র, কর্তব্যপরায়ণ করে দেয়। নির্দেশ আসে, 'কালী সাঁতরা।' এবং এস-আই ফোন নামিয়ে বেল্‌ট এঁটে নেন ও দেওকী মিসিরের দিকে তাকান। দেওকী মিসির বলে, 'কনস্টেবল চলি গিছু।'

কিন্তু 'জিলা-বার্তা' আপিস কানা করে কালী উধাও। খবরটি আনে কনস্টেবল। দেওকী মিসির এস-আইকে সম্পূর্ণ জলিফলি করে বলে, 'সামন্তবাবু মাগ্যের চামড়া ছুলি দিবু। সাঁতরাবাবু নাই! ঘরকে যা! যেয়ে ত্যাখ্। যাবু কুথাক্? অঁা?'

কিন্তু কোথাও কালী সাঁতরাকে মেলে না। এখন দেওকী মিসির মনশ্চক্ষে এস-আইয়ের ডিমোশন দেখে ও অমানুষী আনন্দে বলে, 'আমি ঘরকে যেছু। ডিউটি ওভার। তারে চিনে এক কালী সাঁতরা। আর ক্যাও লাই যি উরে দেখ্‌ছে।'

এস-আই বোঝেন, দেওকী মিসির এভাবে তাঁকে বাঁশ দিচ্ছে। থানায় বামুন বলতে তিনি ও মিসির। কিন্তু তাঁর কপালদোষে বড় মেয়ে এখন মলয়া রুইদাস। জামাই আই. এ. এস. তবু সে চামার

এবং মিসির তাতে খুবই খ্যাপা। তিনি ভেবে পান না কি করবেন এবং বলেন, 'আপনি চলুন কেনে? আপনি ত তারে দেখছু।'

'হুঁ! আমু যাই, যেঞে মাগ্যে তীর খাই!'

'দেখুন মিসিরবাবু! অপিসার আসছু। আপোনি জেনেও যেলছেন নাই, ইথে আপনার রেকর্ড খারাপ হবু। ই ভাল করছুন নাই।'

'লয় চাকরি ছাড়ি দিবু। জঙ্গলে যেঞে বসাইয়ের মুখাৎ মুখাৎ? লা মাশায়। উ পারব লাই।'

'আমি রিপোট দিবু।'

'আপনি এস-আই আছু। বসাই ডিপটি সুপাররে পেটে টেঁটা বসায়েছিল।'

অগত্যা এস. আই. বসাইয়ের বর্ণনা সংবলিত কাগজ পকেটে নিয়ে রওনা হয়ে যান। ঘন ঘোর আষাঢ়ের রাতে তাঁর জীপ '৩০৩-র বুলেট। টার্গেট চরসা। দু পাশের ধানখেতকে মনে হয় শত লক্ষ বসাই। ধানখেত দেখেই তাঁর মনে বিজাতীয় এবং অসম্ভব ভয় হয়। ধান মানে ধান রোয়া। তারপর বর্ষার নতুন জলে শিশু ধানচারা নেড়ে দেওয়া। 'ধান' ব্যাপারটি কত মাতৃভাবে ভরা। ভারতবর্ষের ধাত্রী যেন ধান। কিন্তু ধান মানেই জোতদারের জমি। অঘ্রানে ধান কাটা। তৃতীয়বার মৃত্যুর পর বসাইয়ের সদর্প ঘোষণা, 'ধান কাটবু। টাহালে উঠাবু সরকারী মজুরী দিল নাই—তাথে জোতদার সূর্যসাউয়ের লাহাশ শকুনে খাওয়াবু।' থানায় ছবি, কাগতাড়ুয়ার জায়গায় মুণ্ডহীন সূর্যসাউ। বসাই টুডু ধানের চিন্তাটিকে, 'ধান' শব্দটিকে হমিসাইড করে লালে-লাল করে দিয়েছে।

এখন তাঁর হঠাৎ মনে হয়, পুলিসী প্রশাসনে ছিদ্রপথ অনেক। এতকাল একথা মনে হয়নি। জীপ ছুটে চলে। এস. আইয়ের মনে হয়, বসাইকে চোখে দেখেন নি। পকেটের কাগজটি পড়ে কি চিনবেন? বয়স একান্ন, উচ্চতা পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি? তাঁর ভাগ্যের উচ্চতাও তো পাঁচ সাত। তাই চাকরিটা হয়নি। বয়স একান্ন?

তাঁর বেসরকারী বয়সই তো একান্ন। রং কালো? রং কালো কার নয়? তাঁর নিজের রং তো…। কপালে কাটা দাগ? সে তো যে কাউরো থাকতে পারে। বছরে ছ' লাখ টাকা "অপারেশন বসাই টুডু", কিন্তু একটা ছবি তুলতে পারেনি কেউ? শেষ কথাটি সবচেয়ে ভয়ংকর। ফেভরিট মুদ্রাদোষ হল, ভীষণ রাগলে বা বিচলিত হলে বসাই টুডু হাত ঘুরিয়ে বাতাসের গলা মোচড়াবার ভঙ্গী করে। এস. আই. নিজের গলায় হাত বোলালেন। আহা, নিজের গলা নিজের কাছে এত ভাল লাগবে কে জানত? নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় এস. আই. সন্তোষী মাকে ডাকলেন ও অন্তরের অন্তস্তলে উষা মাংগেশকরের কণ্ঠে সন্তোষী মার গান শুনতে পেলেন। চারবার বসাই টুডু সম্মুখ সংঘর্ষে নিহত। চারবারই মৃত্যুর পর আবার কোনো না কোনো 'অ্যাকশন অপারেশন'-এ বসাই টুডু সদর্পে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ হেন রক্তবীজের বংশধরকে তিনি, সত্যসখা পুঁইতুণ্ড, কেমন করে নিকেশ করবেন? তিনি কি মা দুর্গা? এসব কিছুই হত না। হল খেজুরে গুড়ের জন্যে। চলে যেতেন পুরুল্যা। গিন্নি বেঁকে বসলেন, 'জাগুলায় খেজুর বাগান কিনছু, গুড় পাবু হাজার টিলা। এখন তুমার যাওয়া হবে নাই।' তখন হাজার টিলা খেজুরে গুড়ের মায়া কাটাতে এস. আইয়েরও কষ্ট হয়। খেজুর বাগান, ধানজমি, দুটি বাস, জাগুলাতে পরে সেট্‌ল করার কতই বাসনা ছিল, দেশঘরের কাছে, সুবিধের জায়গা, কিন্তু বসাই টুডু কারবারে চিটেগুড় ঢুকিয়ে দিল। বসাই! বসাই টুডু! বয়স একান্ন. উচ্চতা পাঁচ-সাত, রং কালো, কপালে কাটা দাগ, এই বর্ণনার সঙ্গে অবিকল মিলে যায় কত জনের? ফেভরিট মুদ্রাদোষটি বড় ভয়ানক। ভীষণ রাগে বা বিচলিত মনে বসাই দু হাতে বাতাসের গলা মোচড়ায়। এস. আই. নিজের গলায় হাত বোলালেন। ভাল নয়, এসব ভালো নয়, এতকাল পরে তাঁর মনে হচ্ছে প্রশাসন তাঁর বিষয়ে সদ্ব্যবহার করছে না। যেমন বর্ণনা বহুজনের বিষয়ে প্রযোজ্য, তেমন বর্ণনা দিয়ে বসাই টুডুকে ধরতে বলার মানে কি? টুডু। সাঁওতাল।

রগ চটলে রাক্ষসের জাত। বেটারা ধনুক ছোঁড়ে কি! বসাইত আগে লকসালী ছিল না। যবে থেকে হল, তবে থেকে বেটা লীডার। ভাবলে পরে মাথা ঘুরে যায়। লীডার হয়ে বেটা নাকি নিভূঁই-নিচাষ সাঁওতাল খেত-মজুর আর দাওয়ালদের নিয়ে আর্মি গড়েছিল। লকসালী বাবুদের বলেছিল, 'পাইপগান করবু? গুলি ছুটাবু? কেনে? কুঁচ ফল নাই? সাপ নাই? আমু তীরের টেঁটা বিষে জরাবু, উয়াদির তালিম দিবু। বাবু শিক্ষায় সান্‌তাল মুতে দেয়।' বসাই। দ্বিতীয়বার মৃত্যুর পর বলেছিল, 'হোঃ! বসাই টুডু মরে নাই। মরল যদি, তবে কারে ধরতে জঙ্গলে আর্মি ঢুকছিল?' এস. আই. বুঝলেন তিনি বড় বিপন্ন। জীপ চলছে। '৩০৩-র বুলেট। ট্রিগার টিপলে গুলি ছুটবে। কার্যকরণের নিয়ম। "বসাই আবার মরছে" খবরটি আঙুলের চাপ। প্রশাসন ট্রিগার টিপেছে। গুলি ছুটবেই। কিন্তু গুলি ও টার্গেটের দূরত্ব যত কমছে, এস. আই. তত ঘাবড়াচ্ছেন। এখন মনে হচ্ছে, যে কাজ করতে গিয়ে বারবার এস. আই.-দের লাশ পড়েছে, বসাইরা বলে, "লাহাশ"—যে কাজে পরিণামে এস. আই.-দের লাশ পড়ে, সে কাজে আবার এস. আই. কেন? তবে কি প্রশাসন ভাবে, বসাই ধরা পড়লে সুপার ও ডি. আই. জি. নাম কুড়োক, কাগজে ইনটারভিউ দিক, খেতাব পাক? এস. আই.রা কি প্রশাসনের চোখে এক্‌স্‌পেন্‌ডেব্‌ল মাল? মাল খোয়া গেলে এসে যায় না কিছু? প্রশাসনের চরিত্রের এই নির্মম দিকটি এস. আই. আগে বোঝেননি। যখন বুঝলেন, তখন তিনি উড়ন্ত জীপে, ফেরার পথ নেই। মনকে চিন্তামুক্ত করবেন? আহা, বড় ভায়রাভাই আবগারী দারোগা। ভোরবেলা দু পা শূন্যে তুলে পায়ের বুড়ো আঙুলের দিকে চেয়ে থেকে যৌগিক নিয়মে মন নিরুদ্বেগ করে ফেলে দিনের সাগর পাড়ি দেন। এস. আই. বর্ষার অন্ধকারে জীপে বসে কোমরের রিভলবারে হাত রেখে কেমন করে যৌগিক প্রক্রিয়ায় শূন্যে ঠ্যাং তুলে বুড়ো আঙুল দেখবেন। সন্তোষী মা গো! গিন্নী সন্তোষী মা'র ব্রত শুরু করে থেকে তো ভালই হচ্ছিল

সব। ডাক্তার বলে দিল বড় মেয়ে জন্মবাঁজা। বামুনের মেয়ে মুচির ঘরনী, তা সে কেলেংকারী একপুরুষেই শেষ হল। তাঁকে লজ্জা দিতে মেয়ের ঘরে বংশবৃদ্ধি হল না। মায়ের দয়ায় খেজুর বাগানটা হল। গুড়ে লাভ ষোল আনা। কিন্তু বসাই টুডু আবার মরছে কেন? মায়ের শক্তি সে বেটার ওপর খাটে না?

বসাই টুডু। মনে মনে আবার পাঠ রিভাইজ করতে থাকলেন এস. আই.। মরেও না মরে বেটা, প্রশাসনের বৈরী। বেটা অসুরের হাড়ে তৈরি। নইলে চারবার মরে, শনাক্ত হয়, প্রশাসনের খরচে পোড়ে, আবার বেঁচে ওঠে? একি সিনেমায় সম্পূর্ণ রামায়ণ? সকল অসম্ভবই সম্ভব? এস. আই. চোখ বুজলেন। রিপোর্ট মানে অক্ষর। বসাই মানে বিশ্রীরকম জীবন্ত একটি মানুষ। বসাই, তুমি মরো।

॥ ৩ ॥

জীবিত অথবা মৃত, কিংবা মৃত অথবা জীবিত, কিংবা জীবিত ও মৃত বসাই টুডুর কথা একই সময়ে দুজন লোক ভাবছিল। সঠিক বলতে গেলে বলতে হয়, দুজন লোকের স্মৃতিতে বসাই টুডু আজকের রাতে জীবন্ত হয়ে উঠল।

এস. আই. এবং কালী সাঁতরা।

তার আগে বলা ভালো, বলে নেওয়া ভালো, জাগুলাতে তখন

কালী সাঁতরা উধাও, যাও, যেয়ে দেখ গা বলে এস. আই.-কে জীপে তুলে দেবার পর দেওকী মিসিরের ঘড়িয়াল মগজ অ্যাকটিভেটেড হল। প্রশাসন মা। মায়ের দয়াতে দেওকী মিসির জাগুলার কেষ্টবিষ্টু। জাগুলা থেকে অন্য থানায় বদলি অব্দি হয় না তার। সকল রেজিমে চলার মত চারটি টিকিট কিনে রেখেছে সে অদ্ভুত

কৌশলে। কৌশলটি জাতীয় জীবনে সকলকে বাধ্যতামূলকভাবে শেখাতে পারলে কোন বেটা উপোস করত না।

কৌশলটি এই রকম—যখন বসাইদের সঙ্গে সামন্তদের বাধল, তখন দেওকী সামন্তদের মদত দিল, বসাইদের শতকরা নব্বইজনকে হয় "আর্মড এন-কাউণ্টার", নয় "সার্চ অ্যান্ড ডেস্ট্রয়" করিয়ে দিল। কিন্তু শতকরা দশজনকে টিপে দিল, "ফুটে যা বাছা সকল" এবং তাদের কাছে দেওকীর ইমেজটি হল কিরকম ? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওর খবরে বেশ কিছু মরেছে বটে, কিন্তু সে হয়তো প্রশাসনের চাপে। লোকটা আসলে সিমপ্যাথেটিক, নইলে দশজনকে বাঁচাল কেন ? ব্যস্, এখানে তার একরকম গোছানো হল।

পরে সামন্তদের সঙ্গে পালবাবুদের বাধল যখন, তখন একইভাবে নব্বই-দশ পদ্ধতি চালানো হল।

এখন আবার সামন্তদের দিন। দেওকী প্রতি রেজিমেই তদ্বির করার লোক পেয়েছে। ফলে জাগুলা থানায় সে থেকেই গেল।

এস. আই.কে রওনা দেবার পর দেওকীর মনে হল, কালী সাঁতরা কোথায় গেল তা জানা দরকার। বসাইকে শনাক্ত করতে হবে বলে কালী সাঁতরা পালিয়েছে, এটি নিশ্চিত জানতে হবে। প্রশাসন মা হয়ে ভোলায় ও বাপ হয়ে খ্যাঁটা মারে—এই দ্বৈত ভূমিকায় কাজ করে। প্রশাসন কালী সাঁতরাকে বলে, "যাও, টুডুকে শনাক্ত কর।" তারপর গোপনে ফাইলে লেখে, "সন্দেহজনক চরিত্র। বসাইকে শনাক্ত করতে গেছল।" দেওকী জানে, আজ না হোক কাল, কালী সাঁতরা ঝাড় খাবে। তখন দেওকী যদি জানতে পারে, কালী সাঁতরা লুকিয়ে লুকিয়ে কোনো প্রো-বসাই ও অ্যান্টি-প্রশাসন কাজে গেছল, তাহলে দেওকীর ভাল বই মন্দ হবে না। এস. আই.এর ডিমোশনের কাজেও এতে সাহায্য হবে।

অতএব দেওকী সত্বর মাতো ডোমের কাছে গেল। যেই জানল, মাতো কালী সাঁতরাকে সব বলেছে, সেই ও বুঝে নিল কালী বসাইয়ের কাছে যাবে। সরকারী জীপে যাবে না, নিজের মত ঘাপে-ঘোপে

যাবে। ঘাপেঘোপে চরসা যেতে হলে লরী চাই। লরী মানে মহাদেব সাউ। মহাদেব সাউ বলল, 'বাবু সদর যাবে বুল্‌ল।'

'সদর।'

দেওকীর মন প্রশংসায় ভরে গেল। বসাইয়ের ধারে কাছেও সে যাবে না। বসাই সামন্ত বা পাল নয়। তার কোন সরকারী রেজিম হয়নি। কিন্তু সব সরকারেরই সে আপন রেজিম চালিয়ে যাচ্ছে। সে বলে রেখেছে, যেদিন জাগুলায় ঢুকবে, সেদিন দেওকী মিসিরের মুণ্ডু টেঁটার ফলায় নাচবে। না, দেওকী বসাইয়ের কাছে যাবে না। কিন্তু যদি যেত, তাহলে সেও বলত, 'সদর যাব।'

এই 'সদর' জিলা-সদর-শহর নয়। 'সদর' একটি গ্রাম। সদরে নামলে চরসা নদী অনতিদূরে। বর্ষায় চরসা বানভাসি। কিন্তু কালী সাঁতরার পুরনো মাহিন্দার বেতুল কাওয়ার ঘর সদরে। রাতেভিতে তার সহায়তায় শ্মশানের সোঁতার কাছে পোল ধরে ওপারে যাওয়া চলে। তারপর তিন মাইল হাঁটলেই জঙ্গল। বাঃ! বুদ্ধি করে কাজ করেছে কালী সাঁতরা।

দেওকী ভেবে দেখল, ভোর না হতে খবরটি সামন্তকে দিয়ে দিলে ঠিক হয়। কালী সাঁতরা বহুকাল যাবৎ হাকিমের পাশে বসে ফাংশান দেখছে। এখন তার হজিমত দরকার। সামন্তর গুড বুকে থাকা দরকার। সবাই বলছে সামন্তরা থাকতে এসেছে, যেতে আসেনি।

॥ ৪ ॥

দেওকী মিসিরের চিন্তাপ্রণালী সায়েন্‌স ফিকশনের যন্ত্র হয়ে কালী সাঁতরাকে নিয়ন্ত্রণ করল বোধ হয়।

সদরে লরী থামিয়ে কালী সাঁতরা নেমে পড়ল। একে অমাবস্যা, তায় মেঘাবৃত নিশীথিনীর খপ্পরে তাকে ফেলে রেখে "বাবা তারকনাথ" আরো দূরে, আরেক সদরে রওনা হল। কালী সাঁতরা মুদি দোকান

থেকে ধোঁয়াটে লণ্ঠন নিয়ে বেতুল কাওয়ার বাড়ি চলল। বেতুল এখন আর মাহিন্দার নয়। কালী সাঁতরার পিতৃদত্ত জমি ছিল বিঘা তিরিশ। তেতাল্লিশে পার্টিতে যোগ দেবার সময়ে কালী সাঁতরা সে জমি মাহিন্দারদের দিয়ে দেয়। কারণ দ্বিবিধ। এক হল, ব্যক্তিগত মালিকানায় কমুনিস্ট বিশ্বাস করে না—এ আদর্শটি জনসমক্ষে তোলা দরকার ছিল। জাগুলার অন্য বিপ্লবীরা যে-যার জমি রেখে কালী সাঁতরাকে ক্যাসাবিয়াংকা করে দিলেন। দুই হল, কালী স্বপ্নেও ভাবেনি ধানজমি দরকার হবে। সে বিশ্বাস করেছিল বিপ্লব এসে যাচ্ছে। অচিরে দেশ জুড়ে কম্যুন স্থাপিত হবে এবং কালী সাঁতরার থাকাখাওয়ার সমস্যা ঘুচে যাবে। কালীর আরো স্বপ্ন ছিল, তার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বেতুল কাওয়ার বোনের বিয়ে দেব।

কালী সাঁতরার পরবর্তী জীবন এতে বিষময় হয়। বেতুল সমেত যে দুজনকে সে জমি দেয়, তারা তাকে পাগল ভাবে। ছোট ভাই ছোট থাকতে স্কুলে "আমার আদর্শ মানুষ" রচনায় দাদার কথা লিখেছিল বটে, কিন্তু বড় হয়ে সেই দাদাকে চার্জ করে, "জমি বিলিয়ে দেবার তুমি কে? বিলিয়ে দিয়েছ, না টাকা নিয়েছ পরে?" কালী সাঁতরা বলতে গিয়ে বলে না, "আরে, বিপ্লব এসে যাচ্ছিল, ব্যক্তিগত মালিকানায় জমি থাকতে দিত কি?" বলে না এইজন্য, যে বিপ্লব এসে যাচ্ছিল চল্লিশের দশকে, সত্তর দশকে সেকথা বাতুলের প্রলাপ মাত্র। যা হোক, যে জন্যে যা করা, বেতুল কাওরা ও ময়েশ ঢালী সে বৈপ্লবিক জমি ধরে রাখতে পারে না ও অচিরে সে সব জমি মহাজনের জাবদা খাতায় ঢুকে যায়। কালী সাঁতরার জীবনের সুখ-দুঃখ-ভাগিনী গিনিমালা এতকাল জমি বিষয়ে মুখটি খোলে না। কিন্তু কালীর ছেলে অনির্বাণ মিউনিসিপ্যাল আপিসে ঢোকার পরে মা-কে বলে, 'মা তুমি কি চাও?' গিনিমালা তখনি বলে, 'আমার শ্বশুরের জমি উদ্ধার কর বাবা।' মহাজনের জাবদা খাতাটি অজগর-সদৃশ। গিলতে জানে, উগরোতে জানে না। সে-খাতা থেকে

সে-জমি বেরোয় না আর। কেননা ডাঙা জমি—বতর জমি—নাবাল জমি—দোফস্‌লী জমি—সকল জমিই অভিমন্যু বা অজগরের খাদ্য। জাবদা খাতায় ঢোকে হুড়োহুড়ি করে, বেরোতে জানে না। জমি ও জাবদা খাতার খাদ্য-খাদক সম্পর্ক সমুদ্র মন্থন বা বেদের হোমা পাখির চেয়েও পুরনো, তাই কণ্ঠমণি সাঁতরার জমি-টমি উদ্ধার হয় না। তবে ভীষ্মের কঠোরতায় গিনিমালা ধান জমি বিঘার পর বিঘা কিনতে থাকে, স্বনামে। কালী সাঁতরা এতে মনে আঘাত পায়। যেন আরেকটি কেল্লা বেদখল হয় তার। অনির্বাণ বলে, 'এ জমির ধানের ভাত খেতে ঘেন্না করে যদি, তবে চাল কিনে দিও, তোমারটা আলাদা রান্না হবে। এ জমি নিয়ে টাঁ ফোঁ করলে সুবিধে হবে না। কোর্টে দরখাস্ত করে তোমাকে পাগল প্রমাণ করে ছাড়ব।' কালী সাঁতরা এখন বোঝে, বহুকাল যাবৎ গিনিমালা ও ছেলে তার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা লালন করছিল। এখন বোঝে, সেই কারণেই অনির্বাণ, বাপের দেওয়া আদরের "লেনিনচন্দ্র সাঁতরা" নামটি ব্যবহার করেনি। কালী সাঁতরাকে "জীবন এক ব্যায়ড়া খেলা" প্রমাণ করাবার জন্যেই বোধহয়—বেতুলের ছেলে এসে গিনিমালার জমি চাষ করে। বেতুল বোঝে এতে করে কালীবাবুর মনে কোথাও ভয়ংকর "সয়েল ইরোশ্যন" ঘটল, মনে ধস্ নামতে পারে। তার মনে এক-ধরনের সহানুভূতি হয় এবং "জিলা-বার্তা" আপিসে গিয়ে সে বলে, মেঞাছেলার বুদ্ধি। কুন্ শালো জমি কিনে বলুঁ? আঁ? শুধু ঝুটঝামেলা হবে, তখন জানবু।' কালী সাঁতরা বোঝে, বেতুল যে এই কথাটি বলতে এতদূর এসেছে, এর পেছনে প্রাচীন লয়্যাল্‌টি নেই। দীর্ঘদিন জাগুলার বাজারে বেতুল কালীকে দেখেও দেখেনি। এখন সে এসেছে, তার কারণ, সেও পুরুষ, কালীও পুরুষ। দুজনেই দু'দশক ধরে বিবাহিত। দুজনেই স্ত্রী-দের কাছে পাত পায়নি। ফলে কালী বেতুলকে বিড়ি দেয় এবং বিড়িতে আগুন দেবার সময়ে অগ্নিসাক্ষী করে দুজনের মধ্যে এক মূল্যবান বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়।

এর পরে সদরে গিয়ে বেতুলের বাড়িতে হাজির হবার কথা কালী সাঁতরার মাঝে মধ্যে মনে হয়েছে কিন্তু বহু মানুষের মতই, কালীও পারে না পছন্দমত সহজ কাজটি করে ফেলতে। সেইজন্যে সে বহু কিছু করে উঠতে পারেনি জীবনে। সদর শহরে গিয়েছে, কাংশান হচ্ছে, তবু উদ্যোগ করে সুচিত্রা মিত্রের গান শোনে নি। বড় শখ হয়েছিল, রিবেট-সপ্তাহ চলছিল। তবু খদ্দরের জহরকোট কেনেনি। পকেটে টাকা থাকতে কেনেনি হাওড়া স্টেশনের স্টল থেকে পেপারব্যাকে "রাইজ অ্যান্ড ফল্ অফ থার্ড রাইখ্"। এখন সব কিছুই ফেলে আসা বাস স্টপ জীবনের। যে সব স্টপে নামা হয়নি, হল না। "বাস স্টপ" শব্দটি বা মনে কত স্মৃতি জাগায়। গিনিমালাকে বাপের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসার সময়ে বাসে দেখেছিল দিশাই গ্রাম। খুব ইচ্ছে হয়েছিল নেমে পড়ে। দেখে আসে তার বোনের ননদ রেবাকে। এই গ্রামেই সে থাকে। গিনিমালার সঙ্গে বিয়ে না হলে কালী রেবাকে বিয়ে করত। ইচ্ছে ছিল। কিন্তু নামবে কি নামবে না, ঠিক করতে করতে বাস ছেড়ে দেয়। জীবনে কত পেছনে ফেলে-আসা অপূর্ণ ইচ্ছের বাস-স্টপ থাকে। বেতুলের কাছে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল খুব। পেরে ওঠেনি। বেতুল একদিন এল। বলল, 'চরসায় পোল হল্‌ছে, একবার দেখ্যে লিখা দেন কেনী কাগজে?' তখন কালী সাঁতরা সদরে যায়। বেতুলের ঘরদোর দেখে বোঝে সে খুবই দুঃস্থ। কলাই ডাল ও ডিংলা-পোস্ত দিয়ে কালী বেতুলের বাড়ি ভাত খায়। বেতুল—তার বড় ছেলে—বেতুলের বউ—সকলের মধ্যে এ সংসারে কিসের একটা আন্‌ডার-কারেন্ট বইছে বলে বুঝতে পারে কালী—কারেন্টটিতে বিদ্যুৎ ছিল। কিজন্য, তা সে বোঝেনি। পরে তাকে বাসে তুলে দেবার সময়ে বেতুল বলে, 'লকসালী হাংনামায় ছিল না মোটে, তবু পুলুস কুকুরতাড়া কর্‍্যে—ছোট ছেলাটা চেরতরে জঙ্গলবাসী হয়্যা গেল। উর মা কান্দ্যে। কুথা হতে ই হাংনামাটি আল্যে?'

কালী সাঁতরা বেতুল কাওরার বাড়ি পৌঁছল বেশ রাতে। বেতুল জেগেই ছিল। কোমরে একটা ব্যথা আছে ওর, রাতে ঘুম আসে না।

সহজে। কালী ওকে আস্তে ডাকল। বেতুল দরজা খুলে ওকে ঢুকিয়ে নিল। কালী লক্ষ্য করল, বেতুল অবাক হল না। লকসালী তাড়া খাবার অভিজ্ঞতা বেতুলকে আর্বান-সফিস্‌টিকেশন, দার্শনিক প্রাজ্ঞতা এনে দিয়েছে। বেতুল কোন প্রশ্ন করল না। ধরেই নিল, কালী এত রাতে এসেছে যখন, তখন তার মধ্যে কথা আছে। কথাটি গোপন হওয়াই স্বাভাবিক। সে কালীকে বলল, 'উঠানে চলেন।'

কালী বলল, 'জঙ্গলে যাব।'

'বসাই টুডু ?'

'জানিস ?'

'ইবার বাঁচবে নাই।'

'কোথায় আছে, জানিস ?'

'চলেন। আমু যাই।'

'যাবি ? পুলিস আসছে।'

'আর পুলুস ! পুলুস জেবনে ঢুকয়্যে দিলু উদ্ধবটো। লকসাল বল্যে তাড় খেয়্যে খেয়্যে হেথা-হোথা ঘুর‍্যে শেষে লকসাল হয়্যা গেল ছেলাটো ?'

'সেও সেখানে ?'

'তা হবে। দেখেন কারবার ! লকসাল শেষ হল। জেহেল হতে খালাস দিবু, তাথে বসাই লকসালী লাগাল আবার। উদ্ধব তার চেলা হছু। লস্করের কাটবু, সাঁপুয়ের টাহালে আগুন দিবু, মহাজন কারেও ছাড়বু না, আমু কাছিম কাটল্যে সি উদ্ধব কেন্দ্যে ভাসাত। সি উদ্ধব !'

'চল্।'

বেতুল বড় ছেলেকে ডেকে তুলল ও দরজা বন্ধ করতে বলল। তারপর আবার দরজা ফাঁককরে কালীর হাত থেকে লণ্ঠনটি নিয়ে রাখল বাড়িতে। কালীকে বলল, 'লাল্‌টেম ল্যিব নাই। পোলে আজ পুলুস থাকবু। হোথা যেঞে লাভ নাই।'

'তবে ?'

'চল্লেন কেনী?'

সদয় গয়লা-প্রধান গ্রাম। এখান থেকে সদর-শহরে ছানা চালান যায়। বেতুল বলল, 'হাঁটুতে হবু। দুই কোশখানি যেয়ে লদীর চড়া উঁচা। সেথা পার হবু?'

'হেঁটে?'

'লাঃ! সুমুন্দির মইষ লিসছু।'

শালার বাথান থেকে মোষ নিল বেতুল। তারপর তরল অন্ধকারে, তারার আলোয় মোষটিকে সামনে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল নদীর পাড় ধরে। চরসা বর্ষায় দুকূল ছাপিয়ে ছুটছে। রাতে তার ঘোলা জলের চেহারা খুবই আদিম। মাইলখানেক এসে বেতুল বলল, 'হেথা খানিক ডাঙা বটেক। আপনি মইষের পিঠ চাপেন, আমু উর লেজ ধর্য়ে চলে যাবু।'

মোষের পিঠে উপুড় হয়ে ভেসে নদী পেরোল কালী সাঁতরা। বেতুল মোষের লেজ ধরে পার হল। এপারে এসে বেতুল মোষটি ছেড়ে দিল ও কোমর থেকে পেঁচানো দড়ি খুলে নিয়ে একটি গাছে বাঁধল। বলল, 'দূর হথে আপোনারে দিশায়ে দিয়্যে আমু চল্যে আসবু। জঙ্গলে আপোনি কথা কবেন নাই। টু কাড়লে পুলুস। দাঁড়ান কেনে, ডাল ভাঙি দুটা। ই শাল্যের জঙ্গলে গাছে গাছে লতা। বোড়া, কেউটে, কথ!'

'তাই নাকি?'

'লদী ভেসেছে, সব বেটা আছ্র্য় ছাড়া।'

'জঙ্গলে জল ঢুকেছে?'

'হাঁ গো! চরসার পুরান্ সোঁতা ইটা। এখুনো জল ঢুকে বই কি। দঁক কর্য়ে ফেলাছে।'

'তুই আসিস?'

'উদ্ধব আছু না?'

চলতে চলতে, গাছের ডাল ঠুকতে ঠুকতে বেতুল বলল, 'বলছু মরে যাছু, কিন্তু উ মরবেক নাই।'

'কেন ?'

'লাঃ ! লস্কর পলায়েছে বাঁকড়া, সাঁপুই যাবু দুর্গাপুর। বসাইয়ের লাম উদের যম।'

'কি হয়েছে ?'

'কুথা খেতমজুরী লিয়্যে লড়াই কর‍্যা আলু। পায়ে গুলি লেগেছিল তাথে পচ ধরে যেলছে।'

'মানুষ তো, মরবেই একদিন।'

'লাঃ !'

'কি বলিস ?'

'মনিষ লয়। মনিষ হল্যে চারবার মর‍্যা মানুষ জীয়্যে ? ই শুনি বসাই মরাছে, সভে লাহাশ পঁছাই করলু, লাহাশ জ্বালালু পুলুস, আবার বসাই যেয়্যে লড়াই কর‍্যে।'

'এর আগে তারা তো বসাই নয় ?'

'লয় ? আপোনিও তো দেখছু।'

কাকে ? কাকে দেখেছে কালী সাঁতরা ? তারা কি বসাই টুডু ? আইডেন্‌টিফিকেশন প্যারেড লাশ ঘুরে ঘুরে। হাঁ, টুডু—বসাই এ জনা—জানাচিনা মুখ—বসাই টুডু—বসাই বেঁচে আছে ? মরে গেছে ? মরে যাচ্ছে ? কালী সাঁতরা তাহলে এই আঁধারে জঙ্গল ভেঙে কোথায় যাচ্ছে ?

একটা শেয়াল ছুটে গেল, সামনে দঁক। বেতুল বলল, 'দেখে চলেন কেনী ? দঁকটো গাহাড়া, হাতি ডুবায়।'

॥ ৫ ॥

"দঁকটো গাহাড়া, হাতি ডুবায়"—কথা কয়টি শোনার সঙ্গে সঙ্গে কালী সাঁতরার মনে একটা আশ্চর্য দৃশ্য-দৃশ্যান্তর ঘটল। তার শরীর অতীব সন্তর্পণে অন্ধকার জঙ্গলে বেতুলের নির্দেশে হাঁটতে থাকল। শরীর থেকে মন বেরিয়ে গেল। বর্তমান ফেড-আউট করল, ফেড-

ইন করলভীষণ খরায় প্রজ্বলন্ত বাকুলি গ্রাম—দূরে, দিগন্তে মরীচিকার মত কাঁপতে থাকল। কালী চলে গেছে, পৌঁছে গেছে পল্‌তাকুড়ি, খোয়াইয়ে দাঁড়িয়েছে, মাথায় টোকা। মাথায় টোকা পরা, শার্ট ও ধুতি পরা বসাই টুডু ওকে আঙুল দিয়ে বাকুলি দেখাল, দঁকটি দেখাল, বলল, 'দঁকটো গাহাঢ়া, হাতি ডুবায়।'

'দেখলে মনে হয় না।'

'তাথেই জল রয় লয় তো উ যি কানালের শোঁসানি শুন, উ জল মোরা পাই না।'

পল্‌তাকুড়িতে যে বাড়িতে ওরা ওঠে, সে মুসাই টুডুর বাড়িতে বসাই টুডুর সম্মান দেখে কালী অবাক হয়। আরো অবাক হয়ে দেখে, বসাইকে ছোট-বড় সবাই 'কম্‌রেট' বলছে। ওরা দঁকে স্নান করে। 'দঁকটো বাঁচয়্যে রেখাছে'—গামছায় গা ডলতে ডলতে বসাই বলে। দঁকটি বেশ বড়। ছোট ডোবার মত। 'এটা হল কি করে?' কালী জিগ্যেস করে। তার নিজের বাসও খরা অঞ্চলে। জল দেখলে বড় আনন্দ হয় ও রক্তের কোনো একটা তৃষ্ণা যেন মেটে। কৈশোরে বন্ধুর সঙ্গে পাবনা গিয়ে চতুর্দিকে নদী, নালা, খাল, পুকুর, বিল দেখে আশ্চর্য আনন্দ হয়েছিল। এত জল! এত জল থাকলেও এদেশে মানুষের দারিদ্র্য ঘোচে না দেখে কালী খুব অবাক হয়। তখনো কালী জানে না প্রকৃতির দাক্ষিণ্য অথব্য কার্পণ্য, এর ওপর মানুষের অবস্থা নির্ভর করে না। ইস্টবেঙ্গল ল্যান্‌ড অফ প্লেন্‌টি আর জাগুলা, ক্রেডল ল্যাণ্ড অফ খরা—দু জায়গাতেই মানুষ অত গরিব হতে পারে কেন না মানুষের দারিদ্র্য মানুষের সৃষ্ট।

দঁকটি হল কেমন করে? এ প্রশ্নের জবাবে বসাই বলে, 'খানেক বছর আগে ধর্মকুঁয়া খুঁড়তে লেগেছিল সবে, তা শেষ করে নাই। তাথে জল রয়্যে গিছু। আমার মনে ল্যেয় ভুঁয়ের তলে জল, লইলে কানাল খুঁড়তে জল উঠলু কেমন কর্যে?' দঁক যদি আসলে অসমাপ্ত কুয়ো হয়, তবে গভীর কুয়ো। চারদিকে ঝামা পাথর। দঁকটি যেন গভীর কুণ্ড। অনেকখানি নেমে গিয়ে জল। খুব গভীর, অনেক জল, নির্মল,

ঠাণ্ডা। চারদিকে পাহাড়প্রমাণ পাড় বলে ছায়া ঢাকা, শুধু জলের বুকে রোদ পোড়া আকাশ জ্বলছিল।

খেঁসারির ডাল ও ভাত খাওয়া হয়। খাওয়ার পর গাছের নিচে বসাই ও কালী বসে। কালী একটা বিশেষ মিশনে এসেছিল।

বিড়ি টেনে বসাই বলে, 'বল কালীবাবু, কি বলবু?'

'বসাই, তুমি পার্টি ছেড়ে দিচ্ছ?'

'বল, আগে শুধায়ে লও।'

'তুমি বীরু পাঠকের দলে গিয়েছ?'

'আরো বল।'

'কি বলব? সেই পঁয়তাল্লিশ সাল থেকে কিষাণসভায় কাজ করলাম, পার্টিতে এলে, সূর্য সাউকে নিয়ে মতান্তর হল, তাতে মন ভেঙে গেল? একবার এলে না, আলোচনা করলে না, এ কেমন কাজ হল বল?'

'কেনী? খু-উ-ব ভাল কাম হলু?'

'তুমি?'

'কে বলছু আমু লকসালী হছু?'

'হও নাই? বীরু পাঠক কি? নকসাল নয়?'

'তা সি জানে।'

'তুমি জান না?'

'নাঃ? আমার দরকার নাই।'

'এ কি বলছ বসাই?'

'বুঝতে লারছু?'

'হ্যাঁ।'

'তবে ভাল করো খুল্যে কথা বলি কালীবাবু! কথা বলতে টাইম যাবু। আজ রইথে পারবু?'

'পারব।'

'এক কথা। কথা অনেক হবু। তাথে রাগ হতে পারবু না কালীবাবু। কি, চোখ ঘোঁচাও কেনী?'

'চোখটা কেমন করে।'

'কি ছানি কাটালু, কাজ হয় নাই।'

'না।'

'তখন বলু কথ, হেকিম করাও, পদ্মকাঁটা দিয়ে ছানি সরায়্যে দিবু, শুনলা না।'

'চোখটা কেমন করে বসাই।'

'কাগজ লিয়্যে মরলা।'

'কিছু একটা করতে হবে ত?'

'ভাল কথা, তোমাকে ভোটে উঠায় না কেনী?'

'কেন দাঁড় করাবে?'

'অথ ভাল হয়্যে তুমু মরলা। অথ ভালর ভাত মিলে না সংসারে। আমু ভাল হথে যাই নাই। এখুন তো খু—উ—ব মন্দ হয়াছি। তাথে তুমরা বল, লকসালী হছু আমি। ই কি তুমার কথা? পার্টি মিটিন্ ডাকে নাই? সামন্তবাবু চিয়ারে বসে নাই পা উঠায়ে? চা মুড়ি খাও নাই? এত বাজনা না বাজলে কালীবাবু সান্থাল বসাই টুডুর কাছে কেনী?'

কথাগুলি সবই সত্যি। বসাই হেসে কথা বলে ও কালীও হেসে ফেলে। এসময়ে কালীর হঠাৎ মনে পড়ে যায় একদা পড়া "ধাত্রীদেবতা" উপন্যাসের একটি জায়গার কথা। সশস্ত্র সংগ্রামী অস্ত্রত্যাগ করে অহিংস হতে চলেছেন। মতান্তর কেন হল, জানতে এসে পার্টির নির্দেশ মত পূর্ণ নামে বিপ্লবী ছেলেটি বৃদ্ধ বিপ্লবীকে মেরে ফেলে গুলি করে। তারপর চন্দ্রালোকিত রাত্রি, ইত্যাদি। কালী সাঁতরা বসাইয়ের কাছে এসেছে। বসাই সশস্ত্র সংগ্রাম থেকে অহিংসার পথে যাচ্ছে না। কালীও তাকে মারতে আসে নি। বসাই ও কালীর পার্টি সশস্ত্র সংগ্রামেও বিশ্বাসী এবং আরো নানাবিধ সংগ্রামে। বসাই কোন্ বিশ্বাসের পথে যাচ্ছে? শুধু সশস্ত্র সংগ্রামের পথ? শুধু সশস্ত্র সংগ্রাম? বন্দুকের নল?

বসাই তার চিন্তার উত্তর দিল। বলল, 'আমিই বলছু কালীবাবু। আমু একটা লতুন পথ ভাবছু। পথটো পুরানা বলেই লতুন। তভে

তুমরা যা ভাবছু, তা লয়। লকসাল আমু হই নাই। বীরু পাঠক কেনী, যে মোর কাজে মদত দিবু, আমু তার সাথের সাথী। এখন শুন—'

'বল।'

বসাই কালীকে অবাক করে দিচ্ছে। বাঘ-সিঙ্গি ফেল করে যাচ্ছে, বসাই টুডু একটা পথ বের করেছে? সশস্ত্র সংগ্রাম বলেই মনে হচ্ছে। অথচ নকসাল নয়। বসাই এত আত্মস্থ কেন? কেমন করে?

বসাই বলল, 'তুমরা বাবুছেলা, পার্টিতে আসছু। আমি কি, কালীবাবু? সান্তাল, খেতমজুর, মিশনে লিখাপড়া, আবার খেতমজুর। তুমু বলছু পঁয়তাল্লিশ সাল হথে কিষাণ সভা করছু? ভিতাল্লিশ সালে জিলা কিষাণসভার নকুলবাবু আমাদের মাইমানসিং লয়্যে যায়, নালিতাবাড়ি কন্‌ফারেন্সে। সিথা পয়লা দাবি উঠাছিলু, খেতমজুররে এম. ডব্লু দিতে হবু। পঁয়তাল্লিশে তুমার সাথ চিনা—মনে পড়ে?'

'হ্যাঁ। বর্ধমান। হাটগোবিন্দপুর কন্‌ফারেন্সে।'

'সিথা কথা হলু, খেতমজুরদের আলাদা জোট হবু। তা বাদে হুগলী কন্‌ফারেন্‌স। খুব বিশ্বাস যেছিল কালীবাবু, খেতমজুর কিষাণ হতে আলাদা লয়। আজ যি কিষাণ, মাহাজনরে জমি বান্‌ধা দিলে কাল সি খেতমজুর। হঁ্যা কালীবাবু, তারপর বর্ধমানে, মেদিনীপুরে খেতমজুর পার্টি হলু, কিন্তু যখন দেখলু কিষাণসভা খেতমজুর দলরে ফেলে দিলু পাপগর্ভের ছেলার মত, কুন্—অ সময়ে মদত দিল নাই, তখন হথে লিজের কথা ভাবতে লাগলম।'

বসাই থামল। বিড়ি ধরাল। কালী নীরবে বিড়ি নিল ও বসাইয়ের বিড়ি থেকে ধরাল।

'কি রকম শুন? আজ মোরে বিচার করথে আসছু? তুমার পার্টি দাদাদের বল্যো দিও। লিজের কথা ভাবতে লাগলম মানে বুঝছু? লিজের কথা মানে খেতমজুর সমাজের কথা। নকুলবাবুক তুমরা জানু। উর জেঠা গোকুলবাবু ছিলু পুরানা কংগ্রেসী। গাঁধীর

সময়ে কলকাতা হৎকে দেখা এস্যে কাওরা তিওরদের সুৎযোগ কর‍্যে জাতে উঠায়েছিল। তাথে খেপে যেয়্যে চন্দর ভূঁঞা, হেথাকার রাজা, উর ঘর-বাড়িতে খামারে হাতি উঠায়্যে দিলু। তাথেই উরা জাগুলা আলু।'

'চন্দ্র ভূঞা নয়, তার বাবা মহাচন্দ্র ভূঞা।'

'গোকুলবাবু মোক্‌চন্দ্র ভূঞাই বল্যে।'

'গোকুলবাবু গান বেঁধেছিল।'

'সোঙর আছু? বেশ গান সিটি।'

'হরিজনের গান।'

'বল দিথি।'

'সুর মনে নেই, কথাও কি মনে আছে? গাঁধী রাজা বলে দিছে তুরা হরিজন—আয় তবে তুদের সকল হরি মোরা তিনজন—'

'হাঁ কালীবাবু, তি—ন জন! ভূঞা জমিদার, সাউ মহাজন, বাররি জোতদার। তিন যমের ডাঙশে মার খাই নাই কবে, মনে করথে পারি না। মোক্ তুমু জানু! বাপ নাই, মা নাই, পিসি মরতে নেংটা একা, ছ বছুরা টোকা। মিশনে সাহেব ল্যিল সি উ গোকুলবাবুর কথায়। সি ভাল কাজ করছিলু। কিন্তুক কংগ্রেস করছু কি পার্টি, ক্যাও ভুলে নাই ছুয়াছুত। মিশন হথে আলু, পলায়ে আলু, তা গোকুলবাবু বলাছিলু, বসাই যে বাবু হয়া গেলু? অঁা? লেংটি পরা—ইন্দুর মাকড় খায়া সামাজের সান্‌তাল, তা কে বলবু?'

'তিনি পুরনো দিনের লোক।'

'লতুন জমানায়, পার্টির বাবুরা সানতাল-কাওরা-তিওরয়ে ভাই-ভাগ্না ভাবে? অঁা? তাথে সামন্তবাবুর বাসায় তুমরা পিয়ালায় চা খেতা, আমু মাটির ভাণ্ডে?'

'ওটা রক্তের সংস্কার বসাই, যায় না সহজে।'

'বাবু একটো জাত। বাগদী—কাওরার মত জা—ত একটো। তাথেই, এত ভাল লোক তুমু, তুমুও বাবু হয়্যে বাবুরে মদত দাও।

আর পঢ়াই—ছার্কেলে বসা কালাস্-লড়াই বুঝাও। না কালীবাবু, মোক্ টুপি পরাথে পারবু নাই।'

বসাইয়ের কথাগুলি বড় অপছন্দের কিন্তু নিমরসের মত তিত ও সত্য। কালী সাঁতরার পিত্তি ঘেঁটে উঠেছিল তিক্ত রাগে কিন্তু সে বুঝেছিল, কথাটা সত্যি। সামন্তর বিষয়ে ন্যায্য সমালোচনা করলে কালী সাঁতরা স্বশ্রেণীর একটি ছোট, অসভ্য আচরণের সমর্থনে যুক্তি খুঁজবে।

'রাগ কর্যোনা কালীবাবু, তুমার মধ দু চার জন ছাড়া আর সকলজনে কুন্ না কুন্ টাইনে বুঝায়্যে ছাড়ছু, তু বসাইটো, সান্তালটো, তুর সামাজের মনিষ লেংটি পর্যে, আকালে ইন্দুর-সাপ খায়। জমি আছু, এমন সান্তাল লয় যে জাতে উঠছু, খেতমজুর তু। কালীবাবু! বামুন-কায়েত খেতমজুর হয় না। হলে খেতমজুর সামাজেও ছুয়াছুত হতু। আমার কপাল অ্যানেক ভাল, যি লেংটা ভুখা শালো সকল খেতমজুর, আর লাথ খেয়্যে মাগ্যের বেথায় জাতে পাঁতে ভাগ হয় নাই। এক ধর্ম হাঁড়ি হথে সভে ভাত খায়।'

'বসাই, কেউ ভুলতে দেয়নি তুমি সাঁওতাল, তাতেই কি তুমি পার্টি থেকে সরে এলে?'

'লাঃ। আমু কি রাঁড়ের লাং যি টুস্ মারলে কান্‌ব? লাঃ কালীবাবু, কিন্তক্ ভূঁই ছেড়্যে শন্যে উঠ্যে বাতাসে লাঠি ঘুরাতে, ছিঁড়া কথা লয়্যে ধূলা উড়াতে, শিক্ষা আমার বাবু কম্‌রেটদের কাছে। তাই ছিঁড়া কথা শুধাই। যদি সি কারণেই সরে এস্যে থাকি? বলবু কিছু?'

'তাহলে বলব, তুমি কিছুতে ভুলতে পারছ না তুমি সাঁওতাল। তিলকে তাল করে দেখে আড়বুঝোর মত রাগ করছ।'

'ই কথার দুটা জবাব হয়। ভুলবু কেনী? সাঁতালরে ভুলায়্যে দিবু সি সান্তাল, সি কেমুন কর্যে পারবু তুমরা? আজও দেশ চিন না, মানুষ চিন না? তেমুন দেশ গড়্যে দাও যেথা সান্তালে-কাওরায়-উচা ঘরের কম্‌রেটে তফাত রয় না। পার? সবারে

পেলেন চাপায়ে দিল্লী-সভিয়েত আম্‌রিকা ঘুরাবা, গাড়ি চাপাবা, লাইলং পরাবা? পার? সবারে কোমরে লেংটি, সূর্য সাউয়ের লাথ খাওয়া, বুনা ধানে অন্যে কাটে দেখে বুকে শোঁসান, করে দিতে পার? একটো কর, তবে সান্‌তাল ভুলবে সি সান্‌তাল!'

'বসাই, তুমি বড্ড বদ্‌লে গেছ।'

'আরো জবাব আছু কালীবাবু, সানৃতাল-কাওরা-তিওর কেমুনে ভুলে সি কে? ভুলাবার কাজ তুমাদের ছিল, লয়? সি কাজ কর্‌য়েছু?'

'জবাব একটাই দিলে বসাই।'

'দিলম? তা হবু। মিশন ইশকুল যেলেও কি সান্‌তাল শিক্ষিৎ হয় কালীবাবু? উ ছিঁড়া কথা রেখো দাও কেনী, লাভ নাই।'

কালী আগেও বসাইকে সমীহ করেছে। সালিহাতুর ভোটের মিটিঙে সামন্তের ভেদবমি ও জ্বর হয়। রোগা, গু মাখামাখি সামন্তকে পিঠে বয়ে বসাই স্রেফ ছুটেছিল। বাসের একটা গোটা সীট খালি করে বসাই ড্রাইভারকে বলেছিল 'বড় কম্‌রেট আছু। আর পাসিঞ্জার নিবে না। সিধা মনসুরগঞ্জ চল, হাসপাতাল। পাসিঞ্জার উঠাতে বাস রাখল্যে, কম্‌রেটের কিছু হল্যে তুমার লাহাশ ফেলায়ে দিবু। আমু বসাই টুডু।'

বসাই না থাকলে সামন্ত বাঁচত না। এখন কালীর মনে হল, 'বড় কম্‌রেট—লীডার আছু—সেরা কম্‌রেট—সভিয়েতে ভি জানু উকে'—এই সব প্রাপ্য সম্মান বসাই টুডু কত বছর ধরে কতজনকে দিয়েছে? মনে হল, যাদের দিয়েছে, তারা সেগুলো ন্যায্য প্রাপ্য, একদা অর্জিত বলে গ্রহণ করেছে। "বড় কমরেট" হবার মুশকিল হল, একদা জেল খাটার নজীরে যেমন পরে মন্ত্রীগিরি ও বজ্জাতি চলে না,—তেমনি একদা সাচাই কাজ করে "বড় কম্‌রেট" হলে, পরে তা ভোলা চলে না। নিয়ত সততা দ্বারা বসাই টুডুর মুখে "বড় কম্‌রেট" ডাকটি অর্জন করে চলতে হয়। কিন্তু "বড় কম্‌রেট"রাও আজকাল তা মনে রাখেন না। ভোটের সময় ছাড়া দেখা দেন না, গ্রামবাংলার বিষয়ে, গ্রাম

থেকে সুদূরে বসে তাঁদেরও সাফাই, বাংলার মুখ তাঁরা দেখিয়াছেন তাই এখন তাঁরা পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যান। পরিণাম রক্তচাপ বা হৃদবৈকল্য বা বহুমূত্র জাতীয় ধনী অসুখে অকালমৃত্যু ও বসাই টুডুকে খোয়ানো। বসাই তবে কি ছিল এক্‌স্‌পেন্‌ডেব্‌ল ? তাহলে সে পাগলা খ্যাঁচার মত পার্টি লয়—লকসালী নয়—নিজের সান্‌তালী বুদ্ধিতে সংগ্রাম পদ্ধতি তৈরি করছে জেনে বাঘসিংহদের টনক নড়ল কেন ?

বসাই বলল, 'লাও, কথায় কথা বাড়ে কালীবাবু। লাও, চা খাও। তা বাদে কথা হবে। মুসায়ের টোকা চা এনাছু। দেখ, ই ভি আমার কম্‌রেট ?'

মুসাই টুডুর ছেলে, সাত বছরের গিধা চা আনল, মুসায়ের বউ আনল মুড়ি।

বসাই বলল, 'কি খাওয়াবু রে ? বাবু কম্‌রেট আছু, কিন্তুক সাচাই, বেইমানী হারামি জানে না। কালীবাবু, তুমু ভি সান্‌তাল হলা পারতু। তুমুও লেংটা রয়ো গেলা, আমুও।'

আজ, উনিশশো সাতাত্তরের জুলাইয়ে বন ভাঙতে ভাঙতে কালী সাঁতরার মনে হল, যদি মরে যায়, তাহলে শেষ অবধি খতিয়ে দেখলে জানা যাবে, "যাবে" নয়, এখনি যাচ্ছে, বসাই যে বলেছিল, "কিন্তুক সাচাই, বেইমানী হারামি জানে না"—চেয়ে দামী ঐহিক পুরস্কার কোন লীডার পায়নি, পাবে না, বসাই সকলকেই অসৎ অকেজো জেনে ত্যাগ করেছে। গাছের ডাল দিয়ে গোয়ালকেঁড়ে লতা সরাতে সরাতে কালী সাঁতরার শরীরের মধ্যে শূন্যতার অনুভূতি হল, হৃৎপিণ্ড খালি করে রক্ত নেমে যাচ্ছে যেন, ব্যর্থতার অনুভূতি, কালী যদি মরে, তাহলে বিছানায় শুয়ে মরবে, বাড়ি বা হাসপাতালে। বুলেটে মরবে না—বসাইয়ের প্রথম মৃত্যু—বুলেটে দীর্ণ দেহ। বেয়নেটে মরবে না—বসাইয়ের দ্বিতীয় মৃত্যু—বেয়নেটে ছিন্নভিন্ন মুখ ও পেট। সম্মুখ সংঘর্ষে মরবে না—গাছে হেলান দিয়ে বসাই, হাড় চূর্ণ বিচূর্ণ তৃতীয়

মৃত্যুতে। গ্যাংগ্রীনে মরবে না—গ্যাংগ্রীনে বেগনে হয়ে ফুলে ওঠা চকচকে বসাই চতুর্থ মৃত্যুতে। কালী যে জীবন যাপন করেছে তাতে সততা আছে, তবু কালী কি পুণ্য করেছে যে বুলেটে-বেয়নেটে-সম্মুখ সংঘর্ষে—এনকাউন্টারে মরবে কালী ?

'টুনি দাঁড়ান। ঠাওর কর‍্যে লই।'

বেতুল দাঁড়াল, চোখ ঘোঁচ করে চারিদিকে চাইল। বলল ইবার বাঁ চেপ্যে চলেন। ইঃ! গোয়ালকেঁড়ে লতার বাড় কি ? শালোর দল বর্ষার জল পেয়্যে ঝেঁপে উঠাছে যি ?

ওরা বাঁ দিক চেপে চলল।

মুসাই টুডুর বাড়িতে সে রাতে শুওরের মাংস রান্না হয়েছিল। অত গরমের পর সন্ধ্যা সাতটা থেকেই বাতাস ঠাণ্ডা হয়েছিল। বসাই বলেছিল, 'জল হবু। বাতাস ঠাণ্ডা হছু দেখ্‌ মুসাই।'

'তু দেখ্‌।'

'মুসাই মোদের জলহাওয়ার পণ্ডিত গো কালীবাবু। মুসাই জল কবে হবু ?'

'ভুল্‌কো তারা দেখবা না।'

'কি বলছু ?'

'বাজি ধর্‌ কেনে ?'

শুওরের মাংস ও ভাত খেয়ে ওরা উঠোনে শোয়। বসাই বলেছিল 'ঘুমাবু, না, কথা বলবু ?'

'কথা বল।'

'কাল যাবু ?'

'হ্যাঁ।'

'বাস ধর‍্যা না। লরী চেপে যাও।'

'যাব।'

'রিপোর্ট কর‍্যবু নাই ?'

'বলতে হবে।'

'কি বলবু?'

'তুমি কি বল, শুনি। আমি যা বুঝব, বলব।'

'শুন। রাত ঘুর্যো যাবু কালীবাবু।'

'যাক।'

রাত ক্রমেই ঠাণ্ডা থেকে ঠাণ্ডা হচ্ছিল। মশা নেই। এত গরমে ঝোপঝাড় শুকিয়ে যায়, জল শুকিয়ে যায়, মশা থাকে না। মুসাই হেঁকে বলল, 'বসাই, জল হল্যে টাহালে যাস্।' টালে ধান থাকে না, বসাই মাচা বেঁধে নিয়েছে। বসাইয়ের এ একটা ঘাঁটি না কি? বসাইয়ের কর্মক্ষেত্র খুব ছড়িয়ে গিয়েছে। যাওয়াই স্বাভাবিক। এই অনগ্রসর গ্রামগুলি বহুবছর এম. এল. এ বা এম. পি. দেখে না, বসাইকে দেখে খরায়—বানে—কলেরায় মড়কে—মহাজনের সঙ্গে লড়াইয়ে। খুব স্বাভাবিক ও অঙ্কের নিয়মে বসাই ওদের আপনজন হয়ে উঠেছে।

'বসাই, তুমি জেলা সেক্রেটারি হলে না কেন?'

'পরে বলব। আগে শুন।'

'বল।'

ওরা কথা বলছিল। আকাশ নিঃশব্দে মেঘে ঢাকছিল। বাতাস আরো ঠাণ্ডা। বহুকাল বৈশাখে চৈত্রে ঝড়বৃষ্টি হয় না।

'খেতমজুর আমু। ভেবে দেখলম, চৌচালিশ বয়স হলু, আমু খেতমজুরই রইলম। অ্যানেক মিটিং করলম, কনফারেন্সে গেলম কিন্তুক খেতমজুরের আসান দেখলম না। ছত্তিশ সালে কিষাণসভা হলু তখুন হথে আজও বুঝলম না, খেতমজুর হলো কিষাণসভা মদত দিবে না কেনী? চৌষট সালে পার্টি ভাগ হলু। ভাগ হক, যা হক, সভে কম্‌নিস। কম্‌নিসের কিষাণ ফরন্ট্ অবধি স্বীকার গেল না, খেতমজুরও কিষাণ। শুনাছি, গোকুলবাবুর কাছ শুনাছি, আটত্রিশ সালে কুমিল্লা সভায় স্বামী সহজানন্দ বলাছিল, খেতমজুর আন্দোলন কিষাণসভার আন্দোলন। ছোট কিষাণ কিষাণসভার জান। আজ যি ছোট কিষাণ, কাল সি মহাজনরে জমি দিয়া খেতমজুর হয়। বলে নাই?'

'বলেছিল।'

'কিন্তু খেতমজুরের হক্ কম্‌নিস কিষাণ করণ্ট দেখল নাই। কেনী কালীবাবু? কেনী? কম্‌নিস কিষাণসভা যাদের লিয়্যে, তারা মধ্যম চাষী, লয়? তারাও খেতমজুর লাগায়, লয়? তারাদের হক্ চোট খায়, লয়? আর কম্‌নিস দল যা বুঝে, ভোট—হাঁ, ভোট! মধ্যম চাষী ভোট কণ্টোল করে লয়? তবে বুঝ বসাই ঘাস খায় না, ধানের ভাত খায়—তাথে আমু ভেব্যে লিছু, কম্‌নিস হয়্যে কাম করথে পারি। তুমাদের কম্‌রেট বলথে পারি, কিন্তু যখন আমু খেতমজুর, তখন তুমরাও মোক্ লাথ মারবু। ভুখা মানুষ লয়্যে ই খেলা ভাল খেল নাই হে।'

'ঠিকই বলেছ তুমি।'

কালী বলতে পারল না, এ কথাগুলি তারও কথা। কে. এম. ইউনিয়ন, খেতমজুর ইউনিয়ন নিয়ে তার অভিজ্ঞতা ভীষণ ব্যর্থতাবোধে তিক্ত। বসাইয়ের বক্তব্য কে. এম. ইউনিয়নে চলে এল দেখে কালী ভেতরে সর্বনাশের গর্জন টের পেল। কোথায় কি হয়ে যাচ্ছে। অপ্রতিরোধ্য টানে সৃষ্টির আদিতে আদি পৃথিবী ভেঙে টুকরো হয়ে যায়। "মহাদেশগুলিকে মিলাইলে দেখিবে এ-উহার খাঁজে বসিয়া যায়। ইহাই প্রমাণ, একদা তাহারা যুক্ত ছিল।" মহাদেশগুলিকে কেউ খাঁজে খাঁজে মিলিয়ে জোড়েনি, জোড়া যায় না। বসাই বেরিয়ে গেছে প্রাচীন বন্ধন ছিঁড়ে। আর সে ভাঙনে জোড়া লাগবে না, কোন সেতুতে বাঁধা যাবে না মাঝের হিংস্র অপরিচয়ের সমুদ্র। বসাই এখন অপরিচিত মহাদেশ। কিন্তু সে মহাদেশ আক্রমণ—একসপ্লোরেশন—কলোনাইজেশন সম্ভব নয়। সব কিছু স্ব-স্বার্থে বা দলীয় স্বার্থে ব্যবহার ও বর্জন সম্ভব নয়, বসাই টুডুও নয়।

'কালীবাবু! খেতমজুর আমু। খেতমজুরের হকরে কুন-অ কিষাণ সভা মদত দিল না, কম্‌নিস কিষাণসভা, 'ব্বাপরে "কম্‌নিস" লাম বলতে লো জ্বলত কালীবাবু। কম্‌নিস কিষাণ করণ্টের কোলে বড় হছু, যখুন হতে গোকুলবাবুর হয়্যা কাগজ বিলাই, ইস্তাহারের হয়কে দাগা

বুলাই, একো একো হরফ যেমুন মরা জিনিস, আলতা বুলালে হরফ জীয়ে উঠে, বুকে লৌ গর্জায়। কালীবাবু! তুমার এমুন হয় নাই?'

'হয়েছে বসাই। হয়েছে। সকলেরি হয়েছে।'

'একদিন হথ, পরে হয় নাই। হল্যে ই কি দেখলম কালীবাবু? তুমু আমু কারবার করথে আসি নাই, কিন্তক সামন্ত? লক্ষ্মণবাবু? তারকবাবু? মোদের রেড কমরেট হাসান? কম্‌নিস পার্টি জোতদারী কারবার করা ফেলছু সবাই? বাড়ি হলু, গাড়ি ভি সামন্তর হলু ছেলার চাকরি হলু, সভে বড় লীডার, কলকাতা চিনলু, গোছায়ে নিলু "কমনিস্" লাম ভাঙায়ে? সূর্য সাউয়া কারবার? জোতদারী দিলকলিজা? তুরা মর্, আমু বড় হই? লা কালীবাবু, বসাইয়ের বুক ভাঙি গিছু।'

'বল বসাই, থেম না।'

কেন না কালী সাঁতরা জানছিল, আর সে আসবে না বসাই টুডুর কাছে, বসে কথা বলবে না এত। কালী বসাই নয়, কিছুই স্টেক করতে পারে না সে, যে দল তাকে শুধু ব্যবহারই করে, তাকেও ছাড়তে পারে না। পারে না সে-পার্টির মদত হারাতে। পরিণামে স্ত্রী-পুত্র পর, 'জিলা-বার্তা' কাগজের ধ্যাবড়া শিরোনাম একমাত্র আপনজন, তবুও কালী সাঁতরার রক্ত মধ্যবিত্ত রক্ত। সে রক্তে নিজের লেনিন—স্ত্রীর সাঁইবাবা—ছেলের রাজেশ-ধর্মেন্দ্র-হেমা প্রীতি সহাবস্থান করে চলে। সে রক্ত দেয় না কিছুই, সবই নেয় ও মিলেঝুলে পঞ্চরঙ্গী গান রচনা করে চলে। না। আর আসবে না কালী। কম্‌নিসদের মধ্যে আনুগত্য বড় প্রবল। তার চেয়ে কথা বলুক বসাই। কালী বড় তৃষিত। মুসাই বলেছে আজ বৃষ্টি হবে। মাটি বড় তৃষিত ও প্রতীক্ষাশ্রান্ত।

'কালীবাবু! একসময়ে কিষাণসভা তবু কাম করছু। খেতমজুরের হক্ না দেখলে তবু। খেতমজুরের তাথে ছিটা লাভ হয়াছে। সূর্য সাউর ঘরে গণেশ পুজা হল্যে লেংড়ি ভিখারি ছুটা পায়, সি রকম। "কানাল কর আন্দোলন,' বর্ধমানে। সভায় চেঁচামেচিতে রেট লামল।

তা বাদে উত্তরে "হাট তোলা" আন্দোলন, আধিয়ারের লড়াই জোতদারের সাথ। হাঁ, হয়াছে কিছু। জলপাইগুড়িথে পুলুস আন্দোলন ভাঙি দিলু, দিনাজপুরে পারে নাই, তাথেই সভার দারি, আমরা প্রমাণ রাখছু, আমরা গরিব কিষাণের হক্ দেখি। তা বাদে মায়মানসিঙে হাজং আন্দোলন। বুক ফাটি গিছু কিষাণ সভার গর্বে, বিষাণসভা সি গরব কাড়ি লি্যল কেনী কালীবাবু?'

কালী বলতে পারত, কিষাণসভা ও কম্যুনিস পার্টি এ ভারতের মাটিতে এক বিশেষ ভারতীয় চেহারা প্রাপ্ত হয়, মইয়ের নিয়মে চলে। মইয়ের নিচের সিঁড়িতে পা রেখে ওপরে উঠতে হয়, ও নিচের ধাপগুলি ভুলে যেতে হয়। ভারতে ধর্মে-রাজনীতিতে-ব্যবসায়-শিক্ষাক্ষেত্রে-সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে-ব্যক্তিজীবনে—ওপরে ওঠার একই নিয়ম, মইয়ের নিয়ম। এই ট্রাডিশনের নামই ভারতবর্ষ। গুলি খায় সাধারণ কর্মী, নাম হয় জেলের নিরাপত্তায় প্রথম শ্রেণীর বন্দী লীডারের—ভারতীয় ঐতিহ্য। কালী কি বলবে? কেন বলবে? একজন আদিবাসীর কাছে স্বীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হারামিপনার কথা স্বীকার করবে কেন? শ্রেণীহীনতায় বিশ্বাসীদের শ্রেণী-আনুগত্য কি কম? তা ছাড়া, লীডাররা মধ্যবিত্ত নন?

'তা বাদে এলু তে—ভা—গা।'

বসাইয়ের গলায় শব্দ ডুবিয়ে বৃষ্টি এল। ঠাণ্ডা বাতাসে ঝড় তুলে, ধুলোর ঝাপটায় মেঘ উড়িয়ে বৃষ্টি এল। বসাই বলল, 'মুসাই পণ্ডিতই হয়াছে জলহাওয়ার। আঁ? আকাশ দেখছু আমুও, কিছু বুঝি নাই?'

ওরা চাটাই নিয়ে টালে চলে এল। বসাই কুপি জ্বালল। কালী দেখল, টাল খুব পরিষ্কার। এত দারিদ্র্যে সাঁওতালরা এত পরিষ্কার থাকে কি করে? যারা সাঁওতাল নয়, তারা কেন পারে না? টালটি পরিষ্কার নিকোনো। মাচায় চাটাই, কোণে জলের কলসি, অ্যালুমিনিয়ামের ঘটি। মাটিলেপা বেড়ার দেওয়ালে বাঁশের গোঁজায় বসাইয়ের গামছা, মাথার টোকা।

'এটা তোমার একটা আস্তানা ?'

'আমার আস্তানা অ্যানেক। তুমারে বলবু কেনী, তা বাদে তুমু যেয়্যে পুলুসরে সম্বাদ দাও গা। জাগুলা থানার দেওকী মিসির ত আমারে খুব ভালবাস্যে।'

'না বসাই, বলব না।'

'তা জানু। লয় তো নবীনবাবু, মতিবাবুরে খেদায়ে দিলম কেনী ? তুমু খোঁচড় হল্যে তুমারে জীন্দা রইখে দিবু ভাবছ ?'

'কি করে মারবে ?'

তখুন দেখা যাবু।'

'যাক, কথা বল।'

'দাঁড়াও, জলের বাদ্য শুন্যে লই। আঃ তিন দিন জল ঢাল শালো, খানাখন্দ ভর‍্যে যাক, মাটি বতর হক। মাটি শুকায়্যে ধুল্ পরিমাণ।'

'বল বসাই।'

'বলি। বিড়ি ধরায়ে লই !' বসাই বিড়ি ধরাল।

'তেভাগা। ধান লয়্যে কথ গান কথ সময়ে হয়াছে মনে আছু ?'

'মনে আছে।'

'ধান তো গান লয় কালীবাবু। আমারদের জাহান। চাষ পর্‌ধান দেশ আমারদের লয় ? বীজ ফেলবু, চারা লাড়বু, খেত নিড়াবু. ধান কাটবু, টাহালে উঠাবু অন্যের, তা মূল গায়েন কর‍্যে যারা, তারাদের দেখল নাই কুন-অ সভা ? তে—ভা—গা—। বহুৎ বড়া আন্দোলন ! জলপাইগুড়ি, রংপুর, দিনাজপুর চব্বিশ পরগনা লালে লা—ল ! কৃষকসভা ভাগচাষীরে মদত দিলু। কিন্তুক্, কালীবাবু ! ভাগ চাষীরে মদত জুয়াল কারা ? খেতমজুর ভাগচাষী লয়। কিন্তুক যাই নাই খেতমজুর ? মরে নাই গুলিতে ? দু'ভাগের দাবি করাছিল ভাগচাষী, তা পায় নাই। কিন্তুক কিছু বেড়েছিল ভাগ। কালীবাবু ? যা বাঢ়লু, তার কিছু খেতমজুররে দিথে পারত নাই কিষাণসভা ? লাঃ ! কিছু দিল নাই। ভাবল নাই খেতমজুরের কথা। গরবে

মোটা হয় গেলু কিষাণসভা। লড়াই করাছি, লড়াই! বল? খেতমজুরের লোঁ যদি মুখ ফিরায় কিষাণসভা হথে, কি বলবু?'

'কিছু বলার নেই।'

'কেনী? নাই কেনী? বাবুদের সাথ মোর আর কথা হবেক্ নাই, এই শেষ। তবে কেনী তুমু কিছু বল্যনা? বলার নাই। হা রে বেইমানী!'

'তুমি বল।'

'দিন গেল, দিন গেল, স্বাধীনতা। ততদিনে আমু কিন্তু তিত হই নাই। যত কথা বললম, তত কথা একবছর হতে ভাবছু। ভেব্যেনা কালীবাবু পঢ়ি নাই কিছু। উ রস্থুলের বইও নিত্যবাবুরে ধরে পঢ়ায়ে ল্যিছু।'

'জানি। নিত্য বলেছে।'

'পার্টিতে মোক্ সভে বেইমান বলছু?'

'আমি থাকতে? হাসানের কথা মনে নেই?'

'খুব। উ মোক্ বললু কমরেট, খেতমজুরের হক্ দেখতে যেয়্যে তুমু কিষাণসভার পিঠে চাক্যু ভুঁখাছ। তাথে উর শার্ট ধরা মোর কাছকে মাফি মাঙ্গালা।'

'তবে?'

'পাগলাখ্যাঁচা আছু, তাথেই তুমাক ভালবাসি এথ। কিন্তুক তুমার সামোনে না হলু, আঢ়ালে?'

'না, বেইমান বলে না কেউ। তবে, বুঝতেই ত পার, আর জানও সব। সেল মিটিং হয়েছে, সকলেরই টনক নড়েছে। ভাল কথা, তুমি কি রজনী পালকে শাসিয়ে এসেছিলে? সবাই বলছে?'

'লা। উ লকসালীরা হথে পারে।'

'মারল কে?'

'বাঃ কালীবাবু বাঃ! সভে জানে উরে মারল উর ব্যাওয়া বুনের ঢ্যামনা। তাথে তুমরাও যি পুলুসের পিসা হলু? মরলু একটো গুয়ের পোকা, তার দোষ চাপায়ে দাও বসাই টুডুর ঘাড়ে, লকসালী-দের ঘাড়ে, তা বাদে চারটি গুলি চালাও, আঁ?'

'না না। সে লোককে ধরবে পুলিস।'

'তুমু কি কুন-অ বাবা ধরল কালীবাবু? সকল জীবে ভাল দেখছু? পুলুসরেও? আঁ? ই তুমার কুন বাবা? মোক্ ধরায়ে দাও ত? বাবা ধরল্যে মোর সাধ মিটে। আবার জীবে দয়া ফিরে। পার্টিতে মন ফিরে। পুলুসে বিশ্বাস আসে।'

কালী হেসে ফেলল। বলল, 'বৃষ্টি হচ্ছে খুব, বসাই, সকালে বৃষ্টি হবে?'

'আরে থাক না কেনী? কাল কানাল হথে মাছ চুরি করবু, খাওয়াবু তুমারে।'

'না হে না, ফিরতে হবে।'

'জানু হে কালীবাবু জানু।'

'বল, কথা বল।'

'দেখ, স্বাধীনতার পর হথে সভার চ্যাহারা পালটে গেলু। লদীয়ার পীরিতের বান ডাকায়ে দিলু সভা। ভাগচাষী, খেতমজুর, বড় কিষাণ, মধ্যম চাষী, শউরা বাবু, সকলেরে এক চোখে দেখলু সভা। মরল ছোট চাষী, মরল খেতমজুর।'

'হ্যাঁ।'

'আমার একটো কথা মনে উঠে গেলু আটষট সাল হথে।'

'কি কথা?'

'ই কিষাণসভা পুলুস হথেও মন্দ কালীবাবু। কংগ্রেসের বাপ ইটা।'

'কেন?'

'তিপ্পান্ সাল হথে খেতমজুরের ল্যিয়ে এম. ডবলু. আইন হয়, দার্জিলিং জিলা, জলপাইগুড়ি জিলায়। তখুনো খেতমজুর পার্টি হয় লাই। কিন্তুক আমাদের কম্নিস কিষাণসভা তা জানত নাই?'

'জানত।'

'কেনী জানায় নাই? কেনী তা লয়্যে আগুন জ্বালায় নাই? কেনী সকল জেলায় এম. ডবলুর দাবী উঠায় নাই? কেনী?'

'লীডারশিপের ব্যর্থতা।'

'লাঃ! লীডারশিপ খু—ব ভাল। খুব ঠিক কাজ করছু হে লীডারশিপ। ভদ্দরলোক বাবুলোক লীডার। ভদ্দরলোক বাবুলোকের কথা ভেবাছে। কালীবাবু! ভদ্দরলোকের হক্, বড় চাষী—মধ্যম চাষীর হক্, বাবু লীডার দেখবু বল্যেই ত আজ অবধি বাবুঘর ছাড়া লীডার আস্যে নাই? কম্যুনিস লীডারও বাবু, কংগ্রেস লীডারও বাবু, আমু বসাই টুডু যখন পার্টি ছাড়বু বল্যে বুঝলু তখন তারে জিলা সেক্রেটারি করথে চাহালু। তার আগে ভাব নাই। কিসের জিলা সেক্রেটারি? খেতমজুর ইউনিয়নের। সি কুন্ ইউনিয়ন? আটষট সালে পাঞ্জাবে মোগা কনফারেন্সে যি ইউনিয়ন হলু, তার মদতদার কে? সি পি আই। দিল্লী হথে আন্‌লু গাই—পিছা বাছুর সি পি আই ই ইউনিয়নের জিলা সেক্রেটারি বসাই কেনী? তাথে পার্টির জোর বাড়ে। ই ইউনিয়নরে মদত দিথে কেউ নাই, লড়বড়া ইউনিয়ন। বসাই ই ইউনিয়ন হাথ কর। কেনী? কিষাণসভায় জিলা সেক্রেটারি করার সময়ে বসাইয়ের কথা ভাব নাই কেও?'

'বলেছিলাম। ভোটে হেরে যাই!'

'ই. এম. ডবলু. লয়ে লড়তে নেমে কি দেখলু? লেবর ডিপট্ বছুর কে বছুর এম. ডবলু. বাড়ায়ে দিছু। আইন হবার, আইন হছু সরকারী রিপোর্টে। কিন্তুক হাথে মোরা একো পয়সা নাই।'

বসাই চুপ করল ওর চোখ লাল হয়ে উঠেছে। মুখ ফেরাল ও বিড়ি টানল। কালী বুঝল, এখন বসাইয়ের ক্ষতস্থানে হাত পড়েছে। বসাইয়ের সমস্ত মনোভঙ্গের কারণ খেতমজুরদের ওপর অবিচার। বুঝতে পারছে, সব বুঝতে পারছে, কালী। কিন্তু ফিরে যাবে যখন তখন সামন্তকে কিছুই বোঝাতে পারবে না, তাও জানে। রাজনীতিক পার্টি করলে মানবিক সমস্যা কেমন করে যেন বিদেহ অ্যাবস্ট্রাকশনে পর্যবসিত হয়। অথচ বামপন্থার রাজনীতিতে এরকম হওয়া উচিত ছিল না। বামপন্থার রাজনীতিতে বসাই টুডুকেও ভালবাসার কথা ছিল। "ভালবাসা" কথাটিতে বড় দায়িত্ব। ব্যক্তিগত সম্পর্কে

ভালবাসলে মানুষ সর্বদা সকল অবস্থায় দায়িত্ব স্বীকার করে চলে। বামপন্থার রাজনীতি, কম্‌নিস মানে ভালবাসা, কম্‌নিস মানে কারো অন্নে দুধবাতাসা, কারো কপালে শাক-ভাত নেই, তা নয়। কিন্তু তাই হল। আসলে সব যদি মধ্যবিত্তকেন্দ্রিক হয়, এই হয়। কালী বুঝছে, সামন্ত বুঝবে না। সামন্তর কাছে যাওয়ার আগে অব্দি বসাই টুডু থাকবে মানুষ। যে মানুষ সৎ কম্যুনিস্ট, বিশ্বস্ত কর্মী, যন্ত্রণায় জীর্ণ, আশাভঙ্গে নতুন সংকল্পে কঠিন, একটা সম্পূর্ণ মানুষ, সামন্ত তার কট্টর রাজনীতিক থিওরি বসাইতে অ্যাপ্লাই করে বসাইকে অঙ্কের অ্যাবস্ট্রাকশনে পর্যবসিত করে ছেড়ে দেবে। সামন্তর কাছেই বসাই যদি অঙ্ক ও অ্যাবস্ট্রাকশন হয়ে যায়, অন্যদের কাছে? এই সামন্তকে বসাই একবার প্রাণে বাঁচায়। আরেকবার সামন্ত বম্বে যাবে, জাগুলায় পার্টিফাণ্ডে তখনি অত টাকা নেই। বসাই বিকেলে পঞ্চাশ টাকা এনে দিল। বলল, 'শালোর শালো মহাদেব সাউ? সাইকেলটা বেচলম, তাথে পঞ্চাশ টাকার বেশি দিল নাই? উর লরীর টায়ার ফাঁসয়ে দিথে বলছু কেনারামরে। দিক্‌ শালো গুনোগার।' সাইকেলটি দশখানা গ্রামের খেতমজুর ও ছোট চাষীর টাকা তুলে বসাইকে কিনে দিয়েছিল। বসাই ওদের সুখদুঃখের সাথী। চোখে যারে দেখি এমন কম্‌রেট। কাগজে লিখায় জানু কম্‌রেট আছু, চোখে দেখিনা এমন কম্‌রেট লয়। তাথেই তোমারে দিলু। পায়ে হেঁটে কথকাল ঘুরতেছ।' বসাই বলেছিল, 'তুমু শালোদের টাকা বেশি হছু।' সাইকেলটি ও মুছত পরনের কাপড়ের খুঁট খুলে।

কথাটি মনে করিয়ে দিলে সামন্ত সুপিরিয়র হাসি হাসবে। হাসির সুপিরিয়র ও ইন্‌ফিরিয়র ডিগ্রি ভেদ আছে। কালীর একথা আগে জানা ছিল না। সে নিজে স্বভাবে নিরতিশয় নম্র, দীন—আগেকার দিন হলে বোধহয় তাকে প্রকৃত বৈষ্ণব বলা হত। ইদানীং দেখেছে, ভোটের সময়ে বা মিটিং অর্গানাইজ করতে শরীরে কষ্ট হচ্ছে এ কথা বললে সামন্ত ও অন্যরা সুপিরিয়র হাসে এবং কালীর বুকে হাঁপ ধরছে এ কথাটি অগ্রাহ্য করে নিজেদের ত্যাগ ও আত্মদানের কথা এমন

গলায় বলে যে কালীকে কেঁচো বানিয়ে ছেড়ে দেয়। কালী ওদের বয়সী। ওদের শরীর দামী শরীর, আরাম-বিশ্রামের শরীর—কালী সাধারণ পার্টিকর্মী, তার শরীর ক্ষয় কিছু নয়। তার ত্যাগ, ত্যাগ নয়। তার সর্বস্ব দান কিছু নয়!

কালী এক্‌পেন্‌ডেব্‌ল। তাকে উড়িয়ে দেওয়া চলে। বস্তুত, পার্টি লেভেলে বহুজনের সুপিরিয়র হাসি দেখতে দেখতে আজকাল কালীর মনে একা, "জিলা-বার্তা" অফিসে একটা অদ্ভুত অলীকতার বোধ জাগে। সে পার্টির জন্যে জান দিচ্ছে, কিন্তু পার্টি তাকে সর্বদা বুঝিয়ে দিচ্ছে সে এক্‌স্‌পেন্‌ডেব্‌ল। কালী তাহলে কি মনে করবে? কর্মীর প্রতি অ্যাটিচ্যুডে পার্টির স্বভাব কি এস্‌টাবলিশমেন্টের মত নয়? পার্টি ও এস্‌টাবলিশমেন্ট তো প্রতিপক্ষ। কর্মীদের প্রতি ব্যবহারে দুজনে কি এক? যুদ্ধ। মরবে সাধারণ সৈন্য। নাম থাকবে জেনারেলদের। "হোয়াট পাসিং-বেল্‌স্‌ ফর দিজ হু ডাই অ্যাজ ক্যাট্‌ল্‌?" এমন কেন হল? এস্‌টাবলিশমেন্টের তো মানুষকে ভালবাসার "কজ্‌" ছিল না। পার্টির ছিল সে "কজ্‌"। "কজ্‌" যার থাকে, যার থাকে না, কর্মীর প্রতি ব্যবহারে দুজনে এক কেন? যা দ্বৈত, তাই অদ্বৈত? ভারতের ট্রাডিশন! কালী সাঁতরার অবস্থা কেন এক থেকে যায়? এস্‌টাবলিশমেন্টের সরকারে যে-সব বজ্জাত আমলার হাতে মানুষ নিগৃহীত হয়, পার্টির সরকারেও কেন তারাই থেকে যায়? প্রবল ও হিংস্র কম্যুনিস্ট-বিরোধিতা, ঘুষখোর চোর স্বভাব, সাধারণ মানুষকে নিপীড়নে আনন্দ নিয়ে?

তারপর অলীকত্বের বোধ। না, না, এ রকম মনে করার অধিকার নেই তার। কালী সাঁতরার মত হাজার হাজার কর্মী ম্যাটার করে না কিছু। সব কম্‌কিস পার্টিই কালী সাঁতরাদের ইগনোর করতে পারে। কিছু দেয় না তারা পার্টিকে। গৃহসুখ, ব্যক্তি-জীবন, সংসারে প্রতিষ্ঠার প্রলোভন ত্যাগ, কিছু দেয় না। সব ত্যাগ, তিতিক্ষা, ডেডিকেশন লীডারদের। ব্রুটাসের মত তাঁরা সবাই অনারেব্‌ল মেন। একদা সংগ্রামের টিকিট প্রতিপক্ষের মত তাঁরাও ব্যক্তিস্বার্থে ভাঙন। দলকে

ব্যবহার করেন স্ব স্বার্থে। আরেক দিকে তাঁরা প্রতিপক্ষের বাবা এবং ভারতীয়ের ভারতীয়। প্রাচীন ভারতাদর্শে তরুণের স্থান নেই। সব স্থানই বৃদ্ধের। প্রতিপক্ষ "কাজে বাস্তুঘুঘু" ছোকরাদের ওপরে তোলে, এবং নামে ডাকে "তরুণ তুর্কী" বলে। পার্টি সে ভুল করে না। ময়দানে ও ম্যানিফেস্টোয় তাঁরা তরুণদের হেঁকে "রক্ত দাও" বলেন, নেতাজীর ডবল দাপটে। কিন্তু কার্যকালে তাঁরা গদি ছাড়েন না কিছুতে। নতুন কাডার তৈরি করেন না একটি। একদা যে লীডার, আজও সেই লীডার, শুধু বামপন্থায়। ব্লাড প্রেসার, রক্তে শর্করা, হৃদ্‌চাপ সব নিয়ে আজও তাঁরা বাঁধানো দাঁত ও লোল চর্মে গদীয়ান। ব্রুটাসের মত এঁরা অনারেব্‌ল মেন।

কালীর মত অবস্থা কত হাজার কর্মীর? এই সব প্রশ্ন বুকে নিয়ে কতজনকে আউট অফ লয়্যাল্‌টি চুপ করে থাকতে হয়? পার্টি ইমেজকে রিআইটারেট করে চলতে হয়? ফলে দারা-পুত্র-পরিবার এক ছাতের নিচে থেকেও দূরে চলে যায়। ঠোঁটের কোণ ঝুলে যায়, মুখে পড়ে রেখা, ভীষণ-ভীষণ আশাভঙ্গ, মনোত্বঃখ বুকে চেপে এগিয়ে চলতে হয়।

প্রক্রিয়াটি বিধ্বংসী। পার্টির প:ক্ষ। সৎ কাডার সেই মাটি, যার ওপর পার্টি দাঁড়িয়ে আছে। কাডারের মনে প্রশ্ন। সে মাটিতে সয়েল ইরোশন। ফিঙ্গার ইরোশনে মাটি উর্বরতা হারিয়ে খোয়াই হয়ে যায়। নিচের মাটিতে নিরন্তর সয়েল-ইরোশন চললে পার্টিতে ধস্ নামবে না? ভাবলেও কালী সাঁতরার বুকে ধস্ নামে। তার আগে কালী মরতে চায়। কর্মীর প্রতি পার্টির অবিচারী মনোভাবের ফলে ধস্ নেমে পার্টি নেই? পার্টি নেই? পার্টি নেই এমন দিনের কথা কালী সাঁতরা ভাবতে পারে না। পার্টি চিরকাল ছিল, তুমি থাকো। তোমাকে আমি নিজেকে উজাড় করে দিয়েছি সেই কবে। সেই "সোনার বাংলা হ'ল শ্মশান", সেই "জনযুদ্ধ" কাগজের দিন থেকে। ম্যান মেড ফেমিন ইন বেঙ্গল। ম্যান মেড ফেমিন। ফেমিন বা ছুর্ভিক্ষ এরকম হয় না। মানুষ মানুষকে বোঝে না, পার্টি মানুষের সকল সত্তা নেয় অথচ

পরিবর্তে প্রয়োজনীয় ভালবাসা ও আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিতে ভুলে যায়। ফলে মানুষ আরেক রকম আকাল তৈরি করে বহু মানুষের মনে। মাটির ইরোশন বন্ধ করতে হলে আজকাল গাছ পোঁতা হয়।

'কি ভাবছু কালীবাবু?'

'উঁ······?'

'কি ভাবছু?'

'আমার কথা তোমাকে বলতে···'

'বলবু?'

'না বসাই, তুমি কথা বল। আমার কথা বলতে শুরু করলে হয়তো অনেক কথা বলব। বলা ঠিক হবে না।'

'লাঃ! একে তো তুমু সাচাই কম্‌রেট। তাথে বসাই এখন দল ছেড়াছু, বেইমানটা হছু।'

'দাঁড়াও, একটু আসি।'

'জল হত্তাছু, দরজার হোথা বস্য।

॥ ৬ ॥

দরকারী কাজটি করে কালী দরজা ধরে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বৃষ্টির আকাশে পাতলা আঁধার। শুক্লপক্ষের রাত। চোখ চলে এ আঁধারে। এই রাতটি কতকাল ধরে কালীর মনে ধরা ছিল। পল্‌তাকুড়ি গ্রাম বিদ্যুৎ চমকে ঝল্‌কাছে! কতদূর অবধি দেখা যাচ্ছিল। গামের পর প্রান্তর। খোয়াই একটা সমুদ্র। পল্‌তাকুড়ি ও বাকুলি দুটি দ্বীপ মাত্র। কানালের গর্জন। পুরনো কম্‌রেড বসাই টুডু দল ছেড়েছে বলে তার বক্তব্য শোনবার, তাকে বোঝাবার কাজ নিয়ে না এলে কালী সাঁতরা এমন একটি রাত দেখতে পেত না। নবীন গড়াই, মতি দাস, দুই পুরনো পার্টি কর্মীকে আগে পাঠানো হয়। বসাই সাফ জানিয়ে দেয়, "কুন্‌-অ কথা নাই।" এতে নবীন ও মতি খুব ঘাবড়ে

যায় ও দ্রুত জাগুলি ফিরে গিয়ে সামন্তকে রিপোর্ট করে। সামন্ত তখন কালীর কাছে আসে ও বলে, কম্‌রেড! বসাইয়ের কাছে যদি যাও। বসাই নকশাল হয়ে গেছে বলে নিজে বলুক।' যদি বলে, তাহলে কি করা হবে, কালীর এই সোদ্বেগ প্রশ্নের উত্তরে সামন্ত সুপিরিয়র গলায় বলে, 'সে পার্টি যা বুঝবে তা করবে!' এই ভাবে "পার্টি" শব্দটি উচ্চারণ করলে মনে হয় "পার্টি" শব্দের মানে হল "আদালত। "কোর্ট উইল ডিসাইড"। বসাই দোষী না নির্দোষ। দণ্ডনীয় কি না। এ ভাবে "পার্টি" বললে মনে হয় পার্টি যেন মানুষ নিয়ে গঠিত নয়। সামন্ত-বসাই-কালী, সকলে সকলকে চেনে না যেন। কিন্তু আজকের রাতটি খুব সুন্দর। মনে রাখবার মত। বৃষ্টি। মাটি বতর হচ্ছে। রজস্বলা। জ্যৈষ্ঠে গর্ভে আমনের বীজ ধারণ করতে পারবে। বসাই যদি পার্টিতে ফিরত! সব ভুলবোঝাবুঝি অবসান হয়ে যেত! বসাই পার্টিতে ফিরত! কিন্তু বসাই আর ফিরবে না। স্ট্যাট্যুটরি মিনিমাম ওয়েজ ফর এগ্রিকালচারাল লেবারার শব্দ ছয়টিকে প্রশাসন ও পার্টি উপেক্ষা করছে। কিন্তু আশ্চর্য হল, বসাই নকশাল হয়নি। সামন্তকে বিশ্বাস করানো যাবে না। যা জানে তার বাইরে কিছু হতে পারে তা সামন্ত ভাবতেও পারে না। ভাবতে চায় না। যা ভাবলে সুবিধে হয়, তাই ভাবে সামন্ত। বহুজনের মত। যা ভাবলে মন নামক পৃথিবীর স্ট্র্যাটামে ভাংচুর হয় এবং নতুন স্ট্র্যাটিগ্রাফ তৈরি করতে হয়. সে সব ভাবনা সকল মানুষের মত সামন্তও বর্জন করে। বসাই যখন পার্টি ছেড়েছে, বীরু পাঠকের সঙ্গেও তার যোগাযোগ হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে, বীরু যখন নকশাল, বসাই যখন ভীষণ জরুরী কোনো তাগিদে সমানে খেতমজুর-বেস্‌ড্‌ গ্রামে ঘুরছে, তখন বসাই নিশ্চয় নকশাল হয়েছে। কালী বুঝছে বসাই নকশাল হয়নি। জোতদারের ধান কেটে মিনিমাম ওয়েজ মেলে না, ওয়েজ চাইলে জোতদার সরকারী সহায়তায় দাওয়াল এনে ধান কাটায় এই যন্ত্রণা ও অবিচারই বসাইয়ের মহাবিশ্ব। চীনের পথ ও চেয়ারম্যান তার পথ, তার চেয়ারম্যান নয়। বাইরের আইডিয়া বুঝে সে যা শিখেছিল, তা সে

বর্জন করতে চায়। নকশালদের মদতে তার কাজ হলে সে মদত নেবে। কিন্তু তার নিজস্ব সংগ্রাম যতদূর বলবে ততদূর নেবে, তার বেশি নয়। এ কথা সামন্তকে বিশ্বাস করানো যাবে না। সামন্তর পক্ষে এসব কথা বোঝা সম্ভব নয়। দীর্ঘ পার্টি-রাজনীতি জীবন সামন্তদের মনে ইম্যুনিটির প্রাচীর তৈরি করেছে। সে প্রাচীর চীনের প্রাচীরের বাবা। সে প্রাচীর মনের মধ্যে থাকে, আছে। তাই সামন্ত কিছুতে অন্যের স্বতন্ত্র মতবাদ মনে ঢুকতে দেবে না। বলবে, 'বসাই নকশাল'। ব্যস্, বসাইকে তখন বাদ দেওয়া হবে এবং নকশালদের বেলা যে ব্যবস্থা, বসাইয়ের বেলাও একই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। ভাবতে গেলেও কালীর খুব অবসন্ন লাগল। সামন্ত বলবে বসাই নকশাল। সম্ভবত বীরু পাঠকও দাবি করবে বসাই নকশাল। শুধু বসাই ও কালী আসল কথাটি জানবে। আর কেউ জানবে না। এ রকম অবিচার বোধহয় প্রায়ই হয়ে থাকে। কালী খুব অবসন্ন বোধ করল। অনেক, অনেক বিরুদ্ধ শক্তি। কালী সাঁতরা অতজনের সঙ্গে লড়ে পারবে কেন? বসাইরা কি মিস্আন্ডারস্টুড হবার জন্যেই জন্মায়? কিন্তু বসাইয়ের বক্তব্য না-শোনার না-বোঝার ফলে তাকে হারাতে হয়। তারপরেও তাকে না-বুঝলে, সে যা নয়, তা বলে তাকে প্রচার করলে, সুবিধেমত ব্যাখ্যাটি রেকর্ড করে রাখলে কার ক্ষতি? বসাই টুডুর? না ব্যাখ্যাকারীদের? কোথায় পাওয়া যাবে ভবিষ্যতের রিসার্চ অ্যানালিস্ট? যে মিথ্যাকে সরিয়ে সত্যকে রেকর্ড করবে? পৃথিবীতে কত কত সত্য এইভাবে প্রশাসনের চেষ্টায় মিথ্যা রেকর্ড হয়ে বেঁচে আছে? প্রত্যহ কি চলে না ট্রুথ অ্যাসাসিনেশ্যন? দুর্ঘটনা —মিছিলে গুলি—আন্দোলন দমন—সব বিষয়ে কি প্রত্যহ মিথ্যাটি সত্য বলে রেকর্ডেড হচ্ছে না? কে তার বিষয়ে কি করতে পারছে? না না, কালী এ সব কথা ভাবছে কেন? বসাই কি "অতীত" হয়ে গেছে না কি? বসাই তো সামনে। কালীর সামনে।

বসাই দু হাতে বাতাসের গলা মোচড়াল। কালো, পেশল, বেঁটে

আঙুল বেঁকে গেল। বার বার। মুদ্রাদোষটি দেখার মত। কালী সাঁতরা বুঝল, রাতটি ক্রমশ তার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান রাত হয়ে উঠছে।

বসাই বলল, 'আমার মন ভাঙি গিছু। তবও বলবু, খেতমজুররে কিছু মদত দিছু কম্‌নিস্ পার্টি, সি. পি. আই। তুমরা ভাব, লাঃ! তাদেরও আছু। খুব, খু—উব ভারি মদত দিছু তারা। হুগলীতে হরি পালের নাম জানু?

'চিনি।'

'কিরকম লোকটা, কালীবাবু?'

'কিরকম, মানে?'

'তুমার মথ উ ভি আধা-সান্‌তাল। খেতমজুর লড়াইয়ে কতবার জেহেল গিছে, কত ফোজদারী লাগায়েছে পুলুস তার লামে। কিন্তুক দমে লাই।'

'সে ত আইনের পথে লড়ে বসাই।'

'কি বুঝলু? আমি আইন-ছাড়া পথে গিছু?'

'তুমি কি করবে, তা তো আমি জানি না।'

'তাথেই ত বলছু, হরি পাল আধা-সান্‌তাল। আইনের পথে যেছু, পুলুস লয়্যে ধান কাটাছু, জোতদার কথা দিলে বিশ্বাস যেছু, আবার জেল খাটছু—ইথে কাম হবে লাই।'

'তুমি কথা বল।'

'চল, বাহার চল। জল থামি গেছু। হুই দেখ, চাঁদ দিশাল। চল। তুমারে কানাল দেখায়্যে আনি।'

'চল।'

'রাত কত আর?'

'চারটে বাজে।'

'চল।'

ঘর ছেড়ে বেরোল ওরা। মুসাইয়ের ঘরে মানুষের সাড়া। বসাই হেঁকে বলল, 'বিয়ান কাড়ছু মেঝান্। উঠি পড়্। মোরা কানাল

ছাইভ হথ্যে ঘুর‍্যে আসছু, এস্থে চা খাবু। মুড়ি আছু, না লিয়ে আসবু।'

'আছু।'

মুসায়ের বউ হেঁকে বলল। কালীর আবারও মনে হল, মুসাই টুডুর মেঝানের গলাটি ভারি মিষ্টি। খুব মেয়েলী, খুব মিষ্টি। মুসাইয়ের উঠোন পেরিয়ে ওরা গ্রামের পথে পা দিল। উঠোনে জল পথে জল। বসাই বলল, 'যথ জল দেখছু সব টানি যাবু। তব, জল আরো হবু। মেঘ ঘুরতাছে। হোক, জল হোক। খরা-আকাল-বান ই তিন চোট বছর বছর। তব খরা ই সাল লয়্যে তিন সাল। মোদের মেঝান্‌রা জলের তরে নদীর বালুতে উনুই আঁচড়ায়্যে আঙুল খোয়ায়।'

'কানাল আছে না?'

'হেথা আছে। চরসা? জাগুলা? বানারি? কদমখুঞা? কুথায় জল নাই হে। চরসা নদী ভরসা।'

ভোরের আলো ফুটছে। চরাচর সিক্ত। বৃষ্টি ও মাটির আকুল ও বুভুক্ষু মিলনের পর ভোরের ঠাণ্ডায় মাটি ঘুমোচ্ছে। খোয়াই ও তালগাছের ফাঁকে ফাঁকে ঘোলা জলের স্রোত। কানালের ধারে এসে দাঁড়াল ওরা। জল, অনেক জল! বসাই বলল, 'এথ জল, তাথেও আকাশের জলে চাষ। শালো সূর্য সাউ, না দিবু কানাল কর, না লিবু জল।'

'যেখানে কানাল আছে, সেখানে জোতদার জল নিতে বাধ্য—এমন একটা আইন যদি করত।'

'ববাপো রে! তা করথে পারে? জোতদার সকল সরকারের খুঁটা। জোতদারের খুঁটা ভাগচাষী। খেতমজুরও লয়। কানাল কর লয়্যে চাষ বাড়াবু কেনী? উনো চাষে জোতদারের হুনো লাভ। চাষ কম হবু। ভাগচাষী কম পাবু। খেতমজুর লেংটা রবু। তাথে বছর ভর ঋণ দিবু, সুদ লিবু।'

'ঋণমুকুবী আইন আজ না হোক, কাল হবে।'

'তাথে জোতদার হাসবু। আইনকে আইন হলু, সরকার তা জানবু না? ঋণ যি খাতায় লিখা, সি খাতা আদালত দেখতে পাবু কুন্‌-অ-দিন? জোতদার ঋণ দিয়্যে সুদ লি্যছু বল্যে কুন্‌-অ বেটা জোতদারের লামে কেস করবু? যি জোরদার সি মাহাজন। বছর ধরা লেংটা চাষী তার টাকা খায়, ধান খায়।'

'তাও সত্যি।'

'যি আইন হয় নাই, তাথেই এত ফেকড়া। জোতদারীর গরম, উঁচা জাতের গরম,—না কালী বাবু, তেমন হত কিষাণসভা, কম্‌নিস চাষী ফরন্ট, তাথে সবে জোর পেতু মোরা। জোতদার—বড় চাষী—মধ্যম চাষীরে চটাবুনা কেও—ইউনিয়ান লয়, ফরন্ট-সরকার লয়—মোর মন ভাঙি গিছু।'

কানালের জলে গর্জন। বসাইয়ের চুল উড়ছে।

'কথা বল বসাই! আমাকে ফিরতে হবে।'

'যাবু সাঁঝে। লরী ধরা দিবু? আজ দঁকে নাহাও, কানালের মাছ খাও।'

'সন্ধ্যায় গেলেও তো যেতে হবে?'

'যাও। ফির তো আসথে হবু।'

'কেন?'

'বাঃ, সামন্তবাবু মোর কাঁচা মাথা দেখথে চাবু না?'

'না সামন্তর অন্য কাজ আছে!'

'লা কি, ভূঞারা কংগ্রেস হছু বল্যে, বাস পারমিট লি্যছু চারটো, তাথে তাদের কাঁচা মাথা লি্যবু আগে?'

কালী চমকে উঠল। বসাইয়ের চোখে ও মুখে হাসি। বসাই বলল, 'কি? চমক ধরায়ে দিই নাই? জানু হে কালীবাবু, পারমিটের বিবাদে পার্টির রতনরে ভূঞারা খুন করলু, তাথে সামন্তর মন এখন উদের কাঁচা মাথা চায়। কম্‌রেট ছিলু আমু, কম্‌রেটের মাথা কুন্‌ চিন্তায় ঘুরে তা কম্‌রেট জানবু নাই? কিন্তুক উদের মারা করাল্যে আগুন ছুটবু, লৌ ছুটবু।

তাথে পার্টির লেংটা কম্রেট আরো মরবু। লীডার সামন্তবাবুর তাথে কি?'

'ও সব কথা থাক বসাই।'

'ইথেই জানলম, যা বলাছু তা সাচাই। ই ভাল লয়। আমু ই কথা বললম, তা সামন্তবাবু জানলে বলবু, বসাই কংগ্রেসী হয়াছু।'

'না বলতেও পারে।'

'তাথে আমার কি? তব, উ সামন্ত হথে পার্টির লাম জলে যাবু আমু এও বললম, দেখ্যে ল্যিও তুমু।'

'তাতে কি তোমার আর কিছু এসে যায়।'

'লাঃ! চল, হোথা বসি।'

তখনো ভিজে, উপড়ে পড়ে থাকা মানুষের পিঠের মত দেখতে একটি পাথরে ওরা বসল। এ জায়গাটা খুবই অদ্ভুত। লাল মাটির খোয়াইয়ের মাঝে মাঝে কালো কালো পাথর। পশ্চিমে চললে ক্রমেই পাথর বেশি। মাঝে মাঝে জঙ্গল বেল্‌ট। মোর অ্যান্ড মোর ট্রাইবাল ভিলেজেস্‌। কালী একসময়ে হোমওয়ার্ক করেছিল। গোকুলবাবু সব জানত। বসাই গোকুলবাবুর কাছে হাতখড়ি নেয়।

দুজনে বসল। সূর্য উঠবে। প্রথম রোদ পেলে ভিজে মাটি থেকে ভাপ ওঠে। বসাই বলল, 'খেতমজুর লড়ায়ে ল্যেমে দেখলু এম. ডবলু. হছে, বছর-কে-বছর লেবার ডিপার্ট এম. ডবলু. বাড়ায়ে দিছে, কিন্তুক মোরা একো পয়সা পাই নাই। স্বাধীনতার পর আইন ত মন্দ কথা বলে নাই? ভাগচাষীদের দুভাগ দিবার সুবিধা ছিল। কিষাণসভা সিদিকে দেখে নাই। তখন কিষাণসভার লড়াই হলু, ভাগচাষী উচ্ছেদ হথে দিব নাই। ভাগচাষী যার ল্যেগে লড়াই করল, সি তেভাগা ভাসি গেলু। সি কথা ছেড়্যে দিয়ে লড়াই হলু, ভাগচাষী উচ্ছেদ করথে দিব নাই। ই কিষাণসভা খেতমজুরের কথা ভাবব্য? স্বাধীনতা হথে মোগা কনফারেন্‌স্‌ তক একোই হিসাব। খেতমজুরের কথা ভাবব নাই। মুখে যা বলুক কিষাণসভা, কিষাণ ঐক্য-জিন্দাবাদ্‌ স্লোগানের ভিতর আন কথা আছু। খেতমজুর হক চাহালে ধনী

কিষাণ, মধ্যম কিষাণ খেপবু। তাদের ঐক্য লয়ে কিষাণসভা চলথে থাকলু। ছোট কিষাণ, ছবিঘার চাষী, মাহাজনরে জমি দিয়্যে খেতমজুর হথে থাকলু কালীবাবু।'

'এ কথা ত হয়ে গেছে।'

'আবার বলু, শুধামিছা লয়। ই কথাথে তুমারে বুঝাই, আইন হল্যেও উপায় নাই, পিছনে ইউনিয়ান না রল্যে। ইউনিয়নে রল্যেও হয় না কালীবাবু। ইউনিয়ানের জোর রথ্যে হয়। হুগলীথে, হরি পালবাবু—ছ পয়সার লঢ়াই কর্য়েছিল জানু? পাট কেচ্যে আছড়া পিছা খেতমজুর পেথ আটাশ পয়সা, তারে লঢ়াই কর্য়ে তিরিশ পয়সা করলু। বঢ়া লঢ়াই। তুমরা বল ইথে পয়সার লাভ নাই, কিন্তুক যারা লঢ়ে তারা কলিজায় লৌ পায়। ছ পয়সায় কত লৌ পায়? ছ পয়সায় আজ ধানচালের বাপের বাড়ি বীরভূম বর্ধমানে এক মুঠ চাল মিলে? লঙ্কা মিলে? শাক মিলে?

'তবে পথ কোনটা?'

'তুমারদের পথ লয়।'

'নকশালদের পথ?'

'লকসাল লামটো দেখু তুমার মাথায় ঢুকে গেলু? তুমু যা চিনু, তুমু যা জানু, তাই পথ হথ্যে হবে? সি. পি. এম, লয় সি. পি. আই. লয় লকসাল? ই পথ বসাই টুডু পথ।'

'কি পথ?'

'যাথে কাজ হবে? আইনে গেল্যে যিথা কাজ হবু, সিথা আইন। যিথা আইনের কলা দিশাবে জোতদার, সিথা আঙুল বাঁকাবু। লকসাল মোক মদত দেয়, মদত ল্যিবু। তুমু দাও, ল্যিবু।'

'কি করবে, কি করবে তুমি বসাই?'

'কেনী?'

'তুমি একা।'

'কে বোল্যে আমু একা?'

'একা নও?'

'লাঃ

'কোথায় তোমার বেস্, কোথায় তোমার কাডার ?'

'উ শিখা কথা ছাড়্য। তব জেনা রেখ্য লকসালীদের ভুল আমু করব নাই। যার তরে লড়াই, তারে বুঝাব না—তারে মারথে শিখাব না—পুলুস গ্রামে পশলে সকল ঘর জ্বালাবু—সবারে মারবু—জোতদার মের‍্যে পুলুস লাচিয়ে গ্রাম লাহাশ করবু—উথে বসাই লাই।'

'ওদের পথে তোমার বিশ্বাস না থাকলেও…'

'প্রচার দিবে বসাই লকসাল হয়েছে ? তাথে আমার কি ?'

'ওরা জানে তুমি ওদের বিষয়ে কি ভাব ?'

'লাঃ কালীবাবু! উরা জানু মরথে। এমুন কর‍্যে মরথে আমু কারেও দিশি নাই। তুমু বুঝবে নাই। তুমরা জানু গায়ে ছড় না লাগায়্যে আন্দোলন করথে, উরা তা জান্থে নাই। উদের সাথ আমার কুন্-অ বিবাদ লাই।'

'এত ভাল ভাল ছেলে, এমন ভুল পথ !'

'আমু সান্থাল। কেমন্থে জানবু কে ঠিক কর‍্যে, কে ভুল কর‍্যে ? তোমাদের সভিয়েটের পথ ঠিক, উয়ারদের চীনী পথ ভুল, ই কচকচি আমু বুঝি না। যথ ভুল সব উদের। তুমরা যে উদের শুওর খুঁচা কর‍্যে মার‍্য, তাথে ভুল হছু না ত ? লাঃ! তুমরা ত ভুল করথে জান না।'

'কি বলব, বল ?'

'কিছু বলা লাভ নাই কালীবাবু! উনিশশো তিপ্পানে এম.ডবলু.। উন্ষাটে রিভিশান। আটষটে রিভিশান। এখন সত্তর সাল। আটষটের রিভিশান এখনো চালু। মরদ তিন টাকা চুয়ান্—বিটি তিন টাকা সাতাশ—টোকাটোকি দু টাকা দু পয়সা। হাথে কি মিল্যে ? আট আনা—দশ আনা—এক টাকা—আশি পয়সা—তা দিবার কাল্যেও লুকান্ খাতা বেরায়। তাথে টিপ ছাপ, কে কত লিয্ছু, কার ভাগে কত কাটবু! জানু, আমার-তোমার রাজ্যে খেতমজুর কথ ? সাতত্রিশ লাখের ভি বেশি। সাতত্রিশ লাখের বেশি খেতমজুর

সরকারের ঘোষিৎ রেট পায় না, তাথে কম্‌নিস কিষাণ ফরণ্টের এস্যো যায় নাই কিছু। এখন সত্তর সাল। বসাইরে গাল পারছু কেনী ? যাও, যেয়্যে মিটিন্ ডাকা করাও ? কথা উঠাও ? বল্য, সকল জোতদার এম. ডবলু. দিথে হবে খেতমজুররে ! ই ভাল কম্‌নিস তুমরা হে ! জোতদাররে কিছু বলথে পার নাই। লা কি তুমরা জোতদারের হক বুঝ বেশি ? আইন পাস করাও, চালু কর না ?'

এ কথায় কালী সাঁতরার মনে আশ্চর্য ভাবান্তর হল। বসাই রেগে উঠেছে, প্রায় কথায় বাতাসের গলা মোচড়াচ্ছে। রোদে তেজ নাই। ছেঁড়া ও ভাসমান মেঘের ফাঁকে ফাঁকে বিবর্ণ রোদ। ঠাণ্ডা হাওয়া। চরাচর জেগে উঠছে। কানালের জল মহোল্লাসে ফেনিল। মাছরাঙা ছোঁ মারছে, মাছ তুলছে, তাতে জানা যাচ্ছে কানালে মাছ আছে। নইলে সাদা ফেনা ও ঘোলা স্রোতে মাছ কোথায়, জানা যায় না। কানালটি দ্বিতীয় পরিকল্পনায় হয়। কাগজের হিসাবে "এই সেচখাল দু পাশে তিন পাশে তিন শত একর জমিতে জল সেচ করে"। কিন্তু সৎ ও বিবেকী জেলা-হাকিম ও বি. ডি. ও. র পরাজিত মন্তব্য, "জমি জোতদারদের হাতে। জোতদাররা সেচ উদ্দেশ্যে জল নিতে নারাজ। ভাগচাষী বা আধিয়ার বেশি ধান ফলিয়ে বেশি ধান পাক, তাতে জোতদারের স্বার্থ চোট খায়। কম ধান চাষ হলে ভাগচাষী খেতমজুর সবাই ফাঁপরে পড়ে। জোতদার যে, মহাজন সে। মানুষ তাদের কাছে টাকা ও ধান কর্জ নেয়। চক্রবৃদ্ধি সুদটি জোতদার-মহাজনের লক্ষ্মী।" এবং কানাল-করের হার যা ছোট চাষী বা মধ্যম চাষীর সাধ্যি কি, যে কর দেয়, জল নেয় ?

বসাই রেগে উঠছে, তাতে কালী বলতে পারল না, বসাইয়ের কথায় সে আজকের ইতিহাস শুনছে। যা ঘটছে। ঘটমান বর্তমান। প্রেজেন্ট্ কন্‌টিনিউয়াস। আজ, কালী জানে, বিভিন্ন প্রান্তে সৎ কর্মীরা আদিবাসীদের কাছে একই প্রশ্ন শুনছে। তাদের দুঃখ ও ক্রোধ "ফরণ্টের" ওপর। "কম্‌নিস্" নামের কাছে তাদের প্রত্যাশা ছিল। "কংগ্রেস" নামের কাছে ছিল না। অতএব তাদের বক্তব্য, "ফরণ্ট"

এখন জোতদারের স্বার্থ বাঁচিয়ে কৃষক আন্দোলন ঘটলে তাতেই মদত দিচ্ছে। চাইলে নির্যাতিত চাষী বা খেতমজুর বা আধিয়ার বা ভাগচাষী পুলিস-পাহারা পায় না, তাদের বিরুদ্ধ-পক্ষ জোতদার পায়। আদিবাসীদের বক্তব্য, নকশালরা তাদের মদত দিচ্ছে, তারা মদত নেবে। যে দেবে, সেই বন্ধু। আদিবাসীরা তো "ফরন্ট" ডান-বাঁ দু হাত বাড়িয়ে মদত দিলে, "না" বলত না? না বলেনি?

বসাই সম্ভবত ঈশ্বর অথবা সায়েনস্ ফিকশনের সবজান্তা, সববোদ্ধা প্রাণী। সে বলল, 'লকসাল আমু হই নাই। ফরন্ট যে চোট দিছু, তাথে আর শিক্ষিৎ বাবুর শিখানা পথে কানার মত যাব নাই। কিন্তু যিথা সান্‌তাল-ওঁরাও-মুণ্ডা-বাউরি-তিওর-কেওট লকসালী হয়াছে, কেনী হয়াছে, তুমরা রাগ-বিবাদ ভুল্যে সোরণ কর্‍্যে দেখ্য। বুঝথে চাইল্যে বুঝবু। কিন্তুক ফরন্ট তো বুঝতে চায় না কালীবাবু, আদালত হয়্যে রায় দেয়, ফাঁসির হুকুম দেয়।'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তুক করল্যে করথে পারথ। লোহা গরম ছিলা, হাতুড়ি মারথে পারথ। মারল নাই। লকসালরা গরম লোহায় হাতুড়ি মারতেছু, লিজেরা মরথে ডরাছু না, তাদের সবে রেস্‌পেট্ দিবু হে তুমুরা, যারা মরথে ডরাও, তুমাদের দিব না।'

হ্যাঁ, লোহা গরম ছিল। স্বাধীনতার পর চব্বিশতম বছর। ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার কমিটির পর কমিটি। দুটি চারটি সাঁওতাল বা অন্য আদিবাসী নাম প্রশাসনে। বিশাল, মহান কীর্তি স্বাধীনতার। গ্রেট, গ্রেট, গ্রেট, অ্যাচিভমেন্ট! হিসাবে দেখা যাবে এইসব, বসাইয়ের ভাষায় "শিক্ষিৎ, পাস-করা সানতাল-ওঁরাও", সবাই মিশনারীদের শিক্ষা-ব্যবস্থার অবদান। কুমিরছানার মত এদের দেখানো চলে তুলে তুলে। যাদের দেখানো চলে না, তাদের অবস্থা চৌদ্দ সানকির তলায়। অতএব তাদের বঞ্চনা—লোহা গরম ছিল।

গরম ছিল লোহা। হরিজন নিপীড়ন নিবারণী সংস্থা—ভারতের সংবিধানে ছুত-অছুত ও জাতিভেদ নেই। কিন্তু উচ্চবর্ণ ছাড়া সকল

নিম্নবর্ণ আজও দিনান্তে অন্ন, মাথার ওপর পাতায় ছাউনি পায় না। "ভারতের গরিব মানুষ রিসার্চের বিষয়। রিসার্চ কি নিয়ে? কত কম খেয়ে, সরকারের কাছে কত কম পেয়ে মানুষ বাঁচতে পারে। আশ্চর্য দেশ।" বাঁকুড়া—পুরুলিয়া—ওড়িশায় আমানি বিক্রি হয়। ভাতের হোটেলের কাঁচা নর্দমা থেকে ফ্যান নেয় মানুষ। খুব গরম ছিল লোহা। মোল্‌টেন আয়রন আম্‌রিকা-সভিয়েটের বন্ধু সসাগরা ভারত। কিন্তু হাতুড়ি মারতে চাইল না কেউ। রেজাল্‌ট বসাই টুডু।

'বল, লকসাল বল, কুন—অ দুঃখ নাই। আমরা যখন হই নাই, তখন যে চ্যালেন দিথ, তারে টেররিস বলথ, কংগ্রেস বলথ। তা বাদে কংগ্রেস বলথ, চ্যালেন উঠায়, ইরা কম্‌নিস্‌। আজ ফরণ্ট বোল্যে ইরা লকসাল। মোকেও বলবু। কুন-অ দুঃখ নাই। সকল জেনা কানা সাজ্যে যি, তাকে বুঝাব কে?'

'এ কথার উত্তরে আমি যা বলব বসাই···হ্যাঁ, ঠিক বলেছ তুমি। ঠিক বলেছ।'

'আর কথা কি কালীবাবু? রসুলের বই মোক্‌ নিত্য পঢ়াল। তাথে ত ফরণ্টের সকল কথা স্বীকার যেছু।'

'হ্যাঁ।'

রসুলের বই। কালী সাঁতরার হোমওয়ার্ক। খেতমজুরদের বিশেষ দাবি নিয়ে প্রয়োজনীয় আন্দোলন ও সংগঠন করা হয়নি, তার কারণ মনে হয় কৃষকসভার নেতৃত্ব ও কর্মীদের নীতিগত দুর্বলতা, খেত-মজুরদের শ্রেণীস্বার্থের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিতে তাদের মানসিক ও সামাজিক প্রতিরোধ।" রসুলের বই। সেই একই বইয়ে, একই অধ্যায়ে আছে, "বড় ও মাঝারি কৃষকদের স্বার্থরক্ষার কাজকে কৃষক সভা উপেক্ষা করতে পারে না।" তারপরে আছে, "গরিব কৃষকরাই সমগ্র কৃষক সমাজের বারো আনা অংশ এবং তারাই ভূমি-বিপ্লবের প্রধান শক্তি।"

'কালীবাবু, সামন্তরে কি বলবু তুমু?'

'বলব, বসাই নকশাল হবে বলে পার্টি ছাড়ে নি? পার্টি ছেড়েও নকশাল হয়নি। খেতমজুরদের দাবিকে অনবরত উপেক্ষিত হতে দেখে বসাই পার্টি ছেড়ে গেছে।'

'কি করছু আমু, যদি শুধায়?'

'বলব, জানি না। আমাকে বলেনি।'

'ভাল।'

'একটা কথা।'

'কি?'

'আমাকে তুমি জান।'

'তাথে কি?'

'আমি যা আছি, তাই থাকব।'

'জানু।'

'কখনো দরকার হলে আমাকে, কালী সাঁতরাকে জানিও।'

'লাও, কানবু না কি? উঠ, মেঝান চা করাছে।'

ফিরতে ফিরতে বসাই বলল, ই কানাল হথে আগুন জলবু ই মহল্লায়।'

'কেন?'

'দেখ্যে লিও তুমু।'

'সত্যি?'

'হাঁ। চল, চা খেয়া টু'নি শোও গা টাহালে।'

'তুমি কি করবে?'

মুসায়ের টোকাটো, গ্রামের সকল টোকারে বলছুঁ, কানাল হথে মাছ মারবু।'

'জাল ফেলবে?'

'উ শাহান সোঁতে জাল?'

'ছিপ তো ফেলবেই না।'

'টেঁটা মারব। কালভাটের নিচে বড় বড় পাথরের ঢিবা ফেলছি। তাথে মাছ বাধছু।'

'বল কি ?'

'বুদ্ধি লাচাতে হয় কালীবাবু। ই কি 'জিলা-বার্তা' ছাপা কাম ? আমু কাগজ ছাপবু, ঘর যেয়্যে রাঁধা ভাত খাবু ?'

বসাই চারদিকে চেয়ে বলল, 'যখন টোকা, তখন হেথা কথ বন দেখাছি। বন কেট্যে বাঁশ গেলু মাগ্যে। ফরেস ডিপাট্ বন বসাছু, তবও বন বাঁধে নাই।'

'বাঁধলে ?'

'খরা—গোসাপা মিল্যে। মোরা খেয়্যে বাঁচি। পোটিন কিছু খেত্যে মিলে না মোদের। তাথেই বলাছি গম এন্যে আধা ভেঙে সিজ্যে খা। ইদের হারামী জানু না তুমু। কুন-অ শালো খাবে নাই !'

'মাছ ধরা দেখতে আমিও যাব।'

'হা দেখ, মেঘ ঘুর্যে। আঃ ! জল হবু হে। মেঘ যায় নাই। হুই দেখ, চিলপারা পাক মার্যে।'

চা ও মুড়ি খেয়ে ওরা কানালে মাছ ধরতে যায়। মুসায়ের ছোট ছেলে সিধা পাঁচবছরের। সে ভ্যাঁ করে কাঁদল যাবে বলে। বসাই তাকে কাঁধে তুলে নিল। বলল, 'ভূঁই ধরথে লাম দিছিলু সিধা। সিধা লাম যার সি পথ দিশাবে, তারে রেখ্যে যাবু ?'

কানালের জলের নিচে পাথর। টেঁটা ছুঁড়ে বসাই ক্ষিপ্র নৈপুণ্যে মাছ ধরছিল, এবং ছেলেপিলে জলে নামতে গেলে ধমক দিচ্ছিল। কালী সপ্রশ্ন চোখ তুলতে বসাই বলল, 'রাতের জলে কানালের জল টো কাঁচা হয়্যে যেল্ছু। ইথে লামলে টোকাদের জাড় ল্যেগে যাবু।' কালী দেখল বসাইয়ের চোখে মুখে জলের ছিটে। তার মনে হল, সাঁওতাল বলেই যে বসাই এরকম একটা টোটাল পার্সোনালিটি হয়েছে তা নয়। সকলে যা পারে না, জীবনের প্রতি স্ট্রেট থেকে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা আহরণ করতে কাজে লাগাতে, বসাই তা পেরেছে। বসাই চোখ কুঁচকে হাসল। মাছ উঠল কম নয়, গোটা পাঁচেক বড়য়-ছোটয়। মাছগুলি নিয়ে সিধা ও অন্যরা ছুটল। সিধা পা বেঁকিয়ে ছুটতে লাগল। বসাই বলল, 'জনম হথে রুগাভুগাটা মোদের লীডার, উ

সিধা। মেঝানের ছুটা হল্য। লাম দিলম সিধা আর কান্নু। কান্নু তিন বছরে ক্রিমিজ্বরে ভাগনাদিহির মাঠে গিছু। ই সিধাটোর পা লড়বড়া।'

'হাসপাতালে দেখাও।'

'হাসপাতালে উরে দেখবু, লা মেঝান দেখাবু? তাথেও ই শীতে উরে মিশনের হাসপাতালে দিবু।'

'সেরে যেতে পারে।'

'ঘর্যে মেঝান, টোকাটুকি র‍্যালে খুব বিপদ হে। তাথেই আমু উ পথে হাঁটলাম না।'

'সেবার ত মনে হয়েছিল তুমিও…'

'লা হে! মোদের বিটিরা তুমাদের বিটিরা হথে সাবুদ, কিন্তু মোর সাথ চল্‌থে পারথ লাই।'

'কাউকে পেলে না?'

'চাহাল্যে পেথে পারতম্। তা সি বিটির মোক্ মনে ধরল নাই। শালী যেয়্যে ছুল্‌নারে বিহা বসল। খুব লড়াকু মেঝান।'

'কি কমরেট? মোর কথা বলছু?'

ঈষৎ ভারি, হাসি উছলে পড়া গলা। কালী চমকে পেছনে চাইল। আকাশ ও খোয়াইয়ের পটভূমিকায়, সবই যেন তার, এমনি রাণীর মত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছে একটি সাঁওতাল মেয়ে। বয়স বছর ছাব্বিশ। অত্যন্ত কালো, অত্যন্ত বর্বর, অত্যন্ত সুন্দরী।

'ই কে? জাগুলার কমরেট তুর?'

'হাঁ। দেখ কালীবাবু ই বিটি দোপ্‌দি। দোপ্‌দি মেঝান। ইর মা স্বীকার গেলু মোক দিবু তাথে ই পলায়্যে ছুল্‌না মাঝিক বিয়া বসল, আমু না কি বুঢ়াটো।'

দোপ্‌দি এ কথার খিলখিল করে হাসল। তারপর বলল, 'ছুল্‌না আর আমু কামাল্যম গো, আ-ট টাকা।'

'কুথা চুরি করলু?'

'সোড়েন পিটাই করলম। পুলুস জীপ আনবু, সোড়েন হতাছু ছু—ই উধার।'

'সি কুথা ?'

'চাল—ভিংলা লয়্যে মুসাইর ঘর গিছু।'

'যা। আসতাছু।'

'শুন কমরেট। আজ রাথে কেনারাম লরী চালাবু।'

'উরে ফিন্ লি্যাছে স্মর্থ সাউ ?'

'হুঁ।'

দ্রৌপদী চলে গেল গ্রামের দিকে। বসাই বলল, 'কেনার লরীথে তুমু চলা যেও। ঝপখালি তক যাবু লরী। সিথা হথে জাগুলা হরঘড়ি বাস। যেথে অসুবিতা লাই।'

'ঝপখালি এখন···!'

'হাঁ। মেলেটারি আড়ত হয়্যা গেল। তুমরা ভাল্য কারবার চালাছু হে। লকসাল খেদাতে গ্রামে আর্মি উঠাল্যে।'

এ কথার পর বসাই যে আচরণ করল, তা একেবারে উল্‌টো। কালীর পা ধরে টেনে কানালে নামাল। বলল, 'আমু জলে, তুমু ডাঙায় দাঁড়য়্যে দেখবু ? লাও, ঝাঁপাই কর।'

'বসাই, স্রোত—'

'তুমু ডুববে লাই হে কালীবাবু। আমু আছু।'

জলে পড়ার আগে কালী বোঝেনি তার কত ভাল লাগবে। খুবই ঠাণ্ডা জল। ওরা সাঁতার কেটে উজানে গেল, ভাটিতে ভেসে ফিরে এল। সাঁতার কাটতে কাটতে বসাই বলল, 'ডাক্তার কম্‌রেট বলথ, পোটিন্ পাই না মোরা। তা, কানালে হেথা হোথা ফেলাছি ঢিবা। ফিশারী ডিপাট মাছ ছেড়াছু। সবে খায়, মোরাও খাবু। কানালটো অঞ্চল লেবার দিয়্যে করাল নাই, জানু ? বাহারের লেবার আনছিল্য। শেষে কথ ফাইট দিতে মোরাদেরও লি্যল।'

বসাইয়ের ধরা মাছ, দ্রৌপদীদের কুমড়ো ও চাল, মুসাইয়ের বোন ও বোনের ননদের আনা কচু ও কুমড়ো, প্রতিঘর থেকে আনা চাল, খেঁসারি ডাল, কুমড়ো, কচু, পেঁয়াজ, একটি লাউ—অনেক, অনেক খাওয়া। পল্‌তাকুড়ি একেবারেই সাঁওতাল গ্রাম।

মেঝেনরা রাঁধতে রাঁধতে গান গাইছিল। এ-ওর উকুন বাছছিল। বসাই হেঁকে বলল, 'মেঝান্রা ঝিঁঝি পুকার পারা চিল্লাস কেনী? আমু বাবু কমরেট হছিলম, তুরাদের সান্থালী চিল্লান্ শুনথে পারি নাই।'

'তব তু গা কেনী।'

'কালীবাবু গাহাবু।'

'না বসাই, না।'

'খাবুদাবু, দিবু না কিছু?'

'আমি গান গাইব!'

'কেনী? পঁয়তাল্লিশে চিল্লাথে নাই?'

'সে কবে?'

'সি ধানের গান?'

'কোনটা?'

'সিবার হাসান শুনাল?'

'ও!'

'গাহ না হে! হেথা নকুলবাবু নাই হে, যি ভুল্ হল্ছে! তাল কাটছু! বল্যে হাঁকবু।'

কালী হাসল। তারপর ভাঙা, ভীরু গলায় গাইল—

'হেই সামালো ধান সামালো
হেই সামালো জান সামালো
হেই সামালো ধান হো
কাস্তেটা দাও শান হো
জান কবুল আর মান কবুল
দেব না আর দেব না
রক্তে বোনা ধান
মোদের জান হো।'

বসাই বলল, 'ভাল বেঁধাছিল্য গানটো। কিন্তুক মেঝানদের অং দেখ্য। যা হোথা। দেখ্ কি হতাছে।'

উঠোনে বসে গাছের নিচে কাঁচা শাল পাতায় খাওয়া। ভাত, খেসারি ডাল, কচু ও কুমড়োর প্রবল ঝাল তরকারী, মাছ। তারপর গা ঢেলে ঘুম এসেছিল। টালে মাচায় শুয়ে ঘুম। মেঝেনরা গান গাইছিল। মুসায়ের বউ বলছিল, 'কম্‌রেট আল্যে মোরা ভরা ভাত খাই।' ঘুমের মধ্যে গম্ভীর বাজনা কোথাও। বৃষ্টির শব্দ। বৃষ্টি হচ্ছিল। সন্ধ্যার পর বসাই কালীকে নিয়ে হাইওয়ে চলে যায়, গাছের নিচে কালভাটে বসে। সাদা ছাতার নিচে। সাড়ে সাতটা নাগাদ কেনারাম স্বর্ণ সাউয়ের লরী চালিয়ে এল। সঙ্গে ওর ভাই। একটি চালের বস্তা নেমে গেল। বসাই সেটি ছাতার নিচে রেখেছিল। কালী উঠে বসে লরীতে। লরী ছাড়ল। অন্ধকার রাত। বৃষ্টি। বসাই চালের বস্তাটি পিঠে ফেলে ছাতা বগলে গ্রামে ফিরছিল। একবার মুখ ফিরিয়েছিল বসাই। হেডলাইট। বৃষ্টি ভেজা কালো মুখ। হাসি। কালীর বুকের নিচে ভীষণ মন কেমন করা। এমন দুটো দিন হারিয়ে গেল। এত তাড়াতাড়ি সব কিছু অতীত হয়ে যায়। কালী বিড়ি ধরিয়েছিল। বসাইয়ের সঙ্গে এই তার বহুদিনের মত শেষ দেখা।

॥ ৭ ॥

বসাইয়ের মুখে হেডলাইটের আলো ফেলে রেখে, বসাইকে ১৯৭০-এ ফেলে রেখে কালী সাঁতরা ১৯৭৭-এর বর্ষার রাতে চরসার জঙ্গলে ফিরে এল। বেতুল খপ করে তার হাত ধরেছে।

'কি ?' বলতে গেল কালী। বেতুল তার মুখে হাত চাপা দিল। দুজনে দাঁড়াল। চাপা মশ-মশ-মশ-মশ শব্দ। পেনসিল টর্চের সূক্ষ্ম তীব্র অন্ধকার চিরছে। কালী বেতুলের হাত ধরল, গাছের গায়ে লেপটে দাঁড়াল দুজনে। চোখে না দেখলেও কালী বলে দিতে পারে ওদের য়ুনিফর্ম সবুজ। কামোফ্লাজ। কামোফ্লাজ সৃষ্টি করার জন্যে সবুজ উর্দি। কিন্তু অপারেশন।এনি ফরেস্টে তল্লাস ও হানারত সৈন্যগণ

যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, তাহাতে কামোফ্লাজটি অর্থহীন হইয়া যায়।" এই আর্মি খুব নীরবে চলছে। কোথায় ট্রেনিং প্রাপ্ত? কোথায় কালী সাঁতরা বেতুলকে টেনে নিল। কাছে। সন্তর্পণে ফিরে চলল ওরা।

মিনিট পনের বাদে বেতুল ফিসফিস করে বলল, 'চলেন এক জায়গায় লয়্যে যাই।'

কোথায়? তা কালী জিগ্যেস করল না। কেন না, বাঁচবার ইচ্ছে ওর মধ্যেও নিশ্চয়ই সমান প্রবল। বাঁচবার ইচ্ছেটি বড় শক্তিশালী। বাঁচবার ইচ্ছাই সেই খাদ্য, "যাহা ভারতবাসীকে বাঁচাইয়া রাখে। ইহা এ-জেড্ সকল ভিটামিনযুক্ত খাদ্য হইতেও শক্তিশালী। অনশন—অর্ধাশন—অখাদ্য কুখাদ্য যাহাদের নিত্য অভিজ্ঞতা, তাহারা বাঁচিয়া থাকে বাঁচিবার ইচ্ছায়"—তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের পর ভ্রাম্যমাণ মেডিক্যাল ইউনিটগুলোর একটির রিপোর্টাজ। রিপোর্টলেখক ছিল সতীশ। মরে গেছে। সাপের কামড়ে। অন্ধ্র না আর কোথায় একটা জলা ছিল। গোণ্ডোয়ানা যুগের বিস্ফোরণের পর প্রকৃতির খামখেয়াল। জলায় হীরে আহরণে আদিবাসীদের মৃত্যু। তবু তারা যেত। মরত। সতীশ সেখানে গিয়েছিল। ইংরেজ আমল। মার্শ —ডায়মন্ড-বেল্টটি কোনো রাজন্য এজেন্সীর মালিকানায় ছিল। সতীশ সর্পদষ্টদের লেক্সিন-চিকিৎসা করত। নিজের বেলা সুযোগ পায়নি। ও ফোটো তুলে রিপোর্ট পাঠিয়েছিল।

'আস্তে গেলম।'

বেতুল বলল। একটি ঘর। বেতুল বলল, জঙ্গলবিভাগ যখন ঠিকাদারকে শালগাছ কাটার কাজ দিত, তখন ঠিকাদারের লোক থাকার জন্যে এই ঘর তৈরি হয়। পরে শালগাছগুলি নীরেস দরের প্রতিপন্ন হলে ঠিকাদারের আগ্রহ চলে যায়। ঘরটি থেকে গেছে। যেখানে জঙ্গল, সেখানেই ঠিকাদারের ঘর। কালী অনেক দেখেছে। সুখ্‌নাপোখ্‌রির জঙ্গলে ঠিকাদারদের পরিত্যক্ত ঘরগুলি তেভাগায় তাদের হাইড-আউট ছিল।

বেতুল বলল, 'উদ্ধব হেথা আস্তে, আমু আস্তি। ঘরটো সাফাই আছে।' ঘরটি ছোট। মেঝে পরিষ্কার। বেতুল কোমর থেকে সস্তার পেট্রোললাইটার বের করে জ্বেলে দেখে নিল। বলল, সাঁপের বিশ্বাস নাই।' তারপর বলল, 'ভোর দিশালে, না, ভোর দিশাবার আগেই চল্যে যাবু?'

'কোথায়?'

'সদর। আর কুথা? জঙ্গলে সিপাই, আর থাকা ঠিক লয়। উদ্ধবটো···এমুন হুজ্জোগা আতে···!'

'নিরাপদ হলে যাবে। নইলে নয়।'

'নেন, বস্তেন চেপ্যে।'

ওরা বসল, এবং খুবই আশ্চর্য, বেতুল ঘুমিয়ে পড়ল। হয়তো আশ্চর্য নয়। হয়তো এ রকম অনেক অবস্থায় বেতুল ঘুমিয়েছে আগে। অভিজ্ঞতাই মানুষকে প্রয়োজনীয় ডাইমেন্‌শন দেয়। বেতুল যা ছিল, বেতুল তা নেই। অদ্ভুত সব পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় সতর্কতায় চলতে পারে। এর কারণ কি? ওর ছেলে উদ্ধব?

বেতুল চোখ বুজে, বহুদূর থেকে বলল, 'বসাই টুডু মরল্যে আমরা মর্যে যাবু। উর ডরে, জান্ন কালীবাবু, মহাজন ডর্যে। মোরা কৃষিঋণ দিই নাই। তাথেও বেটা কিছু বল্যে নাই।'

'বসাই সদরে আসে?'

'বলবু নাই।'

বেতুল ঘুমিয়ে পড়ল। কালীর মনে হল, বসাই যা বলেছিল, তা করেছে। যারা তার লোক, তাদের প্রোটেকশন দিয়েছে। যে গ্রাম দিয়ে চলাফেরা করতে হতে পারে, সে গ্রামকে স্বপক্ষে রেখেছে। বসাইয়ের পদ্ধতি ভারতীয় ওরিয়েন্টেশনে গেরিলা-যুদ্ধ-পদ্ধতি। সে পদ্ধতিতে অপারেশন-টেরিটরি—বোস্ গ্রামাঞ্চলকে উইন-ওভার করা প্রাথমিক শর্ত। সবচেয়ে আশ্চর্য হল, বসাইয়ের শেষ অ্যাকশন-অপারেশন অঞ্চল থেকে সদর গ্রাম ও চরসা-জঙ্গল-বেল্ট একচল্লিশ মাইল উত্তর পূর্বে। প্রত্যেকটি অ্যাকশন অঞ্চলের মধ্যবর্তী দূরত্ব চল্লিশ

থেকে পঞ্চাশ মাইল। প্রশাসনের মাথায় বাড়ি। সবচেয়ে সুবিধে বসাইয়ের, ওর কোনো বিশেষ গ্রামে ঘরবাড়ি নেই। জন্ম বাকুলিতে। জন্মকালে মা, পরের বছর বাবা মৃত। পিসির কাছে ভেলো গামে ছ' বছর অব্দি। পিসির মৃত্যুতে গোকুলবাবুর চেষ্টায় রাম্‌তা মিশনে। তারপর জাগুলা। কিষাণফ্রণ্টের কর্মী। তিরিশ বছর ধরে শতাধিক গ্রামে ঘুরে কাজ করার ফলে সর্বত্র সে ঘরের লোক। অথচ তার রক্তের সম্পর্কিত কেউ নেই। প্রশাসন বিভ্রান্ত।

আজকের রাতটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বহুক্ষণ কালী সাঁতরা বসাই টুডুর মধ্যে বিচরণ করছে। কিন্তু সকাল হলে ?

কালী ঠিক করল, সকাল হলেও, সবদিক না দেখে বেরোনো হবে না।

ভীষণ খিদে পাচ্ছে, জল তেষ্টাও। উপায় নেই। পকেটে বিড়ি ও বেতুলের কাছে লাইটার থাকা সত্ত্বেও বিড়ি খাবার উপায় নেই। খুবই ভাগ্য ওদের, বৃষ্টি পড়েনি। বৃষ্টি হলে চরসা ক্ষেপত, জঙ্গলে চলা দুঃসাধ্য হত। বসাই কি জাদুকর ? তার কাছে আসবে বলে সন্ধে থেকে কালী যা যা করেছে, তার সিকির সিকি পরিশ্রম করলে আজকাল নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। গিনিমালা বলে, 'অসুখ নয়, ভান করছে।' সম্ভবত, মানুষ যা মন থেকে করতে চায়, শরীরে তা করার শক্তি পায়। ঘরটায় স্যাঁতা পড়া গন্ধ। দরজা জানালা কে কবে খুলে নিয়ে গেছে। হাওয়া ঢোকে, তবে রোদ তো ঢোকে না। চারদিক গাছে ঢাকা, ঝুপসি। আর্মি জানে না। আসলে ঝাড়খানী জঙ্গলে পুলিস ও আর্মি থাকছে বহুকাল। নিজেরাও শেল্‌টার করে নিয়েছে বহু। তা ছাড়া, বনবিভাগের ঘরদোর যা পেয়েছে, তাও দখল করেছে। চরসার জঙ্গল এখনো সে গুরুত্ব পায়নি। এবার হয়তো পাবে। শরীরে ক্লান্তি নেই। নার্ভগুলো বেশি অ্যালার্টেড হয়ে গেল কি ? না কি প্রাচীন কালী সাঁতরা ফিরে আসছে আবার ? তেভাগার সময়ে কালী সাঁতরা একজন অত্যন্ত অ্যালার্ট কাডার নামে পরিচিত ছিল। এখন আর পারে না কালী। শরীর আর স্ববশে

নেই। বসাইয়ের চেয়ে তার বয়স বেশি। হার্নিয়া অপারেশন, প্লুরিসির উপর্যুপরি আক্রমণে ইস্‌কিমেটিক না কি যেন হার্ট শুকনো হয়ে নাকি লম্বা হয়ে ঝুলে পড়েছে। সর্বদা ক্লান্ত লাগে আজকাল, বড় বেশি ছুটোছুটি, বড় বেশি হাঁপাহাঁপি করা হয়েছে ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে। তারপর থেকে তো অভ্যাসের বশে ছুটে চলা। বিনা প্রতিবাদে যে ছোটে, পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি—তার বিষয়ে সংসারে অদ্ভুত সব প্রত্যাশা জন্মায়। আজকাল কালীকে বহু কাজ করতে হয়—একে স্কুলে ভর্তি করা, ওকে হাসপাতালে। একে বই যোগাড় করে দাও, ওকে ফাংশানের হল। মজা হল ও অসুবিধে আছে বললেই সকলে অত্যন্ত দুঃখ পায় ও বলে, "আমার জন্যে তো কোনদিন কিছু করতে বলিনি"—অর্থাৎ এর জন্যে, ওর জন্যে মৃত শিক্ষকের জীবিত শালার ছেলের জন্যে, সব করার সময় পাও তুমি, আমি রব বঞ্চিতের দলে? কালী কিছুতে বলতে পারে না, আর পারে না সে। শরীরে দেয় না। বাড়িতে তার ওপর নির্যাতন চলে অন্যভাবে। গিনিমালা ও অনির্বাণ তাকে সংসারের কুটো ভাঙতে দেয় না। সেখানে সে অপ্রয়োজনীয়। একদা দেশের ও দশের পার্টির চিন্তায় ঘরসংসার অবহেলা করার দাদ ওরা এইভাবে তুলে থাকে। কালীকে কিছু করতে দেয় না। কালীর জন্যেও ওরা কিছু করে না। ঘাটে পৌঁছে কালী নিজের বিছানা পাতে, তোলে, মশারি টাঙায়, জামাকাপড় কাচে। গিনিমালা ও অনির্বাণ পরস্পরকে বৃত্ত করে বন্য বর্বরতায় খায়, রেডিও শোনে, প্রতিটি সিনেমা দেখে। কালীর কাছে কেউ দেখা করতে এলে এক পেয়ালা চা পায় না। কৃতী কমরেডরা হোমফ্রন্টে কালীর চেয়ে অনেক বেশি মনোযোগ পায়। পুরনো দিনে বসাই মাঝে মাঝে বলত, 'সকল ছেড়া পেরেস ঘরে থাকতে পার নাই?' ছানি কাটার পর গিনিমালার মন্তব্য, সারা জন্ম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে কানা হয়ে কাঁধে চাপবে না কি?' কালীর বলার নেই কিছু। সত্যিই তো গিনিমালাকে সে দিতে পারেনি কিছু। বিয়ের তিনদিন বাদে যে জেলে যায়, সে স্বামী হিসেবে ব্যর্থ বইকি।

কিন্তু সময় চলে যাচ্ছে, সময়। কালী জানে না বসাইয়ের কাছে যেতে পারবে কি না। চারবার তার লাশ পঁছাই করার পর পঞ্চমবার না যাওয়া গর্হিত অপরাধ। কালীর নিজের কাছে। সামন্ত বরাবর বলেছে, রেনিগেডটার জন্যে সিম্‌প্যাথি কেন? এতে পার্টির কাছে তুমি দোষী হচ্ছ।' সামন্ত খুবই ওমনিপোটেন্‌ট। কালী সাঁতরার জীবন ও প্রতিটি জাগ্রত মুহূর্ত পার্টির জন্য খরচ হচ্ছে জেনেও, কালীর স্বগত চিন্তা থেকে পার্টির অননুমোদিত চিন্তার চোরকাঁটাগুলি উপড়ে ফেলতে সামন্ত বদ্ধপরিকর। কালীর ইনফ্লুয়েঞ্জা হলেও সামন্ত বলে থাকে, 'তিন চার দিন খবর নেই। ভাবলাম, নকশাল হয়ে গেলে বুঝি, কিংবা কংগ্রেস, হ্যা হ্যা হ্যা!' সামন্তর হাসিটি যথেষ্ট ভয়ঙ্কর। তাতে আনন্দ থাকে না। একটা শূন্যগর্ভ হ-হ-হ শব্দ থাকে।

সময় চলে যাচ্ছে। বসাইয়ের কাছে যেতে হবে। বসাইয়ের পঞ্চম মৃত্যু মানে, প্রশাসনের পাঁচটি উল্লেখযোগ্য ঘাম-ছোটানো অ্যাকশন। না গেলে, কালী না গেলে, কালীকে পুলিসই নিয়ে যায়—কালী না গেলে বসাই বলবে, 'কি কম্‌রেট, কথো পা ভারি হয়াছু? আমু শালো মরা যেছু। তুমু লাহাশ পঁছাই করথে ভি আসথে পার নাই?' বুকের নিচে দুঃখ। প্রত্যেকবার বসাই যেন নতুন বসাই। ১৯৭০-এ পল্‌তাকুড়ি গ্রামে যে বসাই তাকে কানালে টেনে নামিয়েছিল, যে বসাইকে কালী সাঁতরা কত খোঁজে। সেই হাসি, রোদ বাঁচাতে চোখ কুঁচকে চেয়ে থাকা, সেই হাসিভরা চোখ! তাকে পায় না, যাকে পায়, তবু সে বসাই। বাতাসের গলা মুচড়ে দেয় দু'হাতে। সময় চলে যাচ্ছে। কালী বসাইয়ের কাছে যেতে না পারে যদি? এর পরে? চোখের দৃষ্টি আরো কমে আসে যদি? শরীর আরো ভেঙে পড়ে যদি? কি কম্‌রেট, পঁছাই করথে আসছু? চতুর্থবার গ্যাংগ্রানে মরার আগে চোখ ধূসর হয়ে গিয়েছিল, গ্যাংগ্রীনে মৃত্যুর গ্রাফিক বর্ণনা হেমিংওয়ের "স্নোস্‌ অন কিলিম্যান্‌জারো' গল্পে। বসাই হেমিংওয়ের নায়ক নয়। তাই গ্যাংগ্রীনে মৃত্যুর পর

ফিনিক্সের মত পঞ্চমবার অ্যাকশনের পর আবার বসাই মৃত। কালী নিশ্চয় যেতে পারবে ?

বাইরের অন্ধকারে তিলেক নড়াচড়া ঘটে নাকি, দেখার জন্যে কালী ক্ষীণ দৃষ্টিতে অন্ধকার বিঁধে সেন্টিনেলের মত বসে রইল। সেন্টিনেল ! জীর্ণ শরীর, ক্ষীণদৃষ্টি চোখ, পরনে আধময়লা ধুতি ও ময়লা খাকী শার্ট, পায়ে তালি মারা কেড্স, দারুণ সেন্টিনেল। দেখলেই সবাই ভয়ে কাঁপবে। না না, কালীর ভয় কি ! কালী এখানে বসে আছে দেখলে পুলিস হয়তো হাসবে। গ্রেট কমিক সাইট।

বসাই দেখলে হাসত না। গলায় অসম্ভব আর্জেন্সী নিয়ে বলত, 'কি কালীবাবু, হেথা বস্যে কি করছু ? উঠ্যা পড়্যা কম্রেট, জঙ্গলে আমি। মোরে তালাস কর্য্যে। চল্য, তুমাক্ শেল্টর লয়্যে যাই। চল্যে চল্য কমরেট, শালোরা দনাদন গুলি ছুটায়।'

কালী জানে বসাই চলতে চলতে চড়াইপাখির ছানা পড়ে থাকলে বাসায় তুলে দিত। ভালবাসা। প্রথমবার বসাই বানারিতে মরেছিল একটি মোষের জন্যে। মোষটার নাম ছিল ভোমরা।

সামন্ত আজও বিশ্বাস করে, অপারেশন বানারির খবর কালী সাঁতরা জানত। অথচ ফ্রন্ট সরকারকে জানায়নি।

কালী জানে, কালী কিছুই জানত না। 'সে জানত না,' বিশ্বাস করা সামন্তর পক্ষে অসুবিধাজনক। কেননা তাহলে পরিচিত ও অভ্যস্ত চিন্তার প্রেমিস্ থেকে বেরিয়ে সামন্তকে নতুন করে চিন্তা করতে হয়। সে পরিশ্রম অসম্ভব কোনো পুরনো পার্টিম্যানের পক্ষে। তার চেয়ে অনেক সহজ, রিঅ্যাকশনারী—কাউন্টার রেভলুশেনারী—পেটিবুর্জোয়া—নকশাল—ইত্যাদি নাম দান করে লেবেল এঁটে কন্ডেম্ড মড়ার মত মানুষকে মর্গে পাঠানো। 'সে জানত' বিশ্বাস করাই সুবিধাজনক।

কালী নিজে পারেনি এইসব কিছুর বৃত্ত ছাড়িয়ে যেতে। বসাই পেরেছিল। কালীর অদ্ভুত উল্লাস। বসাই পেরেছিল। কালী তাতে জিতে গেছে কোথায় কোথায় যেন, কেমন করে যেন।

বানারি। অপারেশন বানারি। ১৯৭০। বৈশাখ।

হ্যাঁ। সেই বৈশাখেই। কালী সাঁতরা চলে আসার পরেই। বানারিতে। 'বানারি'নামটি বড়ই দ্যোতক এবং পরবর্তী সময়ে লেবর ডিপার্টমেণ্ট, কৃষক আন্দোলন ফ্রন্টের পক্ষে বড় অস্বস্তির। বস্তুত 'বানারি' গ্রামটি জিলা ম্যাপ থেকে মুছে গেলে বহু লোক স্বস্তি পেত। এ গ্রামে বসবাস করে কিছু সাঁওতাল, ক্যাওট ও চামার। পেশা খেতমজুরী। সাঁওতালরা অবশ্য স্ব-অঞ্চলের স্বার্থে সংঘাত না বাধলে, যেখানে পায়, সেখানে দাওয়ালী বা নামালী কাজ করে। অর্থাৎ খেত-মজুরকে 'মজুর'—দুনিয়াকে মজদুর এক হ্যায়—ইয়ে আজাদী আজাদী ক্যা, মজদুরকে যিস্‌মে রাজ না হো—ইত্যাকার স্লোগান ও গানে কীর্তিত, পৃথিবীর ন্যায্য অধিকারী মজুর ধরে নিয়ে লেবর ডিপার্ট যে এম. ডব্লু. বা মিনিমাম ওয়েজ ফর এগ্রিকালচারাল লেবারার বা খেতমজুরের জন্য ন্যূনতম মজুরী জারী করে, দাওয়াল বা নামালরা তার ধার ধারে না। তারা ঋষিদের মত সর্বজ্ঞ। তারা জানে, আইন করা হয়, বলবৎ করা হয় না, এবং যাদের জন্য আইন, তারা জীবনেও তার বেনিফিট পায় না। জিগ্যেস করলে বলে, 'হুঁ, মোরা খেতমজুর বটি।'

কিন্তু খেতমজুরের এম. ডব্লু. যে সরকারী রেকর্ডের শোভা, প্রশাসনের পাপবোধ-মোচন, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরায় নেস্‌কাফে সংবলিত মিটিঙের বিষয়বস্তু এবং কার্যকারিতায় ফক্কাকারি, তা তারা জানে। সকল নিরন্ন নেংটের মত এরাও, সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত নয়, ক্ষুধা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। ক্ষুধা বড় অত্যাচারী শাসক, প্রজাবর্গকে বড় ছুট করায়। ফলে এই সাঁওতালরা এম. ডব্লু শব্দটির ধার-কাছে না গিয়ে, জমিমালিকের সঙ্গে ফুরনে আউশ-আমন-বোরো-আই. আর. এইট-ছোলা-অড়হর-সরষে-পাটের জন্ম-বৃদ্ধি-সংহারের কাজ করে। যেখানে জমিমালিক খেতমজুরদের ওয়েজ দেবে না বলে এদের ডাকে, সেখানে বানারিগ্রামের সাঁওতালরা

যায় না। ফলে জমির মালিকরা এদের 'যুধিষ্ঠিরের জাত' বলে গাল পাড়ে। এই একটি প্রসঙ্গেই বোঝা যাবে, কেন বানারির সাঁওতালরা 'পোলিটিকালি পোটেন্ট' বলে প্রশাসনের খাতায় চিহ্নিত। যা হোক, এই বানারি গ্রামের হর্তাকর্তাবিধাতা—শীতলা ও ধর্মঠাকুর—সিংবোঙা, সকলই হল প্রতাপ গোলদার। প্রতাপ বড়ই শাহান্দার। পাঁচ হাজার বিঘা জমির মালিক সে। বানারিতে তার বাড়ি। সে বাড়িতে ডায়নামো, দীঘি, ছয়টি পাকা ইঁদারা। জলউৎসগুলি সরকারী খরচে, রিলিফের টাকায় নির্মিত। প্রশাসন বড়ই শিশু স্বভাবের। প্রশাসনিক মনোবৃত্তি ইন্‌ফ্যান্‌টাইল ডিস্‌অর্ডারে আক্রান্ত। তাই নিরন্ন নেংটেরা দেড় মাইল দূরে চরসা নদীতে বালি আঁচড়ে জল খোঁজে দেখেও প্রশাসন বছর বছর রিলিফের টাকা প্রতাপকেই দেয় এবং প্রতাপের কষ্ট হবে বলে সরকারী কন্ট্রাক্টর দিয়ে প্রতাপের বাড়ির চৌহদ্দিতে দীঘি কাটায়, কুয়ো খোঁড়ায়। দুর্গত কৃষকের সহায়তায় প্রদত্ত শস্যবীজ ও খাদ্যশস্য, জনতা শাড়ি-ধুতি, ওষুধ সবই প্রতাপের বাড়িতে জমা হয়। নিরন্ন নেংটেরা প্রশাসনের প্রথম পক্ষ। মত জিগ্যেস না করে ঘাড়ে চাপানো বউ। প্রতাপ প্রশাসনের ইচ্ছেয় ডেকে এনে পাটে বসানো দ্বিতীয় পক্ষ। প্রতাপ ছাড়া প্রশাসনের গ্রাম ভিজিট-রিলিফ দান-ভোট ব্যবস্থা চলে না। আদর পেয়ে প্রতাপ তাই 'দাও দাও' বলে সম্বচ্ছর আখখুটে বায়না ধরে থাকে।

প্রশাসনও তাই, প্রতাপের জন্যে কাছা খুলে ছোটাছুটি করে। এই বায়না করে করে, বন্যার বছরে নেংটেদের গৃহনির্মাণে প্রদত্ত টাকায় প্রতাপ ধানচালের জন্যে পাকা গুদামঘর করেছে। প্রতাপের কথায় প্রশাসন উখালগ্রামের বুনিয়াদী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে 'জেতে মুচি' শিক্ষককে তাড়িয়েছে। প্রতাপের আবদারে ঘুষে-অরাজী বি. ডি. অফিসার বদলী হয়েছে। বানারিতে গ্রাম হেল্‌থ-সেণ্টার প্রকল্পে প্রদত্ত টাকায় প্রতাপের ধান-চালের লরী চলাচলের জন্যে পাকা সড়ক হয়েছে। পঁচিশটি গ্রামের মহাজন প্রতাপ। অবরে-সবরে হাকিম-মন্ত্রী-উপমন্ত্রী-অফিসার-এমেলে প্রতাপের বাড়ির যে ঘরে বসেন, সে

ঘরের দেওয়ালে গৃহসজ্জাস্বরূপ জাতির জনকের সহাস্য মুখ, ভারতের মুক্তিসূর্যের নাতি কোলে ফটোক, পঁয়ষট্টি সালের ক্যালেন্ডার, কাগজের গোলাপতোড়া, মা মহামায়াবেশিনী নিরূপা রায়ের প্রচুর স্বাস্থ্যবতী ছবি এবং আটটি বেআইনি বন্দুক একই সঙ্গে শোভা পায়। ভি. আই. পি.রা এ ঘরে বসলে 'গ্রাম যে কি শান্তির জায়গা' তা বলে শান্তির অ্যরার প্রভাবে বিহ্বল হয়ে পড়েন এবং বন্দুকগুলি দেখেও দেখতে পান না। এই প্রতাপ গ্রামের খেতমজুরদের কদাপি ওয়েজ দেয় না, প্রশাসনের সকল তহবিলে মোটা টাকা দেয়, পুলিস ব্যারাকের কালীপুজায় পাঁচটি বিশ্বাসী পাঁঠা ও একপেটি মদ পাঠায়। খেত-মজুরদের সে কি দিচ্ছে, তা নিয়ে একবার এগ্রিকালচারাল লেবর কমিশনারের মনে অসংগত সংশয় দেখা দেয়। এ হেন প্রশাসনিক অফিসার প্রশাসনের কার্যকলাপে বড় বাগড়া দেন। ঘুষ নেন না, সত্যিই ইংরেজী জানেন, বড় ঘরের ছেলে, বামুনের ছেলে বলে এঁকে সরাসরি 'চোপ্‌রও' বলা কঠিন।

কিন্তু সততাপূর্ণ উপায়ে কাজ করতে যান বলে, প্রশাসন-মেশিনারী বিগড়ে যায়। ইনি একবার সরেজমিনে দেখতে যান, ১৯৬৮-তে ঘোষীকৃত মিনিমাম ওয়েজ—পুরুষেরা তিন টাকা চুয়ান্ন পয়সা, মেয়েরা তিন টাকা সাতাশ পয়সা, শিশু শ্রমিক দুই টাকা দুই পয়সা পাচ্ছে কি না। কমিশনারটি পুলিসের গাড়ি নেন না, একটি চাপরাশী ও নিজের পি. এ. সহ নিজের গাড়ি চালিয়ে বানারি পৌঁছান। প্রতাপ গোলদারের বৈঠকখানায় বসে মুর্গি, পরোটা ও মাতৃভোগ খান না। সটাং খেতমজুরদের কাছে যান। গিয়ে যা শোনেন, তাতে মনে হয় কোপার্নিকাসের বিশ্ববিন্যাস হেরেসি, অ্যারিস্টটলের বিশ্ববিন্যাস—'সকলই স্থির ও অচল'ই সত্যি।

দশ শতাংশ খেতমজুর বলে, তারা জানে না ভারতবর্ষ স্বাধীন। তারা ভেবেছে আগে যাদের ইংরেজ বলা হত, এখন তাদেরই বলা হচ্ছে ভারত-সরকার। দশ-শতাংশ বলে, খেতমজুরের ন্যূনতম মজুরীর কথা তারা কখনো শোনেনি।

সকলেই বলে, প্রতাপ গোলদার তাদের অ্যানেক মজুরী দেয়। বড়রা পায় সাঁইত্রিশ পয়সা। কিন্তু জলপানি—মুড়ি ও পিঁয়াজ পেলে জলখাই-খরচা কেটে হাতে পায় পঁচিশ পয়সা। ছোটরা পায় ত্রিশ পয়সা। জলখাই-খরচা বাদ দিলে আঠারো পয়সা।

সকলেই বলে, টাকা দেবার সময়ে প্রতাপের খাতায় টিপছাপ দিতে হয়। সম্বচ্ছর ধান ও টাকা কর্জ নেবার সময়েও খাতায় টিপ দিতে হয়।

সকলেই বলে, পাশের ব্লকে গেলে কিছু বেশি মেলে বটে। কিন্তু সে কাজে রিস্‌ক্‌ আছে। প্রতাপের কাজে যদি দাওয়াল ঢুকে পড়ে, তাহলে জীবনে এরা প্রতাপের ধান কাটতে পাবে না। কোনমতেই প্রতাপের বিরাগভাজন হওয়া এদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাহলে সারাবছর টাকা ও ধান কর্জ দেবে কে? অফিসারবাবু? সরকার ঘোষিত ওয়েজ তারা চাইবে? কিসের জোরে? কে তাদের মদত দেবে? তাদের কেউই নেই। নেই, নেই, কেউ নেই!

লেবর-কমিশনার বানারিতে আসার আগে অব্দি আত্মবিশ্বাসে ভুগেছেন। বন্ধুদের বলেছেন, 'হাঁ হাঁ, আমি বুরোক্রেসির অঙ্গে নাট-বোল্‌টু হতে যাচ্ছি। কিন্তু জেনে রাখিস একটা ভাল অফিসার নিজের কাজ ফেয়ারলি করলে দেশের মানুষের ভাল করতে পারে।' নিজের লেখাপড়া জানার অহঙ্কারে মন্ত্রীদের বক্তৃতা সংশোধন করে দিয়েছেন। ঘুষ না নিয়ে বাঘসিংগিদের বিপাকে ফেলেছেন।

বানারিতে আসার ফলে তাঁর আত্মবিশ্বাসের রেলমন্ত্রীত্বে অজানা বোম্‌ ফাটে ও আত্মবিশ্বাস নিহত হয়। প্রতাপের সর্বশক্তিমানতা তাঁকে অন্ধ্র-সাইক্লোন হয়ে বিশ বাঁও জলের নিচে চাপা দেয়। ঘামতে ঘামতে গিয়ে তিনি গাড়িতে ওঠেন। কলকাতা ফিরে গিয়ে লেখেন, বানারির খেতমজুর, 'দ্যাট হি একজিস্‌ট্‌স্‌, ইজ এ মিরাক্‌ল।' বিবাদী বিল্‌ডিঙে তিনি এম. ডব্লু. কার্যকরী করার জন্য মিলখা সিং হয়ে ছোটেন, কেবলই ছোটেন। হায়! প্রশাসনিক অফিসার মিলখা সিং হলে ভাগ্যের ক্রীড়নক হয়! ছুটতে হয়, কেবলই ছুটতে হয়,

আমার কাজ কেবল ছুটে চলা। নদীর মত আপন বেগে পাগলপারা তিনি ছোটেন ও মনকে শুধোন, এই জন্মেই কি তাঁর বাপ মা তাঁর সাত বছর বয়সে 'আপ আপ ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ—ডাউন ডাউন ইউনিয়ন জ্যাক' বলে পরস্পরের হাতে তেরঙা রাখী বেঁধে বেয়াল্লিশে জেলে গিয়েছিলেন? পরিণাম ভাল হয় না। সহসা তাঁকে গভীর শীতে দিল্লীতে বদলী হয়ে চলে যেতে হয়। বানারির জন্যে ছোটাছুটির শাস্তিস্বরূপ দিল্লীতে গিয়ে তিনি ভোরবেলা মোজা না পরে ঠ্যাং ঝুলিয়ে 'দি স্টেটস্‌ম্যান' পড়তে গিয়ে স্নেহময়ী ঠাকুমা কর্তৃক রেখে যাওয়া তৃতীয় পুরুষের জন্য লিগেসি—বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হন। ফলে তাঁকে ব্যাঙাচির গলায় কাঁটার মত আজও খুঁড়িয়ে হাঁটতে হচ্ছে। এই অফিসারের নজীর দেখিয়ে প্রশাসন সকল উৎসাহী অফিসারকে বোঝাতে পেরেছেন, শুদ্ধ ইংরেজী জানা, পেট্রিয়ট বাপ-মার সন্তান হওয়া, ঘুষের নামে নাক সিঁটকানো, মিলখা সিং হয়ে সত্তরের দশকে ছোটাছুটি করা—কোনটাই উন্নতির পথ নয়। পরিণামে ডান ঠ্যাঙে আর্থ্রাইটিস্ হতে পারে। যাঁরা বুঝেছেন, তাঁরা বেঁচে গেছেন। যাঁরা বোঝেননি তাঁরা প্রশাসনের হাতে নানাবিধ হজিমত্ ভোগ করে থাকেন।

এ হেন বানারিতে বসাই টুডু মারা পড়ে। প্রথমবার। যে বৈশাখে কালী সাঁতরা তার সঙ্গে কথা বলে চলে আসে, সেই বৈশাখেই।

কালী যতদিন ছিল, সে দুদিনের মধ্যে যে বৃষ্টি হয়, সে বৃষ্টি চলেছিল আরো পাঁচ দিন। ফলে চরসায় জল বাড়ে। চরসা নদীর স্বভাব হা-ভাতে মেয়েমানুষের মত। দুদিন খেলে-মাখলে হা-ভাতে মেয়েছেলের চেহারায় চেকনাই আসে। ক দিন বৃষ্টি হলে চরসার চেহারায় প্রাচুর্য আসে। এবারও এসেছিল।

"চরসা একটি স্বল্পতোয়া স্রোতস্বিনী। ইহা দামোদরের উৎস হইতে উদ্ভূত। দৈর্ঘ্যে একানব্বই মাইল লম্বা। ইহার নদীগর্ভ অপ্রশস্ত, পর্যঙ্ক বালুকাময়। বানারি ও কদমখুঞা গ্রামের সন্নিকটে নদী কিঞ্চিদধিক গভীর। সদর গ্রামের নিকট ইহার গভীরতা সর্বাধিক।

ইহার বৈশিষ্ট্য হইল, বিগত ত্রিশ বৎসরে নদীটি দুই বার ধারা পরিবর্তন করিয়াছে। গ্রীষ্মের উত্তাপে নদীর জলধারা শুকাইয়া যায় এবং বর্ষায় নদীটির রূপান্তর হয়। এই নদীটি দুই পার্শ্বস্থ দুই শতাধিক গ্রামের জলভাণ্ডার। সেচখাল থাকিলেও···"

চরসায় এবার হড়পা স্রোত এসেছিল। বানারি অপারেশন বিষয়ে অন্য কথা বলার আগে বলে নেওয়া ভাল, লেবর ডেপুটি কমিশনার যখন আসেন, তখন বানারির খেতমজুররা সব কথা সত্যি বলেনি। কৃষক শ্রেণীর মানুষের শিক্ষিৎ শহুরে বাবুর ওপর অবিশ্বাস চিরকালের ব্যাপার। বাবুদের কাছে মুখ খুলতে চায় না তারা। বাবুরা হয় "ক" বললে "কলকাতা" বোঝে, নয় সাতকাণ্ড রামায়ণ শোনার পর এমন উদ্ভট প্রশ্ন করে, যার জবাব ভাল কথায় হয় না। বাবুদের কাছে বেশি বললে পরিণামে হয় আদালতে সাক্ষী দিতে হয়, নয় জোতদারের কাছে জবাবদিহি হতে হয়। গেঁয়ো চাষীর থট প্রসেস্ খুবই টরচ্যুআস্। যে কারণে তারা পেটব্যথা করলে ডাক্তারকে বলে দাঁতব্যথা করছে ও মাড়িতে জেন্‌শেন্-ভায়োলেট রং করে চলে আসে,—সেই কারণেই তারা ডেপুটিকে ন্যাকা সেজে বলেছিল, 'এম. ডবল্যু? ঐ কি নাম বলছু বাবু? জেবনে শুনি নাই?' কিন্তু কথাটি সত্যি নয়। কারণ মাধব ও গোপী।

মাধব তুরা ও গোপী মাঝি চিরকালই রগচটা। রুক্ষ ও মারমুখো। প্রতাপ গোলদারের সঙ্গে ওরা আটষট্টি সাল থেকে লেগে আছে। তার আগে বীরু পাঠক, তখন সে কৃষকফ্রন্টের ডিসেন্‌টিং ইউনিট লীডার, এ অঞ্চলে—বীরু পাঠক মাধব, গোপী ও অন্য কে. এম দের কাছে সংগৃহীত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে কৃষকসভায় একটি পেপার পড়ে। সে কাগজ নিয়ে তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা হয় এবং "বড় ও মাঝারি কৃষকদের স্বার্থরক্ষার কাজকে কৃষকসভা উপেক্ষা করতে পারে না"—এর ভিত্তিতে বীরু পাঠককে, কৃষকসভার স্বার্থকে উপেক্ষা করে খেত-মজুর-স্বার্থ নিয়ে মেতে ওঠার জন্য কঠোর তিরস্কার করা হয়। বলা হয়, ইউনিটি সবচেয়ে বড় কথা।

বীরু পাঠক বলে, 'ইউনিটির জন্য দাম দেবে কি একা খেত-মজুররা ? আমার পেপার নিয়ে আলোচনা হবে না কেন ?'

তার এ আচরণের বহু নাম দেওয়া হয়। বহু ব্যাখ্যা খোঁজা হয় এর। বীরু পাঠক নিজে নয়, কিন্তু তার বাপ পনের বিঘা জমির মালিক। বীরু পাঠকের খেতমজুর-আন্দোলনে আগ্রহ একান্তই থিওরিগত, বরাবরই সে থিওরির মানুষ। কিন্তু লিডাররা এ কথা বোঝেন না। বীরুকে তাঁরা মনে মনে সি. জি. কনডেম্‌ড গুড্‌স্ করে দেন। পরে, একান্ত থিওরির তাড়নায় বীরু পাঠক যখন নকশাল হয়, তখন লীডাররা দুয়ে দুয়ে চার করে ফেলেন ও বলেন, 'এইজন্যই সেবার কে. এম. ইস্যুতে চেঁচিয়ে সভা ভণ্ডুল করতে চেয়েছিল।'

এই বীরু পাঠক বানারি অধ্যায়ে প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু তার কাছেই মাধব ও গোপী এম. ডব্লু. নামক ম্যাজিক নাম শুনে আসে। অতঃপর তারা ঠিক করে, জ্যৈষ্ঠে ধান রোয়ার সময়ে প্রতাপকে চেপে ধরতে হবে। এ কথাটি অন্যদের বোঝাতে বেগ পেত হয়। কিন্তু লোহা গরম ছিল, থাকে। সত্তরের দশক মুক্তির দশকে পরিণত হতে চলছিল বলে কোপাই ও ময়ূরাক্ষের ধারাপথে কিছু গ্রামে কিছু জোতদারের মুণ্ডু খোয়া যায়। মাধব ও গোপী সকলকে বোঝায়, প্রতাপকে ভয় ধরাবার এ প্রকৃষ্ট সময়। মানুষ সেই মুণ্ডুকেই সব চেয়ে ভালবাসে, যে মুণ্ডু নিজের ধড়ের সঙ্গে লেগে আছে। সেই মুণ্ডুর চুলে স্বহস্তে সিঁথি কাটতে পারাই সবচেয়ে শান্তির কাজ। কাটা মুণ্ডুর মাথার চুলে ডাবর আমলা কেশ তেল মাখিয়েও ফয়দা হয় না। আর শরীরের ধর্মই বেগড়বেঁয়ে। মুণ্ডু গড়াগড়ি গেলে হাত-পা কাজ করতে চায় না, অভিমানে অসাড় হয়। এ সকল কথায় লোহা আবার তাততে থাকে। তারপর মাধব ও গোপী, পাশের ব্লকের চৈতন মিশ্রের দৃষ্টান্ত দেখায়। সে এক টাকা হিসেবে আবাল-যুবো-বিটিকে মজুরী দিচ্ছে। জলখাই দিচ্ছে ভাত ও ডিংলা-পুস্ত। জলখাইয়ের পয়সাও কাটছে না। মাধবের বাপ বলে, 'তার ছ' পাশের গাঁয়ে জোতদার মারা পড়িছু, লয় ?' এ কথায় মাধব বোঝায়, কথাটি সত্য। কিন্তু চৈতনের

দু পাশে যারা ছিল তারা এমন টেঁটিয়া, যে প্রতাপ গোলদারের কাঁধে হাগে। প্রতাপ গোলদারের দু পাশে আছে চৈতন মিসির ও নকুড় পাত্র। প্রতাপের চৈতন্যোদয়ের জন্যে চৈতনের ও নকুড়ের মুণ্ডুপাত করা টু-মাচ হয়ে যাবে। তা ছাড়া, মানবমনস্য বিচিত্রা গতি। এমনও হতে পারে। দুটি মুণ্ডু পড়ল, কিন্তু প্রতাপ গোলদার যেমন ছিল, তেমনি রয়ে গেল। তখন?

মাঝিপাড়ার লবণ মাঝি (বস্তুত এরা কেন কি নাম রাখে তা নিজেরাও জানে না) তখন ম্যালেরিয়াকাতর হলুদবর্ণ চোখ দুটি তুলে বলে, 'প্রতাপরে বলবু কুন্ তাগদে? মোরাদের সাথ্ কি বসাই টুডু আছু?'

'বসাই ফরন্টের লোক।'

'বসাই ফরণ্ট ছাড়ি দিছু।'

'আঁ? লকসাল হছু?'

'খেতমজুরী লয়্যো লঢ়বু।'

'কুথা?'

'তা আমু জান্নুঁ?'

মাধব ও গোপী তখনি পল্‌তাকুড়ি রওনা হয় বসাইয়ের হোয়্যার-অ্যাবাউট জেনে নিয়ে। মন রাখা দরকার, পল্‌তাকুড়ি ও বানারির মধ্যবর্তী দূরত্ব বত্রিশ মাইল। যাত্রাপথ হেঁটে, যখন পায় তখন চালের লরী চেপে।

বসাই ওদের কথা মন দিয়ে শোনে। ওদের সঙ্গে বানারি চলে আসে। বানারি প্রপারে যদি থাকবে তবে সে বসাই টুডু হত না। বৈশাখী বর্ষণে কল্লোলিনী চরসার ওপারে বনবিভাগ কর্তৃক সৃষ্ট সাঁইবাবলা বনে মাধব ও গোপী কয়েকটি গাছ সমান করে কাটে, সমান উচ্চতা রেখে, ও তার ওপর ছাউনি ফেলে। বসাই এসে সেখানেই অধিষ্ঠান হয়। মাধবদের, অর্থাৎ যুবকদের প্রয়োজনীয় তালিম দিতে থাকে। প্রথমেই কথা আদায় করে 'লঢ়তে লামল্যো মুখ ফিরাবা না। দরকার হল্যো প্রতাপরে মারথে হবু।'

সকলে এবম্বিধ আনন্দজনক প্রস্তাবে সানন্দে রাজী হয় ও হেঁসো তুলে নীরবে সম্মতি জানায়। বসাই অটোক্র্যাট। প্রথম দফায় সে নিজে কথা বলে চাপা গলায়। অন্যেরা হেঁসো তুলে সম্মতি জানায়।

পরের স্টেজে বসাই কথা আদায় করে, 'তুরা আসবু যাবু রাতের আন্ধারে। হাতিয়ার মোর কাছকে থাকবু। হেথা হথে লয়্যে যেয়্যে কাজ করবু, ফিরত ল্যিসবু।'

পুনর্বার হেঁসো ওঠে।

'এক কথা। পুলুস আসবু।'

'আসবু?'

'হাঁ হে লবণ মাঝি। গোলদাররে হজিমত দিবু, পুলুস আসবে নাই! পুলুসে-জোতদারে মাগ-ভাতার জানু নাই?'

'হাঁ।'

'তখন তুমারদের কাছকে হাতিয়ারও নাই। তুমরা বলবু, মোরা কিছু জানি না হে, বসাই টুডু লোক লয়্যে আল্‌ছিল্য, সকল হাংগামা বাধয়্যে ভাগি গিছু।'

'আঁ?'

'আঁ লয়, হাঁ বল।'

'ন্‌-ন্‌-ন্‌-হাঁ। কিন্তুক্‌…'

'কি?'

'তুমু?'

'সি তুমারদের ভাবনা লয়।'

'হাঁ।'

'ইর লাম অ্যাকশন। আরো কাম আছু।'

'কি?'

'অ্যাকশানের আগৎ আমু চলা যাবু। তখন মাধব যেয়্যেপ্রতাপরে বলবু, বড় হাংগামা করথে বলছু মোদের বেপট না-চিনু মানুষ এস্যে। প্রতাপ যদি পুলুসে খবর দেয়্য, দিবু।'

'কিন্তুক…'

'ডর লাই। হেথা কুন্-অ হাংগামা লাই, কুন্-অ বীরু পাঠক লাই। এখন পুলুস অপিচার ভাল। সি দাওয়াল ল্যিসতে, ব্লকে হাংগামা ঘুসাতে দিব নাই। সি প্রতাপও জানু। তা বাদে অ্যাকশানের দিন আমু এস্যে যাবু।'

হেঁসো উঠল ও নামল।

'ই সনে জল হয়্যে মাটি বতর। আগৎ আগৎ বীজ ফেলবু তুমরা। প্রতাপের মথ গোলদার-জোতদার আনন্দে লাচতেছু। তুমরা কিছু ডর‍্যে না। আমু আছু। এখন সাতদিন হেথা আল্থে হবু।'

হেঁসো উঠল ও নামল।

'আর দুই কথা। আমু ভি আল্ব বানারি। তা লৈকা চাই একটো। আমু ত অপিচার লই যি জিপগাড়ি চাহাবু। লৈকা চাই। লদী পারায়্যে আল্ব নাই? চরসায় জল খু-উব। ই এক কথা। দুসরা কথা, প্রতাপরে মারবু আমু। তুমরা লয়।'

'আঁ?'

'উরে মারথে ত হবু? উ জীন্দা রল্যে পুলুস লয়্যে সভারে পঁছাই করি দিবু নাই?'

মাধব তখনি ঠিক করল, গোপী রাজী হলে গোপী ও সে, নয়তো সে একা, বসাইয়ের সঙ্গে চলে যাবে।

ভোমরা নামে একটি মাদী মোষ বসাইয়ের নৌকো হয়। বন-বিভাগ যখন বন পত্তন করে, তখন সাঁইবাবলা গাছই কুইক্ ফরেস্টেশান এর পক্ষে ভাল মনে হয়। জনৈক কুসুমবিলাসী ফরেস্ট-বিট-অফিসার তার পর অ্যাকাসিয়া গাছ লাগান, নিম ও ইউ-ক্যালিপ্‌টাস। ফলে বনটি যথেষ্ট ঝাড় বেঁধেছে ও মনোরম। বসাই এখানেই থেকে যায়।

ইতিমধ্যে গ্রামে এসে পড়ে শীতল কাওরা। সে গোলাপীর স্বামী। প্রতাপ, গোলাপীর স্বামীর সিউড়িতে কাজের খোঁজে গমন উপলক্ষে গোলাপীর প্রতি সমধিক মন দিচ্ছিল। সিউড়িতে জগত্তারিণী বাস-সার্ভিসে বাস ধোওয়ার কাজ পেয়ে বউকে নিতে সে গ্রামে

আসে। গোলাপীর নষ্টামির কথা শুনে সে প্রথমে বউকে পেটায়। তারপর প্রতাপের পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া বাধিয়ে, তুমাক্ কেট্যে আমু ফাঁস যাবু' বলে বউ নিয়ে ছেঁটে পড়ে। সন্ত্রস্ত প্রতাপ গোলদার থানায় রেকর্ড করাতে গিয়ে ধমক খায়। থানাবাবু বলেন, 'নকশাল হাংগামা নয়, পোলিটিকাল ফিউড নয়, এ নালিশ রেকর্ড করাতে এসেছেন ?'

'কাটবে বলল্য যি।'

'কাটুক আগে ?'

'অ্যাঁ ?'

'কাটুক, তখন ধরব।'

'ই কি কথা গো ?'

প্রতাপ ফাঁপরে পড়ে। তাকে কেউ কেটে ফেললে অসুবিধে তারই, থানাবাবুর নয়। সেকথা কে কাকে বোঝায় ?

থানাবাবু বলেন, দেখুন প্রতাপবাবু, সময় বড় মন্দ। মোদের কাছে নকশালী টপ্ প্রায়োরিটি। আপনাকেও বলে দিচ্ছি, চতুর্দিকে আগুন জ্বলছে। আপনার ব্লক কোয়ায়েট্। হাংগামা ডেকে আনছেন কেন ? গোলাপীর হাংগামা থেকে কিছু বড় হাংগামা বাধে যদি ? আপনাকেও বলিহারি যাই। দেড়েমুশে রাজত্ব করছেন, ক লাখ টাকা পিটেছেন তা আপনিই জানেন। ধান-কানের টাইমে বেটাদের খেপাতে যাবেন না যেন। যা বলে মেনে নেবেন।'

'অ্যাঁ ?'

'কথায় কথায় খাবি খেলে চলবে না। আমি রিপোর্ট করব, আপনি প্রোভোকেশ্যন দিচ্ছেন।'

প্রতাপ ঘাবড়ে চলে যায়। থানাবাবু সত্যিই ঘটনাটি নোট করেন। প্রতাপ দশটি করে খেতমজুরকে ডেলি গুলি করলে তিনি চটতেন না। গোলদার গুলি করবে। প্রত্যাশিত। খেতমজুর মরবে। জানা কথা। তাতে তাঁর কিছু বলার নেই। তেমন ঘটলে তিনি গিয়ে ফার্দার খেতমজুরদের ধরবেন। কিন্তু মেয়েছেলে নিয়ে

নোংরামি ? নো, নেভার। থানাবাবু তারাশঙ্করের "না" নাটকে নায়ক সেজে যেকথা বলেছেন, "দেবী—দেবী—স্বর্গের দেবী তুমি বউদি !" সে-কথা তিনি সব মেয়েকেই বলতে চান। সেই কারণেই মেয়েঘটিত নোংরামির কথা শুনলে তিনি খেপে যান। এটি তাঁর স্বভাবে বিরোধিতা। কেননা সব মেয়ে যে স্বর্গের দেবী নয়, তা পুলিস তিনি, ভালই জানেন। অন্তত জানা উচিত।

যা হোক, শেতল-গোলাপী-প্রতাপ-থানাবাবু কোয়ার্টেটের কথা বসাই জানতে পারে না, কিন্তু এতে তার কাজের পরোক্ষ সুবিধা হয়, ও প্রত্যক্ষভাবে শেতলের কিছু হায়রানি হয়। কিছু করার নেই। সংসারে রাম শ্যামকে ঢিল মারলে যদু পাটকেল খাবেই খাবে। মুনিবাক্য।

প্রতাপের মনে থাকে, আশপাশে কিছু জমিমালিক মুণ্ডু হারাচ্ছে। সাত-পাঁচ বিবেচনা করে সে শিকে থেকে গতবছরের কুমড়ো নামায়, বাইন কেটে ভাতের ব্যবস্থা করে, ও মাধবের বাপ ও লবণ মাঝিকে ওজন করে বীজ ধান বের করে দেয়।

এইসব পহেলা দফার কাজ হয়ে গেলে মাধব ও গোপী উদ্যোগী হয়ে মজুরীর কথা তোলে।

প্রতাপ বলে, 'যা দিতু, তাই দিব। ই আর বেশি কথা কি ? তবে হঁ। ভাত-ডিংলা টক-বিউলি ডাল জলখাই। তার পয়সা কাটান্ নাই। পেটে খাবে, তার পয়সা কাটবু ? লাঃ, প্রতাপ গোলদার উ কাজ পারবেক লাই। ব্বাপোঃ রে ! পরকালে যেয়্যে বলবু কি ?'

'বাবু ? তা হল্যে রেট দিবু ?'

'রেট ? কুন্ রেট রে ? মাধব ?'

'আটষটের খেতমজুরী রেট ? মরদ-বিটি-টোকাটুকি—তিন-চুয়ান্, তিন-সাতাশ, দুই-দুই ? আপোনি প্যাঁচুড়্যা-দিয়াশা-বকডুবাথে স্বীকার যেছু ?'

'আমু ?'

'লুটিস ত পাছু সি কবে।'

'তু জানলু কেমন কর‍্যে ?'

'হাটে যেছিলম। শুন্যে আলু ?'

প্রতাপের মনে প্রথমেই স্বতঃস্ফূর্ত নিষ্পাপ বাসনা জাগে, বন্দুক ফুটিয়ে চারটি লাশ ফেলে দেয়। এরকম মনে হওয়াই স্বাভাবিক। 'মাটি বাপের নয়, দাপের' কথাটি প্রতাপের জীবনে 'বন্দেমাতরম্ অথবা জয়হিন্দ্'। তবু প্রতাপ এ কাজ করে না। থানাবাবুর সাবধান-বাক্য মনে পড়ে তার। সময় খুব মন্দ। হঠাৎ মনে হয় তার, নিকটতম থানা ষোল মাইল দূরে। চাতাদানী গ্রামে জোতদারকে মারার আগে তার লরী ও জীপের টায়ার ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সাইকেল ভেঙে ফেলা হয়। তেমন তো প্রতাপের বেলাও হতে পারে ? কি রুক্ষ কথা শেতলের। বেটা যদি হুট করে এসে কিছু করে পালায়, সুতো ছিঁড়ে ঘুড়ি পালাল। এ গাঁয়ে শেতলের কেউ নেই। এলে ও গোলাপীদের বাড়িতেই ওঠে। ওকে ধরা যাবে না। গাঁয়ে তবু কেউ থাকলে, বাপ-ভাইকে লাঞ্ছনা করে শেতলকে টেনে আনা যেত। প্রতাপ অতএব সাবধানে তাস খেলে।

'হাঁ রে, লুটিস ত আসছু।'

'আপোনি দিন্ নাই কেনী ? তু সন গেলু ?'

'আরে! সরকারের আর কাম কি বল? জোতদার-মাহাজন, যি শালোর জমি আছু, তারেই পাঠায় লুটিস। সি ত আমু পড়াও দেখি নাই। পরে জানছু উ মজুরী বাড়াবার লুটিস আছু।'

'দিন্ নাই কেনী ?'

'বাপ! তুরাদের ইউনাইন আছু, সভে এককাট্টা হয়া চলিস। মোরাদের ইউনাইন নাই। বড় যা কর‍্যে, মেঝ তা দেখ্যে চল্যে। বড় বড় জোতদার কেও দিল্য নাই, তাথে ভাবলম···'

'দিন্ নাই কেনী ?'

'ভাবলম, হিসাব ত দেখতে পারি না। তুরা ধান-টাকা করজ লয়্যে লয়্যে যা করছু! আর লা-লয়্যে বা করবু কি ? খেতে হব্যে ত ? তাথে ভাবলম, হিসাবটো দেখ্যে লই ?'

'বাবু! ই সনে জলের গতিক ভাল। ধান বিয়াতে মাটির কোঁক ফাটবু। অসাগর ধান হবু। আমু বলি্য, যা হছে তা হছে। ই সন মোদের আটষটের এম. ডবলু. দিয়্যে দিন্ কেনী? আটষট-উন্সত্তর, ছুনো সালের সরকারী মজুরী হিসাব কর্য়ে, যা কাটবার, তা হতে কাটবেন? 'আপনি লইলে মোরা যাবু কুথাক্?'

'ই ভাল বলাছিস। দেখি। তা, আমু তুদের সকল কথা মেনে লয়ে কাম করবু, তুরা?'

'মোরাও করব্য গো!'

'ভাল। তুরা সান্থালদেরই মত। কথা দিল্যে খেলাপ নাই।'

'না।'

'কে কি টুশ্কানি দেয়, শুন্যে চেতে না বাপ সকল।'

'লাঃ। তারা কি মোদের খেতে দিবু?'

'না।'

'এট্টা কথা।'

'কি রে মাধব?'

বাবু! আজ লতুন চাষে লতুন বীজ দিছু, মা কথো পূজা পাঠাল্যে। তাথে মোরা কি ডিংলা খাব্য শুধা?'

'অ!'

'মাছ একা থানাবাবু লিব্যে?'

প্রতাপ বোঝে এখন তার সময় মন্দ। দীঘির মাছ থানাবাবুর বাড়ি যাচ্ছে, তাও এরা জানে।

'তুরাও খাস।'

নিজেকে অভিমন্যু মনে হয় প্রতাপ গোলদারের। চক্রব্যূহে। সনিশ্বাসে মনে মনে সে বলে, 'দশ দিন চোরের, একদিন সাদের। আমারও দিন আসবু রে মাধব! দীঘির মাছের দাম আমু উঠায়্যে লিব্যু।'

মাছ-ডিংলা—খেসারি-পোস্ত দিয়ে ভরপেট খাওয়াদাওয়া হয়। খাওয়া হলে লবণ মাঝি বোঝে, প্রতাপের বুক ফেটে যাচ্ছে। সে

সান্ত্বনা স্বরূপ বলে, 'ফিন জল হব্যে রে। তুর ইবার কপাল খুলাছে ভাল।'

সত্যিই রাত থেকে আবার বৃষ্টি হয়। ভোমরার পিঠ জাপটে চরসা পেরিয়ে বসাই চলে আসে মাঝিপাড়া। গভীর অভিনিবেশে সব শুনে বলে, 'আমু আজ চল্যে যাছু। অ্যাকশানের আগের রাথে চল্যে আসবু। দেখ! কেও ভামটার মত দিনমানে চিতাবা না। সাঁঝ লাগ্যে কি, লাগ্যে না, অ্যাকশান।'

লবণ মাঝি সভয়ে বলে, যদি প্রতাপ গোলদার দিয়্যে দেয় সকল? তবও অ্যাকশান?'

'লা। তব আমু মন্ধে করি, দিবু না ও।'

'দিনকার দিন ল্যিবু।'

'দেখ।'

'দেখি।'

'ইবার জিলায় দাওয়ালে-নামালে বান ডাকবু। ব্লক হথে ব্লক পুলুস ফিরতেছু। যিথা গণ্ডগোল সিথাক্ সকলরে গ্রাম-ছাড়া কর‍্যেছু। খুব সময় আসতেছু।'

'জানু হে।'

'যথোদিন রাজ সরকারের হাথে তথদিন পুলুস।'

'তা বাদে।'

'বাঘের উপর টাগ আছু। টাগের মাথা খাজাল্যে আর্মি আসবু। তখন সব জ্বলবু।'

'কি বললা?'

'আর্মি।'

'যেমন যুদ্ধ কালে এসাছিলু?'

'তারা সাদা। ধলাটো। ইরা কালা।'

'তুমার-আমার মথ?'

'বেশ-কম আছু। তব তারা সান্থাল-ক্যাওরা-ক্যাওট ল্যয়। আর্মিতে আমারদের ল্যেয় না। আর্মি আমারদিগে মার‍্যে।'

কার্যকালে সময় বসাইকে সহায়তা করে। বীরু পাঠকের অত্যুৎসাহে, গ্রামীণ খেতমজুর ফেলে রেখে পুলিসী-সন্ত্রাস-তাড়িত দাওয়াল দিয়ে বীজ ফেলানো নিয়ে বিশ মাইল দূরের ব্লকে হাংগামা বাধে ও সময়ের নিয়মে শোঁসানগড়ের জোতদারের ধড় আবিষ্কার করে তার মুণ্ডু পাকা ডিংলার মত গড়াগড়ি যাচ্ছে। খবর পেয়ে থানাবাবু সবাহিনী ছোটেন ও বর্তমানে থানায় লোক কম জেনে বসাই বানারিতে এসে যায়। প্রতাপ বিকেলে খবর পায় খেতমজুররা চন্নসাতীরে বসে আছে। সরকারী বীজধানের অমূল্য সঞ্চয় তারা নদীতে ফেলে দেবে। এ কয়দিনের মজুরী এখনি চাই।

প্রতাপ মালকোঁচা মেরে, শু জুতো পরে বন্দুক বগলে ছোটে। তার ভাই সাইকেল নিয়ে থানা অভিমুখে ছোটে। পুলিস না ডেকে খেতমজুরদের দিয়ে কাজ করানোর অবিমৃষ্যকারিতার জন্য সে দাদাকে গাল পাড়ে এবং সেন-র‍্যালে চেপে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ তার মনে লাগে হঠাৎ আলোর ঝলকানি। পুলিস নিয়ে ফিরতে ফিরতে দাদার মাথা যদি ধড় থেকে নেমে যায়? তার চিত্ত ঝলমল করে। তখন সে মালিক। দাদার মত সে মুড়িয়ে গোড়া কাটবে না। চাট্টি দেবে, চাট্টি খাবে। এখন দুঃসময়। সুসময় এলে মাধবদের মাগ্যো হনুমানের বাচ্চা ঢোকাবে। থানায় পোঁছে সে যখন শোনে, থানাবাবু শোঁসানগড়ে, তখন সে থানায় থেকে যায়। মুক্তিফৌজ না নিয়ে ফ্রন্টে ফেরা ঠিক হবে না। সে একবারও "নকশাল" নামটি বলে না। কিন্তু কেরানীবাবু রোবট-গতিতে নকশালী সমাজবিরোধী ও প্রতাপ গোলদার সংবলিত এক রোমাঞ্চ কাহিনী লিখতে থাকেন। প্রতাপের ভাই তেতে বলে, 'যিথা লকসাল লাই, সিথা লকসালী লিখছুন আপোনি? ই কর‍্যে লকসালী বাঁশ ঢুকাছুন? তারা যেমন এস্যে পড়্যে যদি?' সহসা কেরানীবাবুর মনে হয়, কথা মিথ্যে নয়। তারা যদি, থানা অরক্ষিত জেনে থানায় চলে আসে বন্দুক ছিনাতে? সভয়ে তিনি রিপোর্ট কেটে দেন ও থানার দরজা এঁটে বসে থাকেন।

প্রতাপ যায় যুদ্ধ করতে। কিন্তু গিয়ে দেখে পরিস্থিতি খুবই শান্ত। প্রাচীন স্টীল এন্‌গ্রেভিঙে আঁকা বঙ্গের শান্ত পল্লীর শান্তিময় নিসর্গচিত্রে কিছু মানুষের ম্যানগ্রাফ। বীজধানের বস্তাগুলি মাঝে রেখে মাধবরা বসে আছে বুড়োবটের তলে। বিডিডবাবুর কাছ থেকে তুলে আনা উৎকৃষ্ট এ-ওয়ান বীজ ধান। বীজ-সার-কৃষিঋণ—সরকারের চেষ্টার ক্রটি নেই। প্রতাপ নইলে পারত কি, সামান্য পাঁচ হাজার বিঘা জমি সামলে সংসার চালাতে? লোকগুলি খুব আত্মস্থ। আরামে বসে আছে। প্রতাপ এবং তার ডান হাত ন্যাটা মহিন্দর ঘাবড়ে যায়। তাদের প্রবেশ নাটকীয় কেন? অন্যান্য কুশীলবরা যখন শান্ত ও নিরস্ত্র? প্রতাপ নাট্য আন্দোলনের রয়টারী খবর না রেখেও অ্যাবসার্ড নাটকের অ্যাবসার্ড নায়ক হয়ে যায়। কেননা, তার সম্পূর্ণ অদেখা অচেনা এক সাঁওতাল ফর্সা ধুতি মালকোঁচা মেরে পরে, কালো উরুতে তাল ঠুকে গান গাইছে, "উ ঘাটে যেয়ো না বেউলো আমার মা! চাঁদের বেটা দুশমন নথা দেখ্‌লো ছাড়বু না!' প্রতাপকে আসতে দেখে লোকটি চোখ টিপে মশকরা করে বিস্বরে গায়, 'ওলো কিচকিন্দে পিসি, করছু ই কি মশকরা? বলছু আমু ভেদিয়া যাবু, মোক্ লয়ো যেছু গুশকরা!' সমবেত সকলে হাসে। প্রতাপের মনে হয়, সে কি ভুল করল? থানাবাবু খেপে লাল হবে। কিন্তু কাছে আসতেই বোঝে প্রতিবেশ খুব টেন্‌স। ডায়নামো চলছে। বাতাসে বিদ্যুতের শক্।

'ই কি মাধব? লবণ মোক্ কথা দিলু গণ্ডগোল হবেক্ নাই?'

গান-করা লোকটি হাত তুলে লবণ মাঝিকে উত্তর দিতে 'না' করে ও বলে, 'ইরা ছয়দিন কাম করথাছু।'

'তুমু কে?'

যে অদৃশ্য কে বা কারা-র ভয় প্রতাপকে রাতে বিছানায় মূত্রত্যাগ করায়, এ কি সে? লকসাল না, এ তো সাঁওতাল। বাবু ছেলা নয়, শিক্ষিৎ নয়, লক্‌সাল নয়।

'বসাই টুডু। শহরে থানার সামনে তুমু-আমু, বচসা হছিল্য রিলিফ লিয়্যে। ল্যাটা মহিন্দর চিন্‌ছু, পাছু ঘুর্‍্যে, ধর‍্য উরে। বেটা পুলুস চিনে। লবণের মেঝানরে কাঁকালে লাথ মারছিল্য শালো।'

'ই কি ?'

প্রতাপ বসে পড়ে। হায়! বগলের বন্দুকটি কে যেন কেড়ে নেয়। বসাই টুডু বলে, 'ইরাদের মজুরী কুথাক্ প-র-তা-প-বা-বু ?

'দিবু। দিবু হে···'

'তাথেই সনাতন পালরে বল্যে এসাছু, ধান ফেলানে ইরাদের লিাছু, ধান লাড়তে, খেত নিড়াতে ধান-কাটতে, দাওয়াল দেয় যেনী ? বলো এসাছু, মাথা পিছা চল্লিশ পয়সা, জলখাই, দাওয়াল দেখ্য ?'

'হেই দেখ্য—'

'টাকা কুথাক্ ?'

'টাকা ?'

'আজ হল্যে কাম শেষ হয়। মজুরী কুথাক্ ? ছয়দিনে দিছু নাই ? দিব্যে তুমু ? তবে সকল টাকা বেঙ্কে থুয়ে আসছু কেনী কাল ?'

'এন্তে দিবু।'

মাধব বলে, 'শালো রে শালো ! বেঙ্কে গিছিলু ? বলা গেল্যে ডাক্তারের কাছ যাও ?'

'হেই শুন্ মাধব—'

'অ্যানে—ক শুনাছু। থানা গিছিলু ?'

'সি আন কামে।'

এখন ল্যাটা মহিন্দর কেঁদে ফেলে ও বলে, 'বাবু! কথোবার বলছু ই সনে সনাতন পালও মজুরী বাড়ায়্যেছু, তা তুমু শুনল্যে নাই। কাল সকল টাকা বেঙ্কে লিল্যে, থানায় গেল্যে—'

বসাই টুডু বলে, 'কাম ভাল করছু নাই হে প্রতাপবাবু! ধান তুমার হবু, কিন্তুক সি ধানের ভাত তুমু খাবু না।'

'তুমু ছেড়্যে দাও মোক—'

'ঘরে কথ টাকা আছু ?'

'লাই হে—যা আছু সব দিছু—'

বসাই বলে, 'চল্য, যেয়্যে দেখি।'

হো-হো-হো শব্দে ওরা প্রতাপ গোলদারকে হাঁটিয়ে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। গান-পয়েণ্টে প্রতাপের সিন্দুক খুলিয়ে ন' শো তেত্রিশ টাকা বের করে নিয়েছিল। সতর্ক ক্ষিপ্রতায় দেওয়ালের বন্দুক। প্রতাপের লাল খেরোর খাতা। বসাই খাতা খুলে বলেছিল, 'ব্বাপো রে, লেংটা লেংড়া দেখ্যে টিপ লয়্যে লয়্যে···আঁ? ই সনে মজুরি ঢুটা? সকল জনের লামে হাজার-এগারোশৎ পাওয়ানা তুমার?'

কাছারিঘরে গোলমাল শুনে প্রতাপ-গৃহণী 'অ ঠাকুরপুৎ, পুলুস ল্যিসছ?' বলে আলুথালু হয়ে ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ায় এবং এখন প্রতাপের বলার কিছুই থাকে না। ঢুকেই প্রতাপ-গৃহণী সটাং পেছনে ফিরে চেঁচাতে চেঁচাতে অন্দরে উধাও হয়। তখন বসাই আবার প্রতাপকে হাঁটিয়ে নদীর ধারে বুড়োবটতলায় আনে, মহিন্দরকেও। বন্দুকগুলি সে নদীগর্ভে ছুঁড়ে ফেলে ও এখন হেঁকে বলে, 'ইরে চিন্‌ছু ত? ই তুমারদের মজুরী দিথ নাই, খাতায় লিখা উরই পাওনা যথ, ভাইরে থানায় পাঠালছে, দাওয়াল খুঁজা করছু। আর দশ দিন উর ভরসায় রল্যে সবে জেহেলে, লয়ত বানারি ছাড়া।'

'মার্‌ শালোকে।' সবাই বলে ওঠে। বসাইয়ের হাত থেকে সড়কি ছুটে যায়, বেঁধে, উঠে আসে, আবার ছোটে। প্রতাপ ও মহিন্দর ভুঁয়ে গড়াগড়ি খায়। অন্ধকার হয়। ওরা প্রতাপ ও মহিন্দরকে ফেলে রেখে প্রতাপের বাড়ি যায়। দরজা-জানলা বন্ধ। বসাই হেঁকে বলে, 'একো জনার লাম পুলুসে যাব, দুয়ো লাশ ফেলাব। গোলদার বংশ বলথে রইবে না কেও। ছেলা-পুতও লয়। সাঁপের ক্যারা সাঁপই হয়।'

এরপর সবাই র‍্যাপিডলি ডিস্‌পার্স করে। বুড়ো বটের নিচে এসে মাধব ও গোপী বলে, 'মোরা তুমার সাথ যাবু। হেথা রব নাই।' কঠোর শ্লেষে বসাই বলে, 'তা ভাল। পুলুস জানবু তুমরা দোষী আর সকলেরে লকড়ছকড় করবু। এখন তুমরা যাও, যেয়্যে ঘর্য়ে বস।

পুলুস এল্যে বলবা, কে মেরাছে জানু নাই। ডর্যা না। আমু আবার আসবু।'

এসময়ে চরসার ওপার থেকে ডাক আ.স, 'হো, বসাই হো!' ডাকটি একাধিক কণ্ঠের।

'কাম সারছু হে, আসবু!'

বসাই বলে, 'তুমরা যাও। লাশ সরায়্যে ফেলি। তাথে বলথে পারবু, কারা এস্যে গোলদাররে টেন্যে ল্যিয়ে গেছু। লৌয়ের দাগ ঢেকে দিব্যে। লাশ যথ দূরে যায়, তথই ভাল।'

অতঃপর প্রতাপ ও মহিন্দর একে একে ভোমরার পিঠে নদী পার হয় ও নদীর অপর পাড়ে গিয়ে, বানারি ছাড়িয়ে উত্তরমুখো চার মাইল চলে গিয়ে একটি দঁকে পড়ে থাকে। সে কাজে বসাইয়ের অপেক্ষমান নন্-বানারি সেথোরা সহায়তা করে। বসাই, জেমস বণ্ড বা সন্ত্রাসবাদ বিষয়ক বাংলা ছবির হৃষ্টপুষ্ট অদ্ভুতকর্মা নায়ক নয়। অতএব সে কোনো অলৌকিক কাণ্ড করে না। সেথোদের বলে, 'চল্যি যা তুরা, হুথা জঙ্গলে সবুর কর্। আমু আসতেছু।'

'কুথাক্ যাবা?'

ভোম্রাটো, ই মোষটো জবর সার্ভিস দিছু এথদিন। উরে ঘর থুয়্যে আসি। উ ভি কমরেট হয়্যে কাম করছু নাই?'

'চল হে কমরেট' বলে বসাই ভোমরাকে পিঠে চাপড় মারে। ভোমরা এ কয়দিনে বসাইয়ের সঙ্গে কামারাদোরিতে অভ্যেস করেছে। স্বভাববশে বসাইয়ের দিকে মাথা বাড়িয়ে দিয়েছে। বসাই ওর গলা চুলকে দিয়েছে। নৈঃশব্দ্য প্রয়োজন ছিল। তাই ল্যাজ ছপটে মশা তাড়াতে পারে ভোমরা, সেজন্যে জঙ্গলে বসে ভোমরার গায়ে তেল ডলেছে, ভোমরাকে মুঠো করে ঘাস খাইয়েছে। কিন্তু আজ, রক্তের গন্ধ-মাখা দুটি লাশ বইতে, অনভ্যস্ত ও ভীতিকর গন্ধে ভোমরা ভয় পেয়ে গেছে। বসাই যখন ওকে নিয়ে জলে নামে, তখন সেথোরা বলে, 'চল্য হে, লেজে ধর্যে একোজনা, তারে ধর্যে আরজনা, মোরাও যাই। পুব আকাশে দিনের বিয়ান। তেমুন দেখল্যে হোথা, ওই পার ধর্যে পলাব।'

'চল্য।'

ওরা জলে নামে। ভোর হয়-হয়। এ পারে পৌঁছে হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে বসাই ভোমরাকে ঠেলে দেয় পাড়ের দিকে। তখন পাড় থেকে পুলিস বলে, 'হলট' ও গুলি ছোঁড়ে। কর্ডাইটের কটু গন্ধ। ভোমরা সন্ত্রাসে আঁ-আঁ-আঁ' গর্জন করে ও জলই নিরাপদ আশ্রয় মনে করে জলে নামতে যায়। পুলিস এখন মোষটিকেই টার্গেট করে কোন অজানা, পুলিসী কারণে গুলি ছোঁড়ে এবং বসাই, সে যে-ভাবে গঠিত, সেমতে অ্যাকৃটিভেটেড হয়ে মোষটিকে বাঁচাতে, 'জলে লাম্ ভোমরা, ভয় কি?' বলে ভোমরার সাহায্যে যায়। আরো গুলি। গুলির পর গুলি। জলে ঝটাপটি। ডুবসাঁতার। ও পার ঘেঁষে উজানে এগিয়ে জল হতে উঠে বনে পলায়ন নিচু হয়ে। ক্রমে আলো ফোটে ও একটি মাদী মোষ, একটি মানুষকে জলে ভেসে চলতে দেখা যায়। আবার গুলি। মানুষটির মুখ থেঁতলে যায়। পুলিস পাড় ধরে ছোটে।

লাশটি পাড়ে তোলা হয়। গ্রামবাসী মানুষজন পুলিসী হাঁকুরে একে একে বেরোয়। বুড়োবটতলার সকলে। না। তারা কিছুই জানে না। প্রতাপবাবুর সঙ্গে তাদের কোনো গণ্ডগোল হয়নি। সবাই দিনকে-দিন মজুরী পেয়েছে, জলখাই। রাতে ওরা গণ্ডগোল শুনেছে বটে, বেরোতে সাহস করেনি। দিন যা মন্দ, তাতে কি থেকে কিসে কে জড়াবে কে জানে। তারা কোনোদিন গণ্ডগোলে মাথা দেয়নি। প্রতাপবাবুর কাজ করে সম্বচ্ছর কাটে, ভিন্ ব্লকের খবর তারা রাখে না। প্রতাপবাবুর ও মহিন্দর নিখোঁজ? কি সর্বনাশ! তারাও খুঁজতে যাবে।

সব শুনে থানাবাবুর দৃঢ় প্রত্যয় হয় মাঠে মাঠে বীজ হয়ে গেছে বোনা, কেউ এরা প্রতাপের শত্রু নয়। অতএব এর মধ্যে সময়ের সুযোগে কেউ মেয়েমানুষী হাঙ্গামার দাদ তুলে গেছে।

লাশটি দেখে লবণ চেঁচিয়ে ওঠে, 'মাধব? গোপী? দেখ্ তুরা? ই সি বসাই টুডু লয়? মোদের চেতাতে আলছিল্য?'

এখন বে-নামী লাশের নাম মেলে একটা এবং থানাবাবু লাশটি নিয়ে চলে যান। লাশের নাম না মেলা পর্যন্ত যত ঝামেলা। নাম মিললে সরকারী মেশিনারী তৎপর হয়, ফাইল ও রেকর্ড ঘাঁটাঘাঁটি খোঁজখবর—কে চেনে, ইত্যাদি। থানাবাবু ওদিকটি দেখতে থাকেন এবং বানারিতে নিখোঁজ প্রতাপের বাড়িতে দুজন হ্যাড়াভোলা পুলিস রেখে যান। এখন প্রতাপের ভাই সকলকে শায়েস্তা করবার কথা বলে তড়পাতে গিয়ে বউদি ও বউয়ের কাছে ডিজেল ট্রেনের সিটির মত তীব্র ঝাপট খায়। বিকেল নাগাদ শকুনের সহায়তায় প্রতাপ ও মহিন্দরকে পাওয়া গেলে প্রতাপের ভাইও বোঝে, এখন চুপ করে থাকাই ভাল। এর পেছনে মেয়েছেলের ব্যাপার থাকতে পারে, তা প্রতাপের রোদনমুখী, স্ফীত স্তনদ্বয়ের উপত্যকায় চাপড়নিরতা স্ত্রীও কোরোবোরেট করে ও দেওরকে অভিযুক্ত করে বলে, 'তুমু জানতু নাই? মিঞাছেলার লালছে সি কি কর‍্যে বেড়াতু?' এতে কেসটি অপ্রিয়রকম জটিল হয়ে পড়ে। মনে হল এ নিয়ে ঘেঁটে লাভ নেই। সবচেয়ে রহস্যময় ব্যাপার হল, এর সঙ্গে সকল কুকর্মের কাজি নকশালদের জোড়া যাচ্ছে না। জনৈক খোঁচোড় যদিও বলে, প্রতাপের নিধন-নিশীথে নকশালী বেস্ এক গ্রাম থেকে বাজি-পটকায় আনন্দোল্লাস ঘটেছে—তদন্তে দেখা যায় গ্রামটি নকশালী বেস নয়, এবং উক্ত ফায়ারওয়ার্কস আসলে এক দারোগার পুত্রলাভে উৎসবের অঙ্গ। ফলে খোঁচোড়টি ঝাড় খায় এবং থানাবাবু যখন টেলিফোনে শোনেন, মুর্দাটা জাগুলা আমুন—তখন নিমেষে লাশ টপ প্রায়োরিটি হয়, প্রতাপ খুবই গৌণ হয়ে যায় ও চরসাতীরে ঘি-চন্দন কাঠে পোড়ে।

লাশের অবস্থা কোনো দেহাতীত অহঙ্কারে স্ফীত, ডবল আকৃতির হয়ে ওঠে বৈশাখী আবহাওয়ায়। এখন থানাবাবু প্রথম ঝাড় খান, এই ভি. আই. পি. লাশ কেন বরফে রাখা হয় নি। শোনেন, এ বসাই টুডু অতীব ইম্পরট্যাণ্ট, ভেটেরান ফরণ্ট কর্মী, হুঁদিয়া ব্যক্তি। আঁচ করতে পারেন, এর মৃত্যুতে বহুলোক স্বস্তি পাচ্ছে। এখন এই

লাশটি "বসাই টুডু" বলে সংশয়াতীতভাবে শনাক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু হায়! লাশ এখন প্রচলিত বাগ্‌বিধির একপদীকরণ নিয়মানুসারে অশনাক্তনীয় (যাহা শনাক্ত করা যায় না।) পচনশীল স্ফীত, মাকড়া পুলিসের নার্ভাসনেসে মুখ ছিন্নভিন্ন (পুলিস, অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তির মৃতদেহকে স্টেশনারী টার্গেট পেলে গুলি ছুঁড়ে ঝাঁঝরা করবেই), অতএব সবাই ফাঁফরে পড়ে।

বসাই মহানন্দে পিউট্রিড, ফাউল স্মেল ছড়ায়। তার চিনাজানা গ্রাম থেকে মানুষ এনে শনাক্ত করানো এখন সম্ভব নয়। ম্যান ইজ মর্টাল। লাশ আরো ক্ষণস্থায়ী। বসাই চুয়াল্লিশ বছরে মরেছে, কিন্তু লাশ চুয়াল্লিশ ঘণ্টাতেই বিদ্রোহী। অতএব লোকাল লোকজন আনা হয়। "জিলা-বার্তা" আপিস থেকে কালী সাঁতরাকে প্রায় উড়িয়ে আনা হয়। কালী যখন শুকনো গলায় বলে, "বসাই। বসাই টুডু।" তখন লাশ জ্বালানোতে আর ঝামেলা থাকে না। জীবিত বসাই পাসপোর্ট করায় নি বা ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে নি বলে তার বর্ণনার রেকর্ড নেই। এই লাশের মাপজোখই লিপিবদ্ধ হয় এবং হঠাৎ বসাই এক ওয়েল রেকর্ডেড আইডেনটিটি হয়ে দাঁড়ায়। তার উচ্চতা পাঁচ-সাত, চুল কোঁকড়া, কপালে কাটা দাগ, কালী সাঁতরা মুখে হুইম্‌জিকাল হাসি মেখে ফেভরিট মুদ্রাদোষটি সপ্লাই করে যায়, উত্তেজনায় জীবিত বসাই বাতাসের গলা মোচড়াত। পুলিসটি তখন বলে, হ্যাঁ যাকে সে গুলি করে তার হাত দুটো নদীগর্ভ থেকে উঠে বাতাসের গলা মোচড়াচ্ছিল বলে তার মনে পড়ছে এখন।

খুবই শান্তি পাওয়া যায়। সামন্ত ভারি গলায় বলে, "'জিলা-বার্তা" কাগজে অবিট্‌ থাকুক। হি ওয়াজ আওআর কমরেড ফর সো মেনি ইআর্স্‌।'

'নিশ্চয়।' বলে কালী চলে যায়। সামন্ত মনে মনে নোট করে, এই ব্যাপারে কালী খুব শোকাহত এবং ঠিক করে, কালীর ওপর ট্যাগ রাখতে হবে।

কালী অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ফিরে আসে এবং নিজস্ব ব্ল্যাকভাইন সিস্টেমে অপারেশন-বানারির খবর যদ্দূর সম্ভব সংগ্রহ করে এবং যা জানে তাতে উত্তেজনায় ছিলাবাঁধা ধনুক হয়ে বসে থাকে।

এরপর চোদ্দ পনেরো দিনের মাথায় জাগুলায় যান্মাসিক ধর্মরাজার মেলা লেগে যায়। এই ধর্মরাজার সেবায়েতরা দুই শরিক হবার দরুন বহুকাল যাবৎ দু বার মেলা বসে। মেলা উপলক্ষে জাগুলা অসঙ্গত রকম সরগরম হয়, কেউই কারো খবর রাখে না। সে সময়ে সন্ধ্যে নাগাদ জনৈক মিচকে চেহারার গেঁয়ো লোক এসে কালী সাঁতরার আপিসে ঢোকে ও বলে, 'আমু পল্‌তাকুড়ির সোদন বটি। বসাই টুডুর তরে ই অষদ লয়্যে যেথে বলাছে উ। আপোনি চল্যে যেয়্যেন। উ আছু দিশাই গ্রামে—মাঝিপাড়ায়।' একটি কাগজ দেয় ও। তাতে গোটা হরফে লেখা 'টোরামাইচিন কাপচুল'।

'কি হয়েছে।'

গুলিখে চোট খাছু উরোখে।'

কালী সাঁতরা বাড়িতে ভুজুং দেয় সদর যাচ্ছে ও টেরামাইসিন ক্যাপসুল, ব্যাণ্ডেজ, তুলো, ডেটল ইত্যাদি নিয়ে রওনা দেয়। জাগুলার অত্যন্ত কাছে দিশাই গ্রামে মাঝিপাড়ায় সবাই ফ্রন্টের মেম্বার। নিরাপদেই আছে বসাই। কালী ভেবে পায় না, বসাইয়ের এ সাহস কোত্থেকে হল? ফরন্ট-এর সদস্যদের মাঝে ফরন্ট-ত্যাগী রেনিগেড? বসাই ওকে দেখে পুলিসকে খিস্তি করে ও বলে, 'ইরা সান্‌থাল। বাবু কম্‌রেট হল্যো সামন্তর কথা মন্যে কর্যে মোরে কুপাত। তারপর বলে, 'আর লয় কালীবাবু। ইবারই শেষ। তুমার জাহান্ লয়্যে টান

গুলিজনিত ক্ষত থেকে সেপটিসিমিয়া। সাল্‌ফা ওষুধে ক্ষত সারে নি। এ রকম কেসে টেরামাইসিন ক্যাপসুল দিতে বসাই আগে দেখেছে। চানস্ নিল। কালী দিশাই গ্রামে থাকতে পারে নি। রাতভোর জল গরম করে, ব্যাণ্ডেজ পাল্টে, ছ ঘণ্টা বাদে বাদে ক্যাপসুল খাইয়ে কালী রওনা দেয়। ওর শনাক্তীকরণ ও লাশ

মাপামাপি শুনে বসাই বলে, 'আঁ? পাঁচ-সাত করো্যে দিছু? আর এক ইঞ্চি পাব কুথাক্। আমু ত ছয় ইঞ্চি হে। কপালে কাটা? লেঃ, সি ভি পাব কুথাক্? যাক্, রংঠো ফার্সা ত করো্যে নাই?'

কালী ফিরে আসে।

এরপর দীর্ঘদিন কোন খবরাখবর থাকে না। কালীও যেন মরে যেতে থাকে মনে মনে, প্রত্যহ।

কিন্তু বহুদিন বাদে, রাঢ় যখন আর্মি মার্চে প্রত্যহ ধর্ষিত, তখন একদিন খোদ জাগুলার উপকণ্ঠে হইহই বাধে। শোনা যায়, বসাই টুডু ইজ ইন অ্যাকশন এগেইন।

প্রশাসনের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে।

॥ ৯ ॥

কালী সাঁতরা সজাগ হল। বাইরে খচরমচর সতর্ক শব্দ। শুকনো পাতায় কোন প্রাণীর পা পড়ছে। মানুষের চেয়ে হালকা কোন প্রাণী। মানুষ হলে আর্মি বা পুলিস। তারা আরো সাবধানে, শ্বাপদ-সতর্কতায় পা ফেলে, যখন টার্গেট খোঁজে। যখন টার্গেট পায়, তখন আর সতর্কতা মানে না। জঙ্গল পায়ে দলে, ঝোপের মধ্যে লটুক পাখির বাসা মাড়িয়ে, বাচ্চা ও ডিম পায়ে পিষে ছুটে চলে। একটি শেয়াল। গভীর কৌতূহলে দরজার সামনে এসে কালীকে দেখল। মানুষ। সবচেয়ে ভয় করতে হয় যাকে। শেয়ালটি এত তাড়াতাড়ি পালাল, যে মনে হল, সে যেন আসেনি। আর্মি বা পুলিস এলেই বা কালী কি করত? এই বয়স, এই স্বাস্থ্য, এই ক্ষীণ দৃষ্টি নিয়ে? কিছুই করতে পারত না সে। হোঃ! করবার মানুষ করে, না-করবার মানুষ দূরে, নিরাপদে বসে স্টাডি, অ্যানালিসিস ও ডিডিউস্ করে। কালীর সে

এলেমও নেই। সে শুধু মনে মনে ব্যর্থতাবোধে, জীবন-অপচয়বোধে কষ্ট পেতে পারে। খুবই অপচয় ও ব্যর্থতা বোধ। সারা জীবন সমস্যাগুলির ফ্রিন্জ দিয়ে ঘোরা হল। মার্কস্, এঙ্গেল্স, লেনিন, কে তা করতে বলেছিলেন? বড় বড় সমস্যা সমাধান? জাতিভেদের সমস্যা ঘুচল না। তৃষ্ণার জল ও ক্ষুধার অন্ন হয়ে রইল রূপকথা। তবু কত দল, কত আদর্শ, সকল দলে সবাই সবাইকে বলে, 'কম্রেড'। 'শেষ যুদ্ধ শুরু আজ কম্রেড'—গাইতে কি অসীম আনন্দ। সেন্স অফ বিলংগিং—এ ভারতভূমি আমার-আমার-আমার। স—ব চলে গেল! ফুটো বাসনে জল ঢালা হয়েছিল। কিন্তু বাইরে থাকতে হবে অন্য মুখভাব নিয়ে। নইলে বেইমানী করা হবে। বড় স্ট্রেইন। মানুষকে ক্ষয় করে ফেলে! ক্ষয়! কোরোশন। ইরোশন। পালমোনিক ডিজিজ!

বসাই টুডু ইন্ অ্যাকশান এগেইন!

কোন সময়ে, সে কোন সময়ে? ততদিনে তের মাস আগে বরানগর গণহত্যা ঘটে গেছে। ১৯৭২ সালের নভেম্বর আসে আসে।

রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটার কাজ চলেছে গ্রামে গ্রামে। তখনো আটষট্টির এম. ডব্ল্যু চালু রিপোর্টে—রেকর্ডে।

১৯৭২-এর ঘটনাটি অপারেশন-জাগুলা নামে নথিভুক্ত, কিন্তু অ্যাকচুয়াল ঘটনাস্থলটি জাগুলা-সদর থেকে ছয় মাইল দূরে কাঁকড়া-সোল গ্রামে ঘটে। রামেশ্বর ভূঞা বিখ্যাত ভূঞা রাজবাড়ির বংশধর একজন, পনের হাজার বিঘা জমির বেনামী মালিক, লোকাল কংগ্রেসের একজন প্রভাবশালী লোক। জাগুলায় তার বাজার আছে। কাঁকড়াসোল ধানকলও তার। তার বাড়িটি গড়সদৃশ, উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। বাড়ির হাতার মধ্যে একটি অংশ পাঁচিলে আলাদা করা। সেখানে আছে বাংলো, বার, সুইমিং পুল, মাছ ধরার পুকুর। হোলির দিন রামেশ্বর তার আন-অফিসিয়াল জীবনসঙ্গিনী বটুরানীকে নিয়ে দোঁহে জন্মকালের পোশাকে সে পুকুরে রবারের টায়ারে ভেসে কেলি করে। হোলি উৎসব কৃষ্ণের। কিন্তু রামেশ্বর শাক্ত। "যে

কালী সেই বনমালী" তা সে জানে বলে দোল-জন্মাষ্টমীতে কৃষ্ণকে মদত দেয়। দোলের সন্ধ্যায় স্থানীয় ডি. আই. পি. ও হাকিম-সুবো ডেকে সে যে লেবেলের মদ খাওয়ায়, তা অনেকে চোখে দেখেনি। তবে শাক্ত উৎসব বলতে তার বাড়িতে বছরে চারবার কালীপুজো হয়। তখন ব্যাণ্ড পার্টিতে রামপ্রসাদী বাজে ও সেই নিরাসক্ত-দীন ভক্তের বৈরাগ্যের গানের সুরে সুরে রামেশ্বর স্বহস্তে খাঁড়া তুলে ঝপাঝপ পাঁঠা কাটে। একশো আটটি পাঁঠা এ উপলক্ষে বলি হয় ও তাদের রক্ত ধারণ করতে বাঁধানো চৌবাচ্চা আছে। হাড়কাঠটি বাঁধানো ও শক্ত। রামেশ্বরের বাপ, বছর পঞ্চাশ আগে জনৈক বিদ্রোহী প্রজাকে ধরে এনে ওই হাড়কাঠে বলি দেন। নমঃশূদ্রের রক্তে সাতিশয় তুষ্ট হন এবং আরো মুণ্ডলোভে রামেশ্বরের বাপকে স্বপ্ন না দিয়ে কেন যেন, দেবতাদের লীলা মানুষ কি বুঝবে, মা কালী স্বপ্ন দেন নমঃশূদ্র পাড়ার কয়জনকে। তারা ঘরবাড়ি তুলে নিয়ে রামেশ্বরের শত্রু জমিদারের গ্রামে চলে যায়। কিন্তু কালীমাতা সেখানেও স্বপ্ন দিয়ে তাদের ছেঁড়া চাটাইয়ের সুখনিদ্রা ব্যতিব্যস্ত করেন। এই নমঃশূদ্ররা মায়ের বক্তব্য সম্যক বোঝে না, এবং সবই ভুল বুঝে অবিবেকী কাজ করে বসে। নিজেরা যে-যার মুণ্ড কালীকে দিতে পারত। তা না করে তারা রামেশ্বরের বাবা শিবেশ্বরকে শিকার থেকে ফেরার সময়ে অ্যাকস্ট্ করে ও তাঁর কোনো বক্তব্য না শুনে মুণ্ডুটি কেটে, ধড়ের কোমরে চুলসুদ্ধ মুণ্ড বেঁধে ঘোড়ায় চাপিয়ে ঘোড়ার মাসক্যুলার নিতম্বে চাবুক মেরে ঘর-পানে খোড়া ছুটিয়ে দেয়। তারপর, কালী আবার স্বপ্ন দিতে পারেন, ভয়ে চাটিমাটিসহ সুদূর সরদহ মিশনে গিয়ে ক্রীশ্চান হয়।

এ হেন পিতার ঔরসে রামেশ্বরের জন্ম। বিস্ময় কি, সে নিচু-জাতকে দেখতে পারে না, এবং লেঠেল দিয়ে গ্রামের মজুর তাড়িয়ে নামমূল্যে দাওয়াল ডেকে ধানের কাজ করায়। স্ত্রীর গর্ভে সব ক'টি মেয়ে। বুটুরানীর ঘরে দুটি ছেলে। ছেলেদেরও সে ছোট জাতের ওপর অবিশ্বাস শিখিয়েছে। বুটুরানীকে সে দুটি বাস ও একটি "সিনেমা

হাউস" করে দিয়েছে। ৭২ সালে কংগ্রেসের রমরমা। জাগুলার বগলে, কাঁকড়াসোলে, নকশালী হাঙ্গামা হয়নি, হওয়া সম্ভব ছিল না। জাগুলার, সিকিউরিটি খুবই টাইট্‌নড। নকশালী বজ্জাতদের "সার্চ অ্যানড ডেস্‌ট্রয়" করার জন্যে চতুর্দিকে পুলিসের পোস্ট, জীপ চলাচলের সড়ক। এমন প্রোটেকশনে থেকে রামেশ্বর, যা করলে স্বাভাবিক হত, তাই করে থাকে। সে ভাগচাষীদেরও ঋণে জর্জরিত রাখে, এবং তাদের প্রাপ্য যথেচ্ছ কাটে। খেতমজুর হোক, দাওয়াল হোক, তার রেট—বড়দের তিরিশ পয়সা, ছোটদের বিশ পয়সা, জলখাই খরচ রামেশ্বরের। কোনোদিন সে লেবর ট্রাবলে পড়ে না, কেননা সে বাড়িতে বিশজন বিহারী লেঠেল পোষে। দরকারে অদরকারে, কংগ্রেসের ছেলেরা এবং থানা তাকে মদত দেয়। সত্তর সালের পর তার সুবিধে বেড়ে গিয়েছে। এক বিঘা জমিতে যত দানা ধান ফলে, এক বিঘার ধান কাটতে তার চেয়েও বেশি সংখ্যায় খেতমজুর মেলে। সত্তর ও একাত্তর সাল দুটি জোতদার মহাজনের পক্ষে আশীর্বাদ হয়ে এসেছিল। মুণ্ডু খোয়া দিয়েছিল যদি একজন জোতদার, প্রশাসন তার বদলে গড়ে একশো মুণ্ডু ফেলে বদলা নিয়েছে। যারা প্রতিবাদ জানাত, সেই সব ট্রাব্‌লমেকার খেতমজুররা গ্রাম থেকে বিতাড়িত, বহুজন জীবনেও ফিরতে পারবে কি না কেউ জানে না। ফলে জেলায় ভাসমান এক সুবিপুল জনসংখ্যা ফুরনে, যে-কোনো রেটে ধান কাটতে ইচ্ছা প্রকাশ করে ঘোরে। ন্যায্য মজুরী চাইবার অমার্জনীয় অপরাধে অপরাধী যারা, তাদের এ ভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিকেশ করাই প্রশাসনের উদ্দেশ্য। প্রশাসনের আরেকটি গূঢ়, গোপন ও মহৎ উদ্দেশ্য আছে। প্রশাসন আরেক, নতুন গোণ্ডোয়ানা-এজ আনতে চায় ভারতভূমে। সে গোণ্ডোয়ানা-ভারতে শুধু ডাইনোসর ও অমেরুদণ্ডী প্রাণী থাকবে, অর্থাৎ একদিকে থাকবে রামেশ্বর ভূঞারা, অন্য দিকে থাকবে "লাথের চোটে কোঁক ফাটে ত মুখ ফাটে না" এহেন চির-নাবালক নাংলা চাষা। পরিতাপের বিষয়, কিছু মেরুদণ্ডী প্রাণী এই নিভূঁই খেতমজুরের

মধ্যেও জন্মেছে, নকশালী মদতেও কিছু মেরুদণ্ডী জন্মেছে। তা জন্মাক। জন্ম এ দেশে ভগবানের হাত, যে হাত কেউ কাটে না। জন্মদানই গরিবের সোল রিক্রিয়েশন, স্ব-অস্তিত্বের জাস্‌টিফিকেশন। যারা জন্মাছে, তাদের মধ্যে ফি বছর একাংশ রামেশ্বরদের জাবদা খাতায় জমি ঢুকিয়ে নিভূঁই খেতমজুর বা দাওয়াল, যা হয় একটা হয়ে যাচ্ছে। হোক। যে যা হবার তাই হয়। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা কোনো চাষীর মহাজনের শিকার হবার অধিকার কেড়ে নেয় না। আজকের চাষী আগামী কাল খেতমজুর হবার অধিকারও কেড়ে নেয় না। ভারতীয় সংবিধানে যে-যার হিম্মতে যা-হয়-হবার অধিকার খুবই সম্মানিত। এইসব পরের-জমি-চাষ-করে বেঁচে থাকা মানুষ কোনো সরকারী, বা শক্তিশালী সংগঠনী মদত পায় না। এদের কোনো মদত না দেবার গণতন্ত্রী অধিকার সরকার ও কৃষি-সংগঠনের আছে। তারপর আসে মেরুদণ্ডীদের এলিমিনেশনের কথা। প্রশাসন চায়, মেরুদণ্ডীরা মরুক। সর্বদা ডাইনোসর বনাম মেরুদণ্ডীর সংঘর্ষে গুলি চালিয়ে মেরুদণ্ডীদের মারা ভাল দেখায় না। বিশেষ ৭১ সালে। কংগ্রেসের নীতিই যখন অহিংস। তাই, খেতমজুররা ঘরছাড়া হয়ে বেরোলেই প্রশাসনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ। তখন ওরা ধান কাটতে যাবে। জোতদাররা ওদের যথেচ্ছ মজুরী দেবে, না বনলে দাওয়াল নেবে। তখন দাওয়ালদের সঙ্গে খেতমজুররা লড়বে। লড়বে কারা ? যারা মেরুদণ্ডী যারা টারবুলেণ্ট, যারা প্রতিবাদে বিশ্বাসী, সংঘর্ষে নিজেদের মেরে নিকেশ করবে। এমনি হতে হতে একদিন সকল টারবুলেণ্ট ফ্যাকটর নিকেশ হবে। থাকবে ডাইনোসররা, থাকবে অমেরুদণ্ডীরা। সে অবস্থাটি সকল সরকারেরই কাম্য। কিন্তু ডাইনোসররা সবসময়ে তা বোঝে না বলে নিজেরাও যুধ্যমানদের নিকেশ করতে এগোয় এবং প্রশাসনকে এম্‌বারাস্‌ করে। হতে পারে, জোতদাররা প্রশাসনের আহ্লাদী দ্বিতীয় পক্ষ। কিন্তু সব সময়ে প্রকাশ্য-মদত-দান কি ভাল ? ভাব-ভালবাসা যত ঘুচঘুচ করে হয়, ততই ভাল নয় ? জোতদাররা তা বোঝে না। যে কাজ রেখেঢেকে করা দরকার, যে-কাজ করতে

নকশাল বা জে. পি. পন্থী বা অন্য কোনো নামের আড়াল দরকার, সে কাজ জোতদাররা প্রকাশ্যে করতে বলবে। কি এম্‌বারাসিং। যেন জলদোষ বা কুরণ্ড আছে, এমন লোককে আব্দার করে কোন অবুঝ প্রণয়িনী বলছে, 'তুমি সবার সামনে সব খুলে চান কর? নইলে ভাত খাব না।' জোতদারের এ-হেন ব্যবহারে প্রশাসন খুব অপ্রস্তুত হয়। বহির্ভারতে অহিংস ইমেজটি এতে চোট খায়। কিন্তু কে কাকে কি বোঝাবে? জোতদাররা কুলস্ত্রী, তাদের ঘর হৈতে আঙিনা বিদেশ। নিজের জোতটুকু, মজুরী না দিয়ে ধান কাটাটুকু, মজুরী দাবীদারদের কাটামুণ্ডুটুকু, ত্যাঁদড়দের "মিসা"টুকু, এ ছাড়া তারা কিছুই বোঝে না। কুলস্ত্রীদের মতই তারা জোতদারী-জীবনে পরিতৃপ্ত, লেখাপড়া বোঝে না, ক-অক্ষর গোমাংস, বহির্ভারতে প্রশাসনের ইমেজ ক্ষুণ্ণ হবে বললে তারা সাভিমানে ভাবে, "ই কি? এতে এত ইংরেজী বলা কেন?" হায়! স্বামীরা যেমন দ্বিতীয়পক্ষকে বোঝাতে পারে না, "ওগো! আমার এক ক্ষমাহীন কর্মজগৎ আছে!" প্রশাসনও জোতদারদের বোঝাতে পারে না, "ওগো! আমার ছল ধরতে এক ক্ষমাহীন প্রেস আছে। আমার ছল বেরোলে আনন্দ করতে এক বহির্ভারত।" আছে সবকিছুর পর জোতদারদের স্বার্থ-ই দেখে প্রশাসন। মহাত্মা ব্যক্তিরাও দ্বিতীয় পক্ষের কথায় উঠেছেন বসেছেন কৈকেয়ীর দৃষ্টান্ত স্মর্তব্য।

রামেশ্বর তাই এ বাহাত্তরে আখখুটে আবদার ধরে, এবার সে অঞ্চলের কারুকে কাজ দেবে না। সব কাজ দেবে বাইরের দাওয়ালদের। রামেশ্বরকে যেন বাহাত্তুরে ধরে। বাহাত্তর সালটি খারাপ নয়। বহু মাকড়া প্রশাসনে ঢুকেছে। বহু কেনারাম মন্ত্রী-উপমন্ত্রী হয়েছে। উত্তরনির্বাচনী বাতাসে নোট উড়ছে সমানে। জাগুলা থানার এম. আই. ছুঁৎমার্গী নন। রামেশ্বর ও বুটুরানী দোলের দিনে সন্তশিশুর মত রবারের টায়ারে ভাসে জেনে তাঁর ভালই লাগে ও মনে হয়, পৃথিবীর কোথাও কোথাও ইনোসেন্ট, নির্মল আনন্দ থাকুক। ফুল ফোটা, প্রজাপতি ওড়া, বুটুরানীর জলে ভাসা, এ-সব

ভুলে গিয়ে শুধু প্রোজেইক হয়ে লাভ কি ? কিন্তু রামেশ্বরের আবদার রাখতে গিয়ে যদি বড় সমস্যা বাধে, সে কথাটি তিনি রামেশ্বরকে ভেবে দেখতে বলেন। রামেশ্বরকে বলেন সবিনয়ে। রামেশ্বর এত বড় জোতদার, যে পশ্চিমবঙ্গে ওর তুল্য ধনী জোতদার খুব বেশি নেই। সত্যি বলতে কি, রামেশ্বরের মাঝে মাঝে নিজেকে নিঃসঙ্গ লাগে। বিহার হলে, হ্যাঁ ! বিটুইন টু রেলস্টেশন্স, দু পাশের সকল জমি তার, এ রকম জোতদার সেখানে অনেক।

রামেশ্বর তেতে বলে, 'কি বলছ মশায় তুমি ? জান ? কুথাকার কে না কি একটা আলাদা খেতমজুর-সংগ্রামী-দল গড়েছে ? তারা যদি হাজির হয় ? এদের খেপায় ?'

'খেপালে দেখা যাবে।'

'না হে ! তারপর গণ্ডগোল বেধে থাকবে। আমি ওতে নাই হে মশায় ! আগে হতে দাওয়াল আনব, দরকার হয় বসিয়ে খাওয়াব। লকসালীতে গাঁয়ে হুড়া. দাওয়াল এখন মশা হতে অগণন।'

'দেখুন।' বলে এস. আই. ব্যাপারটি ঝেড়ে ফেলে দেন। ঝটিতি তিনি সদর শহরে গিয়ে ডি. এস. পি.কে কথাবার্তা রিপোর্ট করেন। কংগ্রেসের কমলাপতি বাবুকেও কগ্‌নাইজেণ্ট অফ ফ্যাক্‌টস্ করে আসেন। এই খেতমজুর কারা কারা, তা জানতে ডি. এস. পি. তাঁকে হুড়কো দেন। এস. আই. তাঁর রয়টারী-মহলকে খুঁচিয়েও জানতে পারেন না কিছু।

তাই, কাঁকড়াসোলে গণ্ডগোল জেনে তিনি খুবই ঘাবড়ে যান। তাঁর ইন্‌ফর্মার বলে, 'বসাই টুডু ইন্ অ্যাকশান।' তাতে তাঁর কোন মনোবৈলক্ষণ্য হয় না। কেননা বসাই টুডুর মৃত্যু ও লাশ-শনাক্তীকরণে তিনি ছিলেন না। সে সময়ে তিনি এ থানায় ছিলেন না। 'বসাই' বিষয়ে কেউ তাঁকে কগ্‌নাইজেণ্ট করেনি। কেননা মৃত্যু ও লাশ-শনাক্তের পর ফাইল বন্ধ থাকে। কিন্তু দেওকী মিসির এগিয়ে এসে উটের গ্রীবার মত ঝুঁকে পড়ে বলে, 'কি বলছুন ?'

'কে এক বসাই টুডু !'

'লেন, লেন, সয়্যেন। চল্যো যান সর্দয়্যে। যেয়ে ক্ষিন রিপোর্ট করেন ডি. এস. পি.রে।'

দেওকী মিসির এস. আই.কে টপকে নিজে ফোন করে এবং টেলিফোনিক সংলাপ শুনে এস. আই. বোঝেন, এ সায়েন্স ফিকশনের রিয়ালিটি। তিনি জোসেফ হেলার পড়েননি, কিংবা ভারতীয় দর্শনও নয়। তাই বসাই টুডু জীবিত, কেননা বসাই টুডু মৃত, এ রহস্য তিনি বোঝেন না। বসাই টুডুর চেকার্ড কেরিয়ার শুনে তিনি টাউরি খান। ডি. এস. পি. তাঁকে ফোনে ডাকেন ও বলেন, 'ফার্দার এনফোর্সমেন্ট যাচ্ছে। আপনি চলে যান। মিসিরকে দিন।' মিসির আবার ফোন ধরে এবং যে সব কথা বলে, তা শুনে এস. আই.য়ের শরীরে-মনে যেন মিসাইল বর্ষিত হয়। "বসাই—হ্যাঁ হ্যাঁ আইডেন্টিফাই—কালী সাঁতরা—আমি মোটেও বিশ্বাস করিনি—এবার সামন্তকে ?—সামন্ত তো জেলে—দেখছি—"। মিসির ফোন ছেড়ে দিয়ে দেখে, এস. আই. তখনো বাটারফ্লাই গোঁপের নিচের হাঁ-মুখটি খুলছেন ও বুজছেন। তাঁকে খাবি খেতে দেখে মিসিরের করুণা হয়। এ কি বুঝছে, কার বিরুদ্ধে এ ঘটনাস্থলে যাচ্ছে ? কৃষকসভার কর্মী হিসেবে বসাই ছিল নড়বড়ে জাগুলা থানার ত্রাস। জাগুলা থানা অবশ্য এখন সাবালক ও হিম্মতদার হয়েছে। কিন্তু এই মশার মত পিঙপিঙে সদ্গোপ এস. আই. (মিসির জাতিটি আগে দেখে) যাচ্ছে কেন ? মরতে এ বেটা মরবে, ডি. এস. পি নাম কিনবে, যাক, এই নিয়মেই জগৎ চলে। সে এস. আই.কে বলে, 'চল্যো যান। ই বসাই লুক মন্দ আছু। টেঁটা ছুঁড়্যো, তীর ছুঁড়্যো কি ! সাবোধানে র‍্যাবেন। বেটারে মারথে পার‍্যোন যদি, তব আপোনি ডি, এস. পি. হবন, আমু আপোনারে সেলাম বাজাবু।' একথা শুনে এস. আই.-এর মনে অন্ধ হতাশা দেখা দেয়। দেওকী মিসির যত এস. আই.কে বলেছে, 'আপোনি ডি. এস. পি. হবন, আমু সেলাম বাজাবু'—ততজনই ফুট্‌কলিয়ে যাচ্ছে। একজন গেছে, বীরু পাঠকের সঙ্গে প্রকৃত এনকাউন্টারে। দু পক্ষের গুলি বর্ষণে বীরু পাঠকের হাতে এস. আই. ও পুলিসের হাতে বীরু পাঠক

নিহত হয়। লাশ দুটি থানা-বারান্দায় পাশাপাশি রাখা হয়েছিল। আরেকজন একান্তরে সাডেন প্রোমোশন পেয়ে মাত্রাতিরিক্ত আনন্দে চৈত্রের গরমে শিবের ভক্ত্যা হয়ে গাঁজা ও সিদ্ধি খেয়ে নাচতে গিয়ে গর্মি লেগে মারা যান। তৃতীয়জনকে যেভাবে প্রাণ হারাতে হয়, তা অতীব শোচনীয়, মর্মন্তুদ ও অশ্রুসজল এক কাহিনী। এই এস-আই কিঞ্চিৎ পাগলাখ্যাঁচা ও দেহতত্ত্ববাদী ছিলেন। পেটের অসুখে হলুদ-চিনি খেতে বলায় তিনি গান গেয়ে বলেছিলেন, "হলুদ-চিনি খাব না ভাই! হলুদ কি ভাই সঙ্গে যাবে?" বীরু পাঠকের মৃত্যুর পর, কোনো ফলো-আপ অপারেশনে এই এস. আই. ন্যাড়ার মত যে ঘণ্টা-ভেঁপু-বোম-পটকা সংবলিত শোভাযাত্রীদের কাশবন থেকে বেরিয়ে আক্রমণ করেন, সে এক গয়লাদের বিয়ের শোভাযাত্রা এবং শোভাযাত্রীরা ভয়ে অজস্র বোম-পটকা একসঙ্গে ফাটায়। সে সম্মিলিত নিনাদে বিভ্রান্ত পুলিস নার্ভাসনেসে নিজেরা নিজেদের দিকে কেন যেন গুলি ছোঁড়ে, বহু সপুষ্প কাশের ডাঁটা, এস. আই. এবং একটি ঢোলক নিহত হয়। তিনটি এস. আই-কেই দেওকী মিসির ডি. এস. পি. দেখতে চেয়েছিল। এস. আই. মনোদুঃখে বিবশ হন এবং বউয়ের কথা মনে করে একটি "কাচ কাটা হীরে" ডিজাইনের শাড়ি, একটি ব্লাউজ দোকান থেকে তুলে নিয়ে বাড়ি ফেরেন। তারপর সাশ্রুনয়নে বউকে আদর ক'রে কাঁকড়াসোল অভিমুখে রওনা দেন।

পথেই দেখা হয় রামেশ্বরের শালার সঙ্গে। সে বলে, 'সর্বনাশ হঁইচ্যে। শালার কথো সান্থাল এস্থে ঘেরাও করচ্যে। শালার দাওয়ালগুলান্ ভি, সান্থাল তো? উধারে যেয়্যে বসাই টুডুর সাথ শামিল হঁইচ্যে। উরা বলচ্যে আটষটের মজুরী দাওয়ালদের ভি দিথে হবেক্, খেতমজুর শালোদের ভি।'

'হাতিয়ার আছে?'

'হাঁতিয়ার? ব্বাপো রে, অথো হাঁতিয়ার আপোনি দেখেন নাই। ই দাওয়াল শালোরা, ব্বাপো রে, সাঁপের ক্যাঁরা সঁব—উরা ভাল্য সেঁইজে ভিতর আল্য, র‍্যাল, খেল্য কথো, বুলল, ই পোঁটলাপাঁটলিথে

মোদের জিনিস। উরা ভি বসাইয়ের লুক। সব পোঁটলায় হাঁতিয়ার মাশায়! জামাই দাদাক্ ভিতর হথে উরা ঘিঁরচে, বাহার বসাই।'

'লেঠেলরা?'

'বসাই উদের গোলায় ঘুষয়্যে চাবি দিয়েঁ দেঁইচে মাশায়। কংগ্রেসের ছেলারা মজা দেখ্‌তেচ্যে।'

'কি বলছে বসাই টুডু?'

'যেয়্যে শুনেন।'

এস. আই. ও বারোজন কন্‌স্টেবল যখন পৌঁছন, তখন দেখেন এক অসামান্য দৃশ্য। কুশীলবরা সবাই বাইরে। মঞ্চ হৈমন্তিক ধান্যক্ষেত্র। রামেশ্বর মাঝখানে। কংগ্রেসের ছয়জন যুবক অত্যন্ত রিল্যাক্‌স্‌ড হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একজন জোয়ান, বেঁটেখাট সাঁওতাল রামেশ্বরের সামনে।

'ফায়ার করবেন না।' কংগ্রেসী পয়লা যুবক হেঁকে বলে। শত শত সাঁওতাল তীরধনুক, হেঁসো, টাঙি টেঁটা, কোঁচ বর্শা, বল্লম, ইত্যাদি আদিম অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সোনালী ধান, কালো মানুষ, নীল আকাশ, ধান খেতে সবুজ টিয়ার ঝাঁক। এই যুবকটি কংগ্রেসের উচ্চাভিলাষী, তরুণ, একেবারে মন্দ নয়, এবং রামেশ্বরকে যারা অপছন্দ করে, তাদের একজন।

'কি ব্যাপার?' এস. আই. বলেন।

'ইরা এম. ডব্লু চায়। দিথে হব।' লোকটি বলে।

'তুমি কে?'

'বসাই টুডু। আপোনি বল্য হে দারোগা। তুমা হথে বড় অপিচার মোক্ 'আপোনি' বলাছে।'

'কি বলছেন?'

'এম. ডব্লু. না দিল্যে, দশ দিনের কাজ হেথা, দশ দিনের মজুরী না দিল্যে কেও কাস্তে উঠাবু না, কারেও ধান কাটথে দিব্য না। না, দিব্য না।'

কংগ্রেসী যুবকটি বলে, 'আমাকে বলতে দিন। এরা ন্যায্য কথা বলছে। এদের ওয়েজ দিতে হবে।'

'মর‍্যে যাবু।' রামেশ্বর বলে।

কংগ্রেসী যুবক বলে, 'না। মরবেন না। হেভি লাভ থাকবে। আমি দিশাই-ব্লকে নিজের চল্লিশ বিঘা জমিতে এম. ডব্লু. দিয়ে কাজ করিয়ে সবে আসছি। লস্ হয় না।'

মর‍্যে যাব।'

'তব ধান কাটথে দিব্য না।'

কংগ্রেসী যুবকটি এখন পার্সোনাল স্কোর সেট্‌ল করে, 'আমি আগে দিইনি, এখন দিচ্ছি। দিতে হবে। নইলে পার্টি ইমেজ নষ্ট হয়। আপনিও দেবেন।'

বসাই বলে, 'উ ছিঁড়া কথা থাক। রামেশ্বর ভুঁঞা কথা দিক্। পুলুস দাঁড়য়্যে ধান কাটা হক। কুন্-অ গণ্ডগোল হব্যে নাই। লয়তো ধান কাটথে দিব্য নাই। তুমরা কি বল?'

'তুমু যা বল্য হে বসাই!'

'আমু দিব্য নাই।'

'দিব্যে। লয়তো লাহাশ ফেলা দিবু।'

'না না, ডোন্ট টেক টু ভায়োলেন্স।' কংগ্রেসী যুবক।

'লাহাশ ফেলাতে খারাপ লাগে? তাথেই বরানগরে ল্যেচে এসাছ?'

'আঃ!'

'ছিঁড়া কথা রাখ্য। ফয়স্‌লা কর‍্য।'

রামেশ্বর বলে, 'দারোগা! দাঁড়য়্যে মজা দেখ? তুমাক আমু থানা সিপাই করা দিবু। উ বসাই আমার কনকশাল ধানের খেতে পেট্রোল ছড়া দিয়্যে আল্য, তা জানু?'

হঠাৎ এস. আই. বোঝেন, রামেশ্বর ও কংগ্রেসী যুবকরা একই গেম্ প্লে করছে। বাকবিতণ্ডা করে ফার্দার এন্‌ফোর্সমেণ্ট আসার অপেক্ষা করছে। অথবা, কম পুলিস এসেছে দেখে বুঝেছে, টার্গেট

বেশি, কিলার কম। অতএব ফয়সলায় পৌঁছতে চেষ্টা করছে। সন্তোষজনক রফায় সাপ মরে, লাঠি ভাঙে না, এবং অসম্ভব সম্ভব হয়, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের ইমেজ অণুপরিমাণ ওঠে। বহুকাল ধরে কংগ্রেসী ইমেজ বা প্রতিমাটি অন্ধকারের গর্ভে পড়ছে তো পড়ছেই। এস. আই. বলে, 'যা হয় বলুন রামেশ্বরবাবু।'

'কুন্-অ সনে দিই নাই।'

বসাই বলে, 'সব কাজ কি আগ্যে করা থাক্যে রামেশ্বরবাবু? যদি মরা, আগ্যে কি মরোছু? দাও নাই, দিব্যে। ধান জ্বল্যে তা কি আগ্যে দেখাছু? ইবার দিশবু।'

'বেশ!' রামেশ্বর অবসন্ন হয়ে পড়ে, 'দিবু স্বীকার যেছু, দিবু। লাও, ধান কাট্য।'

রামেশ্বর পরিষ্কার বাংলা বলে। অর্থাৎ আত্মস্থ হয়েছে। বলে, 'তিনদিনের মজুরী দিব। কাট ধান।'

'না। দশদিনের।'

'তিনদিনের।'

'না। দশদি……' সাইরেন। জীপ-জীপ-ভ্যান-সাইরেন। বসাই চেঁচিয়ে ওঠে, 'মা——হো! ধান খেতে সাঁজাও আর লঢ় হে!'

তার যুদ্ধের ডাক "মাহো"তে ভীষণ কারেণ্ট। চম্‌কে রামেশ্বর লাফিয়ে ওঠে ও গলনলীতে বসাইয়ের টেঁটা খায়। পলায়নপর সাঁওতালদের ওপর গুলি। ধানখেত হতে তীর। ধানখেতে আগুন। আগুন, আগুন। গুলি ও তীর। এস. আই. চেঁচিয়ে ওঠে ও হেঁসোর আঘাতে ঢলে পড়ে। গুলি, গুলি, গুলি। বসাইয়ের কোঁচ ডি. এস. পি.র পেটে। বসাইয়ের পায়ে গুলি। বসাইয়ের পেটে বেয়নেট। সঙিনের ফলা মুখে। তব্‌ভি হম লঢ়েঙ্গে। পুলিসের পায়ে তীর। কুচিলা। বসাই ঢলে পড়ে। কংগ্রেসী ছেলেরা ছুটে গিয়ে ভ্যানে ওঠে। কোঁচসুদ্ধ ডি. এস. পি.র ছোটা ও পড়ে গিয়ে পা ছোঁড়া। আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

অবস্থাটি একেবারেই আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। এস. আই.

যেভাবে পড়ে থাকেন তাতে বোঝা যায়, ওঁর বউ আর "কাচকাটা হীরে" পরবে না। কংগ্রেসী যুবক ছয় জন, ষষ্ঠীর বাছারা, ভ্যানের ড্রাইভারকে তাড়া দেয় ভ্যান চালিয়ে তাদের নিরাপত্তায় নিয়ে যেতে। সহসা তাদের সামনে মস্ত ছায়া পড়ে ও ফ্র্যাংকেনস্টাইন সদৃশ, (কি গণ্ডগোল সর্বত্র, দৈত্যস্রষ্টার নাম ফ্র্যাংকেনস্টাইন, কিন্তু জনমানসে দৈত্যের নামই ফ্র্যাংকেনস্টাইন। সৃষ্টি ও স্রষ্টা এক, দ্বৈত যা, অদ্বৈত তাই, প্রকৃতি ও পুরুষ, সীমা ও অসীম, শিব ও শক্তি, ইত্যাদি)। বিশালকায় রামঅওতার নামক সার্জেন্ট বলে, 'উতারো ভ্যানসে।'

'আমরা কংগ্রেসের ছেলে।'

'তেরি কংগ্রেস কী অ্যায়সি কি ত্যায়সি, উতার শালে!'

সে ভড়কি দেয়, ছানারা ভড়কি খায় ও নেমে পড়ে সাশ্রু চোখে বলে, 'দাঁড়াও, মজা দেখাব।'

'হাঁ হাঁ, সব শালে দিখায়া, তু ভি দিখায় গা।'

রামঅওতার সিচুয়েশনের কর্ণধার হয়। এবার যাত্রা শুরু। ভ্যানে জীবন্মৃত ও খাবিখাওয়া রামেশ্বর, ডি. এস. পি, বসাই, মৃত এস. আই.—দুজন সাঁওতাল ওঠে। রামঅওতার বলে, 'ঔর গোলি মৎ চালাও। তালাস করকে যিৎনা শালেকো মিলে, উঠাকে লে আও।'

শরাহত পুলিসরা জীপে ওঠে। দুজন সাঁওতাল। তারপর জীপ চলে আসে।

পরে জানা যায়, ডি. এস. পি. ও এস. আই. দাঁড়িয়ে না থাকায় কে হুকুম দেবে, কে মেণ্টাল নোট নেবে এরা জান লড়াকে কাম কিয়া—সেজন্য পুলিস চলে আসে। এ কাজ অন্যায় হয়েছে, তাও বলা যায় না। কেননা, নিয়ে আসা হল বলে ডি. এস. পি. ও রামেশ্বরকে সোজা সদর-হাসপাতালে পাঠানো যায়, বসাইকেও। বসাইকে বাঁচাবার জন্যও প্রাণপণ চেষ্টা করা হয়। এটি প্রশাসনের আরেক রহস্যময় ব্যবহার। বসাইকে যেহেতু পরে ফাঁসি দেওয়া হবে, সেহেতু এখন তাকে বাঁচবার চেষ্টায় প্রাণপণ করা হয়। জেল-

নির্ধাতনের পরেও তাই। জেলে অমানুষী নির্ধাতনে দেহটি কিমা বানিয়ে পরে মানুষটিকে সবরকমে রি-বিল্ড করা হয়। আবার নির্ধাতন। রি-বিলডিং। প্রশাসন নামক বিশ্বশিশুর এ এক আনমনা খেলা। কিন্তু সঙিনের খোঁচায় ছিন্নভিন্ন বসাই অস্ত যেতে থাকে। এসময়ে হাসপাতালটি পুলিস দিয়ে ঘিরে রাখা হয়। এখন কালী সাঁতরাকে ঝটিতি আনা হয় অন্যদের সঙ্গে। বসাইয়ের নাকে অক্সিজেনের নল। পেটের ব্যাণ্ডেজ ভিজে যাচ্ছে রক্তে। মুখের কোণে রক্তাক্ত ফেনা।

'কাছে যান'—এ. পি. বলেন।

কালী কাছে যায়।

'নিচু হন।'

কালী নিচু হয়।

'ডাকুন।'

'বসাই! বসাই! বসাই!'

বসাই-চোখ খোলে। সময় যায়। বসাইয়ের চোখে হাসি ফোটে। কালী চেয়ে থাকে। বসাই-এর চোখ ধূসর। মৃত্যুতে। কালীর চোখ ধূসর। বাষ্পে। দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে থাকে। বসাইয়ের দু হাত নড়ে, কাঁপে. ওপরে ওঠে। বাতাসের গলা মোচড়ায়। পড়ে যায়। আঙুল বাতাস খামচে কি লেখে। কি যেন লেখে। পুলিস ফোটোগ্রাফার। ফ্লাশ বাল্ব। 'সরে যান কালীবাবু। ইয়েস, ফ্রন্ট ফেস।'

কালী আচ্ছন্নের মত বেরিয়ে আসে। মন্ত্রাবিষ্ট সে। আঙুল দিয়ে কি লিখে গেল বসাই? সে লেখায় বিশ্বাস করত না?

'কালীবাবু, কাম টু থানা।'

থানা। উজ্জ্বল আলো। ক্লান্ত থানাবাবু। উজ্জ্বল, কঠিন পাইপ-সুরভিত এস. পি.। পোলাইট।

'বসাই টুডু?'

'হ্যাঁ।' কালী এখন অনেক দূরে।

'গতবারও তাই বলেছিলেন।'

কালী হাসে। ধূসর, টেন্‌স্‌ হাসি। বলে, 'দেখুন, গতবার······' সে মুখ ফেরায়। চোখ কুঁচকে দেওয়াল দেখে। না। এদের সামনে নয়। এস. পি. বোঝেন।

'দেখুন, গতবার আমাকে দেখানো হয় একটি ডিস্‌টরটেড, ফোলা, আধপচা বডি। পুলিস বলে, মরার আগে লোকটা বাতাস। লোকটা। বাতাস। লোকটা বাতাসের গলা টিপে মোচড় দিয়েছিল দু হাতে। তা ছাড়া···'

কালী চোখ তোলে। স্পষ্ট গলায় বলে, 'তখন ফ্রন্টের রেজিম। তা সত্ত্বেও এস. আই. আমাকে বলেছিলেন, আমি ওকে যেন "বসাই" বলেই আইডেন্‌টিফাই করি।'

'সেই জন্যেই?'

কালী ঈষৎ করুণাভরে চেয়ে থাকে। লোকটা কি জানে কার কথা বলছে? বলে, 'না। আমি কালী সাঁতরা। মিছে কথা বলি না। আমারও মনে হয়েছিল ও বসাই। ওদের হাইটে, ফেসিয়াল গড়নে, চুলে যদি সাদৃশ থাকে, বডি যদি ডিস্‌টরটেড হয়, তা হলে আমি মনে করতে পারি এ বসাই টুডু।'

এস. পি. একটু সময় যেতে দেন। তারপর বলেন, 'হাইট? হাইট কালীবাবু?'

'জানি না। আমি মাপিনি।'

'অ।'

'আমার যাবার ব্যবস্থা করে দিন।'

'আজ থানায় থাকুন। কাল ওর বডি খোলা বারান্দায় রেখে আইডেন্টিফিকেশন প্যারেড করাব। তারপর যাবেন। সেনবাবু, কালীবাবুকে কম্‌ফরটেবলি থাকার ব্যবস্থা করে দিন। মশারি দেবেন, চা-খাবার, বাথরুম, কোনো অসুবিধে হয় না যেন। ইট্‌স্‌ অ্যান্‌ অর্ডার।'

সকাল। থানার বারান্দা। বসাই। প্রশাসন সব পারে। সকাল আটটার মধ্যে বাস বোঝাই সাঁওতাল আনতে।

'হুঁ। টুডু।'

'বসাই বেটেক্।'

'বসাই টুডু।'

'হুঁ, সি বেটেক্।'

'বসাই।'

'টুডু।'

'হুঁ। বসাই টুডু।'

'বসাই টুডু বেটেক্।'

'পায়ে জখম?'

'গুলির চোট।'

'পুরানো চোট।'

'কপাল কেট্যে যেল্‌ছিল সাইকেল হথে পড়্যে।'

আরেকটি বাস। ফ্রম পল্‌তাকুড়ি প্রপার। ফ্রম চাতাডোর অ্যান্ড সরদহ অ্যান্ড খুরাট অ্যাটড······আইডেনটিফিকেশন প্যারেড ওয়েণ্ট অন অ্যানড অন অ্যান্ড অন···। পুরুষ ও রমণীরা বাস থেকে নেমে হেঁটে আসছে হন্টেড দৃষ্টিতে, যথোচিত, গম্ভীর, দৃঢ় পদক্ষেপে। পল্‌তাকুড়ি থেকে সাঁওতালরা আসার পর শবদেহ প্রদক্ষিণ করে চলে যাবার সময়ে ডান হাত তুলে ধরছে উপরে এবং সেইভাবে হাত তুলে চলে যাচ্ছে বাসের দিকে, পেছন না ফিরে। শত শত লোক আন্দাজে এ নৈঃশব্দ্য খুব অসুবিধার। কেউ কথা বলছে না। শিশুরা কাঁদছেনা। আরেকটি বাস ফ্রম বাকুলি। সবচেয়ে আগে নেমেছে ও এগিয়ে আসছে এক আশ্চর্য রমণী। খুবই কালো সে, সাঁওতাল মেয়েরা যেমন হয়। খুব আশ্চর্য সে, কেননা তার শরীর খুব আশ্চর্য। পাথরকোঁদা। খুব আশ্চর্য সে, খুব আশ্চর্য সে, কেননা তার মুখ ভাবলেশহীন নয়। একটা আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব। এমনভাবে মেয়েটি নামল ও এগোতে থাকল, যেন সে এখানে একমাত্র মেয়ে। একমাত্র পুরুষের কাছে যাচ্ছে। জায়গাটি যেন থানার বারান্দা নয়। কালী লক্ষ করল, মেয়েটির চুলে কোন এক বুনো ফুল। মেয়েটি সামনে তাকিয়ে,

পেছনে হাত বাড়িয়ে এক যুবকের হাত ধরল। দুজনে হাত ধরে এগোচ্ছে। তবু মেয়েটি একা, সে একা, নির্জনে, কোন পুরুষের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। কানালের গর্জন। সকাল ছিল। আকাশে ছেঁড়া, জলবাহী মেঘ অপ্রতিভ, দোষী ছেলের মত কার যেন মনোযোগ পাবার আশায় ভেসে বেড়াচ্ছিল। বৈশাখ আন্দাজে বাতাস ছিল ঠাণ্ডা। বসাই জলে হাঁটু ডুবিয়ে পাথরের ফাঁকে মাছ খুঁজছিল। 'কি কম্‌রেট? মোর কথা বলছু?' ঈষৎ ভারি, উছলে পড়া গলা ছিল। কালী চমকে পেছনে চেয়েছিল। আকাশ ও খোয়াইয়ের পটভূমিকায়, সবই যেন তার, এমনি রানীর মত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল এই মেয়েটি। বসাই ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, কিন্তু ও ওর নির্বাচিত ছেলেকে বিয়ে করেছিল। মেয়েটি এগিয়ে গেল। দাঁড়াল। বসাইকে দেখল। চোখ তুলল। ঘাড় ঘুরিয়ে এস. পি., পুলিস, সকলকে দেখল। বসাইকে দেখল। কালী সাঁতরাকে। চোখে কোন চেনার চিহ্ন নেই। বসাইকে দেখল। মাথার ওপর থেকে নিচে নাড়ল। ছেলেটির। ছেলেটির চেহারায় অত্যন্ত লক্ষণীয় জোড়া ভুরু। ওরা চলে গেল। সোজা হেঁটে।

এস. পি. বললেন, 'দোপ্‌দি মেঝেন। দুলনা মাঝি।' তাঁর গলাটি শুকনো। নিচু, 'বাকুলি।'

মুসাই টুডু, তার মেঝেন, গিধা ও সিধা দুই ছেলে বাপ-মার হাত ধরে। প্রত্যেকের মুখ টেন্‌স্‌. নৈর্ব্যক্তিক, কালীকে ওরা চিনল না। আরো লোক। আরো বাস।

সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা অবধি দুই শত একান্ন জন লোক বসাই টুডুর শবদেহ শনাক্ত করে। কেউই মৃতদেহের কাছে আসে না। মৃতদেহের কাছে পুলিস পাহারা থাকে। কিন্তু সাতটা পনেরতে মতদেহ সৎকারের জন্য নেবার সময়ে দেখা যায় লাশের পায়ের কাছে একমুষ্টি ধান। কি ভাবে এ ধান এল, তা নিয়ে বহু আলোচনা হয় এবং রাত আটটা বত্রিশে দেহটি পুলিস প্রহরায় সৎকার করা হয়।

পুলিস ভ্যানে কালী সাঁতরা জাগুলা ফেরে। দিস্ টাইম নো অবিট। 'কিছু লিখতে যাবেন না কালীবাবু।'

কলকাতায় বড় হাসপাতালে দুরূহ অস্ত্রোপচারের পর ডি. এস. পি. ও রামেশ্বর বেঁচে ওঠে। এস. আই. মৃত্যুত্তর বীরচক্র পান এবং তাঁর স্ত্রীকে একটি কোকাকোলা কাম কোল্ড ড্রিংক্ কিঅস্ক্ দান করা হয় হাইওয়ের দ্রুত ব্যস্ত বাস জংশনে। কিঅস্ক্ উদ্বোধন কালে এস. পি. আসেন এবং "কাচকাটা হীরে" শাড়িটি পরে সদ্যোবিধবা এস. আই. পত্নী ভীষণ কেঁদে-কেটে সাদা শাড়ি না পরে এই শাড়ি পরবার পেছনের অশ্রুসজল কাহিনীটি বলেন। ফলে তাঁর ছবি ওঠে, "সেই শাড়ি হল পরা" হেডিং দিয়ে এক সর্বাধিক বিক্রীত বাংলা দৈনিকে এক অশ্রুসজল কাহিনী লিখিত হয়। সংবলিত ছবিতে এস. আই. পত্নীকে খুবই সুন্দরী দেখায় ও গোঁপের রেখা চোখে পড়ে না।

রামেশ্বরকে বাঁচানো যায়, কিন্তু তার হৈমন্তিক ধান্য বাঁচে না।

কাঁকড়াসোলে তার গৃহসম্মুখীন কনকশালী তো পোড়েই। তারপরে দূর-দূরান্তে তারই খেতের পর খেতে কেন যেন পেট্রোল ছড়া দিয়ে আগুন লাগানো হয়। আশপাশের গ্রামবাসীর 'হায় হায়' আন্তরিক বিলাপে প্রমাণ হয়, তারা ভবনে-ভবনে নতুন ধান্যে নবান্ন হবার সম্ভাবনা ধরমবাঁধ ও চিনাকুড়ি করেনি। প্রশাসনের বিশেষজ্ঞরা ঠিক করেন, পশ্চিমের মডেলে এখানেও কোনো পাইরোম্যানিয়াক তৈরি হয়ে থাকবে। এতে রামেশ্বর খুবই ব্যথা পায় এবং পাঁঠার সঙ্গে মহিষ বলি দিয়ে এক প্রায়শ্চিত্ত পূজা করে। হায়! এবার সে শীর্ণ শরীর নিয়ে স্বহস্তে বলি দিতে পারে না। এবং নিশীথে বুটুরানীকে বলে, 'এবার যেয়ে বক্রেশ্বরে অঘোরী বাবার চরণ নিব। মহাপাতকী হয়ে গেল, বল?'

বুটুরানী বলে. 'তাই যাবো গো!'

কংগ্রেসী যুবক ছয়টি বাস, রেশন দোকান, কেরোসিনের কন্ট্রোল ইত্যাদির লাইসেন্স্, পারমিট, ইত্যাদি বের করে নিয়ে অকুস্থল রামেশ্বরের হাতে সঁপে দিয়ে শহর থেকে কেটে পড়ে।

॥ ১০ ॥

চরসার জঙ্গলে, অন্ধকার ঘরে বসে এখনো কালী সাঁতরা মনে করতে পারে, কতদিন অবধি খেতে ও ঘুমোতে কষ্ট হয়েছিল তার। কতদিন অবধি "জিলাবার্তা" কাগজে মন ছিল না। বসাইয়ের কথা ভাবতে গেলেই বুকে কষ্ট হত। প্রথম মনে হয়েছিল সেটা ভাবাবেগ। পরে ডাক্তার ক্লোরেস্ট্রাল পরীক্ষা করে তাকে তেল-ঘি বা গুরুপাক জিনিস খেতে মানা করেন। এস. পি. কেন যেন তার কাছে যাওয়া-আসা করেন ঘন ঘন। তবে এ রেজিমে "জিলা-বার্তা" কাগজে শুধুই ধান চাষ—মাজারি পোকা ও সর্পদংশনে মৃত্যুর খবর বেরোচ্ছে বলে তাঁর উৎসাহে ভাঁটা পড়ে।

খুব শান্ত ও অর্ডারলি হয়ে যায় দিনকাল। সে অর্ডারে উত্তর-স্বাধীনতা ভারতভূমি চলছে, তাই চলে, সেই গানের মত—"কেক্‌রা কেক্‌রা নাম বাতায়ে? দুনিয়া মে সব জুয়াচুরুয়া হো। মালিক লুটে মহাজন লুটে, ঔর লুটে ভগবানোয়া হো।" ইতিমধ্যে জাগুলাতে চাঞ্চল্যকর কিছুই ঘটে না। বুটুরানী হঠাৎ ম্যালিগনাণ্ট জ্বরে মারা যায় ও থানার রামভরোসে পাঁড়ের গাই একটি ছঠেঙো বাছুর প্রসব করে। এই মাত্র খবর।

কালী সাঁতরা যেন প্রত্যহ একটু একটু করে মরে যেতে থাকে। যেতে যেতে এক জায়গায় পৌঁছে মনে মৃতপ্রায় হয়ে বেঁচে থাকে। সর্বদা নিজেকে মনে হয় মলিন অশুচি। কোন্ মালিন্য এ, স্নানে যা কাটে না? কোন্ অশুচিতা এ, কাজে মেতে গেলে যা কাটে না? পার্টির কাজকে, "জিলাবার্তা" ছাপাকে মনে হয় অসার? এই সময়ে তার পার্টির ছেলেদের ওপর রেজিমের হামলা ও ব্যাপক গ্রেপ্তার হতে থাকে। সে-কারণে ছোটাছুটি করতে করতে ও ছেলেদের অ্যাসাইলামের ব্যবস্থা করতে করতে কিছু দিন যায়। কালীর প্রত্যাশা, তাকেও হয়তো ধরবে, তা বিফল হয়। এবং এবারও প্রজাতন্ত্র-দিবসে কালী

সাঁতরা হাকিমের পাশে বসার আমন্ত্রণ পায়। হাকিম বলেন, 'আপনি আমাদেরই লোক।'

বাজারে আলুর দাম হঠাৎ ওঠে, লোডশেডিং এমন উত্তুঙ্গ হয়, যে কহতব্য নয়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি-প্রতিরোধ কমিটিতে রেজিমের ছেলেরা তাকেও ডাকে। তাতে যাবে কি, যাবে না এই ভাবতে ভাবতে কালী সাঁতরা যখন ১৯৭৩-এর জ্যৈষ্ঠে এক মধ্যাহ্নে তেল মাখছে, (গরমে ওর শরীর শুকোয়, ও তেল মাখলে ভাল থাকে) তখন থানা থেকে জীপ নিয়ে দেওকী মিসির আসে ও বলে, 'চলেন।'

'কেন ?'

'যেয়ে শুনবেন।'

'স্নান করতে যাচ্ছিলাম।'

'নেন, স্নান সেরো্য খেয়ো্য নেন।'

কালী ধরে নেয় সে গ্রেপ্তার হল। স্নান সেরে সে ভাত খেয়ে নেয় তাড়াতাড়ি। কিন্তু জীপ তাকে থানায় নেয় না। সদর-শহরে নেয়। থানা। এস. পি. শুকনো গলায় বলেন, বসাই টুডু আবার অ্যাকশন করছে। বাকুলিতে। এবারকার ইস্যু জল। চলুন। যেতে যেতে বলব।'

'আমি কি করব ?'

'শনাক্ত করবেন।'

'সে কি ?'

কি যে, তা আমিও জানি না। মোস্ট ব্যাফ্‌লিং। সিপয় ম্যুটিনির পর চতুর্দিকে নানাসাহেব. এখানে চতুর্দিকে বসাই টুডু। আরো কি জানেন ?'

'কি ?'

'দুটো লাশ পালিয়েছে ?'

'লাশ ? পালিয়েছে ?'

'হ্যাঁ। আর্মি অপারেশন। পালাবার কথা নয়। কাউণ্টে কম পড়ছে। ব্যাড, ভেরি ব্যাড। কি করছেন ?'

কালী হঠাৎ পকেটে হাত দিয়েছে। এস. পি.র চোখে ভয়। কালী জীবনে কোন সিচুয়েশানের মাস্টার হতে পারেনি। এখন সে হতে পারে, কেননা যতক্ষণ তার হাত পকেটে, ততক্ষণ এস. পি.র ভয় কালী রিভলবার বের করবে। সত্তর ও একাত্তর সাল এক দিকে যেমন ট্রাফিক পুলিসের হাতে রিভলবার তুলে দিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি প্রশাসক পুলিসকে ঢুকিয়ে দিয়েছে ভয়। রিভলবারের বাঁট তার হাতে, নল টার্গেটের দিকে, এতেই পুলিস অভ্যস্ত। এটাই নিয়ম। কিন্তু সব কিছু সব সময়ে নিয়মে ঘটে না। পৃথিবী ও সৌরজগৎ তো একই মহাবৈশ্বিক দুর্ঘটনার সৃষ্টিফল। সব নিয়মে ঘটলে ডি. এস. পি. পেটে কোঁচ খেয়েছিল কেন? কালীর হাসি পায়। টার্গেটের হাতে রিভলবারের বাঁট, নল পুলিসের দিকে, ভাবতেও পুলিস কি ভয় পায়। আরো ভয়! সবসময়ে নলের মুখে বিদ্ধ টার্গেটকে ভয় পেতে দেখেনি পুলিস। স্লোগান দিতে শুনেছে। দেখেছে উদ্ধত অস্বীকার। হ্যাঁ, মৃত্যুতে ভয় পাই না। মার্ শালা। পুলিস তুমি যতই মারো, মাইনে তোমার একশো বারো। কালী সিগারেট ও দেশলাই বের করে এস. পি. আশ্বস্ত। কালী নিচু হয়ে বাতাস বাঁচিয়ে সিগারেট ধরায়। বলে, 'কি হয়েছিল? কি ব্যাপার?'

জাগুলা ও বাকুলির দূরত্ব মোটর-রোডে একাত্তর মাইল। এস. পি. চট করে মুখভাবে ও গলার স্বরে পদমর্যাদার দূরত্ব আনেন। বলেন, 'বলছি। পান খাওয়া যাক। খাবেন? এই দোকানটায় ভাল পান সাজে।'

জীপ থামানো হয়। পান কেনা হয়। গাড়িতে উঠে বসেন এস.পি.। জীপ ছুটতে থাকে। এস.পি. যে আবার বসাইয়ের আত্মপ্রকাশে ভয় পেয়েছেন, তা তাঁর কথা বলার ভঙ্গিতে প্রকাশ পায়। কালী বোঝে, "বসাই টুডু ইন অ্যাকশান এগেইন" শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তর থেকে মালিন্য ধুয়ে যাচ্ছে, অশুচিতা। খুব পরিষ্কার, ধৌত ও বলিষ্ঠ মনে হচ্ছে নিজেকে। কালী এই জীপ, এই এস. পি.কে ফেলে

দিতে পারে। কেননা বসাই ইন্ অ্যাকশান এগেইন। যদিও সে বসাইয়ের লাশ বা লাহাশই দেখতে যাচ্ছে। নাঃ, এবারকার মত জীবনের মত, জীবন তো একটাই, বসাই কালী সাঁতরাকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল। গতবারের মৃত্যু তো মৃত্যুতে ও শনাক্তীকরণে যথেষ্ট ফাইনাল ছিল।

এস. পি, পানের পিক ফেলেন। সব জ্বলছে। গরম। খরা। এস. পি. কথা বলেন।

ভীষণ গরম ছিল এ বৈশাখে। বৈশাখে প্রত্যাশিত বর্ষণ হয়নি জ্যৈষ্ঠেও হয়নি। নকশালী আগুন প্রশমিত। জোতদাররা রেজিমের প্রোটেকশনে, বিক্ষোভী এলিমেণ্টদের গ্রাম থেকে বিতাড়নে উল্লসিত। সত্তর-একাত্তরের রিপার্কশ্যনে রাঢ় ও বঙ্গের ভাগচাষী ও খেতমজুর ওয়ান্ডারিং জু। কুথাও ঘর মিল্যে না এবং ধান-কাজের মরসুমে "দাওয়াল লিবে গ? পেটভাতায় কাম করব্য, পসা চাই না" এ কাতর ও করুণ ডাক সোনালি ডানায় চিলের মত ধানজমির মালিকদের দুয়ারে উড়ে উড়ে ফেরে। বেতের ফলের চেয়েও ম্লান চোখ নিয়ে চলে যায় নর-নারী-শিশু। বাঁচার মত মজুরী চেয়েছিল, প্রশাসনের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল শীর্ণ হাতে, সেই তাদের অপরাধ। প্রতিরোধের অপরাধ কোনো প্রশাসন কখনো ক্ষমা করে না। প্রতিবাদের প্রশাসন বুঝিয়ে দেয় টাঙি ও তীর ও হেঁসোর চেয়ে বুলেট কত পোটেন্ট। কত ওমনি-পোটেন্ট প্রশাসনের রক্তের দাগহীন অপ্রত্যক্ষ নিষ্পেষণ। আইন কর খেতমজুরী পাবে। আইন কার্যকরী কোর না। জোতদার মজুরী না দিলে আদালত যেতে পারে। সাহস পাও না? প্রশাসন নীরব। প্রতিবাদ করবে? জোতদার প্রশাসনকে ভয় করে না। সে সাহায্য চাইবে সাহায্য ও পুলিস-সহায়তা পাবে। অতএব, "দাওয়াল লিব্যে গ?" দোরে দোরে আর্ত ডাক। বাতাসের ঝাপটার মত, শূন্য আকাশে দুপুরিয়া চিলের আর্তনাদের মত। মনের জানলা বন্ধ করে দিলেই যে শব্দ শোনার অস্বস্তি থেকে বাঁচা যায়।

দুরন্ত গরম ছিল এ জ্যৈষ্ঠে। আকাশ জ্বলছিল, মাটি ফাটছিল।

মাটি ও মানুষ জল চাইছিল। কানালের জল ছুটছিল সগর্জনে। বাকুলি গ্রামে সূর্য সাউ কানাল থেকে জল নিচ্ছিল না। চাষ করছিল না। স্বচক্ষে বিনা মনস্তাপে দেখছিল, তার ধানের জমি ফাটছে, ফাটছে, ফাটল বড় হচ্ছে। দেখছিল, ভোরে ও রাতে কানালের পথে জলাভিসারী মানুষের অফুরন্ত আসাযাওয়া। চতুর্দিকে প্রজ্বলন্ত খরা। দঁকগুলি অবধি শুকনো। এত জলহীনতায় কানালের গর্জন বড় কানে লাগে, কান থেকে মনে, মন থেকে রক্তে।

বাকুলির জোতদার সূর্য সাউ। দেড় হাজার বিঘা জমি তার। এবং স্বাভাবিক নিয়মেই কেরোসিন-কণ্ট্রোলের দোকান—মা ফুল্লরা বাস-সার্ভিস—এ সবই তার। নকশালী দিনে তার দুখানি গো-চালা পুড়ে যায়। ফলে এ রেজিমে, দুঃস্থ ও দুর্গত হিসেবে সে সরকারী লোন বের করে বাকুলিতে একটি বাল্‌ব তৈরির কারখানা বসাতে চায়। অথবা, সেই বলে টাকা বের করে কয়েকটি উন্নত ধরনের লিকারডিস্টিলারি স্থাপন করতে চায়।

বাকুলি বড়ই উপদ্রুত অঞ্চল ছিল বহুকাল। যে বসাই মরছে এবং বেঁচে উঠছে, ফরণ্টের কর্মী হিসেবে সে বহুকাল এ অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে ঘুরেছে। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে বসাই এখানে বেস্ করেছিল। বাকুলি বিখ্যাত জায়গা বলে এখানে, বাকুলি ব্লকে, সেই সব অফিসারকে পাঠিয়েই প্রশাসন হাত ধুয়ে ফেলে, যারা সৎ ও ঘুষবিরোধী। মরতে মর্‌গা যা বাঘের গর্তে ঢুকে। এবার খরার গতিক দেখে সূর্য সাউ রিলিফের টাকার হিসেব কষে ও বি. ডি. বাবুর কাছে যায়। বি. ডি. বাবু সূর্যকে হতাশ করে বলেন, 'রিলিফ আমি নিজে দেব।'

'মোক বিশ্বাস যেছেন নাই?'

'ব্যক্তিবিশেষকে রিলিফ বাটার ভার দেব না। অর্ডার নাই। এ নিয়ে আর বলবেন না।'

'আঁ? ই সনে মো' হথে বিশ্বাস চল্যে গেলু?'

'প্রতি সনে আপনিই ত রিলিফের টাকা নেন।'

'তাথে কি কথা হছু কুন্-অ ?'

'কথা! আপনি রেখেছেন বলে আমরা আছি। কথা বলবে কে? ধড়ে মাথা তো একটা সবাকার ?'

'না না বিড্ডি বাবু, রিলিফের টাকা লয়্যে কথা হথে পার‍্যে বুঝ্যে আমু ইবার নিজেই গ্রামকুয়া বান্ধালম।'

'তা তো বাঁধাতেই হবে। আপনার জ্ঞাতগুষ্টির বাড়ির চৌহদ্দিতে কুয়ো, আপনিই ব্যবহার করেন।'

'কুন্ শালো বল্ছু? সভেকে দিই না জল?'

'জল দেবার মালিক তো আপনি নন। সরকারের টাকায় তৈরি কুয়ো। জল তো সবার পাবার কথা।'

'না না, কথার মাঝ্যে ঠুস আছু. মোর বুক্যে বাজছু। আপোনি আমার ছেলার মথ, ই ভাবে কথা বোল্যেন?'

'দেখুন, হাকিম স্বয়ং সিডিউল কাস্ট্। আপনারা যে পলিসি চালাচ্ছেন নিচু জাতকে, সাঁওতালদের জল দেন না, এ বিষয়ে উনি রিপোর্ট চেয়েছেন।'

'যাক! লিব্যে জল, ল্যিক!'

'আপনাদের তো ঘরে ঘরে সরকারী রিলিফে কুয়ো হল, ডীপ-বোর টিউবওয়েল বসল, আর কি চান?'

'নাঃ, আর কিছু বলব নাই।'

'বলবেন না তো?'

'না।'

'তবে আমি বলি?'

'বল্যেন।'

'ওয়েজ তো দেননি, দেবেন না। কানাল কর দিয়ে জল নিচ্ছেন না কেন? জমি তো সব আপনার।'

'ই দেখ্যেন। আমার জমি, আমু জল ল্যিব লাই, তাথে আপোনার কি?'

'না, আমার আর কি। জিগ্যেস করছি।'

'তব শুনেন।'

'বলুন।'

'হেথা এক বসাই টুডু ছিল্য, নাম শুনছু ?'

'হ্যাঁ।'

'সি বেটা, সান্থাল, সাঁপের ক্যারা, সি ভাগচাষী লয়্যে, আধিয়ার লয়্যে লড়াই করাছিল, জানু ?'

'শুনেছি।'

'মোর ধান-কাজে ভাগচাষী। কানাল হতে জল লয়্যে চাষ যথ বাড়াবু, উ তথো ভাগ ল্যিবে।'

'আপনিও তো পাবেন।'

'ধান বিচে কথ পাবু মাশায় ?'

'রেট তো খারাপ নয় ?'

'কথ পাবু ? দশ হাজার মণ ধান হল্যে পাঁচ হাজার কিষাণ ল্যিবু। আমু কি আঙুল লেছ্বু ?'

'কেন ? আপনি ধান-টাকা কর্জ কাটবেন না ?'

'বাবু, তুমু ছেলাপিলা। উ খাতাটো আমার লক্ষ্মী। শুনুন, চাষ বাড়াব না, জল ল্যিব না। তাথে উরা আকাশের জলে যা পার্য্যে চাষ করুক।'

'জল নেই যে ?'

'তভে চাষও নাই।'

'তারপর ?'

'উরা ধার ল্যিবু, আমু ধার দিবু। চক্রবৃদ্ধি সুদ। সকল শালো কিনা হয়া থাকবু।'

'ঋণ মকুবী আইনও হবে।'

'হল্যে কলা ! তুমার গরমেন্ কলা করবে্য আমার। লিখা থাক্যে সুদ ? মনে থাকে। আর, সরকার যেমুন হুজিমত দেয়, তেমুন মদতও দেয়। আমি কি দিল্যাম, উরা কি নিদান চায়, সকল মীমাংসা ত আদালত্কে হব্যে, তাই না ?'

'হ্যাঁ।'

'কুন্ শালা মহাজনের লামে লালিশ কর্বু? করল্যে খাব্যে কি? গরমেন্ খাওয়াবু? লাঃ, কানালের জল ল্যিব নাই।'

এই বি. ডি. বাবুকে সমদরদী জেনে তাঁর কাছে ভাগচাষীদের এক ডেপুটেশন আসে। তারা বলে, সূর্য সাউ কানালের জল না নিলে চাষ হবে না। কেমিন।

বি. ডি. বাবু সূর্য সাউয়ের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের সবটুকুই ভার্বেটিম বলেন। কিছুই করার নেই তাঁর। ভাগচাষীরা বলে, 'বাবু, ই জমিমালিকদের ই কৌশল। কানালের জল ইরা ল্যিবে নাই কিছুথে। তাথে ত কানালে এথ জল!'

খুবই বিষণ্ণ হয় এরা। ফিরে যায়। বি. ডি. অফিসারের নিজেকেও পরাস্ত বোধ হয় খুব। সূর্য সাউয়ের প্রতিটি কথা সত্যি। কিছুই করবার ক্ষমতা নেই কারো। কানাল করে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আকাশের গতিক দেখে, খরা-অজন্মা-দুর্ভিক্ষ অ্যান্টিসিপেশ্যনে সূর্য সাউ উল্লসিত হতে পারে। চাষ নেই। দুর্ভিক্ষ। ঋণ। ঋণ মানে সুদ। ঋণমকুবী আইনও প্রহসন। যে খাতা দেখিয়ে সূর্য সুদ নেবে, সে খাতা সরকারের আদালতে কোন দিন যাবে না। যদি খাতা থাকে, তা আছে গোপনে। খাতা না থাকা স্বাভাবিক। শত শত লোকের শত শত রকম বংশানুক্রমিক ঋণের হিসাব মনে রাখার অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা সূর্য সাউদের, শত শত সূর্য সাউদের থাকে। বি. ডি. অফিসার ভেবে পান না, কি করে তিনি প্রশাসনিক ক্ষমতা খাটিয়ে মানুষের ভাল করতে পারেন। সূর্য সাউ, একজন সূর্য সাউ, প্রশাসনের সকল ফাইলগত শুভেচ্ছাকে বিকল করে দেবার ক্ষমতা রাখে যখন?

অতঃপর ভাগচাষীরা কেন যেন একেবারে চুপ মেরে যায়। কোনই সাড়াশব্দ মেলে না তাদের। দিন পনের একেবারে চুপচাপ থেকে সহসা, এক সন্ধ্যায় তারা সূর্য সাউয়ের কাছে যায়। সটাং তার বাড়িতে।

'ই কি? তুয়া কি চাস?'

'কানাল হথে জল লাও।'

'ল্যিব নাই।'

'জল লাও, জ্বলে গেল সব।'

'ল্যিব কেনী?'

'মোয়া খাব্য কি?'

'আমু জানু?'

দ্রৌপদী মেঝেন্ এগিয়ে আসে ও বলে, 'কেনী লিবি নাই সূর্যবাবু? কেনী?'

'জল ল্যিয়ে চাষ বাঢ়াব নাই।'

'ধার দিয়্যে সুদ খাবি?'

'যাঃ, বেয়া হেথা হথে।'

'বল্, কেনী ল্যিবি নাই?

'তুরে বল্‌বু?'

'আমাক্ বল্য হে'—ব'লে একজন সাঁওতাল এগিয়ে আসে।

'তুমু কে?'

'বসাই টুডু।'

'লা। টুডু লও। তারে আমু চিনু।'

'আমু বসাই টুডু।'

'তুমু টুডু?'

'হাঁ।'

'টুডু মরি গিছু।'

'কে বোল্যে?'

'মর্য়ো নাই? হাঁ দোপ্‌দি, তুয়া যেয়্যে লাশ পঁছাই করল্যি লয়? একোদিন ঘর্য়ো ঘর্য়ো অরন্ধন হল্য তুদের?'

'সি মোদের পরব ছিল্য।'

'আঁ? টুডু?'

'হাঁ, আমি টুডু।'

'তু দেখথে···টুডু তু ?'

'হাঁ হে সুর্যবাবু।'

দ্রৌপদী খিলখিল করে হাসে ও বলে, 'তু উর পুরাতন লাগর! তুরে দেখবে বল্যে লতুন হয়্যে এসাছে। কম্রেট, উ ভাল কথা শুনবেক নাই।'

এখানে, কাহিনীর এখানে এস. পি. পৌঁছলে কালী সাঁতরা বলে, 'এত কথা আপনারা জানলেন কি করে?'

'সুর্যর ভাই রোতোনি সাউ। সব বলেছে।'

'তারপর?'

তারপর বসাই বলে, 'ই বড় বাঁকা ঘি হে! বাঁকা আঙুলে উঠাথে হবু। জল ল্যিবে না?'

'না।'

সুর্য ভাবেনি, ১৯৭৩ সালে ভায়োলেন্স্ ঘটে যাবে। ১৯৭৩ নাগাদ তৎকালীন রেজিমে ভারতের মুক্তিসূর্যের লক্ষ কোটি ফারেন-হাইট তাপবিশিষ্ট আলো। সে আলোর প্রভাবে সকল জোতদার সুরক্ষিত। অত্যন্ত নন্ ভায়োলেন্ট এই রেজিম। ভায়োলেন্ট অ্যাকৃটসমূহ কারাকক্ষে ঘটে।

ওরা সুর্য সাউকে ধরে, তোলে। গরু খুলে ফেলে গাড়িতে তাকে বাঁধে। টেনে নিয়ে যায় কানালের ধারে। বলির পশুর মত ফেলে, ও বসাই কোপ মারে। তারপর বহু হাতে বহু কোপ। রোতোনি দৌড়য় থানায়।

খবরটি এমনই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত, যে থানা থেকে খবর যায় সদরে। তারপর আর্মি।

আর্মির জীপ ও ভ্যান বাকুলি অব্দি আসে না। বাকুলির আশ-পাশে আন্দোলিত খোয়াই, উচ্চ ভূমি। কাঁকরের ওপর বুটের শব্দ। কাঁকর পিষে যায়। ক্রাঁচ-ক্রাঁচ-ক্রাঁচ। মার্চ-মার্চ-মার্চ ফরোআর্ড। আগে চল্—আগে চল্—আগে চল্ ভাই। ভারতের গর্বস্থল জওয়ানরা ক্যাপটেন অর্জন সিংয়ের নেতৃত্বে বাকুলির

চড়কপাটা বসার থান, পাকুড়গাছটি ঘিরে ফেলে। পাকুড়গাছটির নিচে ওরা জমায়েত হয়েছিল। অর্জন সিং প্রথম আদেশ দেয়, 'ক্লোজ কানাল অ্যাপ্রোচ।' জল নিয়ে বিতণ্ডা বলে জলের পথ বন্ধ করা হয়। করে রাখা হয়। অতঃপর রাতের আঁধারে জলের খোঁজে কানালের দিকে যেতে দেখে স্ট্রে কয়েকজনকে গুলি করা হয়। অন্যেরা ছিল গাছের ঝুরির আড়ালে। তারপর, জওয়ানরা এগোলে গাছের ঝুরির স্বভাব-দুর্গ থেকে তীর আসে। সমগ্র জায়গাটি কর্ডন করে হেভি মেশিনগান চালানো হয়। জওয়ানরা তখন কান্না শুনে বোঝে, শুধু পুরুষ নয়, মেয়েরা ও শিশুরাও আছে। কিন্তু তখন আর থামা সম্ভব ছিল না। এ রকম অপারেশনে যা হয়, প্রথমে জওয়ান বা পুলিস বন্দুককে চালায়। পরে আগ্নেয়াস্ত্রই তাদের চালায়। যন্ত্র। যন্ত্রের কোন বিবেচনা উদয় হতে পারে না। মেশিনগানই যখন কিলার, তখন টার্গেটের মধ্যে কে পুরুষ, কে নারী, কে শিশু, সে হিসাব করা সম্ভব নয়। মেশিনগান-মাউন্‌টেড্ গান মেকানিকালি লোডেড্ অ্যান্ড ফায়ার্ড, ডেলিভারিং কন্‌টিনিউয়াস্ ফায়ার। দেড় দিন ফায়ারিং চলে বিরতি দিয়ে দিয়ে। তারপর আর্মি ঢুকে পড়ে ফোর্ট দ্য ওল্ড পাকুড়ে। একচল্লিশটি লাশ পাওয়া যায়। অর্জন সিং বলে, 'কাল সুবাকো লাশ উঠানা। আভি গিন্‌তি করো।' পুনর্বার গণনাকার্য শুরু হয়। জনা দশেক বালক-বালিকা।

পরদিন সকালে গণ্ডগোল বাধে। চুল বা পা ধরে লাশ টেনে আনতে আনতে, চিত করে রাখতে রাখতে জনৈক লাশ সম্পূর্ণ অ-লাশোচিত ব্যবহারে এক সিপাহীর পা ধরে ফেলে দেয় এবং রক্তপাতজনিত দুর্বল হাতে সিপাহীর গলার নলী হেঁসো দিয়ে কাটতে চেষ্টা করে। এ আচরণে সকল জওয়ানই ঘাবড়ায় এবং লাশটি উঠে বসে, দু হাতে নিরন্তর বাতাসের গলা মোচড়ায় ও বলে, 'আমু বসাই টুডু। কে আসব্যি আয়? লড়্।'

অতঃপর তাকে পাকুড়গাছের এক মোটা ঝুরিতে বাঁধা হয় ও

অর্জন সিং বসাই টুডুকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে। এই অপারেশন-বাকুলিতে সকলেই প্রথম দিন সম্মুখ সংঘর্ষে মারা পড়ে। দ্বিতীয় দিন, হাত-পা-শরীর বাঁধা অবস্থায় একজনই সম্মুখ সংঘর্ষে মারা পড়ে। কোয়াণ্টাম থিওরি দ্বারা যেমন পদার্থ বিজ্ঞার সব কিছুর ব্যাখ্যা মেলে, "সম্মুখ সংঘর্ষ" বা এনকাউণ্টার, বা বসাইদের ভাষায় "কাঁউটার" তেমনি এক কোয়াণ্টাম থিওরি। মৃত ব্যক্তির হাড়-গোড় ভাঙা, ভ্যানের চাকায় বাঁধা হতে পারে—পেছনে হাত-পা বাঁধা ও গাছে বাঁধা থাকতে পারে—নখ উপড়ানো, চোখ উপড়ানো, যৌনাঙ্গ ছিন্ন হতে পারে—পায়ুদেশে শিক ঢোকানো, সমস্ত পাঁজরা চুরচুর হতে পারে—কমন গুণ হচ্ছে, সব শরীরে অজস্র গুলি থাকবে,—সব মৃত্যুই ব্যাখ্যা করা হবে এইভাবে, "সম্মুখ সংঘর্ষের ফলে···।" বসাই টুডুও সম্মুখ সংঘর্ষে মারা পড়ে। বালক-বালিকা শিশুর মৃতদেহও "সম্মুখ সংঘর্ষ" থিওরি দ্বারা এক্‌স্‌প্লেইন্‌ড্‌ হয়। খবরটি কাগজে বেরুলে হেভি কিচায়েন। তাই, এইভাবে খবর ছকা হয়, "জমি ঘটিত গোলমালে দুই দলে সংঘর্ষ ও তিনজন নিহত।"

তারপর আরো গণ্ডগোল বাধে লাশ এনে শোয়াতে গিয়ে। দেখা যায় লাশ উনচল্লিশটি। সূর্য সাউয়ের ভাই রোতোনি সাউ সভয়ে বলে, 'দোপ্‌দি মেঝান? দুল্‌না মাঝি? তারা কুথাক্‌?'

'আঁ?'

'কা বোল্‌তা?'

'তারা কুথাক্‌?'

'থা, ক্যা নেই থা?'

'ছিল্য হে ছিল্য। তারা মাত্‌বর। তারা থাকবে নাই?' রোতোনি সাউ খুবই বিবশ হয়।

দ্রৌপদী বা দুল্‌নার হিসেব মেলে না। বসাই টুডুর লাশ এনে সূর্য সাউয়ের বাড়ির সামনে রাখা হয়।

সব শুনে কালী সাঁতরা বলে, 'আমাকে নিয়ে এলেন কেন? সে বসাই টুডু কি না, নিজেরা ঠিক করুন।'

'কি করে কালীবাবু?'

'কেন?'

এস. পি. কিছুক্ষণ অস্ত্যমান সূর্যের আকাশ লাল করার নিত্য-নৈমিত্তিক ভিরকুটি দেখেন। তারপর সনিশ্বাসে বলেন, 'কালীবাবু! আমি কোনদিন লোকটাকে দেখিনি। প্রথমবার আমি এস. পি. ছিলাম না। বানারির ঘটনার রিপোর্ট পড়েছি। ছবি দেখেছি। কিন্তু সে ছবি দেখে কিছু বোঝে, কার সাধ্যি।' যেন সে ছবির স্মৃতিতেই তিনি শিউরে ওঠেন।

'হ্যাঁ, ডিস্‌টরটেড হয়ে গিয়েছিল।'

'প্রসিডিওর কি, কালীবাবু? কেউ মারা পড়ে। চেনাজানা লোকজন এনে আইডেন্টিফাই করানো যায়, ফটো নেওয়া যায়। মৃতদেহের মাপজোখ, ডিটেইল্‌স্‌ লিখে নেওয়া যায়। বেশ প্রথমবার মিউটিলেটেড বডি দেখে শনাক্ত করতে আপনারো ভুল হতে পারে। দ্বিতীয় বার?'

'দেখুন। বসাইকে শনাক্ত করার ব্যাপারে আমাকেই আপনারা টেনে আনেন। তাকে শনাক্ত করি। তারপর আপনারা বলেন, আবার বসাই টুডু মরেছে। আমার কি করার আছে?'

'আমিই বা কি করব?'

কালীর বলতে ইচ্ছে হল, 'ট্রান্সফার নিন।'

এস. পি. বললেন, 'আমি মশায় ট্রান্সফার নিয়ে ভাগব। এ একেবারে ভয়ানক গণ্ডগোল লাগছে। হয়তো বসাই টুডু মোটেই মরেনি। অ্যাঁ? তার মত দেখতে কেউ তাকে ইম্‌পার্সোনেট করছে কি?'

'কি করে বলব?'

'আপনাকে ডাকা হয়,...'

'কেন? আর কেউ তাকে চেনে না?'

'শিক্ষিত লোক বলে, দেখেছেন সত্তর অব্দি...'

'কি মুশকিল বাধালেন, জানেন?'

'কি ?'

'আমারো মনে হচ্ছে হয়তো যাকে দেখেছি, বসাই মনে করার সম্পূর্ণ কারণ পেয়েছি, সে বসাই নয়।'

'সে কি ?'

বলেই এস. পি. চুপ করে যান। মনে মনে নোট তৈরি করেন। নিজেই যে ডবল-ট্রেবল বসাইয়ের কথা তুলেছেন, তা ইরেজ করেন। নোট করেন, কালী সাঁতরা নিজেই বলছে, সে যাকে শনাক্ত করেছে সে বসাই টুডু নয়।

জীপ থামে। দোকান থেকে চা খাওয়া হয়। সিঙাড়া। পুলিসের গাড়ি। এস. পি. ড্রাইভারকে কি বলেন। ড্রাইভার নেমে যায়। বেশ দূরত্ব রেখে দোকানীর সঙ্গে কথা বলে। দাম দেবার চেষ্টা করে না ও ফিরে এসে বলে, 'দাম নেবে না।'

বাকুলি কাছে আসছে। লোকজন, দোকান কিছু কিছু, আজ হাটবার, পথে হাটের জনতা। পুলিসের গাড়ি দেখে সবাই সরে যায় ও মুখগুলি হয়ে যায় ভাবলেশহীন। কোন গোপন ও গূঢ় সন্তোষে এস. পি. বলেন, 'সিস্‌টার ভিলেজ পল্‌তাকুড়ির প্রত্যেককে এনে বাকুলিতে রেখেছি।'

'মরে গেছে কি ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আর্মির সঙ্গে ফ্রন্টাল এনকাউন্টার !'

আরেকটি প্রান্তর। মাঝ দিয়ে একটি রাস্তা। তারপর ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় মাঝারি গ্রাম বাকুলি দৃশ্যগোচর হয়। গাঢ় নীল রঙের দোতলা বাড়ি। সন্ধ্যা আগতপ্রায়। বিবাহের রঙে সোনার গগন রাঙা। দুটি ট্রাকের ওপর কে বা কাহারার লাশ সকল। সরকারী বিবৃতির তিন জন নিহত'তে দুটি ট্রাক বোঝাই ও তেরপল চাপা। ট্রাক দুটি ঘিরে অজস্র সেপাই। 'আর্মি উইল হ্যান্‌ড ওভার দি ডেড টু দি পোলিস হোয়েন এমপাওআর্ড বাই প্রপার অথরিটিজ টুডু সো।' অজস্র পুলিসও আছে। অনেক হ্যাজাক।

সম্মুখ সংঘর্ষে নিহত বসাই টুডু এক মাচার ওপর। মাচার দু

দিকে খুঁটিতে হ্যাজাক। হ্যাজাকের উজ্জ্বল আলোয় ঠিক বাইরে কালো কালো মুখ। একটি বালক কণ্ঠে কান্না, এঁ—এঁ—এঁ—এঁ—। পল্‌তাকুড়ির মানুষরা বসে আছে এস. পি. এগোতে জনৈক পুলিস অফিসার বলেন, 'এরা আইডেন্টিফাই করেছে।'

'কি বলছ? কি বলছ তুমি? কি নাম তোমার? অ্যাঁ? কি বলছ?'

'আমু পল্‌তাকুড়ির সোদন বটি।'

কথা কয়টি কালী সাঁতরাকে বিবশ করে ফেলে। বসাইয়ের প্রথম মৃত্যুর পর 'জিলাবার্তা' আপিসে এক সন্ধ্যায়, 'আমু, পল্‌তাকুড়ির সোদন বটি। বসাই টুডুর তরে ই অষুদ লয়্যে যেথে বলাছে উ…'। সেই সোদন।

'কি বলছ?'

'ই বসাই টুডু।'

'গতবার জাগুলায় হাসপাতালে কাকে দেখে শনাক্ত করেছিলে? অ্যাঁ?'

'বসাইরে।'

'তার মানে? এয়ার্কি মারছ?'

'লা বাবু এর্কি আমু জানু নাই। সিবার যার্য়ে দেখাছুন, তার মুখ বলথে কিছু ছিল্য লাই। সকলি বসাইয়ের মথ, বুল্‌লম বসাই। ই যার্য়ে দেখাও, ইর মুখ বলথে নাই. দেহে সকলি গুলির ফুঁটা। মোদের বসাই খেপলে-চেতলে বাতাসে হাত মুচড়াত্য। সি ভি মুচড়াছেল্য, ই ভি মুচড়াছ্যে—তুমু বল্য বাবু, মুখ বলথে লাই. মরণকালে বাতাসে হাত মুচড়ায়, তবও তারে বসাই বলব লাই? মুখ দেখাথে পারথা, বলতম।'

'হুঁ। কালীবাবু দেখুন।'

কালী সামনে আসে ও দেখে। একটি আঙুল, ডান হাতের তর্জনীতে পিতলের তারের আংটি। মুসাই যখন, ওকে ও বসাইকে চা দেয়, তখনি দেখেছিল কালী। পাতলা চুল। 'মোদের মুসাই

জলহাওয়ার পণ্ডিত গো কালীবাবু।' মুসাইয়ের প্রেমময়ী মেঝেন, গিধা ও সিধা, তুই স্যাংটো ছেলে ও অসুমার দারিদ্র্য ছিল। মুসাই বসাই হতে গেলে সব ছেড়ে? ভীরু, ডরপোক মানুষ, বসাইয়ের অনুগত। সে সূর্য সাউকে অ্যাকসট্ করে ও কাটে? কালী শুকনো গলায় বলল, 'মনে হচ্ছে বসাই।'

'মনে হচ্ছে?'

'কি বলব? মুখ কোথায়? কি দেখে চিনব? প্রত্যেকবার আপনারা একেকটা চেনার অসাধ্য বডি দেখাবেন···মুদ্রাদোষটা মিলে যাবে···সেটাই আইডেন্‌টিফিকেশন পয়েন্ট।'

কালীর গলায় ভীষণ রাগ। ভীষণ, ভীষণ রাগ। নিহত লোকটির মুখ দেখে, ভীষণ রাগ। গুলি, গুলি, স্টমাক রিপ্‌ড ওপেন। নাড়ী ঝুলে বেরিয়ে গেছে। পাঁজরার এক দিক পিষ্ট, ডিপ্রেস্‌ড। কালী বলতে গেল, 'বুট দিয়ে যখন মাড়াই করা হয়, ও কি বেঁচে ছিল?' বলল না। কোন মানুষ, যে কোন মানুষের ওপর পুলিস—আর্মি—তারপর "ডায়েড এন্ এনকাউন্টার"—মানবদেহ খুব সুন্দর হতে পারে। কোথায় কোন্ বইয়ে দেখা মাইকেলেঞ্জেলোর "পিয়েতা"—অসামান্যা রূপসী মেরীর কোলে নিখুঁত যুবক শরীরে শায়িত নিহত যিশু। খুব সুন্দর হতে পারে মানবদেহ। বসাইয়ের তৃতীয় মৃত্যুতে "এনকাউন্টার" নামক গ্লিব শব্দটির মানে কালীর ভেতরে ঢুকে যায়। ওর সমগ্র সত্তায় ইন্‌জেক্‌টেড হয় পুলিস ও আর্মির বিপ্লবী-নির্যাতন বিষয়ে ঘৃণা।

এইসময়ে নারী ও শিশুকণ্ঠে কান্না, হুঁ-উঁ-উঁ-উঁ, এ দৃশ্যের প্রত্যক্ষ সংগীত রচনা করে। কালী মুখ না ফিরিয়ে বলতে পারে ও মুসাই টুডুর মেঝেন ও কোনো ছেলের কান্না। সকল আশা, বাঁচবার কারণ, আকাশের সূর্য, সব যেন নিঃশেষিত। কান্নাটা পৃথিবীর গর্ভের।

'কে কাঁদে?' এস. পি, প্রশ্ন করেন।

'মুসাই। টুডুর। মেঝান্।' সোদন বলে।

'বসাই টুডুর কেউ হয়?'

'না।'

'তবে?'

'বসাই। ওর ছেলেদেকা ভালবাসথ খুব।'

এস. পি. মুসাইয়ের মেঝানের দিকে চান। কালীও। মুসাইয়ের বউয়ের রুক্ষ চুল বাঁধা মুটি করে, পরনে খাটো. মোটা, সাদা কাপড়। ছেলেদের মুখ স্বীয় তলপেটে চেপে ধরে ও দূরে সরে গিয়ে অন্ধকারের দিকে মুখ ফেরায় আবার এস. পি. মৃতদেহের কাছে আসেন ও বলেন, 'বডি নিয়ে যাব।'

কালী সাঁতরা গভীর রাতে ছুটি পায় ও জীপে চড়ে বসে। বসাই। তৃতীয় মৃত্যু। বসাই। তৃতীয় মৃত্যু। মনে হয়েছিল ঘুম হবে না। কিন্তু জীপে সে ঘুমিয়ে পড়ে।

॥ ১১ ॥

বাকুলির পর কালীর মনে সন্দেহ থাকে না, বসাই আবার মরবে। এখন সে খুব শান্ত হয়ে যায়। নিজের শরীর ও স্বাস্থ্য বিষয়ে মনোযোগী হয়। এস. পি. তার বিষয়ে খুবই গোলমেলে রিপোর্ট করেন। কালীর প্রতিবার বসাইকে "বসাই" বলে আইডেন্টিফাই করার পিছনে কোনো গভীর ও গোপন উদ্দেশ্য আছে। হিসাব মত বসাই টুডুর বয়স শুড বি ফর্টিসেভ্‌ন। কিন্তু বাকুলির মৃতদেহটির বয়স চল্লিশের বেশি হবে না। যে বসাই "নয়" হওয়াই স্বাভাবিক তাকে কালী সাঁতরা কেন "বসাই" বলছে। কালী সাঁতরা ইজ দ্য পার্সন, যাকে সেভ্‌নটিতে তার কাছে যেতে বসাই অ্যালাও করেছিল। মনে করার কারণ আছে, বানারি অপারেশনের কথা কালী জানত। বলা প্রয়োজন, কালী সাঁতরা ইজ নট মাচ ট্রাস্টেড ইন হিজ ওন পার্টি সার্ক্‌ল।

প্রশাসনের চিন্তাধারা জটিল ও সুদূরগামী। তখন প্রশাসন ধরে

নেয়, কালী সাঁতরা বেঁচে না থাকলেই ভাল। কালী সাঁতরার ইমেজ জাগুলায় খুবই ভাল। সকল রেজিমের লোকই তাকে হেভি পাত্তা দেয়। প্রশাসন ইচ্ছে করলেই কালীকে মিসা করতে, ভ্যানিশ করতে পারে। সেটা ঠিক হয় না। সব চেয়ে মুশকিল হল, কালীকে "গুপ্ত নকশাল", "সুপ্ত নকশাল" "নকশাল দরদী" বলা যাচ্ছে না। কালী নামে কি সুখ আছের মত "নকশাল" নামে কি সুখ আছে, ধরা যায়, মারা যায়, এনকাউন্টার করে দেওয়া হয়। কালী প্রশাসনকে সে সুখ দিচ্ছে না অতএব, কালীকে রেখে আশপাশের, ওর পার্টির সকলকে ছেঁকে ধরা ভালো। ফলে পার্টি সার্কেলে কালীর প্রতি ঘোর অবিশ্বাস জন্মাবে। তারাই একদিন কালীকে নিকেশ করবে।

কালী এসব কিছুই জানতে পারে না। প্রশাসন তাকে শহরের সমস্ত ফাংশানে কাছা খুলে ডাকতে থাকে। পার্টির মধ্যে মাকড়া এলিমেণ্ট কালীর উপর খচতে থাকে। তারা একদিন কালীকে মারতে পারে এমনই দাঁড়ায় পরিস্থিতি। এহেন সময়ে কালী কলতলায় আছাড় খায় ও লেফ্‌ট ফেমার ভেঙে হাসপাতালে পড়ে থাকে। গিনিমালা তাতে খুব স্বস্তি পায় এবং কালী হাসপাতালে থাকার মাসটি সে কাজে লাগায়, কুণ্ডু স্পেশালে চেপে সপুত্র কাশ্মীর ভ্রমণে গিয়ে। বাড়ি খালি থাকায়, কালী হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে জাগুলায় না গিয়ে, সদর-শহরে মামাত বোনের বাড়ি থেকে যায়। এইভাবেই মাকড়াদের কালীহত্যার পরিকল্পনা বানচাল হয় এবং প্রার্থিত কার্যে তাদের অলবোড্ডেপনা দেখে প্রশাসন খেপে গিয়ে সকল মাকড়াকে মিসা করে দেয়। এতে তাদের প্রভূত উপকার দর্শে। কখনোই ভাল ক্যাডারদের মত তারা লেখাপড়া করে পার্টি-ম্যান ছিল না। স্লোগান দিয়ে জেলে ঢুকে তারা ওয়াগান ব্রেকার, ছেন্‌তাই-গ্যাং ইত্যাদি সমাজহিতৈষীদের পেয়ে যায় ও তড়িৎ-গতিতে কাজকর্ম শিখে নিয়ে ভবিষ্যৎ কর্মজীবন বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে জেলের ভাত খায়।

গিনিমালা ও কালী সাঁতরা ঘরে ফেরে দোঁহে। বিভিন্ন ডেস্‌টিনেশন থেকে। তারপর কেন যেন জাগুলার হরিভক্তি প্রদায়িনী

দল, কলেরা মড়ক-সেবাদল গড়তে গিয়ে কালীকে কমিটির সভাপতি করে। কলেরা-বসন্তের সেবাকার্যে কালীর দক্ষতা বহু প্রাচীন কাল থেকে। কলেরা থেকে সে দেওকী মিসিরের জামাইকেও বাঁচায়। পরিণামে দেওকীর মনে টেমপোরারি কৃতজ্ঞতাবোধ জাগে ও সে সাশ্রুগলায় "জিলাবার্তা" অফিসে এসে বলে, 'আপোনার নামে কথ কথা বলছু, ঠিক করি লাই। কথ রিপোর্ট দিছু। উ যি বসাই টুডুর দল হয়া কথো কাম করতাছে সান্থালরা, তাথে ভি আপোনার লাম জুড়া দিছু, কাটি দিবু।'

এ ভাবেই কালী জানে, কাজ হচ্ছে। কোথাও। সে কিন্তু জানতে চায় না বা চেষ্টা করে না। কিন্তু জীর্ণ জীবনে কোথাও থেকে যায় মরূদ্যানের প্রতিশ্রুতি। চুয়াত্তর সাল চলে যায়। পঁচাত্তরে এমার্জেন্সী হতে হঠাৎ প্রেস্ গ্যাগ্‌ড্ হয়। কিন্তু কালীর সংগ্রামী ঐতিহ্য এমনই উপেক্ষণীয় যে "জিলা-বার্তা"র শত-শত অর্থাৎ দুশো সার্কুলেশন অ্যাফেক্‌টেড হয় না। এবং কেন যেন কৃষি অফিস ও মৎস্য-আধিকারিক "জিলা-বার্তা" কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে কালীকে পয়সা পাইয়ে দেন। সারাজীবন পয়সা না-পেয়ে, গলদ্‌ঘর্ম হয়ে কাগজ চালিয়ে, বান্ধব প্রেস ও সদানন্দ ঘোড়ুইয়ের বাসনের দোকান ও বাসন্তিকা আলতার বিজ্ঞাপন বৈশাখে ছেপে, সেই বিজ্ঞাপনের টাকা পৌষে পেয়ে সে অভ্যস্ত। সহসা সরকারী বিজ্ঞাপন পেয়ে তার মাথা ঘুরে যায় এবং সকল টাকাই সে, হাতে রাখলে পাছে নতুন চটি ও শার্ট কিনে ফেলে ভয়ে, দুঃস্থ পার্টিকর্মী তহবিলে দিয়ে দেয়। এতে চাষবাস ও মাছ চটে যায় ও আর বিজ্ঞাপন মেলে না। ফলে পার্টিতে কালীর ইমেজ পুনর্বার আপ্ হয়। সংবাদে জেলে বসে সামন্ত খচে যায় ও জনৈক জেল-কমরেডকে বলে, 'বহু ঘোড়েল দেখেছি, কালীব মত ঘোড়েল দেখিনি।'

অজ্ঞতাই আশীর্বাদ। কালী জানতেও পারে না, তার জিরজিরে পাগলাখ্যাঁচা একজিস্‌টেন্‌স নিয়ে সে প্রশাসন-পুলিস-পার্টি, সকলের কত অসুবিধে ঘটাচ্ছে এবং একদিন হঠাৎ একটা সিনেমা দেখে ফেলে।

সিনেমা দেখতে গিয়েই সর্বনাশ হয়। হঠাৎ তার ঘাড়ে ব্যথা হয়, ঘাড় ও মাথা ঝিমঝিম করে। কালী চেয়ারে ঢলে পড়ে। রক্তচাপের আধিক্য তার এইভাবেই ধরা পড়ে এবং পুনর্বার কালী শয্যাশায়ী হয়। এর পর ব্লাডপ্রেসার বিষয়ে কালীর অত্যন্ত আগ্রহ দেখা দেয় এবং নিজেই থোড় ছিঁচে রস করে খেয়ে সে রক্তচাপ কণ্ট্রোল করার চেষ্টা করে। এই ক্ষেত্রে সে রক্তচাপ বিষয়ে বহু লেখা পড়ে ফেলে। এ সময়েই হঠাৎ অনির্বাণ বিয়ে করে ফেলে এক স্কুল শিক্ষয়িত্রীকে। এই বিয়ে উপলক্ষে কালী আবার অবাক হয়ে দেখে, সে একেবারে বাতিল সংসার থেকে। বেশ ঘটা করে বৌভাত হয়। বহু লোক খায়। কালীকে দিন চারেক "জিলা-বার্তা" অফিসেই থাকতে হয় এবং এখন জানা যায়, গিনিমালা টাকা সুদে খাটায়। পাড়ার বহু জন তার-খাতক। বিয়ের পর নতুন বেয়াই বাড়ির প্রভাবে গিনি-মালা সাঁইবাবা ধরে। এখন কালীর মনে হয়, তবে বিয়ে; বিবাহিত জীবন কিছু নয়, কিছুই নয়। তার জীবন, তার আদর্শ, তাদের বিবাহিত ও যুক্ত জীবনের পরিপ্রেক্ষিত কি ছিল। শাখা নদী ? যে নদী কোনো দিন মিলল না মূল নদীর ধারায় ? এমন সমান্তরাল তাদের জীবন মিলিত হল না কোনদিন কোন বিন্দুতে ? যে কোন মধ্যবিত্তের মতই বিসমিল্লার রেকর্ড ফিট করে টুনি বালবে বাড়ি সাজিয়ে কালীর ছেলের বৌভাত হল আর কালী অনভ্যস্ত ফর্সা ধুতিপাঞ্জাবি পরে মুখে দীন হাসি মেখে সবচেয়ে আউটসাইডার হয়ে দাঁড়িয়ে রইল গেটে ? কালী বুঝল, দৌড়ের রেস তখনি দেওয়া চলে যখন দৌড়ের শেষে জিতবার গোল থাকে। সকল সংগ্রামও তাই। গোল থাকা চাই। কালী দৌড়ে গেল জীবনভোর, কেননা যৌবনে সে বুঝেছিল একটি সমাজ ব্যবস্থা পালটে আরেকটি সমাজব্যবস্থা আনবার গোল তার সুমুখে আছে। গিনিমালা ও অনির্বাণ সামনে গোল হিসেবে কোনো সমাজ-ব্যবস্থা দেখেনি। কালীই তাদের শত্রু। এভ্রিথিং কালী স্ট্যান্ডস্ ফর। তার বিরুদ্ধে ওদের এই সংগ্রাম। ক্রুদ্ধ, জেদী সংগ্রাম। এই রাগ-জেদ-হিংসা সাংসারিক উন্নতি ঘটায়। অনেক সংসার দেখেছে

কালী, তারা স্রেফ তাদের জ্ঞাতি পরিবারের শ্রী সমৃদ্ধি-শিক্ষাদীক্ষা দেখে আরো বড় হবার আকাঙ্ক্ষায় অসাধ্যসাধন করেছে হিংসাবশে। হিংসা-ঈর্ষা-রাগ-জেদ মানুষের উন্নতি ঘটায়, ভাবতেও পরাজিত লাগে। বোধহয়, যা পরাজিত করতে হবে তা "সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন" রূপ অ্যাবস্ট্রাকশ্যন হলে কালীর মত জীর্ণ, হেঁপো, ছানিধরা, ছানি-কাটানো খোড়ের রসখাওয়া, পরাজিত অথচ ভ্যালিয়েন্ট ফাইটার ফর দি কজ হতে হয়। যাকে পরাজিত করতে হবে সে যদি নিরন্তর চোখের সুমুখে থাকা ন্যাড়া ও নিরীহ (মা বলতেন, কালী আমার নিমু ছেলে) স্বামী ও বাপ হয়, তাহলে চেহারাটি ক্যান্ডিলযুক্ত রেক্সোনা সাবানের মত দিনে দিনে চকমকে হয়, গিনিমালা ও অনির্বাণ। অ্যাবস্ট্রাকশ্যন ও কংক্রীট। ব্রহ্মবাদী ও পৌত্তলিক। আশ্চর্য কি মূর্তিবাদীদের চেকনাই, সঙ্ঘবদ্ধতা, রবরবা অনেক বেশি? গোল ছাড়া কেউ রবীন্দ্রনাথের গানের মত চলার আনন্দে পথ চলতে পারে না, মুকুন্দ ছাড়া। মুকুন্দ কালী সাঁতরার মামাত ভাই। সে জিরে ও তেজপাতা কিনতে বেরিয়ে দেড় মাস, দু মাস উধাও হত। প্রথম বারের পর আর থানা-পুলিস করা হয়নি। কেননা সে কিছুই দোষণীয় করত না। হাঁটত। হেঁটে হেঁটে চলে যেত শিউড়ি, কটোয়া, বারহারোয়া। দেড়শো-দুশো মাইল। কোন উপায়ে খাওয়া যোগাড় করত, গাছতলায় ঘুমোত। কেন যেত তার কোন সদুত্তর দিতে পারত না। পাগল যাকে বলে তাও ছিল না। মুকুন্দ এখন সদরে স্কুলে কেরানী।

যা হোক, এইভাবেই এমার্জেন্সীর শ্বাসরুদ্ধ পঁচাত্তর সাল কাটে। এর মধ্যে কালী সতত খেতমজুরদের বিষয়ে আগ্রহী থাকে। লেবর বিভাগ প্রকাশিত একটি ১৯৭৩-সালী রিপোর্ট তার হাতে এসে যায় এবং যেহেতু এখন কালী মনে মনে এক দুঃসাধ্য ব্রতে রত, বসাই হয়ে বসাইয়ের খেতমজুর-সমস্যাজনিত ক্রোধের ব্যাপারটি বুঝতে চেষ্টিত, কালী খেতমজুর সংক্রান্ত খবরাখবর সাগ্রহে পড়ে। কালীর এই বোঝার চেষ্টা খুবই আরোপিত ব্যাপার। সে বসাইয়ের কথা বসাই হয়ে বুঝতে পারবে না। কেননা সে আদিবাসী নয়। আদিবাসী হয়ে

কেউ যদি জন্মায়, তবে সে যে-বঞ্চনাবোধ নিয়ে জন্মায়, তার শরিক আপার কাস্ট্ কোনো বর্ণহিন্দু হতে পারে না। এই বঞ্চনাবোধ ডেট্স ফার ব্যাক। কৃষ্ণ ভারতের কৃষ্ণ আদিবাসী প্রথম সন্তান। তার পর আর সবাই। সে আদিবাসীদের বঞ্চিত করে সকলে নিয়ে নিল সব, ভাগ করে নিল। সেই বঞ্চনাবোধ থেকে শুরু। তারপর দিনে দিনে। শক-হূণদল-পাঠান-মোঘল—সবাই ভারতদেহে লীন হয়। এবং আদিবাসীরা সকল শাসনব্যবস্থাতেই হতে থাকে বঞ্চিত। ভাল শাসক, মন্দ শাসক, সকল মুনিসে পজা মম বক্কা অশোক, সর্বস্বদাতা হর্ষবর্ধন, বঙ্গাব্দ প্রচলনকারী শশাঙ্ক থেকে শুরু করে শেরশাহ্-আকবর-বণিকের মানদণ্ড হাতে ইংরেজ কেউই এ সমস্যার কথা ভাবেন না এবং সকল রেজিমেই আদিবাসী সকল, মৌল অধিকার সারেণ্ডার করতে করতে নিতান্ত কোমরভাঙা, হীনবল, মদে চুর, মহাজনের সুদ ও বেঠবেগারীর শিকার হয়ে মিশনে ছোটে কোন আশার তাড়নায়। সফল হয় না। প্রাচীন প্রজ্বলন্ত বলিষ্ঠতা সারভাইভ করানোর প্রাহসনিক প্রচেষ্টায় হোলির দিন শিকারে ছোটে এবং আদিপুরুষদের বলিষ্ঠ হাতে বর্শা বা তীরবিদ্ধ বাঘ ভালুক স্মরণে পিলেপটকা হাতে শজারু বা বনবিড়াল মেরে ফিরে আসে ঘরে, 'আরো মদ খেয়ে স্বাস্থ্য জলাঞ্জলি দেয়। অবশেষে ভারতের স্বাধীনতা ও ট্রাইবাল কল্যাণে প্রশাসনিক প্রচেষ্টা তাদের শেষ বাঁশটি দেয়। আদিবাসীসত্তা অণিমাগুব্য মার্গে অবিচারের শূল চির বিদ্ধ। নামাবার উপায় নেইকো। দু একটি সাঁওতাল উপমন্ত্রী বা মুণ্ডা আই. এ. এস, দেখে কি করে লক্ষ-কোটি আদিবাসী বাঁচে? না, বসাইয়ের মানসিক বঞ্চনাবোধের ওরিয়েন্টেশনের ভাগীদার হওয়া কালীর পক্ষে সম্ভব নয়। বর্ণ-হিন্দু। সেই সমাজ-ব্যবস্থার সৃষ্ট, যাহা আদিবাসীদের সকল অধিকারে বঞ্চিত করিয়াছে। কিন্তু মাঝে-মধ্যে মৃত বসাইকে শনাক্ত করতে হয় বলেই খেতমজুর বিষয়ে কগ্নাইজেণ্ট থাকার তাগিদ কালীকে আমাশায় না-ছোড় ব্যথার মত কামড়ায়। অতএব সে 'জিলা-বার্তা' আপিসের নিরাপত্তায়, কেরোসিন কাঠের শেল্ফে এ সংক্রান্ত কাগজপত্তর সাজায় ও পড়ে।

পড়তে বসে তার সদুঃখে মনে হয়, বসাই যে পথে গেছে, সে পথে মুক্তি আসবে না। কেন বসাই বারবার মরছে ও দাহ হচ্ছে? স্বসাধ্যমত যা পারে তাই করে নিজেকে পার্জ করছে? এ কি রোমান্টিসিজ্‌ম নয়? কোথায় গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ সফল হতে পারে আজ প্রিমিটিভ ওয়েপন দিয়ে? স্টেন-ব্রেন-মেশিনগানের যুগে। কিন্তু বসাই তা শুনবে না। হ্যাঁ, ও হবে রোমান্টিক। লাস্ট সারভাইভিং এলিমেন্ট। সো কল্‌ড সভ্যতাকে ও রিজেক্‌ট করবে বলছে না, তবে এই সভ্যতার শেখানো সংগ্রামপদ্ধতি ও রিজেক্‌ট করবে, করছে। বসাইকে কিছুতে বদলানো যাবে না। বদলে তাকে তো দেয়া যাচ্ছে না কিছু। বসাইদের অবস্থা কি হবে আমেরিকার আদিম অধিবাসী নাভাজো ও অন্যান্য রেডইন্‌ডিয়ানদের মত? কন্‌জার্ভ। সংরক্ষণ। ম্যুজিয়ম। এসো। দেখে যাও। সংরক্ষিত বসতিতে ওরা হল মুণ্ডা, এরা সাঁওতাল, এরা মারিয়া।

চিন্তাতেও মাথা ঝিমঝিম। খোড়ের রসে কি প্রেসার নামছে না? ৭৩ সালের লেবর-ডিপার্ট রিপোর্ট। মন্ত্রী মশাইয়ের বক্তব্য, 'আমরা লেবর-দপ্তরে অর্গানাইজ্‌ড সেক্টরে ওয়েজ স্ট্রাকচার ওঠাবার দিকে সমস্ত মন দিয়েছি।...কিন্তু স্বীকার করতেই হবে শিল্পের ইনফরমাল সেক্টরে, বিশেষ এগ্রিকালচারাল সেক্টরে আমাদের কাজকর্ম সন্তোষজনক নয়।......কানট্রিসাইডের টয়লিং মাসের ইকনমিক আপলিফ্‌ট বিষয়ে কিছু করতে না পারলে, গ্রামীণ ভায়োলেন্‌স দমিয়ে রাখা অথবা সোশাল অর্ডার প্রেজেণ্ট ফর্‌মে অটুট রাখা কঠিন হবে।'

অতঃপর কালী মনে করতে পারে, বসাই এ জানলে বসত, 'আমু বল্যি নাই? কুন্‌-অ শালো কিছু করব্যে নাই।'

এখন ছিয়াত্তর সাল। ৭৪ সালে পুনর্বার ক্ষেতমজুরের মজুরি সংশোধিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র একই রেট চালু হয়। প্রশাসন সাম্যের গান গায় এবং তার চক্ষে পুরুষ ও নারী কোন ভেদাভেদ থাকে না। ফলে পুরুষ ও নারী শ্রমিকের জন্য ধার্য হয়, দিন

মজুরি পাঁচ টাকা ষাট পয়সা ও শিশু শ্রমিকের (অনূান ১৪ বছরের) জন্য চার টাকা। মাস বন্দোবস্তে বড়দের আশি টাকা-ষাট পয়সা ও ছোটদের উনচল্লিশ টাকা ধার্য হয়। আরো বলা হয়, একটি নর্মাল ওয়ার্কিং ডে-র ডেফিনিশন হল, অ্যাডাল্ট কাজ করবে সাড়ে আট ঘণ্টা চাইল্ড সাড়ে ছয় ঘণ্টা, সকলেই আধঘণ্টা বিশ্রাম পাবে, এই আধঘণ্টা শ্রম সময় ছেকে কাটা যাবে। খেতমালিক ভরপেট খেতে দিলে খাইখরচ কাটা যাবে। নোটিফিকেশনে পরিষ্কার বলা হয়, যে সব জায়গায় মজুরি কিছু ধানে কিছু টাকায় দেবার প্রচলন আছে, সেখানেও ধার্য মিনিমাম ওয়েজের কম দেওয়া চলবে না।

ছিয়াত্তর সাল এসে যায়। এখন সরকারী তরফ থেকে মিনিমাম ওয়েজ বা এম. ডব্লু. বস্তুটি শুধু কাগজের শোভা ও প্রশাসনের বিবেকতুষ্টি থাকলে দেখতে যেন কেমন লাগে জ্ঞানে এম. ডব্লু. কার্যকরী করার কাগুজে উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের ১৪টি জেলার প্রায় ৩৭ লক্ষ খেতমজুরের জন্য ষোলজন ইন্‌স্‌পেক্টর নিয়োগ করা হয়। ইন্‌স্‌পেক্টরগণ কেউই কলকাতার দুশো মজা ও ভাগ্য-লটারী হাউস রাইটার্স বিল্‌ডিংয়ের করিডোর ছেড়ে জেলায় যান না এবং খেতমজুররা যথারীতি আটআনা-একটাকা-দুটাকা পেতে থাকে।

১৯৭৪-এর শেষ নোটিফিকেশনটি ওয়েজ রেটকে কনজুমার প্রাইস্‌ ইন্‌ডেক্‌স্‌ ফর এগ্রিকালচারাল লেবরের সঙ্গে যুক্ত করে ও বলে, "The minimum rate for wages so revised above are on the basis of Agricultural cousumer Price Index (60 – 61 = 100) for 1972-73 at 233 point. The minimum rates of wages will be adjusted at rate of 62 paise per month per point rise or fall of the consumer prise Index above or bellow 233 points for the adults and at the rate of 45 paise per point for the children. But in any case the minimun rates of

wages will not be less than the rates mentioned above.

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, নোটিফিকেশনের শব্দবিন্যাসে ভুল থেকে যায়। ওটি ২৩৩ নয়, ২১৭ হবে। ভুল থাকায় স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। কেননা ভুল যাতে না থাকে, সেজন্য সরকার বহু ব্যয়ে লোক নিয়োগ করে। উক্ত লোকজন বেতন, মাগগিভাতা, হাউসিং অ্যালাওয়েন্স্, চিকিৎসা ব্যয় পায় বলেই ২১৭ হয়ে যায় ২৩৩। এই ষোল নম্বরের তফাত পরে সাঁইত্রিশ লক্ষ্যাধিক মানুষের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে ও সরকারের বাপ হয়ে দাঁড়ায়।

উক্ত নোটিফিকেশনের ভিত্তিতে ১৯৭৬ সালের এপ্রিলে এম. ডব্ল্যু, রেট দুবার রিভিশনের পর দাঁড়ায়, বয়স্কদের ক্ষেত্রে দিনমজুরি পাঁচ টাকা ষাট+দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা=আট টাকা দশ পয়সা। মাস মজুরি বেসিক আশি টাকা ষাট পয়সা ও মাগগিভাতা পঁয়ষট্টি টাকা দশ পয়সা=একশো পঁয়তাল্লিশ টাকা ষাট পয়সা। চাইল্ড লেবরের ক্ষেত্রে দিন মজুরি চার টাকা, মাগগি ভাতা একটাকা বিরাশি=পাঁচ টাকা বিরাশি পয়সা। মাসমজুরি উনচল্লিশ টাকা ও মাগগি ভাতা সাতচল্লিশ টাকা পঁচিশ পয়সা=ছিয়াশি টাকা পঁচিশ পয়সা। মিনিমাম ওয়েজ বিষয়ে খেতমালিকগণ তিনটি রেজিস্টার রাখতে বাধ্য। মাস্টার রোল, এমপ্লয়িজের ওয়েজ রেজিস্টার, জরিমানা—ডিডাকশন—ওভারটাইমের রেজিস্টার।

এত কথা পড়ে কালীর, যেহেতু তার স্বভাব হ্যাড়া, সেহেতু কালীর মনে হয়, এবার জোতদাররা জব্দ হল। মহানন্দে সে সদর গ্রামে বেতুলের বাড়ি যায়।

বলে, 'এবার যা আইন, ভূঞাও জব্দ।'

বেতুল শীর্ণ মুখের ওপর কোটরগত, ভোরাইতারা সদৃশ দুটি আঁখি মেলে কালী সাঁতরাকে অশেষ করুণায় দেখে ও বলে, 'কিসে? কালীবাবু, কিসে?'

'এম. ডব্ল্যু. ওয়েজ, বুঝলে বেতুল?'

'বুঝব নাই কেনী ? তাথে আমাদের কি ?'

'তোমরা পাবে ?'

'বুঝ না কিছুই। ই কারণেই কর্তার কষ্ট করা জমি খুঞালু। বুঝ না কিছুই।'

'কেন ?'

'আইনে কি হব ? দিব নাই।'

'দেবে না ?'

'না।'

অপার, অতলান্ত, প্রতিকারহীন নিরুপায় দুঃখে বেতুল বলে, 'একে তো উদ্ধবটা জাহানে পুলুস ঘুসায়্যে দিছু। ভূঞার ধান বছর বছর কাট্যি, তাথে সিবার বসাই যা করা আল্য, তাথে সি পথও নাই। সুমুন্দির শ্বশুরবাড়ি গোলচাঁপবেড়া গ্রামে। সিথা যেছিলম।'

'তারাচাঁদ ভূঞা সেখানে। রামেশ্বরের জ্ঞাতি।'

'সবে লঙ্কা যেয়্যে রাবণ হে কালীবাবু।'

মনোদুঃখে বেতুল, কালীর ফেলে দেওয়া সিগারেটটির বাট তুলে নেয়, আগুন দেয় ও দু তিন বার জোরে জোরে টেনে সিগারেটটি নিঃশেষে নিঃশেষ করে। তারপর হেঁকে বড় ছেলেকে বলে, 'কালীবাবু চা চিনি আনছু। মারে বল্ সিজ্যে দিথে।'

ওরা আলুমিনির গেলাস কাপড়ের খোঁটে ধরে চা খায়। বেতুল বলে, 'আমার উদ্ধবের ল্যেগে গাঁয়ের উপর ক্রোধ। রেশানে চিনি মাসান্তে দিবু, তা দেয়্য নাই। চা খাবু, তাও উপায় নাই।'

'কি বলছিলে ?'

'আরে, মোদের মজুরি লয়্যে বসাই তিনবার মরছু। তা বাদে ই সনে কেনী বা তুমার পার্টির গোরাবাবুর মাথা খাজালু, সি খুব হেঁটাছে ইবার।'

ডিফিট। কে. এম. ইস্যুতে একই জায়গা থেকে গোরা দাস হাঁটাহাঁটি করছে, কালী জানে না।

'কি বলল ?'

'ছেলা বলুক।'

বেতুলের বড় ছেলে বাপেরই মত, কোমরভাঙা। গোখরো বা কেউটে নয়, ঢোঁড়া। তায় কোমরভাঙা। ফলে অবস্থাটি খুবই করুণ। ছেলেটি উবু হয়ে বসে ও বলে, 'সি অ্যানেক কথা। মজুরি না দিল্যে আমু ল্যিজে, চাই উকিল দিয়া, চাই মজুরি-নিস্‌পেক্‌টর দিয়া, চাই নামলিখান্ ট্রেডইউনাইন লোক দিয়া আর্জি জানাবু লেবর ডিপাটে। না না, ভুল বলছু, জিলা জজের কাছকে আর্জি দিবু। তখন কেস হয় হবু। জজরে বহুত রাইট দিছু। জজ জোতদাররে ফাইন করথে পার্য়ো পাঁচশৎ টাকা, ছ মাস জেহেল দিথে পারে। আমু ফল্‌স আর্জি দিল্যে আমার ভি পঞ্চাশ টাকা ফাইন হবু। মজুর লালিশ করল্যে নিস্‌পেক্‌টর জোতদাররে লুটিস দিবু—কেনী ই কাজ করাছ, কারণ দর্শাও! সি জবাব লা দিল্যে যাও, কেস লড় গা।'

কালীর টেম্পোরারি উৎফুল্লতা চুপসে যায়। বেতুল বলে, 'এখন বল্য তুম? কুন্ খেতমজুর জোতদারের লামে কেস করবু? টাকা কুথা। উকিল কুথা? দেওয়ানী কেসে ফয়স্‌লা হয়? তাথে যি জোতদার, সি মহাজন, ধার দিথে সি। যদি ধার লা দেয়? লা কালীবাবু, ইবার মরথে হবু।'

উপসংহার টেনে বেতুলের ছেলে বলে, 'তারাচাঁদ ইবার মটর কিনছু। বাপ্‌রে হন্ বজায় কি!'

কালী পরাজিত হয়ে চলে আসে। সে নিজেই যায় গোরা দাসের কাছে। যে কোনদিন মিসা হবার সম্ভাবনায় গোরা এখন একদিকে ডেস্‌পারেট, অন্যদিকে মেজাজখঁ্যাচা। সে কালীকে বলে, এবং যখন বলে, তখন এমন খেপে কথা বলে, যেন কালী তার পার্টির ঝাড়া কাডার নয়, শোষক কংগ্রেসের প্রতিভূ। সে আঙুল তুলে বলে, 'গরিব খেতমজুর, যে হাত চাষ করে, এগ্রো-ইকনমির বেস্-আর্কিটেকট, তাকে ওয়েজ দেবে না? বজ্জাতি? আইন করেছ, ইমপ্লিমেনটেশন নেই? সাঁইত্রিশ লাখ লোকের জন্যে ষোলটা ইন্‌স্‌পেক্‌টার?

তোমায় বলে দিচ্ছি, পেছনে শক্তিশালী সংগঠন নেই বলে এদের ওপর এই অত্যাচার! জেনো, ইতিহাস এ অবিচার ক্ষমা করবে না।'

'সে তো আমরাও দিইনি গোরা।'

'প্রতিক্রিয়াশীল মন্তব্য করে কোন লাভ আছে?'

'কিসে লাভ আছে?'

'তুমি কি বুঝবে হে? নকশাল সিমপ্যাথাইজার? বসাই তোমার হিরো? রেনিগেড একটা?'

'এত রেগে, চেঁচিয়ে কথা বল কেন?'

'বলব না? তোমার মত পাতি বুর্জোয়াদের জন্যেই তো...'

'এমার্জেন্সী হল?'

'এমার্জেন্সীতে তোমার তো পোয়া বারো।'

'কেন?'

'সরকারী বিজ্ঞাপন পাচ্ছ? হরিসভা করছ? ছেলের বৌভাতে শহর নেমন্তন্ন করছ? দেওকী মিসির কাছে আসছে?'

'এগুলো তোমার কথা? না পার্টির অভিযোগ?'

'আমি বলব না।'

'কেন?'

'তুমি অপারচুনিস্ট।'

এ কথায় কালী খুবই স্বভাববিরোধী কাজ করে ফেলে। সামনে ঝুঁকে গোরা দাসের মাংসল গালে এক পেল্লায় চড় মারে। গোরা এমন অবাক হয় যে কিছুই বলতে পারে না। প্রবল রাগে কাঁপতে কাঁপতে কালী বলে, 'কোনদিন আমার দিন আসবে। ফুল্ কমিটির সামনে আমি তোমার কাছে জবাবদিহি চাইব এবং তোমাকে মাপ চাইয়ে ছাড়ব।'

এ হেন কাজের ফলে পুনর্বার কালীর প্রেসার ওঠে এবং ডাক্তারের কথায় তাকে অ্যাডেলফেন খেতে হয়। কেন যেন অনির্বাণের বউ তার সেবা করে এবং অসীম সংকোচে কালী সে সেবা নেয়। সৌভাগ্যবশত এবার কালী সহজেই ভাল হয়ে যায়, গোরা

মিশা হয়ে যায়, বেতুলের বউকে সহসা ডোম্‌নাচিতি সাপে কাটে। এ সাপ কাটলে মানুষ বাঁচার কথা নয়। প্রবাদেই আছে "যদি কাটে ডোম্‌না, ডেকে আন্ বামনা"—অর্থাৎ পুরুত ডেকে ক্রিয়াকর্ম করে দাও মড়া ভাসিয়ে। কিন্তু কালী একটি কজ পেয়ে পুনর্বার চেতে ওঠে ও বেতুলের বউকে সারাবার কাজে ধাবিত হয়। ডোম্‌নাচিতিটি জুত করে কামড়াতে পারেনি বলেই বেতুলের বউ হাসপাতালে বেঁচে ওঠে। তাকে গ্রামে রাখতে গিয়ে কালী শোনে, 'ই সনে গাঁয়ে সাঁপের উপদ্দব খুব।' সে আবার চলে যায় সদর শহরে এবং মুকুন্দের কাছে টাকা ধার করে লেক্‌সিন এনে সদর গ্রামে দু দিন দু রাত বাস করে বেতুলের ছেলে ও দুই যুবককে সর্পাঘাতে লেকসিন প্রয়োগ শিক্ষা দেয়। সকলেই সস্নেহ প্রশয়ে যেভাবে তার কথা শোনে, তাতে বুঝতে বাকী থাকে না, আবার ডোম্‌না কামড়ালে ওরা দৈতারি ওঝাকেই ডাকবে। জাগুলা ফিরতে এস. আই. তাকে ডেকে পাঠান ও অফিসিয়াল গলায় বলেন, 'সদর গ্রাম ইজ অ্যান ইল্‌রেপ্যুটেড ভিলেজ। সেখানে আপনি কি করছিলেন?' কালীর সত্য উত্তরটি তিনি বিশ্বাস করেন না এবং বলেন, 'ডোন্‌ট ট্রাই এনিথিং সিলি। দিনকাল ভাল নয়। থানার হাতে এখন অগাধ ক্ষমতা, মনে রাখবেন।' 'কিন্তু আমি তো লেক্‌সিন নিয়ে···' কালী এ কথা বলতে গিয়ে পুনর্বার হোঁকুড় খায় এবং বোঝে, পশ্চিমের টাকায় শটীত সোসাইটির শূন্যবাদী লেখকদের প্রচারিত "এলিয়েনেশন" থিওরিটিকে ধনতন্ত্রী বুদ্ধিজীবীর অপ্রচার বলে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়। থিয়রিটি সত্য। সকলে সকল থেকে এলিয়েনেটেড। দ্বীপবাসী। দ্বৈপায়ন সভ্যতা। সে যা বলছে সকলই সত্য, কিন্তু সে—গোরা—এস. আই. গিনিমালা সকলে সমান্তরাল পথে হাঁটছে। কোনোই কমন পয়েন্ট এক্ এগ্রিমেন্ট নেই বলে কালী সকল সততা নিয়ে সকলের কাছে, অবোধ্য। সে খুব আন্তর আকুতিতে বলে, 'বিশ্বাস করুন বেতুলের বউ'—এস. আই. বলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওদের ছেলেই তো নকশাল।' কালী বোঝে, এখন সে কিছুই বোঝাতে পারবে না। উদ্ধব নকশাল নয়

তাকে অযথা চামারহাট-কামারহাট কেসে জুড়ে পুলিস তাড়া করে ফিরছে। এই এক কেসে পুলিস অন্ধ্র-দিল্লী-বিহার সর্বত্র থেকে বাঙালী ছেলে ধরে এনে চামারহাট-কামারহাট কেসে ফাঁসাচ্ছে। এ কেসে বাঘা আঁতেল ও ন্যাড়া নাংলা সকলেই সাম্যবাদনীতিতে একীকৃত। এসব কথা বলে সে এলিয়েনেশন বা দ্বীপের বিচ্ছিন্নতা বাড়ায় না ও উঠে পড়ে। সেদিনই ভোররাতে পুনর্বার কনস্টেব্‌ল এলে সে ধরে নেয় এবার সর্বাত্মক মিসা। কিন্তু কনস্টেব্‌ল তাকে জীপে তোলে ও এস. আই. সম্পূর্ণ ভিন্ন গলায় বলেন, 'বসাই টুডু বেঁচে আছে। একবার চলুন, একটু হেল্‌প করুন।'

নিমেষে কালী এ সিচুয়েশনের কন্ট্রোলে চলে যায় এবং বলে 'একটা জামা গায়ে দিই, বাড়িতে বলে আসি।' অনির্বাণের বউ পুলিসের জীপে শ্বশুর যাচ্ছেন দেখে হঠাৎ কেঁদে ওঠে ও কালী তার মাথায় হাত রেখে বলে, 'কেঁদ না রেবা। কিছু হবে না। আমি চলে আসব।' ঘুম ভাঙার ফলে বিরক্ত গিনিমালা বলে, 'তোমার ভিরকুটি ও তো দেখেনি। তাই কাঁদছে। নাও, চটিটা পাল্‌টাও।'

কালী জীপে বসে ও জীপ ছেড়ে দেয়। সময়টি জুন মাস। কিন্তু মনসুন হ্যাজ নট রীচ্‌ড গাঙ্গেটিক ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাজ ইয়েট। ড্রাইভার বলল, 'গাছগুলো দেখেছেন সার। চৈত্রের নতুন পাতাও ঝরে পড়ছে। আম তো এ বছর হলই না। বাড়িতে বারোমেসে বেগুন আজ্জেছিলাম, কুমড়ো, সব খাক হয়ে গেল। সময়টা ভাল নয় সার, কাক মরে ঘুরে পড়ল সেদিন।'

'নিতাইয়ের দোকানে দাঁড় করিও, চা খাব।'

নিতাইয়ের দোকান বাসরাস্তা হাইওয়ের উপর। সারা রাত বাস ও ট্রাক চলে, খদ্দের পায়। দোকানটি রাউণ্ড দি ক্লক ফাংশন করে। নিতাইয়ের দোকানের কষা মাংস, তড়কা, পরাঠা, মটর-পনির, লস্‌সি প্রভৃতি ডেলিকেসি পাঞ্জাবী মডেলে তৈরি হয় ও ট্রাক রোথ্‌কর পাঞ্জাবী ড্রাইভাররা যেরকম তারিফ করে তা খায়, তাতে বোঝা যায় নিতাই পরীক্ষায় ডবল্‌ পাস। জাগুলা অঞ্চলটি নকশাল ইস্যুতে

পুলিস—আর্মি—মস্তান—রাজনীতিক গুরু ও গুরুভজা সম্প্রদায়ের আসাযাওয়ার পথের ধারে সিচুয়েটেড হওয়াতে গান গেয়ে নিতাইয়ের দিন কাটে। লোকজন দোকান সামলায়। নিতাই গান গায়। একদা কিশোরকুমারকে ও খুবই ফেথফুলি কপি করতে পারত বলে "আকাশ কেন ডাকে" গান গেয়ে ও লোকাল ফাংশান জমিয়েছে। এখন, দোকানের রমরমা। বিশেষ বিজনেস, ভেতরের ঘরে জুয়া ও মদের ঠেল্। এমার্জেন্সীর দৌলতে নিতাই নানাভাবে লাভবান ও এশিয়ার মুক্তিসূর্যের সপুত্র ফটোকৃতিতে সে মালা পরিয়ে রাখে। এখন সে দুটি ব্যসনে প্রাণ উৎসর্গ করেছে। এক, মড়া পোড়ানো। একশো আটটি মড়া পুড়িয়ে নিতাই স্বর্গে যেতে চায়। তার একটি মড়া পোড়ানো দল আছে। যার যত সাধ্যি টাকা দিলে, নিত্যই বাকি টাকা নিজে দিয়ে শবদাহকারীদের পাঁট খাওয়ায়, "আবার বলো হরিবেবাল্! প্রেম্সে বলো হরিবেবাল!" স্লোগানটি ঠিক হচ্ছে কিনা দেখে ও নিজে কোমরে গামছা বেঁধে "বাঁশের দোলাতে চড়ে, যাচ্ছ কে হে" অতীব সুস্বরে গেয়ে শবানুগমন করে। ফলে হরিবোল দানের ফাৎরামিটি উক্ত গানের গভীর দার্শনিকতা দ্বারা কাউন্টার ব্যালান্স্ড হয়। মড়ার বিগেস্ট সাপ্লায়ার পুলিস ও আর্মির মড়া নিতাই পায় না। কিন্তু সকল রেজিমের মস্তানদের সাপ্লাই করা কিছু যুবক-মড়া পাওয়াতে তার কোটা ভরে উঠেছে। নিতাইয়ের দ্বিতীয় ব্যসন, বিবিধভারতীর সকল গান স্বকণ্ঠে তুলে নেওয়া। কষা মাংস ও মড়ার ফাঁকে ফাঁকে সে মুকেশের সামান্য নেজাল কণ্ঠে "একদিন বিত যায়েগা মাটিকে মোল্" প্র্যাকটিস করে। নিতাই এ অঞ্চলের এক এফেক্টিভ খোঁচড়। পুলিস চা চাইলে সে কষা মাংসও দেয়। অবশ্যই বিনা পয়সায়। এস. আই. ও কালী সাঁতরাকে দেখেই সে ভোর রাতের পবিত্রতা বিবেচনা করে তামসিক মাংস আনল না। দুধ-চা. সিগারেট, বিস্কিট আনল।

চা খেয়েও এস. আই.য়ের টেন্শন কাটল না। তিনি আনমনা-ভাবে জীপে এসে বসলেন, সিগারেট ধরালেন, 'চালাও' বললেন ও

কয়েকটি টান দিয়ে শুকনো গলায় বললেন, 'তখন কি বলেছি, ভুলে যান। এখন আপনার হেল্‌প চাই।'

'কি হেল্‌প ?'

'বসাই টুডুকে শনাক্ত করতে হবে।'

'মারা গেছে ?'

'না ? গ্যাংগ্রীন সেট ইন্ করেছে। বাঁচবে না।'

'তারপর ?'

'আমার ভয় করছে।'

'কেন ?'

'সেবার এস. আই.…'

'ও।'

'দেখুন, অ্যাকশনে যেতে…আমার ফ্যামিলি আছে।'

'আমি কি করব ?'

'আপনি দয়া করে ওকে সারেণ্ডার করতে বলবেন।'

'তার মানে ?'

'কদমখুঞা গ্রাম জানেন ?'

'নাম শুনেছি।'

'গড ফরসেকন্ জাগা। নিআরেস্ট পোলিস আউটপোস্ট পচাদি থেকে এগার মাইল ভেতরে। দুবার চরসা পেরোতে হয়। নদীটা ওখানে বাঁক নিয়েছে দু বার। নদী পেরিয়ে ভেতরে তিন মাইল ঢুকে গ্রাম।'

'আরে, আমাদের এমেলের গ্রাম না ?'

'হ্যাঁ মশাই। এমেলের গ্রাম, তাতে কি ? মোস্ট্ নেকলেক্টেড গ্রাম। এমেলের বাড়ি তো গাঁয়ের বাইরে।'

'ও।'

'লেগেছে তো এমেলের বাপের সঙ্গে। ও তল্লাটের মস্ত মহাজন। জমিও আছে। কিন্তু মহাজনী কারবারে বড় লোক।'

'ও।'

'বন্‌ডেড লেবার উঠে গেছে জানেন তো ?'

'আইন হয়েছে।'

'আচ্ছা, বলুন তো ? কোনো অ্যাক্ট হলে অন্য কেউ না জেনে থাকতে পারে কিন্তু পতিতবাবুর বাপের না জানার কোনো আর্গুমেন্ট আছে ? তোমার ছেলে এমেলে। তুমি তো জানবে ?

'তাতে কি হল ?'

এস. আই. খুবই বিপন্ন। ছেলেমানুষ। ভয় পেয়েছেন। জীপের গতির ফলে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা। কপাল জুড়িয়ে যাচ্ছে। তবু এস. আই. ঘাম মুছছেন। কালী বোঝে, এমেলের বাপ বন্‌ডেড লেবার অ্যাক্ট না জানার ব্যাপারটি উনি বিশ্বাস করেছেন। বিশ্বাস করে বিচলিত হয়েছেন।

'সবটা না শুনলে বুঝবেন না।'

বক্তব্যটি এমনই, যে আবার সিগারেট ধরাতে এস. আই-এর আঙুল কাঁপে ও তিনি কপাল মোছেন। তারপর বলেন।

কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত ও দোতক।

এ বছর বৃষ্টি হয়নি মানে অধিকাংশ জায়গায় হয়নি। কদমখুঞার ষোল মাইল উত্তরে আমতোড় ব্লকে কানালের জলে চাষ। আমতোড়ে হবির খাঁ ও ইরফান মোল্লা বড় দুই জমির মালিক। পচাদি পুলিস আউটপোস্ট আমতোড় ও কদমখুঞার মাঝে। পচাদি ও কদমখুঞা ও সংলগ্ন নদী-বেল্‌ট, জেমিন্‌দারি অ্যাবোলিশনের আগে অব্দি এমেলে পতিতপাবন লোহারীর পিতামহের জমিদারীর মধ্যে ছিল। কদমখুঞা হচ্ছে সেই ভূমিখণ্ডের অন্তর্গত, যে ভূমি-কোলে চরসা নদী কয়েকবার স্রোতোপথ পরিবর্তন করেছে। নদী যখন স্রোত ফিরিয়ে আনপথে রওনা দেয় তখন যে অববাহিকা ফেলে রেখে যায়, তাতে থেকে যায় কিছু জল। কালে সে জল সীতা হয়ে ভূতলে সাঁধায় ও বন হয়ে পর্যঙ্ক শোভিত করে। বন মানে গাছ। গাছ মানে ভূগর্ভে জলসঞ্চয়। ফলে কালে ওখানে মনোরম এক বনভূমি সৃষ্টি হয়। বকুল-পারুল-শাল-পিয়ালের ও আমলকীর সে

বনে, লোহারী জমিদাররা শিকার করতেন। তখনো ছিল কিছু বুনো শুওর, হরিণ, চিতাবাঘ, কালেভদ্রে রয়্যাল বেঙ্গল। শজারু ছিল বিস্তর। শীতের চরভূমির কোলের কাছে বনটি যাযাবর পাখিতে ভরে উঠত। মাঝমধ্যে ডি. এম. বা কালেক্টর বা কমিশনার বা প্রতিবেশী জমিদাররা, লোহারীদের বিখ্যাত পৌষ কালী পুজোয় আমন্ত্রিত হতেন ও শিকার করতে আসতেন। সে জন্য, এই বনে লোহারীবাবুরা একটি বাংলোও করেছিলেন। বন ও বাংলোটি পরে বনবিভাগ নিয়ে নেয় জমিদারী সরকার নিয়ে নেবার পর। সয়েল্‌টেস্টে মাটি উপযোগী মনে করাতে অজস্র খয়ের গাছ লাগানো হয়। গাছ হল। খয়ের কেন্দ্র করে কোন কুটিরশিল্প গড়ে উঠল না। যখন স্বাধীনতা আসেনি, বনটি ডাকাতের আড্ডা ছিল। এখন অবধি নাম খুব ভাল নয়। যদিও, বনের অনেকখানি কাটা পড়েছে।

পতিতপাবনের পিতামহ ছিলেন অত্যাচারী। ছেলে জগত্তারণও সেই ঐতিহ্য ভারতবর্ষের মত বহন করছেন। জমিদারী চলে যেতে পোহালে শর্বরী মহাজনরূপে দেখা দেবার বুদ্ধি সকলের থাকে না। জগত্তারণের ছিল। বস্তুত, তিনি এই প্রকৃত সত্য ঝপ করে বোঝেন, জমিদারী চালানোর ল্যাঠা বিস্তর। বিঘা পঞ্চাশেক জমি খোরাকী ধানের জন্য রেখে সবই তিনি বেচে দেন। প্রথমে টাকা দিয়ে বাস-দোকান-কন্ট্রাক্টরী কাজ, এ জাতীয় কিছু প্রাইভেট এন্‌টারপ্রাইজকে ব্যাক করেন। তারপর যে চায় তাকে দোহাত্তা ধার দিতে থাকেন। এইভাবে তিনি এক চক্রবৃদ্ধিসুদ-সাম্রাজ্য স্থাপনা করেছেন।

আমতোড়ের হবিব খাঁ ও ইরফান মোল্লা জোতদার, মহাজন নয়। নকশাল আমলে তারা পুলিসের হাতে প্রচুর জ্বালা-পোড়া খেয়েছে এবং ইসলামের প্রাচীন মূল্যবোধে বিশ্বাসী বলে, আশ্রিত দু ঘর কাওরাকে পুলিস হস্তে সমর্পণ না-করে পুলিস ও প্রশাসনের চক্ষুশূল হয়েছে। এরাই একমাত্র আঞ্চলিক জোতদার, যারা ঘোষণা

করে এবার ছিয়াত্তরের রিভাইজ্‌ড এম.-ডব্লু দেয়। দিচ্ছে। উদ্দেশ্য প্রশাসনের সুনজরে প্রত্যাবর্তন। ফল, কতিপয় খেতমজুরের বেঁচে যাওয়া। আমতোড়ও কদমখুঞা এস্টেটের মধ্যে ছিল। এবার ওয়েজ দেবার সময়ে হবিব খাঁ ও ইরফান মোল্লা খেতমজুরদের সঙ্গে কথা বলে নেয়। হ্যাঁ, তারা রিভাইজ্‌ড রেট দেবে। কিন্তু বেশি লেবার নেবে না। দু পরিবার মিলে সাতাত্তরজন লোক দিয়ে কাজ করাবে।

জগত্তারণ লোহারীর গ্রামে ক্যাওটপাড়ার দুজন, সাঁওতাল বা মাঝিপাড়ার ছজন, উক্ত সাতাত্তরজনে ইনক্লুডেড। তারাও গিয়ে, পালিয়ে গিয়ে যোগ দেয়।

কালী বলল, 'পালিয়ে গেল কেন?'

'ওরা জগত্তারণের বন্‌ডেড লেবার। জগত্তারণের পিতামহ, ওদের পূর্বপুরুষকে ধান-টাকা ইত্যাদি ধার দেয়।'

'কত ধান? কত টাকা?'

'ধান হয়তো মণ খানেক করে। টাকা হয়তো বড় জোর শত খানেক। আমি জানি না।'

'তারপর?'

'চার পুরুষেও আসল শোধ হয়নি। সুদও নয়। যা হোক জগত্তারণের বাপের আমল থেকে ওরা টিপছাপ দিয়ে লেবার দিচ্ছে। মানে, যারা ওরিজিনালি নিয়েছিল তারা তো ছিল না। তাদের ডিসেন্‌ডেন্‌টরা টিপছাপ দেয়। যদ্দিন না সুদ-আসল শোধ হচ্ছে, ওরা এসে বেগর-বেগারী দেবে।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান, জগত্তারণের পিতামহ বললেন না?'

'হ্যাঁ।'

'জমিদার ত, প্রজারা এরা?'

'জগত্তারণের পিতামহও মহাজন ছিল। পরে জমিদার হয়। তার ছেলেই জমিদারী করে গেছে।'

'তাই বলুন। আমার কনফিউজিং লাগছিল, জমিদারী চলে

যেতেই মহাজনীতে নামল কি করে জগত্তারণ। এখন বুঝছি, ঠাকুর্দার রক্ত ওর গায়ে ছিল।'

'আপনি মশায়, রক্ত দেখছেন। ইদিকে···যাক, বন্ডেড লেবারের মজা তো জানেন, সাত পুরুষেও শোধ হয় না ধার। জগত্তারণ বেশ খেলা খেলে। তার জমি ওর বন্ডেড লেবার বারোটা ফ্যামিলিই চাষ করে। পেটভাতায়।'

'নো দাওয়াল, নো ভাগচাষী, নো খেতমজুর?'

'নাথিং।'

'তারপর?'

'যতগুলো ফ্যামিলি বন্ডেড লেবার, তারা কখনো ওয়েজবেল্টে যেতে সাহস করেনি। কিন্তু এবার একটা ক্যাওট ফ্যামিলি, তিনটে মাঝি ফ্যামিলির ছজন, ওই ডিক্লেআর্ড ওয়েজ পাবে শুনে চলে যায় আমতোড়। জগত্তারণ তাদের প্রথমে শাসায়। তারা যে বলে, বন্ডেড লেবার অ্যাক্ট হয়েছে, তাতেই মনে হয় পেছনে বসাই টুডু মার্কা কোন লোক আছে। এতে জগত্তারণ আবার শাসায়। তারপর ওরা আটজন বলে, ঘরবাড়ি তুলে নিয়ে চলে যাবে।'

'তারপর?'

'জগত্তারণ প্রোভোক্ড্ হয়। ক্যাওট ও সাঁওতাল আটজনকে, ওর বাড়িতে যখন কথা বলতে আসে তখন, অ্যাকস্ট্ করে ঘরে বেঁধে রাখে। ওদের ঘর জ্বালিয়ে দেয়।'

'বাঃ। পুলিস জানত?'

'না।'

'তারপর?'

'তিন দিনের মাথায় ওর বাড়িতে পঞ্চাশ-ষাটজন লোক। তারা ডিক্লেয়ার করে বেঠ-বেগারী দিব নাই, উয়াদের খালাস কর্য। তীর ছুঁড়ে জগত্তারণের লোকজনকে জখম করে ওদের খালাস করে। সবগুলো বন্ডেড ফ্যামিলি গিয়ে ওই বনে ঢুকেছে। জগত্তারণ, স্যাচারেলি, ছেলেকে জানায়। ছেলে ম্যানিপুলেট করে। পচাদি

আউটপোস্টের পুলিস, জগত্তারণের লোক একদিকে। অন্যদিকে বসাই। ওখানে অ্যাকশন হচ্ছে।

'বসাই টুডু আছে, জানলেন কি করে?'

'আরে সে নিজে গিয়েছিল লীড করে। শুনলাম সে উন্ডেড। এখানো সারেণ্ডার করেনি।'

'পুলিসের তো বন্দুক আছে।'

'মেঝেনগুলো বাচ্চা নিয়ে সামনে বসে আছে মশাই। পুলিস··· নকশাল টাইম তো নয়···মেয়েছেলে—বাচ্চা—পুলিস এগোলেই ওরা তীর ছুঁড়ছে। বলছে, তোমাদের সঙ্গে আমাদের বিবাদ নেই। জগৎ লোহারী বেআইনী কাজ করছে। তাকে ধর। পুলিসকে উন্ড্ করেনি। পুলিসও বলছে, মেয়েরা কিছু করেনি। এত উইটনেসের সামনে গুলি করে মেয়ে-বাচ্চা মারতে পারব না। গুলি আগে কয়েক রাউন্ড চলেছে অবশ্য, এখন চলছে না।'

'উইটনেস্ মানে?'

'মানুষ তো মজা দেখতে আছে।'

'ঝেড়েই কাস্থন।'

'দাঁড়ান, চা খাব।'.

আবার জীপ দাঁড়ায়। ছোট দোকান। চা-পান-সাবান-মোমবাতি, দোকানীর হতভাগ্য চেহারা। পুলিসের গাড়ি দেখে মুখ ভাবলেশহীন ও নিষ্ফল ক্রোধে তিক্ত হয় দোকানীর। সম্ভবত ওর দোকান একশো টাকার পুঁজির। গ্রামীণ লোক পয়সা দিয়ে খায়। পুলিস পয়সা দেয় না। সকাল থেকে পুলিস চা খেয়ে দোকান হালখাতা করলে দিন মন্দ যায়। এদের বিশ্বাস। কালী জানে। এস. আই-য়ের জানার কথা নয়। কালী এগিয়ে গিয়ে চায়ের দাম দেয়। লোকটি তাকায়। কালী সিগারেট কেনে, দেশলাই। জীপে এসে বসে। জীপ ছাড়ে।

এস. আই. পুনর্বার বিপন্ন কণ্ঠে বলতে থাকেন, 'আমতোড় ও কদমখুঞা গ্রামের সকল লোক, এমেলেও তো নর্থ বেঙ্গল ট্যুর ক্যানসেল করে ওখানে। সবাই দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে।'

'আমি কি করব ?'

'বসাই টুডুকে সারেন্ডার করতে বলবেন।'

'শুনবে কেন ?'

'আমাকে যে বলল, আপনার কথা শুনবে।'

'চলুন। লাভ হবে না। মাঝখান থেকে তীর খাব।'

'আচ্ছা, কালীবাবু ?'

'বলুন ?'

'এই বসাই টুডুর ব্যাপারটা কি ? জানেন, ওর বিষয়ে একটা, যাকে বলে সুপারস্টিশস্ ভয় আছে আমাদের। ওর বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে গেলে এস. আই. বাঁচে না।'

'সে কি ?'

'দেখুন না, আমার আগের এস. আই.···'

'আমাকে আপনারা কেন যে টানেন।'

'আপনি ওকে জানতেন।'

'আরো অনেকে জানত।'

'আপনার সঙ্গে লাস্ট দেখা হয়।'

'জোর করে তা বলা যায় কি ? আমিই বা কি করে বলব ?'

'আমার কি মনে হয় জানেন ? আসল বসাই টুডু মরেনি। ওকে ইম্পার্সোনেট করছে কেউ।'

'বারবার তিনবার ?'

'কে জানে মশাই। সবকটা সাঁওতালকে যদি জেলে রাখা যেত।'

'তা কি হয় ?'

'কেন যে হয় না ! ধরুন, সব বেটাকে একটা অঞ্চলে রাখল, চারদিক দিয়ে পাঁচিল তুলল, তারপর···'

'মন্দ বলেননি।'

'নাঃ, ফ্যামিলি আছে আমার···'

জীপটি অকুস্থলে পৌঁছয়। কদমখুঞা পৌঁছতে দু বার চরসা পেরোতে হয়। কদমখুঞায় জীপ। হাঁটা পথ। "ওআর্ক মোর,

টক্ লেস্" এবং "দি নেশন ইজ অন্ দি মুভ" লেখা দুটি বাস পড়ে আছে। ওতেও পুলিস এসেছে নিশ্চয়। ঘটনাস্থল কাছে আসে। খুবই অদ্ভুত এক ছবি দেখা দেয় ক্রমে।

চরসা নদী ছেড়ে আধ মাইল গিয়ে চরসার পরিত্যক্ত সোঁতা। সে সোঁতার পর খানিকটা পরিষ্কার। তারপর বনভূমি। বন ও বালু-বেলার সীমারেখা দিয়ে বসে আছে মেয়েরা ও শিশুরা। সোঁতার এ পারে জনাদশেক পুলিস। একজন এস. আই.। পতিতপাবন লোহারী। তাকে ঘিরে তার লোকজন। সোঁতার বেশ তফাতে বহু লোকজন। বোঝা যায় তারা আছে, খেয়েছে দেয়েছে। শালপাতা ও কাগজের ঠোঙা। বালু-বেলায় উপবিষ্ট মেয়েরা বেশ রিল্যাক্স্‌ড।

কালী ও জাগুলার এস. আই. গিয়ে পড়েন এক বাকযুদ্ধের মাঝখানে। কেন পুলিস গুলি চালাবে না তা নিয়ে পতিতপাবন সম্ভবত পচাদির এস. আই.-কে কিছু বলে থাকবে। এই এস. আই.-এরও কংগ্রেসী খুঁটি থাকা স্বাভাবিক। তিনি খুব দাপুটে জোরে বলেন, 'আপনি এমেলে। কিন্তু আমি আপনার কাছে আন্সারেব্‌ল নই। এস. পি-র অর্ডার আনুন, গুলি চালাব। আপনার কথায় হাটে গুলি চালিয়ে হাজরার ডিমোশন হয়ে গেল না? প্যাঁক ধরাতে কেউ নেই, যত হামলা পুলিসের ওপর।'

'অর্ডার আমি বার করাব।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তখনো করিয়েছিলেন। গুলি ত চলেছে পরশু। ওদের তীরে উন্‌ডেড হয়েছে কেউ?'

'দাঁড়ান, পাকপুর থেকে পুলিস আসছে। ডি. এস. পি.।'

'আসুক। তখন অ্যাকশন দেখাব।'

'আমার বাবাকে প্রোটেকশন দেবেন না?'

'দেব না মানে?…' এ সময়ে পাড় থেকে কারা যেন হেঁকে বলে।

'জগৎ লোহার কুথা গ? পোটেকশান দিবে কারে? অ এমেলে। তুমার বাপ ঘরেৎ সাঁজায়েছু।' জনতা এ কথায় 'ইয়াঃ হ হ' শব্দে হাসে। বালু-বেলার মেয়েরাও হাসে।

জাগুলার এস. আই.-কে দেখে পচাদির এস. আই. এগিয়ে আসেন। দুজনে কি কথা হয়। ইন্টারমিডিয়েশন সিদ্ধান্ত হয়। পচাদির এস. আই. এক চোঙা মুখে লাগিয়ে হেঁকে বলেন, 'বসাই টুডু! বসাই টুডু! বসাই টুডু!'

কিছুক্ষণ বাদে একটি প্রৌঢ়া ভেতরে চলে যায় ও ফিরে এসে বলে, 'টুডু বলছু, পুলুস হটাও, লইলে কথা নাই!'

'তিন দিন হয়ে গেল, আমরা জানি তুমি উন্‌ডেড।'

'উ কথা শুনবে লাই।'

পতিতপাবন এগিয়ে আসে ও বলে, 'কাউকে বেগারী দিতে হবে না, আমি কথা দিচ্ছি।'

এবার ভেতর থেকে সগর্জন গলা আসে, 'ইরাদের ঘর জ্বালাছু, ক্ষতিপূরণ কুথা?'

এস. আই. পচাদি: 'সব হবে। তুমি বেরিয়ে এস।'

'পুলুসরে বিশ্বাস লাই।'

'কে কথা বললে বিশ্বাস করবে?'

'কে আছু?'

'হবিব খাঁ, ইরফান মোল্লা, আমতোড় স্কুলের হেডমাস্টার, কার সঙ্গে কথা বলবে?'

নিরুত্তর নৈঃশব্দ্য।

এস. আই. জাগুলা: 'আমি এস. আই. জাগুলা। কালী সাঁতরার সঙ্গে কথা বলবে? তিনি এসেছেন।'

বিরতি। বিরতি। নৈঃশব্দ্যতে ভীষণ চাপ। কালীর বুক ফেটে যেতে থাকে সে চাপে।

'কালী সাঁতরা একা আসবু।'

কালী এস. আই. যুগলের দিকে চায়। জাগুলা বলেন, 'আপনি এগোন, পেছনে ফোর্স থাকবে।'

'না। কেউ যাবে না। আমি একা যাব।'

'একা? দিস্ ইউ কান্ট ডু।'

'কে বলে ?'

বিরতি। অসহায় এস. আই. যুগল। জাগুলা, 'বেশ। আপনি ওকে বেরিয়ে আসতে বলবেন।'

'ওর কথা শুনব। নইলে কিছু বলতে পারব না।'

কালী হেঁকে বলে, 'বসাই, আমি কালী সাঁতরা। আমি আসছি। একা, একা আসছি।'

শীর্ণ, কোলকুঁজো, দীর্ঘাকৃতি, মোটা চশমা পরা লোকটি বালি পেরিয়ে রওনা হয়। সে বালু-বেলায় পা রাখে ও এগোয়। হুইহুই। পায়ের শব্দ। 'পুলুস! পু—লুস!' চীৎকার। 'পাকপুর হতে পু—লুস!' ডি. এস. পি.। কুড়ি জন পুলিস। 'ফায়ার! ফায়ার!' বলতে বলতে পুলিসসহ ডি. এস. পি. ছুটে এগোন। দুই এস. আই. ও দশজন স্টেশনারী পুলিস সহসা ওপরওলার উপস্থিতিতে অ্যাকটিভেটেড। সবাই গুলি ছোঁড়ে। ভীষণ চীৎকার, 'মা-রে!' 'স্টপ সুটিং।' সবাই থামে। নৈঃশব্দ্য। গার্গলের শব্দ। এস. আই. জাগুলা ঢলে পড়েন বালিতে।

'বেটন চার্জ!'

বনে পুলিস। মেয়েদের ও শিশুদের আর্ত চীৎকার। কোথায় বসাই ?

'হেথাক্, কম্‌রেট।'

কালী সাঁতরা এগোয়। গাছের গায়ে হেলান। বাঁ পা বীভৎস ফোলা, বেগনি, তলপেট ফোলা, বাঁ পা অস্বাভাবিক কোণ সৃষ্টি করে ছড়ানো। পুলিস ঘিরে ফেলে। যুবক শরীর। জোড়া ভুরু। বসাইকে দ্বিতীয় শনাক্তীকরণে দ্রৌপদীর হাতে হাত ছিল। উজ্জ্বল কালো চোখ একাগ্র ছিল। যুগ—যুগ—যুগান্ত আগে। জোড়া ভুরু। বসাই টুডু চোখ তোলে। তরুণ কণ্ঠে মৃত্যুর কফ। বল্যে, 'আমু মর্‍্যে লাহাশ হয়্যে যেছু। তাথেই শনাক্ত করথে আলছু কম্‌রেট?' বলেই সে ভীষণ আক্রোশে বাতাসের গলা মোচড়ায়, পিষে ফেলে। তারপর নিকটতম পুলিসকে টিপ করে থুথু ছোঁড়ে।

বসাইকে পচাদি আউটপোস্টে আনা হয়। পাকপুর হাসপাতাল। গ্যাংগ্রীন। ডেথ অফ পার্ট অফ দি টিস্যুস্ অফ দি বডি। সাধারণত অপ্রচুর রক্ত সরবরাহ গ্যাংগ্রীনের কারণ কিন্তু মাঝেমধ্যে এর কারণ প্রত্যক্ষ ইন্‌জুরি (বসাইয়ের ক্ষেত্রে বুলেট)। ডেফিসিয়েন্‌ট রক্ত সাপ্লাই হতে পারে ব্লাড ভেসেলে প্রেসারের কারণে, (এ ক্ষেত্রে বিদ্ধ-৩০৩ একজোড়া ছিল), ময়েস্‌ট্‌ গ্যাংগ্রীনে টিস্যু সকল ফ্লুইডে স্ফীত হয় ভেনাস্ ড্রেনেজ্‌ অযথেষ্ট হলে। পা বাদ দেওয়া যায় না। গ্যাংগ্রীন তলপেটে সংক্রমিত হয়। মৃত্যু অবধি বসাই আর একবারও মুখ খোলে না ও জগত্তারণ বেঠ-বেগারদের ছেড়ে দিয়েছে জেনে মুখ ফেরায়। মারা যায়। আইডেন্টিফিকেশন প্যারেডে দ্রৌপদী থাকে না। নিখোঁজ।

॥ ১২ ॥

বসাইয়ের চতুর্থ মৃত্যুর পর প্রশাসন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয় এবং কালীকে কিছুই জানানো হয় না। এস. আই. পুলিসের গুলিতেই নিহত হবার ফলে অপারেশন-কদমখুঞার খবরটি ফাইলবন্দী থেকে যায়। এ সময়ে প্রেস হেভি সেন্‌সর হতে থাকে বলে খবরটি আদপেই বেরোয় না এবং খবরটিকে ঘুরিয়েও প্রকাশ করা হয় না। ঐতিহ্যমতে "সমাজবিরোধী ও পুলিসের সম্মুখ সংঘর্ষে কর্তব্যরত পুলিসের বীরোচিত মৃত্যুবরণ" সংবাদও বেরোয় না। কারণ এমেলে। প্রথম থেকে মেয়ে ও শিশুদের ওপর গুলি না চালানোর ফলে তার মনে হয় পুলিস জনবিরোধী, অবিশ্বাসযোগ্য ও অত্যাচারী। সে রাইটার্স বিল্‌ডিংে যে সব গল্প ছাড়ে, তাতে ডি. এস. পি. খুবই কাঁপরে পড়েন। কিছু করাও যায় না এ বিষয়ে। কেন না এমেলেটি বহু ভোট কণ্ট্রোলার। পরিণামে ডি. এস. পি.কে চলে যেতে হয় কোন এক পুলিস-প্রশিক্ষণ-

সংস্থায়। সেখানে তিনি পুলিসকে স্টেশনারী খড়-মানুষে গুলি করতে শেখান ও মনে মনে রেজিমের বদল প্রার্থনা করেন।

তার আগে বসাই টুডুর বারংবার মৃত্যুপুনরুজ্জীবন-অ্যাকশন ও শনাক্তীকরণ নিয়ে কলকাতায় এক উঁচুস্তরীয় আলোচনা হয়। সেটি খুবই গোপন বলে নিমেষে সংবাদটি লীক্ করে। সিদ্ধান্ত হয়, আসল বসাই জীবন্ত ও অ্যাকটিভ। কালী সাঁতরার ভূমিকা খুব হাইলাইটেড হয় ও স্থির হয়, বসাই একদিন ধরা পড়বেই। কালী সাঁতরার বেঁচে থাকা দরকার। বসাইকে, আসল বসাইকে জীবিত ধরে কালী সাঁতরার সঙ্গে লড়িয়ে দেওয়া যাবে। তখন এক ইন্‌সেনডিআরি প্ল্যান উদ্ঘাটিত হবে নিঃসন্দেহে। তারপর দুজনকেই মিসা ও ভ্যানিশ/একজনকে মিসা, একজনকে ভ্যানিশ/বসাইকে এমেলে, কালীকে ভ্যানিশ/কালীকে মিউনিসিপ্যালিটির চেআরম্যান, বসাইকে ভ্যানিশ, যা সময়োপযোগী তা করা যাবে। তবে জগত্তারণ লোহারীকে বেঠ-বেগারী চালাতে দেওয়া ঠিক হবে না। এতে জগত্তারণ দুঃখ পাবে বলে পতিতপাবনকে ঝটিতি তালগুড় শিল্প প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে স্মলস্কেল ইন্‌ডাস্ট্রি বা কুটিরশিল্প বা মাছের ট্রলি কেনার অব্যবহৃত ফান্‌ড থেকে ক লক্ষ টাকা দেওয়া প্রয়োজন, এ প্রস্তাবে সব মাথাই সম্মতিতে নড়ে।

কালী কিছুই জানতে পারে না।

বসাইয়ের চতুর্থ মৃত্যুতে বাকুলি গ্রামের মাঝিপাড়ায় বেশ কিছু দিন শোকের ছায়া জখম বাঘের মত রাগে গুম্‌রে থাকে ও নিখোঁজ দুল্‌না মাঝির মা কিছুদিন কেঁদে কেঁদে ফেরে।

এরমধ্যে ১৯৭৬ সালের ধান কাটা মৌসুম এসে পড়ে। কালী সাঁতরার চেতনায় হৈমন্তিক পাকা ধানের পটভূমিতে বসাইয়ের গ্যাংগ্রীনগ্রস্ত পা ও জোড়া ভুরু ও মৃত্যু কষ্কগ্রস্ত গলায়, 'কি কম্‌রেট' কথা কয়টি পার্মানেন্ট হয়ে থাকে। তাই ধানের মৌসুমে সে নিজ চেষ্টায় এম. ডব্ল্যু. সংক্রান্ত খোঁজখবর নিতে থাকে। জাগুলায় একান্ত জলাভাব। আই-আর-এইট ধানে প্রচুর জল দরকার। জাগুলায়

এ ধান হওয়া সম্ভব নয় বলেই বর্তমানে যিনি তরুণ এমেলে, এবং নজরুল ব্যতীত যিনি কিছুই পড়েননি, তিনি ডিফিট অ্যাক্সেপ্‌ট করতে রিফিউজ করেন ও বলেন, 'কি? আমার কনস্টিটিউয়েন্সি পিছিয়ে থাকবে? এখানকার চাষীরা থাকবে গরিব হয়ে?' খেপে গিয়ে তিনি সচেষ্ট হন ও শিক্ষা-মৎস্য-মোটর ভিহিক্‌ল-হাউসিং নানা দপ্তর থেকে খাবল মেরে টাকা আনেন। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছোকরাকে ঢুকিয়ে দেন কৃষি-দপ্তরে। সে ছেলেটি খুবই ভাল। সে তার ভীরু স্বভাবের বশে বিনীতভাবে বোঝাতে চায়, 'এ সয়েলে আই-আর-এইট হবে না সার।' তাতে এমেলে তাকে 'প্রতিক্রিয়াশীল, ভারতের উন্নতির পরিপন্থী, ডিস্‌লয়্যাল' ইত্যাদি যা যা ইংরেজী বাংলা জানতেন, সবই বলে দাবড়ি মারেন। ছেলেটি অগত্যা, তিন একর খাস জমিতে একটি ডিপ-বোর টিউবওয়েল বসিয়ে, "সুফলা" ও "ইউরিয়া" ও সরকারী টাকার শ্রাদ্ধ করে চলে ও অবসর সময়ে (সব সময়ই অবসর-সময় তার) বই-কাগজ পড়ে সময় কাটায়। "জিলাবার্তা" কাগজে সে আই-আর-এইটের প্রোগ্রেস বিষয়ে খবরাখবর দিতে আসে এবং এইভাবে তার প্রথমে আলাপ ও পরে কামারাদোরি হয় কালীর সঙ্গে। ছেলেটির কিছু করার নেই বলেই সে কালীর প্রভাবে খেতমজুর-মজুরী বিষয়ে আগ্রহী হয়। কলকাতায় তার যাতায়াত আছে, সেই কারণে কালী তাকে দিয়ে দরকারী খবরাখবর আনাতে থাকে। ছেলেটি নিজেও কলকাতা যায়-আসে সুবিধে পেলেই। এমেলে তাকে আই-আর-এইটে লড়িয়ে দিয়ে প্রসঙ্গটি ভুলে যান এবং একদিন জাগুলা এসে ধানখেতটি দেখে অবাক হয়ে সেই ছেলেটিকেই বলেন, 'বাঃ, বেশ, চাষের চেষ্টা করছেন তো? আপনি কি নিজেই সব দেখেন?' ফলে ছেলেটি কাফকা সৃষ্ট মিনেস্‌ড্‌ রিয়ালিটিজাত হ্যালিউ-সিনেটিক জগতে ঢুকে যায় ও ভয় পায়। কলকাতায়, সে ঘন ঘন যেতে থাকে ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে গতায়াত করে কলকাতায় বদলী হতে চেষ্টা করে। ঠিক করে, সুযোগ পেলেই চাকরি ছেড়ে ব্যাঙ্কে ঢুকবে। এম. ডব্ল্যু. সংক্রান্ত খবরাখবর সে সিধে লেবর-ডিপার্ট থেকে আনে ও

কালীকে দেয়। কালী ক্রমে এ বিষয়ে খুবই কগনাইজেন্ট হয় ও এম. ডব্ল্যু. বিষয়ে সরকারী নীতির স্বরূপ নখদন্ত বিকাশ করে তার মনশ্চক্ষে দেখা দেয়। নীতিটির চেহারা হাইড্রাহেডেড মন্‌স্টারের মত। তার লক্ষাধিক বাহু, লক্ষাধিক পা। গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমির সকল শস্যক্ষেত্রে পা-গুলি প্রোথিত। লক্ষাধিক বাহুতে সে খেতমজুরদের ধরে রক্তপান করছে শত মুখে এবং তার আরো আগ্রাসী মুণ্ড দেহ থেকে উত্থিত হচ্ছে। মুণ্ডস্থিত বদনগুলি ব্যাদিত।

ছেলেটি তাকে যা বলে, তা থেকে বহু কথা জানা যায়। অত্যন্ত ইদানীং এগ্রিকালচারাল মিনিমাম ওয়েজ ইন্‌স্‌পেক্‌টরের পদ সৃষ্ট হয় তিনশো পঁয়ত্রিশটি। অর্থাৎ, গড়ে এগারো হাজার আটচল্লিশ জন খেতমজুর পিছু একজন করে ইন্‌স্‌পেক্‌টর। ব্লক ও সাবডিভিশনাল লেভেলে ত্রিশটি অ্যাসিস্টাণ্ট লেবর কমিশনারের পদ সৃষ্ট হয়। ইনস্‌পেক্‌টরদের বেতনক্রম ৩০০—৬০০ টাকা এবং অন্যান্য ভাতা। এদের নিয়োগে স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কোনো হাত নেই। এদের পদ সৃষ্টি করার আগে কয়েকটি শর্তসাপেক্ষতার কথা আলোচনা হয়। তা মৌখিক আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। কোন গূঢ় কারণে তা রেকর্ডেড হয় না।

সেগুলি এই—(ক) নির্বাচিত কর্মীরা কোনোমতেই জমি-মালিক পরিবারভুক্ত হবে না। (খ) যতদূর সম্ভব, তারা হবে ডিপ্রেস্‌ড কম্যুনিটির লোক। (গ) সরকার ঘোষিত খেতমজুরী কার্যকরী করার কাজে তাদের ইডিওলজিকাল মোটিভ থাকতে হবে।

কার্যকালে দুশো পঁয়তাল্লিশটি পদে লোক নেওয়া হয়। অধিকাংশ ইন্‌স্‌পেক্‌টরই জমি-মালিক পরিবারের লোক। সামান্য ক জনা ডিপ্রেস্‌ড্ কম্যুনিটির লোক। অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলি নেচারে পোলিটিকাল ও ইনস্‌পেক্‌টররা অধিকাংশ কংগ্রেস-যুব-শাখার লোক।

ত্রিশটি অ্যাসিস্টাণ্ট লেবর কমিশনার পদের মধ্যে দুটি পদে লোক নেওয়া হয়।

কোন কোন মন্ত্রী ইন্‌স্‌পেক্‌টরদের কাজে অহেতুক ব্যক্তিগত

আগ্রহ দেখাতে থাকেন। নর্মাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ চ্যানেলকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে বেশ কিছু মন্ত্রী ও বেশ কিছু ইন্‌স্‌পেক্‌টর নিজেদের মধ্যে খবর-সংবাহ-ব্যবস্থা তৈরি করেন। একটি বিশেষ জেলার ইনস্‌পেক্‌টর-দের প্রতি রাজনীতিক সার্কেলের নির্দেশ Don't rush matters for the new rates of wages (Rs.8.10.). It's a new thing and shall take a long time to be accepted by the landowners. But see to it that the Khet Majoors get a little more than what they get at present."

ডেপুটি লেবর কমিশনার ইন্ চার্জ অফ Enforcement. Law and Administration of Minimum wages বিষয়টি যথেষ্ট সমবেদনা সহ দেখেন ও ইন্‌স্‌পেক্‌টরদের বলেন, 'নির্ভয়ে কাজ করুন। আমি পেছনে আছি।' পরিণামে তাঁকে অন্য পোস্টে বদলী করা হয় ও ছিয়াত্তরের নভেম্বরে তিনি পদত্যাগ-পত্র দাখিল করেন।

ছেলেটি বলে, 'বুঝতে পারছেন না কালীবাবু? এম. ডব্লু, অ্যাক্ট সরকার কোনদিন ইম্‌প্লিমেণ্ট করতে চায়নি।'

'তুমি ভাই, এ বিষয়ে আর কোনো কথা জানলে আমাকে জানাতে ভুলো না।'

খবর এসে যায়। সকলের হৈমন্তিক ধান গোলায় ওঠার আগেই রামেশ্বর ভূঞার শালা ছুটতে ছুটতে আসে জীপ থেকে নেমে। বলে,

'আপোনারে বল্‌্‌থে বল্‌ল জামাইদাদা।'

'কি?'

'সিবার যারা মারাছিল্য, সকল জনারে দাঙ্গা কেসে ঝুলাবু। ইবার আর পলান্ নাই।'

'কি হল?

'ঝুলাবু সকল জনারে।'

রামেশ্বরের শালা ত্বরিতে চলে যায়। আই-আর-এইটের ছেলেটি এসে আলোকপাত না-করা অব্দি কালী নিরতিশয় উদ্বেগে ভোগে। ছেলেটি বলে, 'অল্ ওভার।'

'ওভার ?'

'হ্যাঁ।'

'তার মানে ?'

'শুনে এলাম। পিয়াসোল গ্রামের জোতদার হরিধন সর্দার, চেনেন ?'

'নাম জানি। খুব ঢুঁদে লোক। হাজার ছয়েক বিঘা জমি হোল্ড করে। লেঠেল রাখে।'

'বীরু পাঠক সে সময়ে ওকে মেরেছিল।'

'মরেনি। বেঁচে ফিরে এসেছিল।'

'সে কলকাতা গিয়ে বসে থাকে। লইয়ার লাগায়। ওকে এ বুদ্ধি দেয় জগত্তারণ লোহারী আর তার ছেলে। ওই এমেলেই ইস্যুটা পারস্যু করে। ওরা অনেক ঘেঁটেঘুঁটে ১৯৭৪-এর অর্ডারের ওয়ার্ডিঙে একটা ভুল বের করেছে। তাতে লেখা ছিল এগ্রিকালচারাল কনস্যুমার প্রাইস্ ইন্ডেক্স ২৩৩ পয়েন্ট। আসলে ওটা ভুল। ২১৭ পয়েন্ট হল করেক্ট। এর বেসিসে হরিধন সর্দার এম. ডব্ল্যু. এর এগেন্স্টে ইন্জাংশন চেয়েছে। হাইকোর্ট ইন্জাংশন দিয়েছে। অতএব, সরকার কোন মতেই ইন্জাংশন পিরিঅডে এম. ডব্ল্যু.-দিতে কারোকে বাধ্য করতে পারবে না। এতদিন ধরে যেখানে যেখানে এম. ডব্ল্যু. নিয়ে খেতমজুররা নিজেরা, বা কোনো ইউনিয়ন লড়েছে, সেখানে সেখানে এখন জোতদাররা ধড়াধ্ধড় কেস ফ্রেম করছে, খেতমজুর ও ইউনিয়নের কর্মীদের ফাঁসাচ্ছে ফৌজদারী কেসে।'

'তাহলে ?'

'তাহলে, এই ইনজাংশন এপিটাফ অফ এম. ডব্ল্যু. ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল কালীবাবু।'

'এপিটাফ!'

'এপিটাফ।'

'এপিটাফ!'

'হ্যাঁ। একটা ছোট সুখবর দিচ্ছি। আমি ব্যাঙ্কে চান্স পেয়েছি। চলে যাচ্ছি।'

'একটা কথা বলে যান তো?'

'কি কথা?'

'উত্তরটা আমিও জানি। তবু আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই। নিজের ক্লারিফিকেশনের জন্য।'

'বলুন না?'

'একটা জোতদার, সে একটা মোস্ট ভাইটাল অ্যাক্টের ও আর্ডিঙে ভুল বের করে গভর্মেন্টের এগেনস্টে ইন্‌জাংশন বের করে নিল। নিক। সরকার কি এই ওআর্ডিং করেক্ট করে জিনিসটা রিআইটারেট করতে পারে না?'

'নিশ্চয় পারে। সাঁইত্রিশ লাখ লোকের ভাগ্য বিবেচনা করলে নিশ্চয় পারে। কে বলবে? সরকার আপ্যাথেটিক। বেশ। নো ওয়ান রিয়ালি এক্‌স্‌পেক্‌ট্‌স গভর্মেণ্ট টু ডু এনিথিং ফর এনি ওয়ান। কিন্তু আপনাদের পেজেণ্ট অর্গানাইজেশন? তারা কোথায়? কিছু বলছে না কেন?'

'হয়তো সাঁইত্রিশ লাখ লোক এক্‌স্‌পেন্‌ডেব্‌ল। একজন জোতদার এক্‌স্‌পেন্‌ডেব্‌ল নয়?'

'কালীবাবু? 'দিস্ ফ্রম ইউ?'

'অন্যায় বললাম কিছু? আমাকে সিরিয়াসলি নেবেন না। এ শহরে, কোথাও কেউ আমাকে সিরিয়াসলি নেয় না। সবাই আমাকে পাগলাখ্যাঁচা বলে, জানেন না? প্লীজ, প্লীজ, ডোন্‌ট টেক মি সিরিয়াসলি।'

অত্যন্ত অভিভূত হয়ে ছেলেটি চলে যায়। কালী মাথাটি টেবিলে রেখে বহুক্ষণ বসে থাকে। হাতে ছ্যাঁকা লাগতে চমকে ওঠে ও দেখে, দুই আঙুলের মাঝের জ্বলন্ত সিগারেটটি পুড়ে পুড়ে এগিয়ে এসেছে ও আগুনের ভাষায় ছ্যাঁকা দিয়ে সময় মনে করিয়ে দিয়ে বলছে, 'কালী সাঁতরা, বেশ কিছুক্ষণ বসে আছে।'

সেদিন কালীর শরীর ও ব্রেনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। মানব-শরীরের প্রত্যেকটি ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক আচরণের পেছনে ব্রেন হচ্ছে প্রচালক। কিন্তু হাতে ছ্যাঁকা লাগতেও কালী সিগারেট ফেলে দিতে দেরি করে। ফেলে দেওয়া উচিত জ্ঞানে ও নড়তে চেষ্টা করে, পারে না। সিগারেটটি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ধুৎতেরি জ্ঞানে নিজেই পড়ে যায় মেঝেতে ও এক টুকরো কাগজ জ্বালিয়ে তাতেও কালীকে নড়াতে না পেরে নিজে জ্বলে নিঃশেষ হয়। ব্রেন! এনকেফালন। হাট পার্ট অফ দি সেন্‌টাল নার্ভাস সিস্‌টেম কন্‌টেইণ্ড ইন দি ক্রেনিয়াল ক্যাভিটি। ইট কন্‌সিস্‌ট্‌স্‌ অফ দি সেরিব্রাম, সেরিবেলাম, পন্‌স্‌ ভেরোলাই, মেসেনকেফালন অ্যান্‌ড মেডুলা অবলাংগাটা। শেষ তিনটি ডিভিশন বি. স্টেম. কন্‌স্টিট্যুট করে।

এই ব্রেন কিছুক্ষণ, বেশ কিছুক্ষণ বিকল ও বিবশ ছিল। ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক পেশীকে সে কোনই খবর দেয়নি এবং কালী বহুক্ষণ চেয়ার ছেড়ে উঠতে পারেনি। এক সময়ে আঁধার ঘনিয়েছিল। কালীর পায়ে মশা কামড়েছিল। চায়ের দোকানের যে ছেলেটি প্রেস-ঘর সাফ করে, সে ঘরে ঢুকে বলেছিল, 'ই কি? বাবু ভোম্‌ মেরো বস্যে র'ইয়েচেন?' তাতেও কালী উঠতে পারেনি। হঠাৎ শিশু কণ্ঠে, 'মা কুথা গেলি?' কান্নায় তার সংবিৎ ফেরে। গয়লাদের মেয়ে। কাঁদছিল।

এরপর ছিয়াত্তরের মন্বন্তর শেষ হয়। সাতাত্তর সাল আসে। সাতাত্তরের মার্চ। পীপ্‌লস্‌ ম্যান্‌ডেট। আবার বিধানসভা। পীপল্‌'স ম্যানডেট। পশ্চিমবঙ্গে নো পোস্‌ট-ইলেকশন জুবিলেশন। খুব সোবার টোন। দিস্‌ টাইম দে হ্যাভ কাম টু স্টে। সামন্ত, গোরা নকুল, সবাই মার্চের পরই মুক্তিপ্রাপ্ত। সামন্ত জাগুলার হিরো। রামেশ্বর ভুঁঞার গাড়ি করে স্টেশন থেকে বাড়ি আসে ও তারই জীপে ইলেকশন ক্যাম্পেন করে। রামেশ্বর ও কালী একই পার্টিভুক্ত

এখন। পার্টি মা। সব রকমের ছেলের জন্যেই হোথায় তিনি কোল পেতেছেন, বোঝা যায়। সামন্ত জেতে।

সব থিতু হলে, আগের রেজিমের মত একই ছন্দে ও নিয়মে প্রশাসন চলে। সত্তর-একাত্তর-বাহাত্তর-তিয়াত্তরের বন্দী ছেলেরা বন্দীই থাকে। ক্রমে তেল দুষ্প্রাপ্য হয়, ডাল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য উত্তুঙ্গে বিহার করে, লোকাল ট্রেন টাইমছুট হয়, পথে বাস কমে যায় ও গ্যারেজের শোভাবর্ধন করে, ল ও অর্ডার রীতিমত চলে, মাকড়া মস্তানরা যৎসামান্য প্রশমিত হয়, লোডশেডিং বাঁধনছাড়ার সাধন করে। কালী সাঁতরা একদিন সভয়ে কাগজে পড়ে, সরকার বলেছেন, হাইকোর্টদত্ত এক ইনজাংশনের কারণে এম. ডব্লু. দান এখন সম্ভব নয়। সরকারের অ্যাটিট্যুড কালী সাঁতরা ফলো আপ করতে থাকে। যেদিন দেখে, সরকারী না হয়েও সরকারী ডিরেকটিভ হল, ইনজাংশন রইল, খেতমজুররা যে যেভাবে পারে, লড়ে হক আদায় করুক, হলোকস্ট কমপ্লিট হয়। কালী, সামন্তর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে সময় নেয়, সামন্তর বাড়ি যায়। লং টক। বহু শব্দের লং মার্চ। মার্চের শেষে যে-যেখানে সে-সেই প্রেমিসে থেকে যায়। কালী সাঁতরা ঘরে ফেরে।

'কি কালী? কেমন আছ?'

'আছি এক রকম।'

'ছেলের বিয়ে দিলে।'

'বিয়ে করল।'

'বড় ভাল ছেলে হয়েছে।'

'হ্যাঁ।'

'কি দরকার বল ত? তোমার কাগজ···'

'পার্সোনাল কাজে আসি নি।'

'গোরা তোমায় আলফাল কি বলেছিল···'

'পার্সোনাল নয়।'

'অ। বেশ কি, বল?'

'একটা কাজ করতে হবে।'

'কি কাজ?'

'আমার মনে কয়েকটা প্রশ্ন।'

'বল না।'

'এম. ডব্ল্যু. নিয়ে অাগুলা ব্লকেও তো···'

'হ্যাঁ, নকশাল হাঙ্গামা হয়েছে।'

'দেখ সামন্ত, ইস্যুটা লাইভ ইস্যু। নকশাল হাঙ্গামা হয়েছে বলছ, তা যদি হয়েছে বলছ, তা যদি হয়েও থাকে, ইস্যুটা নকশালদের তৈরি করা নয়। তারা একজিস্টিং সমস্যার বেল্টে সমস্যা নিয়ে হাঙ্গামা করেছে। এখন তারা নেই। কিন্তু ইস্যুটা মরাল।'

'বল না। তুমি আমাদের পার্টির মর‍্যালিস্ট।'

'পার্টির পাগলাখ্যাঁচা, নকশাল-সাপোর্টার নই?'

'না কালী, পার্সোনাল কথা···'

'ও কথা থাক। এতকাল বাদে আমি নিজেকে ভিন্‌ডিকেট করতে যাব না। আমার চেয়ে গোরা, তুমি, পার্টির কাছে বেশী দামী হয়ে থাকো। আমার তাতে কোনো হিংসে···হিংসে? না, কোনো ইন্‌টারেস্ট নেই।'

'দাও দাও, গাল দাও, আমি তোমার হয়ে কত যে লড়ি···চা খাবে নাকি?'

'না'

'বল।'

'এম. ডব্ল্যু. আটকে আছে একটা ইনজাংশনের ওপর। কংগ্রেস রেজিমে পিয়াসোলের হরিধন সর্দার হাইকোর্ট থেকে ইনজাংশন নিয়েছে। ইনজাংশনের গ্রাউন্‌ড, ১৯৭৪-এর এম. ডব্ল্যু. রিভিশনে একটা নাম্বারে গোলমাল ছিল।'

'জানি।'

'এখন তো আমাদের গভর্মেণ্ট।'

'নিশ্চয়। এবং আমরা থাকতে এসেছি।'

'থাকো সামন্ত, থাকো। কিন্তু এই সরকার কি পারে না, সেই ভুল ওআর্ডিং কয়েক্‌ট করে ইনজাংশন রিমুভ করতে? এম. ডব্লু. বাধ্যতামূলক, না দিলে সাবজেক্‌ট টু সিভিয়ার পেনাল্‌টি করতে? এই কথাটাই তুমি বিধানসভায় তোল। আমি তাই চাই।'

'সম্ভব নয়।'

'সম্ভব নয়? কেন?'

'সম্ভব নয়।'

'সাঁইত্রিশ লক্ষ খেতমজুরের চেয়ে কয়েক হাজার জোতদারের স্বার্থ গত রেজিমে বেশি দরকারী হতে পারে। এখনো তাই? সামন্ত? এখনো তাই?'

'সম্ভব নয়।'

'এই সরকারের এই অ্যাটিট্যুডের মানে কি?'

'কোন অ্যাটিট্যুড?'

'খেতমজুররা লড়ে হক আদায় করবে?'

'সরকার তাদের মদত দেবে।'

'অন্য পার্টি খেতমজুরদের নিয়ে হক আদায় করতে গেলে ইকুয়াল মদত পাবে?'

'নিশ্চয়।'

'পুলিস যাবে না? তারা ভিক্‌টিমাইজ্‌ড হবে না?'

'না।'

'আমার ভিডাকশন কি জান?'

'কি?'

'যে পার্টির ব্যানারেই যাক, খেতমজুর, খেতমজুরই থাকবে। তারাই লড়বে। যারা টারবুলেন্ট। সামন্ত, সরকার কি চায়, যারা টারবুলেন্ট্‌, তারা মারামারি করে মরুক, দাঙ্গাহাঙ্গামা ফৌজদারী অপরাধ হোক, পুলিশ তাদের ধরুক, জোতদার মহানন্দে বিরাজ করুক?'

'কালী, তুমি অ্যান্‌টি-পার্টি...'

'অ্যান্টি-পার্টি' রিঅ্যাকশনারি, ডিভিয়েনিস্ট, নকশাল, যে নামে ইচ্ছে হয় ডাকো, কিন্তু আমার প্রত্যেকটি কথা সত্যি। তুমি জবাব দিতে পারলে না।'

'জবাব হয় না কালী। তবু আমি কথাটা ভুলব না।'

'চলি। তোমার অনেক সময় নিলাম।'

'আবার এসো।'

কালী চলে আসে। ধান রোয়ার সময়ে তার প্রত্যাশা বা স্পেকুলেশন পূরণ করে, জ্যৈষ্ঠে আমন রোয়ার সময়ে হাঙ্গামা হয়, লাশ পড়ে, পুলিস যায়, দল বুঝে টারবুলেন্টদের ধরে। কালী বোঝে, এই সবে শুরু। ধানখেত লালে লাল হবে। হৈমন্তিক ধানের সময়ে। "আর দেব না, আর দেব না, রক্তে বোনা ধান, মোদের জান হো" এই কথা কয়টি কালীর লাইফ-স্প্যানে গানই থেকে গেল।

চরসার জঙ্গলে রাত কাটল। উঠে বসল বেতুল। বলল, 'চল্যেন, খুব ঘুমাইছু। লিদ্দা যেথে যেথে সঁপন দেখলাম, উদ্ধবের মা রাঁধছু, মোক ডাকছু। পেটের জ্বালায় ভাতের সঁপন, জানল্যেন? খুব দেখ্যি।'

বেরিয়ে এসে বেতুল কালী সাঁতরাকে ডিরেকশন দিল। বলল, 'হুই উত্তরে যেয়্যে দঁক? তা বাদে পর পর তিনটা পাকুড় গাছ। তা বাদে জমিটো ল্যেমে যেছু। নাবুলে ল্যেমে পছিম পাড় ধর্যে উঠথে হবু। উঠলেই গুনাগুন্থি বিশ পা হাঁটল্যে বসাইয়ের আস্তানা। কথা না বল্যে ঢুক্যে যেয়্যেন।'

'তুমি যাচ্ছ না?'

'লাঃ। মোষটো লয়্যে আমু লদী পেরাবু। ঘর যেঞে দুটা খেয়্যে আবার আসবু। সাঁঝ হল্যে। আজও আপোনার লা-খেয়্যে যাবু। উপায় লাই। সাঁঝ হথে হোথা রব্যেন। আপোনারে লয়্যে যাবু। আর হাঁ, উদ্ধবরে দেখল্যে বুঝাবেন 'টুনি। ঝড়-বাদলের রাত দেখল্যে তার মারে যেন দেখা দিয়্যে যায়। মাগী বেস্তর কাঁদে।'

আছে।'

'আমু যেলম কালীবাবু। উ মোষটো যদি ডাক ছাড়ো, সব লা—শ হবু।'

'চলে যাও।'

কালী যেতে নেয়। বেতুল বলে, 'সোঁয়াল চিনেন? দেখলো উপাড়ে লয়ো কাপড়ো মুছো মূলটা খেয়োন। কুশুর মধ্যো খেথে। তিষ্ঠা যাবু, খেথেও ভাল্য।'

'তুমি যাও বেতুল।'

কালী বোঝে ওর চোখ ক্লান্ত, ছায়াচ্ছন্ন। দুপাশে সুমিষ্ট মূলযুক্ত সোঁয়াল লতা থাকতে পারে। কিন্তু সে কালীকে ফেলে যেতে হবে। বহু জিনিসের মত, বহু প্রাণদায়িনী মধুর ও প্রয়োজনীয় জিনিসের মত, মিষ্ট ও সরস মূল সোঁয়ালকন্দও তার আহরণ করা হবে না। খেলে প্রাণ বাঁচত। কত কিছু করলে কত কিছু যেন হত, কিছুই করা হয়নি। কেন করা হয়নি? কে কালীকে বলে দেবে?

কাকভোরেও অরণ্য অন্ধকার। গাছপালার ফাঁকে চট করে সূর্যের আভা ঢোকে না। সাপের জন্য হাতের ডালটা ঠোকা উচিত। কালী সাবধানে এগোয়।

"উত্তরে যেয়ো দঁক।" দঁকটি বর্ষার জল সঞ্চয়ে ভরে উঠেছে। দুটি গোসাপ জল খাচ্ছে। কালী সাবধানে দঁকে নামে ও ওঠে পাড়ে। তিনটি পাকুড় গাছ। জমি ঢাল হয়ে নেমে যায়। দুপাশে ঘন ঘাসের কোলে নীল নীল চুরুলি ফুল। জমিটি ঢাল হয়ে নেমে গেছে ও ধীরে উঁচু হয়েছে। পশ্চিম পাড় ধরে কালী আস্তে ওঠে ও দাঁড়িয়ে দম নেয়। আচ্ছা, দঁকে নামল যখন, জল খেল না কেন? মনে পড়েনি। প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি বড় হোক বা ছোট হোক, সময়ে মনে পড়েনি এ জীবনে, এখনো পড়ল না। অথচ জলটি নির্মল, কালচে, সে জল আকণ্ঠ খেলে তৃষ্ণা মিটত।

এখন কালী গুনে গুনে বিশ পা হাঁটে। বুকের নিচে অসম্ভব প্রত্যাশা। রক্ত আছড়াচ্ছে। হার্ট, হলো ও ম্যাস্‌কুলার অর্গানটি

রক্ত সংবাহের পাম্প্‌টি ধীরে চালায়। কখনো ধীরে, কখনো দ্রুত। ভীষণ প্রত্যাশা। ভীষণ চাপ দিচ্ছে। নৈঃশব্দ্য।

সামনে, বট-পাকুড়ের ঝুরির জাল কেটে গুহাসদৃশ। ভেতরে কেউ নেই। দ্বারে দ্বারপালিকা। কালীর অবসিত, অপচিত, ব্যর্থ সত্তার সকল ভার, সকল অপচয়ের গ্লানির ওপর দিয়ে এখন ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ে, কোমল হাত বুলিয়ে দেয় কেউ। মাটি বতর হয়।

দ্রৌপদী ও কালী সাঁতরা পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে। চেয়ে থাকে। চেয়ে থাকে।

কালী আস্তে বলে, 'চলে গেছে?'

দ্রৌপদী ঘাড় হেলায়।

'রাতে?'

দ্রৌপদী ঘাড় হেলায়।

'পিয়াসোলে হরিধন সর্দার?'

দ্রৌপদী গলার ওপর আঙুল রেখে টেনে দেখায়, বলে, 'পুরে পুলুস। পঁছিম যা।' বলেই সে নিমেষে অদেখা হয়। কোথাও থাকে না, কোথাও ছিল না। শুধু থাকে বনভূমি, শুধু থাকে কালী সাঁতরা। এখন কালী সাঁতরার আর হাঁটবার প্রয়োজন থাকে না। এবার বসাই পালিয়ে গেছে, পিয়াসোল গেছে, হরিধন সর্দারের ব্যবস্থা করে তবে গেছে, কালীর হঠাৎ মনে হয় ওর বয়স একষট্টি, ও বড় ক্লান্ত।

ভীষণ, ভীষণ, ভীষণ ক্লান্ত। আবার ফিরতে হবে। আবার বসাইকে শনাক্ত করতে হবে, এবার শরীরটা *ঠিক* করে ফেলতে হবে। কিন্তু এখন কালী একটু বসবে। আস্তে সে জটাজালে তৈরি স্বভাব গুহায় ঢোকে। কাঁচা মাটির গোর। প্রত্যাশিত।

প্রত্যাশিত, খুব প্রত্যাশিত। কোণে ব্যাণ্ডেজ। রক্তাক্ত। ভাঙা অ্যাম্পুল। কালী সেগুলি সযত্নে কুড়োয়, গোরে রাখে। প্রত্যাশিত। পঞ্চম মৃত্যুতে বসাই মৃত ও সমাহিত। রাতে। একই রাতে বসাই ডেন্‌ ছেড়ে পলাতক। ষষ্ঠ—সপ্তম—অষ্টম···মরণ বোল্‌থে কিছু লাই হে কম্‌রেট। বাঁচাটো লিয়ে যধো গোলমাল। বসাই দ্রৌপদীকে

বিয়ে করতে চেয়েছিল। দ্রৌপদী দুলনাকে বিয়ে করে। অপারেশন-কদমখুঞা।

কালী সন্তর্পণে হাত রাখে গোরের মাটিতে। মাটি উপড়ে ফেললে কালী কাকে দেখবে? এ কোন্ বসাই? দুলনার চেয়েও তরুণ? হাইট? কপালের কাটা দাগ? রিচুয়াল একটিই। বাতাসের গলা মোচড়ানো। পঞ্চম মৃত্যুতে কোনো পুলিস, কোনো কালী সাঁতরা, কোনো অন্য লোক ছিল না। অন্ধকার। কয়েকজন সঙ্গের সাথী। সে অন্ধকারে কোনো সাঁওতাল বাতাসের গলা মোচড়ালে দেখতে পাবার কথা নয়, তবু কালী জানে, বসাই এবারও অন্ধকারের গলা মুচড়ে পিষে দিয়েছিল। বাতাসকে মুচড়ে বাতাসকে অবয়ব দেবে একদিন, অন্ধকারের গলা মুচড়ে তাকে আগুন বানাবে। যে রাতে পঞ্চম বসাইকে গোর দিয়ে ষষ্ঠ বসাই হয়ে চলে গেল, সে কি রকম? খুব সুন্দর হোক সে। খুব তরুণ। খুব কালো রং, খুব সুন্দর, খুব তরুণ, খুব, খুব, খু···ব। ঘুম পাচ্ছে।

কালী ঘুমিয়ে পড়ল ঝুরিতে হেলান দিয়ে। মুখটি ঈষৎ হাঁ, কণ্ঠাস্থি উঠছে-নামছে, মোটা ও ঘষা চশমার কাচের পেছনের চোখটি বোজা। ঘুমের পরও শরীর টেন্‌স্ ছিল, থাকে, তারপর ক্রমে শরীরে এলায়িত আত্মসমর্পণ নামে। ঘুমের পরই কালী উঠবে ও চলে যাবে। এবার ও সেঁয়াল্ মূল ঠিক খুঁজে নিতে পারবে। সারাদিন কোন মতে কাটিয়ে দেবে। সন্ধে হলে বেতুল তো আসবেই। উদ্ধবের কথাটা এবার দ্রৌপদীকে বলা হল না। না হোক। সে কথা জিগ্যেস করার, বলবার বহু সুযোগ কালী এই লাইফ স্প্যানেই পাবে।

কালী ঘুমোয়। পুবদিক থেকে, সূর্যের দিকে পেছন ফিরে ছোট একটি পুলিসবাহিনী বনে ঢোকে ও অসামান্য, অমানুষী দক্ষতায় কালী যেখানে, সেদিক পানে এগোতে থাকে। ওদের পায়ের চাপে ভিজে মাটিতে কোনো শব্দ হয় না।

দ্রৌপদী

নাম দোপ্‌দি মেঝেন্, বয়স সাতাশ, স্বামী দুলন্ মাঝি (নিহত), নিবাস চেরাখান্, থানা বাঁকড়াঝাড়, কাঁধে ক্ষতচিহ্ন (দোপ্‌দি গুলি খেয়েছিল), জীবিত বা মৃত সন্ধান দিতে পারলে এবং জীবিত হলে গ্রেপ্তারে সহায়তায় একশত টাকা .....

দুই তকমাধারী য়ুনিফর্মের মধ্যে সংলাপ।

এক তকমাধারী: সাঁওতালীর নাম দোপ্‌দি, ক্যান? আমি যে নামের লিস্টি লইয়া আসছি তাতে ত এমুন নাম নাই? লিস্টিতে নাই এমুন নাম কেউ থুইতে পারে?

দুই তকমাধারী: দ্রৌপদী মেঝেন। ওর মা যে বছর বাকুলির সূর্য সাহুর (নিহত) বাড়িতে ধানভানারী ছিল, সে বছর ওর জন্ম। সূর্য সাহুর বউ ওর নাম দিয়েছিল।

এক তকমাধারী: অহনকার অপিচাররা জানে ক্যাবল ফশ-ফশাইয়া ইংরাজী লিখতে। হেয়ার নামে এত লিখছে কি?

দুই তকমাধারী: মোস্ট নটোরিয়াস মেয়েছেলে। লং ওআন্‌টেড ইন মেনি......

ড্যাসিয়ের: দুলন্ ও দোপ্‌দি দাওয়ালী কাজ করত, বিটুইন বীরভূম-বর্ধমান-মুর্শিদাবাদ-বাঁকুড়া রোটেট করে ঘুরত। ১৯৭১ সালে বিখ্যাত অপারেশন বাকুলিতে যখন তিনটি গ্রাম হেভি কর্ডন করে মেশিনগান করা হয় তখন এরা দুজনও নিহতের ভান করে পড়ে থাকে। বস্তুত এরাই মেইন ক্রিমিনাল। সূর্য সাহু ও তার ছেলেকে খুন, ড্রাউটের সময়ে আপার কাস্টের ইঁদারা ও টিউবওয়েল দখল, সবেতেই এরা মেইন, সেই ছেলে তিনটেকে পুলিসের হাতে সারেণ্ডার না করাতেও। এবং অপারেশন বাকুলির আর্কিটেক্ট ক্যাপটেন অর্জন সিং প্রভাতে লাশ গণনা করতে গিয়ে স্বামী স্ত্রীকে না পেয়ে

তাৎক্ষণিক ব্লাডসুগারে আক্রান্ত হয়ে পুনর্বার প্রমাণ করে বহুমূত্র সত্যই দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের ব্যাধিও বটে। বহুমূত্র বারোভাতারী। তার এক ভাতার অ্যাংজাইটি।

দুলন্ ও দোপ্দি দীর্ঘদিন নিয়ানডারথাল অন্ধকারে নিখোঁজ থাকে এবং বিশেষ বাহিনী সে অন্ধকারে সশস্ত্র সন্ধানে বিদ্ধ করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বেশ কিছু দাওয়ালী সাঁওতাল সাঁওতালনীকে তাদের অনিচ্ছায় সিংবোঙার কাছে যেতে বাধ্য করে। ভারতের সংবিধানে জাত-ধর্ম্মো নির্বিশেষে সকল মানুষই পবিত্র, তা সত্ত্বেও এহেন অঘটন ঘটে যায়। কারণ দ্বিবিধ: এক—নিখোঁজ দম্পতির আত্মগুপ্তিতে অসামান্য দক্ষা। দুই—বিশেষ বাহিনীর চোখে সাঁওতাল কেন, অস্ট্রো-এশিয়াটিক মুণ্ডা গোষ্ঠীর সকল সন্তানকেই এক চেহারা মনে হওয়া।

বস্তুত, বাঁকড়াঝাড় থানার আণ্ডারে (এ ভারতে কেয়োটিও কোনো না কোনো থানার আণ্ডারে) অবস্থিত কুখ্যাত ঝাড়খানী জঙ্গলের চতুষ্পার্শ্বে, এমন কি অগ্নি ও নৈঋ‍ত কোণেও, থানা—আক্রমণ, বন্দুক অপহরণ (যেহেতু ছেন্‌তাইপার্টি নির্বিশেষে সুশিক্ষিত নয় সেহেতু বন্দুকের বদলে তারা "চেম্‌বারটা দিয়ে দিন"ও বলে)—গোলদার-জোতদার-মহাজন-শান্তিরক্ষক-কাণ্ডজে বাবু ও খোঁচোড় হত্যাদিতে অপরাধী বলে যাদের সন্দেহ করা হয়, তাদের সম্পর্কে সংগৃহীত প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণীতে জানা যায় বহু পিলে চমকানো কথা। দুই কৃষ্ণাঙ্গ নরনারীর ঘটনার আগে সাইরেন চীৎকারে "কুলকুলি" দিয়েছে। কতকগুলি অসভ্য, সাঁওতালীদের কাছেও দুর্বোধ্য ভাষায় তারা নিহতদের ঘিরে উল্লাস সংগীত গেয়েছে। যথা :—

"সামারে হিজুলেনাকো মার্ গোয়েকোপে"

এবং

"হেন্‌দে রাম্‌রা কেচে কেচে
পুন্‌ডি রাম্‌রা কেচে কেচে।"

এতে নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় এরাই ক্যাপটেন অর্জন সিংয়ের বহু-

যুদ্ধের কারণ। প্রশাসনিক কার্যরীতি সাংখ্যের পুরুষ, বা মাকড়া দর্শকের চোখে আন্তোনিওনির আগেকার ফিল্মের মতই দুর্বোধ্য বলে প্রশাসন পুনর্বার অর্জন সিংকেই অপারেশন ফরেস্ট ঝাড়খানীতে পাঠায় এবং বুদ্ধিবৃত্তি দপ্তরের কাছে উক্ত কুলকুলে ও নৃত্যশীল দম্পতিই যে পলাতক লাশদ্বয় তা জেনে অর্জন সিং কিছুক্ষণ "জোম্‌বি" অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং কৃষ্ণাঙ্গ মানুষে তার এমন অহেতুক ভীতি জন্মায়, যে নেংটিপরা কালো মানুষ দেখলেই সে "জান্ লে লি" বলে অবসন্ন হয়ে ঘন ঘন জল ফেরায় ও জল খায়। কি য়ুনিফর্ম, কি গ্রন্থসাহেব, কেউই তাকে এ অবসাদ থেকে উদ্ধার করতে পারে না। তারপর প্রিম্যাচিওর ফোর্স্‌ড রিটায়ারমেন্টের জুজু দেখিয়ে তবে তাকে বাঙালি, প্রৌঢ়, সমর ও বামপন্থী উগ্র রাজনীতি স্পেশালিস্ট সেনানায়কের টেবিলে হাজির করা যায়। সেনানায়ক প্রতিপক্ষের কাণ্ডবাণ্ড ও এলেমের দৌড় প্রতিপক্ষের চেয়েও ভাল জানেন। তাই তিনি অর্জন সিংকে প্রথমে শিখ জাতির সমরপ্রতিভা সম্পর্কে স্তুতি জানান। পরে বুঝিয়ে দেন, শুধু কি প্রতিপক্ষের বেলাই বন্দুকের নল ক্ষমতার উৎস? অর্জন সিংয়ের ক্ষমতাও তো বন্দুকের মেল অর্গান থেকে বেরোয়। হাতে বন্দুক না থাকলে এ যুগে "পঞ্চ ক" অব্দি বিকল ও ব্যর্থ। এ সকল বক্তিমে তিনি অন্যদের কাছেও করেন, ফলে যুধ্যমান বাহিনীর মনে পুনর্বার "আর্মি হ্যান্ড্‌ড বুক" কেতাবে আস্থা ফেরে। কেতাবটি সাধারণের জন্য নয়কো। তাতে লেখা আছে, আদিম অস্ত্রাদি নিয়ে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ সব চেয়ে ঘৃণ্য ও নিন্দার্হ। উক্ত পদ্ধতির যোদ্ধাদের দর্শন মাত্রে নিধন হল সেনামাত্রের পবিত্র কর্তব্য। দোপ্‌দি ও দুল্‌না উক্ত যোদ্ধাদের ক্যাটেগরিতেই পড়ে, কেন না তারাও টাঙি-হেঁসো-তীর-ধনুক ইত্যাদি নিয়ে নিধনকার্য চালায়। বস্তুত তাদের আক্কেটি-ক্ষমতা বাবুদের চেয়ে বেশি। সকল বাবু চেম্বার ফোটনে বিশারদ হয় না, তারা ভাবে বন্দুক ধরলেই ক্ষমতা আপ্‌সে বেরোবে। কিন্তু দুল্‌না ও দোপ্‌দি নিরক্ষর বলে অস্ত্র অভ্যাস করেছে জন্ম পরম্পরায়। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, এই সেনানায়ককে

প্রতিপক্ষ তুচ্ছ মনে করে বটে, কিন্তু এ সামান্থি মানুষ নয়। ইনি প্র্যাকটিসে যাই করুন, থিওরিতে প্রতিপক্ষের আদর্শকে শ্রদ্ধা করেন। এই জন্য শ্রদ্ধা করেন, যে "ও কিস্সু নয়, চেংড়ারা বন্দুক লইয়া খেলে" মনোভাব নিয়ে এগোলে ওদের বোঝা যাবে না ও বিনাশ করা যাবে না। ইন্ অর্ডার টু ডেস্ট্রয় এনিমি, বিকাম ওয়ান। তাই তিনি ওদের একজন (থিওরিতে) হয়ে ওদের বোঝেন। এবং ভবিষ্যতে এ নিয়ে লেখালিখির বাসনা রাখেন। তখন (সেই লেখায়) বাবুদের ডিমোলিশ করে দাওয়ালীদের বক্তব্যটিকে হাইলাইট করবেন, এও তিনি ঠিক করে রেখেছেন। তাঁর মনের এ সকল প্রসেসকে আপাতজটিল মনে হতে পারে কিন্তু আসলে তিনি খুবই সরল এবং কাউঠার মাংস খেয়ে তাঁর সেজ ঠাকুরদার মতই তিনিও আনন্দ পান। আসলে তিনি জানেন, প্রাচীন গণনাট্যগীতির মত করভটে বদল হোগা জমানা। এবং সকল জমানাতেই তাঁর সসম্মানে টেকার মত টিকিটপত্তর চাই। দরকার হলে ভবিষ্যৎকে তিনি দেখিয়ে দেবেন তিনিই ব্যাপারটি কত ঠিক পার্স্পেকটিভে বুঝেছিলেন। আজ যা যা করছেন তা ভবিষ্যতের মানুষ ভুলে যাবে তাতে তাঁর তিলেক সন্দেহ নেই এবং জমানা হতে জমানায় সবার রঙে রং মেশাতে পারলে তিনি সংশ্লিষ্ট জমানার প্রতিনিধি হতে পারবেন এও তিনি জানেন। আজকে "অ্যাপ্রিহেনশন অ্যাণ্ড এলিমিনেশন" করে তিনি তরুণদের নিকেশ করছেন বটে কিন্তু মানুষ রক্তের স্মৃতি ও শিক্ষা অচিরে ভুলবে এ তিনি জানেন। এবং একই সঙ্গে তিনিও শেক্স্পীয়ারের মত তরুণের হাতে পৃথিবীর লিগেসি তুলে দেওয়াতে বিশ্বাসী। তিনিও প্রস্পেরো।

যা হোক, এরপর জানা যায় বহু যুবক-যুবতী ব্যাচ বাই ব্যাচ জীপগাড়ি আরোহণে থানার পর থানা হানা দিয়ে অঞ্চলটিকে যুগপৎ সন্ত্রস্ত ও উল্লসিত করে ঝাড়খানীর জঙ্গলে বিলীন হয়। যেহেতু বাকুলি থেকে নিখোঁজ হবার পর থেকে দোপ্‌দি ও দুলনা প্রায় সকল জোতদার ঘরে কাজ করেছে, সেহেতু তারা হন্তব্যদের বিষয়ে

হন্তাদেরকে টপাটপ খবর দেয় এবং সগর্বে ঘোষণা করে তারাও সেনানী, র‍্যাংক অ্যান্ড ফাইল। অবশেষে তুর্ভেদ্য ঝাড়খানী জঙ্গল সেনানী দিয়ে চক্রব্যূহে বেড়ে ফেলা হয়, আর্মি ভেতরে ঢোকে ও রণভূমি চিরে চিরে পলাতকদের খোঁজে। একই সঙ্গে কার্টোগ্রাফার বনের ম্যাপ আঁকতে থাকেন ও সেনারা জলপানের অবলম্বন ঝর্ণা ও কুণ্ডীগুলি পাহারা দেয় আড়ালে থেকে, আজও দিচ্ছে, আজও খুঁজছে। তেমনি এক তল্লাসকালে সেনাদের খোঁজিয়াল তুখীরাম ঘড়ারী দেখতে পায় চ্যাটাল পাথরে উপুড় হয়ে শুয়ে এক সাঁওতাল যুবক মুখ ডুবিয়ে জল খাচ্ছে। সে অবস্থায় তাকে গুলিবিদ্ধ করা হয় ও '৩০৩র আঘাতে ছিটকে পড়ে যেতে যেতে সে তু হাত ছড়িয়ে ভীষণ গর্জনে "মা——হো" বলে সফেন রক্ত উদ্গীরণ করে নিশ্চল হয়। পরে বোঝা যায় সেই কুখ্যাত তুলন্ মাঝি।

এই "মা——হো" শব্দটির মানে কি? এটি কি আদিবাসী ভাষায় উগ্রপন্থী স্লোগান? এর মানে কি তা ভেবে শান্তিরক্ষক-দপ্তর বহু চিন্তা করেও হালে পানি পান না। আদিবাসী-বিশেষজ্ঞ তুই মক্কেলকে কলকাতা থেকে উড়িয়ে আনা হয় এবং তাঁরা হফম্যান জেফার—গোল্‌ডেন-পামার প্রমুখ মহাশয়দের রচিত অভিযান নিয়ে গলদ্ঘর্ম হতে থাকেন। অবশেষে সর্বজ্ঞ সেনানায়ক চমরুকে ডাকেন। ক্যাম্পের জলবাহী সাঁওতাল চমরু তুই বিশেষজ্ঞকে দেখে ফুচফুচিয়ে হাসে, বিড়ি দিয়ে কান চুলকোয় ও বলে, উটি মালদ'র সাঁওতালরা সেই গাঁধীরাজার সময়ে লড়তে নেমে বলেছিল বেটে! উটি লড়াইয়ের ডাক। তা হেথা কোন্ বেটা "মা—হো" বলল বেটে? মালদ' হতে কেউ এল?

সমস্যা ফরসা হয়। তারপর তুলনের শবদেহ উক্ত পাথরে ফেলে রেখে সেনারা সবুজ উর্দির কামোফ্লাজে গাছে গাছে চড়ে দেবতা প্যানের মত গাছের সপত্র ডাল আলিঙ্গনে বেঁধে অসভ্য জায়গায় কাঠপিঁপড়ের সন্ধানী কামড় খেতে খেতে অপেক্ষা করে। দেখে মৃতদেহ নিতে কেউ আসে কি না। এটি শিকার পদ্ধতি যেমন,

যুদ্ধের পদ্ধতি তেমন নয়। কিন্তু সেনানায়ক জানেন, কোন চেনা-জানা পদ্ধতিতেই এ খচড়াদের নিকেশ করা যাবে না। তাই তিনি মড়ির টোপ দেখিয়ে শিকারকে টেনে আনতে বলেন। তিনি বলেন সব ফরসা হয়ে যাবে। যে সব গান গেয়েছে দোপ্‌দি তার মানেও বের করে ফেললাম বলে।

তাঁর কথা শিরোধার্য করে সেনারা তৎপর হয়। কিন্তু দুলনের মৃতদেহ নিতে কেউ আসে না। উপরন্তু রাতের আঁধারে খচরমচর শুনে সেনারা গুলি ছুঁড়ে নেমে এসে দেখে তারা শুকনো পাতার বিছানায় সঙ্গমরত শজারু দম্পতিকে মেরেছে। জঙ্গলে সেনাদের পথ চেনাবার খোঁজিয়াল দুখীরাম ঘড়ারী অসংসারীর মত দুলন্‌-সংশ্লিষ্ট বকশিশ না নিয়েই কার যেন হেঁসোতে গলা দেয়। দুলনের লাশ বয়ে আনতে আনতে সেনারা লাশভক্ষণে বাধাপ্রাপ্ত কাঠপিঁপড়েদের কামড়ে আশীবিষের যন্ত্রণা পায়। লাশ নিতে "কোই ন আয়া" শুনে সেনানায়ক পেপারব্যাকের আন্টিকাসিস্ত্‌ "ডেপুটি" কেতাবটি চাপড়ে "হোআট" বলে চেঁচিয়ে ওঠেন এবং তখনই একজন আদিবাসী-বিশেষজ্ঞ আর্কিমিডিসের মত ন্যাংটো ও শুভ্র আনন্দে ছুটে এসে বলে ওঠেন, সার! ওই হেন্‌দে রাম্‌রা কথাগুলোর মানে বের করে ফেলেছি। ওগুলো মুণ্ডারী ল্যাংগোয়েজ।

অতএব দোপ্‌দির খোঁজ চলতে থাকে। ঝাড়খানী জঙ্গল বেল্‌টে অপারেশন চলেছে—চলছে—চলবে। ওটি প্রশাসনের নিতম্বে দুষ্ট ফোড়া। সিদ্ধ মলমে সারবার নয়, তোকমারিতে ফাটবার নয়। প্রথম কেজে পলাতকরা জঙ্গলের টোপোগ্রাফি না জানায় পটাপট ধরা পড়ে ও সম্মুখ সংঘর্ষের নিয়মে তাদের শরীরে করদাতার খরচের শ্রাদ্ধ করে গুলি বেঁধানো হয়। সম্মুখ সংঘর্ষের নিয়মে তাদের শরীরের চক্ষু:গোলক-পৌষ্টিকনালী-পাকস্থলী-হৃৎপিণ্ড-জনন স্থান প্রভৃতি শেয়াল-শকুন-হায়েনা-বনবিড়াল-পিঁপড়ে ও কৃমির খাদ্য হয় এবং নির্মাংস শুভ্র কঙ্কাল নিয়ে ডোমরা সানন্দে বেচতে যায়।

পরবর্তী কেজে তারা সম্মুখ সংঘর্ষে ধরা দেয় না। তাতে এখন

মনে হচ্ছে তারা কোনো একজন বিশ্বস্ত ক্যুরিয়ারকে পেয়েছে। সে যে দোপ্‌দি, সে সম্ভাবনা টাকায় নব্বই পয়সা। দোপ্‌দি দুলন্‌কে প্রাণাধিক ভালবাসত। এখন সেই ওদের বাঁচাচ্ছে নিশ্চয়।

"ওদের" কথাটিও হাইপোথেসিস্‌।

কেন?

ওরিজিনালি কতজন গিয়েছিল?

উত্তর নীরবতা। সে বিষয়ে বহু গল্প উড্ডীয়মান, বহু কেতাব যন্ত্রস্থ। সব কথা বিশ্বাস না করাই ভাল।

ছয় বছরে কতজন সম্মুখ সংঘর্ষে নিহত?

উত্তর নীরবতা।

সম্মুখ সংঘর্ষের পর কঙ্কালসমূহের হাত ভাঙা বা কাটা কেন? নুলোরা কি সম্মুখ সংঘর্ষ করতে পারে? কণ্ঠাস্থি লটরপটর পা ও পাঁজরের অস্থি চূর্ণিত কেন?

উত্তর দুরকম। নীরবতা। চোখে অভিমানী তিরস্কার, ছিঃ! এসব কথা কি কইতে আছে? যা হবার তা তো···

এখন কতজন জঙ্গলে আছে?

উত্তর নীরবতা।

তারা কি এক লিজিয়ন? তাদের কারণে করদাতাদের খরচে একটি বড় বাহিনী হামেহাল ওই জঙ্গলের বন্য পরিবেশে মোতায়েন রাখা কি জাস্‌টিফায়েড?

উত্তর: অবজেকশন। "বন্য পরিবেশ" কথাটি ঠিক নয়। মোতায়েন বাহিনী সুষম খাদ্য-চিকিৎসা ব্যবস্থা যথাধর্ম মতে অনুষ্ঠানের সুবিধা, বিবিধ ভারতী শোনা ও "ইয়ে হ্যায় জিন্দ্‌গী" ফিল্‌মে সঞ্জীবকুমার ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মুখোমুখি দেবার সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। না। পরিবেশ "বন্য" নয়।

কতজন আছে?

উত্তর নীরবতা।

কতজন আছে? অ্যাট অল কেউ আছে কি?

তু পলাতে পারিস না ?

নাঃ। কতবার পলাব বল ? ধরলে যা কি করবে বল ? কাঁউটার করে দিবে, দিক।

মুসাইয়ের বউ বলল, মোদের আর ক্ষুধা যাবার নাই।

দোপ্‌দি আস্তে বলল, কারো নাম বলব না।

দোপ্‌দি জানে, এতদিনে শুনে শুনে শিখেছে, কেমন করে নির্যাতনের সঙ্গে মুকাবিলা করা যায়। যদি নির্যাতনে নির্যাতনে শরীর ও মন ভেঙে পড়ে তখন দোপ্‌দি নিজের জিভ দাঁতে কেটে ফেলবে। সেই ছেলেটা কেটে ফেলেছিল নিজের জিভ। তাকে কাঁউটার করে দিল। কাঁউটার করে দিলে তোমার হাত থাকে পেছনে বাঁধা। শরীরের প্রতিটি হাড় থাকে চূর্ণ, যৌনাঙ্গে ভীষণ ক্ষত।—কিল্‌ড বাই পোলিস ইন অ্যান এনকাউন্টার···আননোন্‌ মেল্‌ ···এজ টুয়েন্টি টু···

এইসব ভাবতে ভাবতে পথ চলতে চলতে দোপ্‌দি শুনল কে তাকে ডাকছে, দোপ্‌দি !

সাড়া দিল না ও। স্বনামে ডাকলে ও সাড়া দেয় না। এখানে ওর নাম উপী মেঝেন্‌। কিন্তু কে ডাকে ?

ওর মনে নিরন্তর সন্দেহের কাঁটা গুটিয়ে থাকে। "দোপ্‌দি" শুনে সন্দেহের ধারাল কাঁটা শজারুর কাঁটার মত দাঁড়িয়ে পড়ল। হাঁটতে হাঁটতে ও মনে মনে চেনা মুখের ফিল্‌ম রোল খুলে চলল। কে ? সোম্‌রা নয়, সোম্‌রা পলাতক। সোমাই আর বুধনা পলাতক, অন্য কারণে। গোলক নয়, সে বাকুলিতে আছে। এ বাকুলির কেউ ? বাকুলি ছেড়ে বেরোবার পর থেকে তার ও দুল্‌নার নাম হয়েছিল উপী মেঝেন, মাতং মাঝি। এখানে এক মুসাই আর তার বউ ছাড়া আসল নাম কেউ জানে না। বাবু ছেলেদের মধ্যে আগেকার ব্যাচের সবাই জানত না।

সে সময়টা বড় গোলমেলে। দোপ্‌দির ভাবতে গেলে গোলমাল লাগে। বাকুলিতে অপারেশন বাকুলি। সুর্য সাউ বিজিতবাবুর সঙ্গে

ঝড় করে দু বছরে বাড়ির চৌহদ্দিতে দুটো টিউবওয়েল বসাল, কুয়ো খুঁড়ল তিনটে। কোথাও জল নেই, বীরভূমে খরা। সূর্য সাউয়ের বাড়িতে অথই জল, কাকের চোখের মত নির্মল।

কানাল টেক্সো দিয়ে জল লাও, জ্বলে গেল সব।
টেক্সোর জলে চাষ বাড়িয়ে আমার কি লাভ?

জ্বলে গেল সব।

যাও, যাও। তোমাদের পঞ্চায়েতী বদমাসি আমি মানি না। জল লিয়ে চাষ বাড়াব। আধা ধান আধিয়ার লিবে। উনো ধানে সবাই বশ। তখন ধান বাড়ি দাও, টাকা দাও, যাঃ তোদের তরে ভাল কাজ করে আমার শিক্ষা হয়েছে।

কি ভাল কাজ করলা তুমি?

জল দিই নাই গ্রামকে?

ভগুনাল বিয়াইকে দিয়েছ।

তোরা জল পাস না?

নাঃ। ডোম চাঁড়াল জল পায় না।

এই কথা থেকে ঝগড়া। খরায় মানুষের ধৈর্যসহ্য সহজে জ্বলে। গ্রামের সতীশ-যুগল-সেই বাবু ছেলেটা, বুঝি রানা তার নাম, তারা বলল, জোতদার মহাজন কিছু দিবে না, খতম কর।

সূর্য সাউয়ের বাড়ি রাতে ঘেরাও। সূর্য সাউ বন্দুক বের করেছিল। গরুর দড়িতে পাছমোড়া বাঁধা সূর্য। চোখের ডিম সাদাটে, ঘুরছে, কাপড় নষ্ট হচ্ছিল। দুলনা বলেছিল, আমি আগে কোপ দিব হে। আমার বাপের বাপ ধান বাড়ি নিয়াছিল সে ধার শুধতে আজও বেগারী দেই।

দোপ্‌দি বলেছিল, মোর পানে চেয়ে লাল গড়াত মুখে, ওর চোখ আমি উপড়াব।

সূর্য সাউ। তারপর সিউড়ি থেকে টেলিগ্রাফিক মেসেজ। স্পেশাল ট্রেন। আর্মি। জীপ বাকুলি অব্দি আসেনি। মার্চ-মার্চ-মার্চ। নালপরা বুটের নিচে কাঁকরের ক্রাঁচ-ক্রাঁচ-ক্রাঁচ। কর্ডন

আপ। মাইকে আদেশ। যুগল মণ্ডল-সতীশ মণ্ডল-রানা অ্যালায়াস-প্রবীর অ্যালায়াস দীপক-দুল্‌না মাঝি-দোপ্‌দি মেঝেন-সারেণ্ডার, সারেণ্ডার। নো সারেণ্ডার সারেণ্ডার। মো—মো—মো ডাউন দি ভিলেজ। খটাখট—খটখট—বাতাসে কর্ডাইট—খটখট—রাউণ্ড দি ক্লক—খটখট। ফ্লেম থ্রোআর। বাকুলি জ্বলছে। মোর মেন আন্‌ড উইমেন, চিল্‌ড্রেন ···ফায়ার—ফায়ার। ক্লোজ কানাল অ্যাপ্রোচ। ওভার-ওভার-ওভার বাই নাইটফল। দোপ্‌দি আর দুল্‌না বুকে হেঁটে পালিয়েছিল।

বাকুলির পর পল্‌তাকুড়িতে ওরা পৌঁছতে পারত না। ভূপতি আর তপা নিয়ে যায়। তারপর ঠিক হয় দোপ্‌দি ও দুল্‌না ঝাড়খানী বেল্‌টের আশে পাশে কাজ করবে। দুল্‌না দোপ্‌দিকে বুঝিয়েছিল, এই ভাল রে! এতে আমাদের ঘর-সংসার ছেলেমেয়ে হবে না। কে বলতে পারে একদিন জোতদার-মহাজন-পুলিস সব নিশ্চিহ্ন হবে না?

কিন্তু আজকে ওকে পেছন থেকে কে ডাকল?

দোপ্‌দি হাঁটতে থাকল। গ্রাম-প্রান্তর-ঝোপঝাড় ও খোয়াই-পি. ডব্ল্যু. ডির থাম্‌বা—পেছনে ছুটে আসার শব্দ। একজনই আসছে। ঝাড়খানীর জঙ্গল এখনো ক্রোশখানেক। এখন ওর মনে হল জঙ্গলে ঢুকে পড়তে পারলে বাঁচে। ওদের বলতে হবে পুলিস আবার তার নামে লুটিস দিয়েছে। বলতে হবে সেই হারামি সাহেব আবার এসেছে। হাইড-আউট পালটাতে হবে। তা ছাড়া, সান্দারাতে খেতমজুরদের টাকা দেওয়া নিয়ে যে গণ্ডগোল হয়, তারপর সেখানে লক্ষ্মী বেরা, নারাণ বেরাকে সূর্য সাউ করে দেবার প্ল্যানও নাকচ করতে হবে। সোমাই ও বুধনা সবই জানত। দোপ্‌দির বুকের নিচে ভীষণ বিপদের আর্জেন্সি। ওর এখন মনে হল সোমাই ও বুধনা যে হারামি করবে তাতে সাঁওতাল হয়ে ওর লজ্জার কিছু নেই। দোপ্‌দির রক্ত চম্পাভূমির পবিত্র কালো রক্ত, নির্ভেজাল। চম্পা থেকে বাকুলি, কত লক্ষ চাঁদের উদয়াস্তের পথ। রক্তে ভেজাল

মিশতে পারত, দোপ্‌দির পূর্বপুরুষদের জন্যে গর্ব হল। তারা কালো কুঁচের কুচিলায় মেয়েদের রক্ত পাহারা দিত। সোমাই ও বুধনা জারজ। যুদ্ধের ফসল। শিয়নডাঙার মার্কিন সৈন্যদের উপহার টুওআর্ডস্ রাঢ়ভূমি। নইলে কাক যদি বা কাকের মাংস খায়, সাঁওতাল সাঁওতালকে ধরাতে হারামি করে না।

পেছনে পায়ের শব্দ। শব্দ ও দোপ্‌দির মাঝে ব্যবধান এক থাকছে। কোঁচড়ে ভাত, কসিতে গোঁজা তামাক পাতা। অরিজিত, মালিনী, শামু, মণ্টু কেউ বিড়ি সিগারেট চা খায় না। তামাক পাতা ও চুন। কসিতে কাগজের মোড়ক গোঁজা আলকুলির বীজ থেঁতো। বিছে কামড়ালে অব্যর্থ ওষুধ। কিছুই দেওয়া যাবে না।

দোপ্‌দি বাঁ দিকে ঘুরল। এদিকে ক্যাম্প। দু মাইল দূরে। বনের পথ নয় এটা। কিন্তু পেছনে খোঁচোড় নিয়ে দোপ্‌দি বনে যাবে না।

জান কসম। জা—হান্ কসম্ তুল্‌না, জান ক—সম্। কিছুই বলা হবে না।

পায়ের শব্দ বাঁ দিকে ঘুরল। দোপ্‌দি কোমরে হাত দিল। হাতের তেলোয় বাঁকা চাঁদের আশ্বাস। হেঁসোর বাচ্চা। ঝাড়খানীর কামাররা গড়ে ভাল। এমন শা—হান্ দিয়ে দিব উপী, যে শত দুখীরামরে—। দোপ্‌দি ভাগ্যে বাবু হতে যায় নি। বরঞ্চ ওরাই বুঝেছে সব চেয়ে ভালো কাস্তে-হেঁসো-টাঙি-ছুরি। নীরবে কাজ সারে। দূরে ক্যাম্পের আলো। দোপ্‌দি সেদিকে বা যাচ্ছে কেন? দাঁড়া তুই, ফিন বাঁক ঘুর‍্যে যায়। আঃ—হা! রাতভোর আমি চক্ষু মুদে ঘুর‍্যে বুলতে পারি। জঙ্গলে যাব না, পথ হারাব না। দম ছুটবে না। তুই শালো খোঁচোড়, জাহানের মায়ায় মরিস, তু ঘুরবি? দম ছুট্যোয়ে তোরে গাঢ়ায় ফেলে নিকাশ করে দিব।

কিছুই বলা হবে না। নতুন ক্যাম্প দেখে এসেছে দোপ্‌দি বাস স্টেশনে বসে গল্প করে বিড়ি টেনে জেনে এসেছে কত কনভয় পুলিস এল, কটা ওয়্যারলেস ভ্যান। ডিংলা চার, পিঁয়াজ সাত, লঙ্কা পঞ্চাশ

সিধা হিসাব। কিছুই জানানো যাবে না। ওরা নিশ্চয় বুঝে নেবে দোপ্‌দি যেখান্ কাঁউটার হয়ে যেল্‌ছে। তখন পলাবে। অরিজিতের গলা, যদি কেউ ধরা পড়ে, টাইম বুঝে অন্যরা হাইড-আউট চেন্‌জ করবে। কমরেড দোপ্‌দি যদি দেরি করে আসে, আমরা এখানে থাকছি না। কোথায় যাচ্ছি, নিশানী থাকছে। কোনো কমরেড নিজের জন্যে অন্যদের ডেস্‌ট্রয়েড হতে দেবে না।

অরিজিতের গলা। জলের কুলকুল শব্দ। পাথর তুলে নিচে রাখা কাঠের টুকরোর তীর ফলা-মুখ যেদিকে. সেদিকের হাইড আউটে যাওয়া হয়েছে।

এটা দোপ্‌দির পছন্দ, বোধায়ও। দুল্‌না মরে গেল, কারুকে মেরে মরেনি বাবা। প্রথম থেকে এ সব মাথায় জারায়নি বলে এ-ওর জন্যে হামলাতে গিয়ে কাঁউটার হতিস্। এখন অনেক নির্মম নিয়ম, সহজ ও বোধ্য। দোপ্‌দি ফিরল, ভালো, ফিরল না, ব্যাড। চেইন্‌জ হাইড-আউট। নিশানী এমন হবে, অপোজিশন দেখতে পাবে না, দেখলে বুঝবে না।

পেছনে পায়ের শব্দ। দোপ্‌দি আবার ঘুরল। এই সাড়ে তিন মাইল বিস্তীর্ণ ডাঙা ও খোয়াই জঙ্গলে ঢোকার প্রকৃষ্ট পথ। দোপ্‌দি সে পথ পেছনে রেখে এসেছে। সামনে খানিকটা সমতল। তারপর আবার খোয়াই। এত উঁচুনিচুতে কখনো আর্মি ক্যাম্প ফেলেনি। এদিকটা নির্জন। ভুলভুলাইয়া। বাঘাগুগগুলি ইটা বেটে, সকল ঢিবা সকল ঢিবার মত দেখতে। ঠিক আছে দোপ্‌দি ফেউটাকে শোঁসানে নিয়ে তুলবে। সায়ান্দার পতিতপাবনকে তো শ্মশানকালীর নামে বলি দেওয়া হয়েছিল।

অ্যাপ্রিহেন্‌ড!

ঢিবাগুলির একটা উঠে দাঁড়াল। আরেকটা। আরেকটা। প্রৌঢ় সেনানায়ক যুগপৎ আনন্দিত ও নিরাশ। ইফ ইউ ওয়ান্‌ট টু ডেস্‌ট্রয় এনিমি, বিকাম ওয়ান। তিনি তা হয়েছিলেন। ছ বছর আগেও উনি ওদের প্রতিটি মুভ অ্যান্‌টিসিপেট করতে পারতেন, এখনও পারছেন,

আনন্দ। সাহিত্যের সঙ্গে যোগ রাখার ফলে "ফার্সট ব্লাড" পড়ে তিনি তাঁর চিন্তা ও কাজের সমর্থন দেখেছেন।

দোপ্‌দি তাঁকে ধাপ্পা দিতে পারল না, দুঃখ ও নিরাশা। কারণ দ্বিবিধ। ছ বছর আগে মস্তিষ্ক-কোষে সংগৃহীত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে লেখা তাঁর প্রবন্ধ বেরিয়েছে। তিনি প্রমাণ রেখেছেন, তিনি এ সংগ্রামের সমর্থক, দাওয়ালীদের পরিপ্রেক্ষিতে। দোপ্‌দি দাওয়ালী। ভেটেরান ফাইটার। সার্চ অ্যান্ড ডেস্ট্রয়। দোপ্‌দি মেঝেন অ্যাপ্রিহেন্‌ডেড হতে চলেছে। ডেস্ট্রয়েড হবে। দুঃখ।

হল্‌ট!

দোপ্‌দি থমকে দাঁড়াল। পেছনের পদশব্দ ঘুরে সামনে এসে দাঁড়াল। দোপ্‌দির বুকের নিচে কানালের বাঁধ ভাঙল। সর্বনাশ। সূর্য সাহুর ভাই রোতোনী সাহু। সামনের ঢিবা দুটি এগোল। সোমাই ও বুধনা। ওরা ট্রেনে পালায়নি।

অরিজিতের গলা, যখন জিতছ, তা যেমন জানবে, যখন হারলে, তা মানবে এবং পরের স্টেজ থেকে কাজ করবে।

দোপ্‌দি এখন দু হাত ছড়িয়ে আকাশপানে মুখ তুলে জঙ্গলের দিকে ঘুরে গিয়ে সর্ব সত্তার শক্তি দিয়ে কুলকুলি দিল। একবার, দু বার, তিনবার। তৃতীয় কুলকুলিতে ঝাড়খানী জঙ্গলের আঁচলের গাছে পাখিগুলো রাতের ঘুম ভেঙে ডানা ঝাপটে ডেকে উঠল। কুলকুলির প্রতিধ্বনি বহুদূর যায়।

॥ ৩ ॥

সন্ধ্যা ছটা সাতান্নতে দ্রৌপদী মেঝেন অ্যাপ্রিহেন্‌ডেড হয়। ওকে নিয়ে ক্যাম্প পর্যন্ত পৌঁছতে লাগে একঘণ্টা। ঠিক একঘণ্টা জেরা চলে। কেউই তার গায়ে হাত দেয় না এবং তাকে ক্যাম্বিসের

টুলে বসতে দেওয়া হয়। আটটা সাতান্নতে সেনানায়কের ডিনার টাইম হয় এবং "ওকে বানিয়ে নিয়ে এস। ডু দি নীডফুল" বলে তিনি অন্তর্ধান করেন।

তারপর এক নিযুত চাঁদ কেটে যায়। এক নিযুত চান্দ্র বৎসর। লক্ষ আলোকবর্ষ পরে দ্রৌপদী চোখ খুলে, কি বিস্ময়, আকাশ ও চাঁদকেই দেখে। ক্রমে ওর মস্তিষ্ক থেকে রক্তাভ আলপিনের মাথা সরে সরে যায়। নড়তে গিয়ে ও বোঝে এখনো ওর দু হাত দু খুঁটোয় এবং দু পা দু খুঁটোয় বাঁধা। পাছা ও কোমরের নিচে চটচটে কি যেন। ওরই রক্ত। শুধু মুখের ভেতর কাপড় নেই। ভীষণ তেষ্টা। পাছে "জল" বলে ওঠে, সেই ভয়ে ও দাঁতে নিচের ঠোঁট চাপে। বুঝতে পারে যোনিদ্বারে রক্তস্রাব। কতজন ওকে বানিয়ে নিতে এসেছিল?

ওকে লজ্জা দিয়ে চোখের কোল থেকে জল গড়ায়। ঘোলাটে চাঁদের আলোয় বিবর্ণ চোখ নিচের দিকে নামাতে নিজের স্তন দুটি চোখে পড়ে এবং ও বোঝে হ্যাঁ, ওকে ঠিকমত বানানো হয়েছে। এবার ওকে সেনানায়কের পছন্দ হবে। স্তন দুটি কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত, বৃন্ত ছিন্নভিন্ন। কত জন? চার-পাঁচ-ছয়-সাত—তারপর দ্রৌপদীর হুঁশ ছিল না।

পাশে চোখ ফিরিয়ে ও সাদা কি যেন দেখে। ওরই কাপড়। আর কিছু দেখে না। সহসা দৈবকৃপা আশা করে ও। সম্ভবত ওকে ফেলে গেছে ওরা। শেয়াল ছিঁড়ে খাবে বলে। কিন্তু ওর কানে আসে পায়ের ঘষটানি। ঘাড় ঘোরায় ও বেয়নেটে ভর দিয়ে দাঁড়ানো সান্ত্রী ওকে দেখে ও হাসে। চোখ বোজে দ্রৌপদী। অপেক্ষা করতে হয় না বেশীক্ষণ। আবার বানিয়ে নেবার প্রক্রিয়া শুরু হয়। চলতে থাকে। চাঁদ কিছু জ্যোৎস্না বমি করে ঘুমোতে যায়। থাকে শুধু অন্ধকার। একটি বাধ্য হয়ে পা ফাঁক করে চিতিয়ে থাকা নিশ্চল দেহ। তার ওপর সক্রিয় মাংসের পিস্টন ওঠে ও নামে, ওঠে ও নামে।

তারপর সকাল হয়।

তারপর দ্রৌপদী মেঝেনকে তাঁবুতে আনা হয় ও খড়ের ওপর ফেলা হয়। গায়ের ওপর কাপড়টা ফেলে দেওয়া হয়।

তারপর ব্রেকফাস্ট, কাগজ পাঠ, রেডিও মেসেজ "দ্রৌপদী মেঝেন অ্যাপ্রিহেন্‌ডেড" খবর পাঠানো ইত্যাদি হয়ে গেলে দ্রৌপদী মেঝেনকে নিয়ে আসার হুকুম যায়।

কিন্তু এখন হঠাৎ গণ্ডগোল শুরু হয়।

"চল্" বলতেই উঠে বসে দ্রৌপদী ও জিজ্ঞাসা করে, কুথাক্ যেতে বলছিস ?

বড় সাহেবের তাঁবুতে।

তাঁবু কুথাক্ ?

হুই।

দ্রৌপদী লাল চোখ ঘোঁচ করে অদূরে তাঁবু দেখে। বলে, চল্, যেছি আমি।

সান্ত্রী জলের ঘটি এগিয়ে দেয়।

দ্রৌপদী উঠে দাঁড়ায়। জলের ঘটি মাটিতে ঢালে উপুড় করে। কাপড়টি দাঁতে ধরে টেনে টেনে ছেঁড়ে। সান্ত্রী এবম্বিধ আচরণ দেখে বাউরা হো গিয়া—বলে ছুটে হুকুম আনতে যায়। সে নিয়ে যেতে পারে কয়েদীকে, কিন্তু কয়েদী দুর্বোধ্য আচরণ করলে কি করবে তা সে জানে না। তাই ওপরওলাকে শুধোতে যায়।

জেলে পাগলাঘন্টি পড়লে যেমন হয়, ছুটোছুটি লেগে যায় এবং সেনানায়ক বিস্মিত হয়ে বেরিয়ে এসে দেখেন সূর্যের প্রখর আলোয় উলঙ্গ দ্রৌপদী সোজা মাথায় হেঁটে তাঁর দিকে আসছে। সন্ত্রস্ত সান্ত্রীরা তার কিছু তফাতে।

এ কি ? বলতে গিয়ে তিনি থেমে যান।

দ্রৌপদী তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায়। উলঙ্গ। উরু ও যোনিকেশে চাপ চাপ রক্ত। দুটি স্তন দুটি ক্ষত।

একি ? তিনি ধমকাতে যান।

দ্রৌপদী আরো কাছে আসে। কোমরে হাত রেখে দাঁড়ায়, হাসে

ও বলে, তুর সাঁধানের মান্নুষ, দোপ্‌দি মেঝেন। বানিয়ে আনতে বল্যেছিলি, তা কেমন বানিয়েছে দেখবি না ?

কাপড় কই ওর, কাপড় ?—

পরছে না সার। ছিঁড়ে ফেলেছে।—

দ্রৌপদীর কালো শরীর আরো কাছে আসে। দ্রৌপদী দুর্বোধ্য, সেনানায়কের কাছে একেবারে দুর্বোধ্য এক অদম্য হাসিতে কাঁপে। হাসতে গিয়ে ওর বিক্ষত ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরে এবং সে রক্ত হাতের চেটোতে মুছে ফেলে দ্রৌপদী কুলকুলি দেবার মত ভীষণ, আকাশচেরা, তীক্ষ্ণ গলায় বলে, কাপড় কি হবে, কাপড় ? লেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে ? মরদ তু ?

চারদিকে চেয়ে দ্রৌপদী রক্তমাখা থুথু ফেলতে সেনানায়কের সাদা বুশ শার্টটি বেছে নেয় এবং সেখানে থুথু ফেলে বলে, হেথা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে পরাতে দিব না। আর কি করবি ? লেঃ কাঁউটার কর্ লেঃ কাঁউটার কর্—?

দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।

জল

লোকটার নাম মঘাই। জাতে ও ডোম। ওর বয়স আশী। চেহারা বাজেপোড়া পুরনো ন্যাড়া বটের মত প্রাচীন ও দগ্ধ। চরসা গ্রামের ডোমপাড়ায় ও আজও সমীহ পায়। ওকে জিগ্যেস না করে কেউ কোন রীতকর্ম করে না।

মঘাইয়ের শরীর দোমড়ানো, বুকের লোম সাদা, বাঁশ চিরে ডালা-কুলো-সাজি-চুপড়ি বোনা ছাড়া সংসারে ও বেশি সুসার করতে পারে না। তবু মানুষের শ্রদ্ধা ও এমনভাবে গ্রহণ করে যে মনে হয় সহজাত অধিকারে রাজা রাজকর নিচ্ছেন। মঘাইয়ের চোখে সেই সহজাত অধিকারের দার্ঢ্য থাকে।

মঘাই গুণী। ও পাতালে জলের খোঁজ রাখে। রাতভোর উপোসী থেকে সকালে স্নান করে কাচা কাপড় পরে, পলাশ পাতায় চাল-ঘি-চিনি নিয়ে, মন্ত্র পড়ে ও হাঁটতে থাকে। তারপর যেখানে দাঁড়িয়ে আঁজলা উছলে চাল ফেলে দেয় সেখানে ডাইনামাইট দিয়ে ফাটালেই জল ওঠে, কুয়ো হয়।

চরসা খরা ও অনাবৃষ্টির ধাত্রীভূমি। চারদিক রোদেপোড়া, লালচে, হিংস্র ও বন্ধ্যা। আদিগন্ত ল্যাটেরাইট জোন, মাঝে মাঝে ক্রিস্টালাইন রক-ফোল্ড। গ্রীষ্মের রাতে অমাবস্যাতেও কালো দেখায় না। ধূমল আকাশ। আদিবাসীরা বলে, সিংবোঙা ধরতি সিজাবার সময়ে চরসারে ভুলে বসেছিল।

চরসা ব্লকের বুক দিয়ে বহে গেছে চরসা নদী। আষাঢ়-শ্রাবণ ও ও ভাদ্রে সে বানভাসি। শরতে জলে টান, শীতে শীর্ণধারা, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠে নৈরঞ্জনা।

চরসায় প্রতি বছর রিলিফ আসে। রিলিফের টাকা নেয় সন্তোষ পূজারী। তিন পুরুষ ধরে রিলিফই তার পেশা। রিলিফের টাকায় বছর বছর এ গ্রামে বহু কুয়ো খোঁড়া হয়েছে।

অনেক কুয়ো, অনেক জল। চৈত্র-বৈশাখে নামুতে নামে, তবু জল থাকে। আষাঢ়-শ্রাবণে জল থইথই করে।

কুয়োগুলির কথা ভাবলে মঘাইয়ের বুকের নিচে ব্যথা করে। পেটে ধরে সন্তান প্রসব করে তাকে পরের হাতে তুলে দেবার ব্যথা। প্রতিবার কুয়ো খোঁড়ার আগে সন্তোষ পূজারী তার কাছে এসেছে।

চল হে গাঁয়ের ভগীরথ!

কেনী ঠাকুর?

জলের সাঁধান বলে দিবে।

মঘাই বলেছে, কোথা কুয়া হবে?

সে তো তুমি বলবে হে।

কুয়া, কুয়া হতে মোরা জল পাব?

জল কি তুমরা পাও না।

মঘাই এ কথার উত্তর দিতে পারেনি। জল না দিয়ে যদি সন্তোষ পূজারী সজ্ঞানে বলে, 'জল কি তুমরা পাও না?' তাহলে মঘাই উত্তর দিতে পারে না।

কিন্তু ধুরা, মঘাইয়ের ছেলে, সে বলেছিল, জল মোরা পাই না, জল আপনারা দাও না, তবে শুধামিছা বক কেন ঠাকুর?

সন্তোষ পূজারীর চোখ লাল হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, জল দিই না? কারে জল দিই না?

ডোম-চামার-চাঁড়াল জল পায় না।

জল বিনা পোকপতং বাঁচে না। তোরা জল বিনা বেঁচে আছিস ধুরা?

না। চরসের বুক খুঁড়ে উন্নুই করি, তাথে জল জমে রাতভোর, সে জল আনি মোরা। পঞ্চায়েতী কুয়া, সবার কুয়া, তা হতে জল পাই না। দিনে তুমাদের গরু-মহিষ নাহাও, তাথে রাখাল লাঠি নিয়ে তাড়ে। রাতে যাব, তা বালতির শব্দ শুনে তুমরা কুকুর ভুঁখাও। জল নিতে ঠাকুর, রাতে চুরাতে হয়। তবু—

ধুরা ক্রুদ্ধ, রুক্ষ গলায় বলেছিল, তবু সকল কুয়া মোর বাপ দিশায়েছিল। তাথে হয়াছে।

তাথেই তুর গরম এত!

নাঃ! তাথে গরম নয় ঠাকুর। মোর রাগ মোর বাপের উপর। এততেও তার শিক্ষা হয় না। তবু সে তুমাদের কথায় জল দিশাতে যায়!

মঘাই বলেছিল, চুবো যা ধুরা!

স্নেহশীল বাপের গলায় বলেনি, ওর সমাজের মাথা মঘাই ডোমের গলায় বলেছিল। সে গলা চাপা, হিংস্র, ভয়জাগানো।

ধুরা চুপ করে ছিল।

মঘাই সেই একই গলায় সন্তোষকে বলেছিল। তুমি ঘর যাও ঠাকুর। ধুরা মিছে বলে নাই। জল তুমরা দাও না, দিবে না, তাথে কথা বাড়াও কেনী?

যাবে না তুমি?

যাব। ই মোর বংশকাজ, সি কাজ করব। লইলে পিত্তিপুরুষ অপমান হয়।

আবার গিয়েছিল মঘাই। চরসা গ্রামের লোক মঘাইয়ের "জল সাঁধান" অনেক দেখেছে, প্রতিবার অবাক হয়েছে। এবারও দেখেছিল, অবাক হয়েছিল নতুন করে।

অবাক হবারই কথা। চারদিক ধুধু করছে। জমি বল, খেত বল, সব যেন রোদে-পোড়া, জ্বলে খাক। গাছগুলো অবধি বিবর্ণ, বামন, ধুলোপড়া, নিষ্পত্র। এর মধ্যে জল কোথায় থাকতে পারে, কারো ধারণায় আসে না।

সেখানেই ভোর না হতে চরসার লোকরা এসে জমে। জমে "পাহাড়ের" ওপর।

কবে যেন, বুঝি মঘাইয়ের যৌবনে চরসার বুকে প্রবল বান ডেকেছিল। ঘোলা জলের পাহাড়ের পর পাহাড় ছুটে আসছিল দুরন্ত আক্রোশে। গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বড়াম্ মা ছুটোছুটি করে নিষেধ না জানালে বন্যা ডুবিয়ে ফেলত চরসা গ্রামটিকে। সকালে দেখা গিয়েছিল বড়াম্-মায়ের নাকে নথ নেই, আঁচল বিস্রস্ত।

সেবার জল সরে যাবার পর, শরতে মঘাইরা সকলে ঠিক করে বন্যা ঠেকাতে গ্রামের পশ্চিম দিয়ে পাড় দেবে। তখনি শুরু হয় মাটিতে বাঁধ বা "পাহাড়" তোলা। কার্তিক থেকে চৈত্র অবধি কাজ চলে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে "পাহাড়" শুকোয়। বর্ষায় যে মাটি গলে, তা চাপা দেওয়া হয় শরতে। ক্রমে পাহাড়ের মাটি শুকিয়ে পাথরের মত হয়েছে। এখন আর বর্ষায় মাটি গলে না।

"পাহাড়" তৈরি করতে মঘাইরা যে মাটি-কাটে, তার গর্তে হয় ডোবা। সে ডোবাটি অনেকদিন মঘাইদের প্রয়োজন মেটায়। তারপর বর্ষায় মাটি গলে নেমে ডোবাটি বুজে এসেছে। কাদাজল থাকে। তাতে ডোমপাড়ার শুওরগুলি মাঝে মধ্যে গড়াগড়ি খায়।

"পাহাড়"টি ছেলেপিলে ও ছাগলছানাদের লাফালাফি করার প্রিয় স্থান। সেই "পাহাড়"-এ ভোর না হতে এসে দাঁড়ায় গ্রামের সবাই। তারপর শোনা যায় ডিম্-ডিম্ শব্দ ও শিঙার ফুঁক। ছোট একটি শোভাযাত্রা ডোমপাড়ার দিক থেকে আসে। সামনে নাথুনি দোসাদ ঢোলে ঘা দেয়, পিছনে পারশ ডোম শিঙা বাজায়। মাঝে থাকে মঘাই। তার পরনে ফর্সা ধুতি, দুহাত সামনে প্রসারিত, সে হাতের জোড়া আঁজলায় পলাশ পাতা। পাতায় চাল-ঘি-চিনি।

মঘাইয়ের চোখ দুটি আধখোলা। কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। সে স্বপ্নে পাওয়া মানুষের মত সোজা হেঁটে চলে, কান্নিক মেরে ঘোরে, ঘোরার পরিশ্রমে দরদরিয়ে ঘামে ও কাতর মিনতিতে বলে চলে,

হা মা, পাতালগঙ্গা
এত ডাকি সাড়া বুল
রা কাড় মা পাতালগঙ্গা
তুমার হাথে রাখন-পালন
বাঁচন-সির্জন-জেবন-মরণ

এই মন্ত্রে সে পাতালনিবাসী জলকে ডাকে ও সদয় হতে বলে। সে জানে বাইরের এই খরাপোড়া গেরুয়া মূর্তি পাতালগঙ্গার ছলনা-মাত্র। এই দগ্ধ শ্মশানের নিচে কোথায় রূপান্তরিত শিলা ও পাললিক

শিলার কোথায় বহে চলে সাবটেরানিয়ান নদী, কোথায় আছে পেরেনিয়াল জলোৎস—তা জানে মঘাই। সে জলের অধিষ্ঠাত্রী মূর্তি-হীনা পাতালগঙ্গা দেবী। তিনিই সকল গোপন জলের ধাত্রী ও সংরক্ষয়িত্রী। তাঁর ভগীরথ মঘাই ডোম।

মঘাইয়ের ডাকে দেবী প্রসন্ন হন। মঘাই দাঁড়িয়ে পড়ে। তার আঁজলা থেকে চাল-ঘি-চিনি খসে পড়ে। মঘাই থরথর করে কাঁপে। কেঁপে কেঁপে স্থির হয়। তারপর ছেলের হাত থেকে শাবল নেয়। মাটিতে তিন চোট মারে ও একটি পাথর সেখানে রাখা হয়।

মঘাই শুকনো ঠোঁটে, শুকনো গলায় বলে, হেথা পূজা দিয়ে মাটি ফাটাবে, মাটিরে পূজা দিয়ে "জলের তরে চোটাই মা গো, দোষ নিয়োনা" বলে মাপ মেঙে লিবে।'

মঘাইয়ের ভূমিকা এখানেই শেষ। পরবর্তী ভূমিকা সন্তোষের শালা কন্ট্রাক্টরের। সে লোকজন এনে মাটি ড্রিল করে ডাইনামাইটে ব্লাস্ট করে। ব্লাস্ট করলেই জল ওঠে।

তারপরে আসে রাজমিস্ত্রির ভূমিকা। কন্ট্রাক্টর সন্তোষের খুড়তুত ভাই। কুয়ো হয়। বাঁধানো কুয়ো, বাঁধানো কুয়োতলা। সে কুয়োতে অনেক জল।

মঘাই রাতে খন্তা নিয়ে চরসার বুকে উন্নুই খুঁড়তে যায়। চরসা ও তার সম্পর্ক অদ্ভুত। উন্নুই খুঁড়তে খুঁড়তে মঘাই অন্ধকারে দেখতে পায় চরসা নদী নয়, টগবগে ব্যক্তিত্বময়ী প্রণয়িনী যুবতী। চরসা খলখল করে হাসে ও নৈঃশব্দ্যের ভাষায় বলে,

দিব না সহজে জল
পাতালে রেখেছি জল
আগে আমার বুক চোটা
তবে দিব জল—
তোরে দিব না
তোর বউ বিটিরে দিব।

মঘাই বিড়বিড় করে বলে, উরা জল দেয় না, তাথে তুর কাছে

আসি। তু অং কন্নিস কেনে? আঁ? জোরে চোটাব বুক? লেঃ, থস্তা চালাই?

ধুরা আরেকটি উন্নুই খুঁড়তে খুঁড়তে বাপের প্রলাপ শোনে ও বলে, জল-জল-জল করে পাগল হয়েছে। কার সাথে বা কথা বলে দেথ!

মঘাই অন্ধকারে হাসে।

সারারাত চরসার উন্নুইয়ে বিন্দু-বিন্দু জল জমে। ভোর হবার আগে ডোম-চামার-চাঁড়ালরা মেয়েতে বউতে-মাতে সে জল তুলে নেয়। পুব আকাশ লাল করে থরার সূর্য জ্বলতে জ্বলতে ওঠে। তাপে উন্নুইয়ের জল উপে যায়। পাহাড় ধরে মেয়েরা জলপাত্র নিয়ে ফেরে। আকাশের পটভূমিতে তাদের অপার্থিব মনে হয়।

আষাঢ়ের শেষে চরসায় বান না ডাকা অবধি জলের জন্যে চলে এই প্রাগৈতিহাসিক পরিশ্রম।

আষাঢ়ে চরসায় বান ডাকলেই মঘাই পাহাড়ে বসে বান দেথে ও স্বৈরিণী নদীটিকে গাল পাড়ে।

॥ ২ ॥

জিতেন মাইতি মঘাইকে প্রথম সেই অবস্থাতেই দেখেন।

তিনি চরসা ব্লকে বুনিয়াদী প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার। চরসায় বুনিয়াদী স্কুল চালাতে এসে তাঁর মাথায় ক্রমে জারাল, ভারতভূমি শাসন করা বোধহয় কঠিন কাজ। বিচ্ছিন্নতা এবং ভেদাভেদজ্ঞান মানুষের রক্তে আছে।

সংবিধান যাই বলুক, যতই বলুক "সংবিধান চোথে সুজাত-কুজাত কোন ভেদাভেদ নাই"—কার্যকালে তাঁর চালাঘরে পতিত-সন্তোষ-পবন এদের ছেলেমেয়ে পড়তে আসে না। তারা তেমুথালি ব্লক স্কুলে

যায়। সে গ্রামে বর্ণহিন্দু সংখ্যায় বেশি। তাদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়ে।

তাঁর স্কুলে যারা আসে, সেই ডোম-চামার-চাঁড়াল-দোসাদ ছেলেমেয়েরা আরেক সমস্যা। ছাত্র-ছাত্রীরা আজ আসে, কাল ছাগল চরাতে যায়, পরশু জ্বালানি কুড়োতে যায়, তরশু পড়তে আসে। পরদিন চরসার চরে কাঁকড়া ধরতে ছোটে।

ক্বচিৎ-কদাচ কোন-কোন ছেলে বৃত্তিপরীক্ষা দেয়। সেটা গ্রাম-স্কুল-ছাত্র-শিক্ষক সকলের পক্ষে ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু এরকম একটি ঘটনা থেকে ইতিহাসের অগ্রগতি ঘটে না। জিতেন মাইতি দেখেছেন, ছেলে অশিক্ষিত থাকলে চাষবাস বা যা হয় করে। খানিক শিখলে তা করে না এবং গ্রামের পক্ষে মিস্‌ফিট হয়। বহুদূর পড়েশুনে কয়েকটা পাস করলে দেখে, পেছনে টিকে ধরাবার লোক না থাকলে তার পক্ষে সংরক্ষিত কাজ মেলাও সম্ভব নয়।

ফলে জিতেন মাইতি "দ্বি" বা "স্কি" বা দোটানায় কষ্ট পান। এদের সকলকে "বনে থাকে বাঘ/গাছে থাকে পাখি" পড়তে লিখতে শেখালে ছাত্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, না-শেখালে অন্যায় করা হয়। না-শেখালে বড় অন্যায়, শেখালে গণ্ডগোল। অতএব সংশয়িত চিত্তকে "চুপ রহো" বলে শাসন করে তিনি প্রাইমারি চালান।

স্কুলটি সরকারী প্রকল্পের অবদান। সরকারী প্রকল্পের জল-বীজধান-খাদ্যশস্য-সার-কুটিরশিল্পে ফিলিপ যোগাবার সাজসরঞ্জাম মঘাইরা পায় না বটে, তা বলে শিক্ষার সুবিধা পাবে না কেন?

বর্ষা পড়লে ছাত্রছাত্রীরা জলে ঝাঁপাই ঝুঁড়তে, মাছ ধরতে ছোটে। তখন জিতেন মাইতিও বেরিয়ে পড়েন। অভ্যাস। দীর্ঘকাল গ্রামসেবক ছিলেন। বেয়াল্লিশে জেল খেটেছেন। ছেচল্লিশে দাঙ্গা-বিরোধী মিছিল করেছেন, সাতচল্লিশ সাল থেকে গ্রামসেবক সমিতি করেছেন। টিকে ধরাবার লোক বহু থাকতেও বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যাপারে নিজেকে উৎসর্গ করে সকলকে রেহাই দিয়েছেন। সকলেই তাঁর ওপর খুশি। কেননা বেয়াল্লিশে এক বছর জেল খাটায় সত্যি

রেকর্ড থাকায় ফলে জিতেন মাইতি কণ্ট্রাক্টরী, বড় চাকরি, যা চাইতেন তাই স্যাখ্যত দিতে হত। কিছুই না চেয়ে স্যাড়ার মত তিনি দেশের জন্য পুনর্বার নিজেকে উৎসর্গ করতে চাইলেন। কি স্বস্তি, কি স্বস্তি! খদ্দর পরেন না। ডবল স্বস্তি। খদ্দর পরিহিত জনৈক স্যাড়া ছুটোছুটি করে ছাত্র ধরে এনে "বনে থাকে বাঘ" পড়াচ্ছেন, স্বহস্তে ভাত ও বন-ধুঁদুলের তরকারী রেঁধে খাচ্ছেন, এতে অন্য খদ্দরদের মাথা কাটা যেত।

এহেন জিতেন মাইতি, এক মেঘাচ্ছন্ন আষাঢ়ের সকালে দেখলেন, তাঁর সব পোড়োই গিয়েছে ঘরের বাহিরে। কালিমাখা মেঘে চরসার ওপারে আঁধার। তিনিও বেরোলেন। পাহাড়ে উঠে চরসার বান দেখবেন, হঠাৎ দেখলেন পাথরের ফাটা মূর্তির মত ফাটলধরা চেহারার এক বুড়ো খেজুরগাছের মিনি পত্র-ছত্রের নিচে বসে অনার্য ভাষায় চরসা নদীকে "বেবুশ্যে" বলে গাল পাড়ছে।

জিতেনবাবুর পড়াশোনা ছাত্রজীবনে শেষ। সে সময়ে তার যা যা ভাল লাগত, আজো তা ভাল লাগে। চতুর্দিকে প্রকৃতির অপার রূপহিল্লোল বহমান থাকতেও তিনি মনে মনে ওআর্ডসোআর্থ ও রবীন্দ্রনাথ আউড়ে নেচার-লাভ ঝালাতে থাকেন। এখন গুছিয়ে নিয়ে মনে মনে "ফর হার দ্য উইলো বেন্ড" বলছিলেন। মনের অবস্থাটি টলটলে ছিল। এহেন সময়ে এক ফাটাচটা বুড়ো নদীকে "বেবুশ্যে" বলছে শুনে তিনি বেজায় চমকে গেলেন।

পরিবেশটি অনুকূল ছিল। পাহাড় থেকে চরসাকে আশ্চর্য দেখাচ্ছিল, আকাশ ও প্রান্তর অবারিত। মঘাইয়ের প্রতি জিতেন মাইতি নিমেষে আকৃষ্ট হলেন। মঘাইয়ের কথা তিনি জানেন। দূর থেকে দেখেছেন। মঘাই মানে জল। পাতালগঙ্গার ভগীরথ সে। তাঁকে দেখে মঘাই বলল, 'বিড়ি খাব তা শালোর দিঁয়াশলাই আনি নাই, একটা কাঠি দেন কেনে?'

মঘাই তাঁকে কিনে নিল। আজন্ম স্যাড়া জিতেন মাইতি শিক্ষা-প্রসারণে বিফল-সংগ্রামী। মঘাই জলের ব্যাপারে বিফল-সংগ্রামী।

জিতেন মাইতির সংগ্রামটি মডার্ন-ম্যান সৃষ্ট। মঘাইয়ের সংগ্রাম প্রাগৈতিহাসিক। বড়-বাঘ ছোট-বাঘকে প্রজা বানাল।

দুজনে পাশাপাশি বসে অসীম সৌহার্দ্যে অনেক গল্প করলেন। ভূস্তরের জল, চরসার জল, ডোবার জল, সকল জলের বিষয়ে মঘাইয়ের বক্তব্য শুনে জিতেন মাইতি বুঝলেন, তিনি এক দুর্লভ মানুষের পাশে এক ছাতার তলে বসে সোঁদা বিড়ি খাচ্ছেন। মঘাই অনন্য। কেননা সে ওরিজিনাল। এ ভারতে সেই বোধহয় একমাত্র টিকে থাকা গোণ্ডোয়ানা যুগের ডাইনোসর। কেননা আগুন সকলের জন্যে হলেও প্রমিথিয়াসের সংগ্রাম যেমন তার একার—জলের সঙ্গে মঘাইয়ের এই ভালবাসা ভক্তি রাগ দুঃখ হুতাশভরা জটিল সম্পর্ক তার একার।

ব্যাপারটি মঘাই জিতেন মাইতিকে অনেক দিন ধরে ব্যাখ্যা করে। কেননা বন্ধুত্ব তাঁদের প্রগাঢ় হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে জিতেন মাইতি ডোমপাড়ায় যাতায়াত করেন। মদ্যপানের কুফল বিষয়ে ওদের বিফল-অবধান করান। ওদের রান্না শুওরের মাংস খান। পারশ ডোমের ছেলে আলকেউটের কামড়ে মরতে বসলে ওঝাকে চড় মেরে ফেলে দিয়ে লেক্সিন প্রয়োগে তাকে বাঁচান ও বহুজনের চোখে দেবতা-পদে উন্নীত হন। ডোমপাড়া-দোসাদপাড়ায় আগুন লাগলে এই প্রথম তাঁর ক্রুদ্ধ হস্তক্ষেপে পঞ্চায়েতী কুয়োর জলে আগুন নেবানো হয়। ফলে সন্তোষ পুজারী হিংস্র হয় এবং সদরে চুকলি খেতে গিয়ে হাকিমের ঝাড় খায়। এবং ফলে আরেকটি ঘটনা ঘটে।

মঘাই রাত দশটায় ধেনো খেয়ে স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে জিতেন মাইতির কাছে এসে বসে এবং তার মনের জটিল কন্দর থেকে তুলে এনে এক স্যমন্তকের আলোকে মাস্টারকে মঘাই জলদান বিষয়ে আলো দেখাল।

সে বলল, মাস্টর! তুমি কি ভাব? সন্তোষ মোদেরকে জল দেয় না কেনে?

কেন?

ই পাকিস্তান হবা থিকে জাত-পাঁত সরকার উঠায়ে দিল, না কি বল ?

হ্যাঁ।

উ কাগজের আর রেডিওর বাবুদের বুলি।

মঘাই সংবাদপত্র ও রেডিওকে "খানকি বেবুশ্যের হ্যাবা বাচ্ছা" বলে গাল পাড়ল। তারপর নেশায় কিছুক্ষণ ভোম্ মেরে থেকে বলল, জাত-পাঁতের গরমে জল দেয় না উরা। তবু হাকিম বলা গেল, উ সকল মিছা কথা! সরকারী রেকড লিখা আছে পঁছিমবাংলায় হরিজন তাড়ায় না। ই মান্দারাজ লয়।

মাদ্রাজ নয়, তামিলনাড়ু।

উই হঁল। আমি শালো পুরুল্যা শওর দেখি নাই, কার নাড়ু তাথে আমার কি ?

আর কি বলছিলে ?

কথা আরো।

মঘাই চতুর ও ধারাল হাসি হাসল। বলল, সি একাত্তর সালের কথা। মোর ছেলা ধুরাটা বেগড়রাগী, বিষখোপড়া। চরসার বাঁকে বাঁশবনে ক-টা বাবুছেলা পুলুসখেদা হয়া এসাছিল। উ যেয়ে তাদের ভাত-জল দেয়। তা বাদে আঁধারে ওদের লয়্যে টিশনে উঠাই দিয়া করে। তা বাদে লিজে যেয়্যে টিশনে আমার পিসাৎ বুনের বাড়ি মদ খেঞে মাতন কর‍্যে পুলুসরে কলা দেখায়ে ফিরা আসে হঁ! ছেলা টেঁটন কত!

তারা নকশাল ?

উ কাঁকসাল-বাঁকসাল জানি না। লাও. লেশা কেট্যো দিঞে না। লেশা রইথে রইথে বলে যাই।

বল।

তাথে সন্তোষের রাগ জেয়াদা। তাথেও জল দিয়া করে না উ।

আবার মঘাই ধূর্ত ও ধারাল হাসি হাসল। তারপর বলল, ধুরা বলে জল দিশাবা না। দেখ মাস্টার, আমার পিত্তিপুরুষের শিখাইৎ

কাজ। ই কাজ না করলে আমার পাপ, করেও জল পাই না। জলের হুতাশ, বড় হুতাশ।

তোমরা কুয়ো খোঁড় না কেন?

জল দিশাতে পারি। কুয়ো খুঁড়তে লারি। হু-হা-জা-র টাকা! কে দিবে?

জিতেন মাইতি, মঘাই চলে যাবার পর, জল নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিলেন।

জল—পৃথিবীর ভূ-স্তরের সত্তর ভাগ জল। জলের চলাচলের ফলে ভূমি নিয়ত ক্ষয় পায়, ভেসে যায়, আবার সঞ্চিত হয়। অথচ মঘাইরা জল পায় না। আবহাওয়া সৃজনে জলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মঘাইরা জল পায় না। বৃষ্টি, আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত আবহাওয়াকে প্রভাবিত করে। মঘাই জল দিশায়। জল জীবনধারণের পক্ষে আবশ্যিক। কুয়ো খোঁড়া হয়। জীব ও উদ্ভিদ প্রোটোপ্লাজমের বৃহদংশ জল। প্ল্যান্ট-স্যাপ ও জীব-শোণিতে জল অবস্থিত ও ফোটো সিন্থেসিসে আবশ্যিক। কুয়ো খোঁড়া হয় রিলিফের টাকায়। সরবরাহের জল নির্মল থাকা বাধ্যতামূলক। শহরের জলসরবরাহ-ব্যবস্থায় বিশুদ্ধীকরণের প্রক্রিয়া···

রিলিফ আসে অঞ্চলটির জন্য, কিন্তু রিলিফের কাজ করিয়ে অঞ্চলের লোককে মজুরিদান শর্ত-সাপেক্ষ হলেও সন্তোষের রংরুটি কণ্ট্রাক্টর বাইরে থেকে মজুর আনে। তাতেও গ্রামবাসী বিদ্বিষ্ট।

কুয়োগুলি বর্ণহিন্দুরা দখল করে রেখেছে। থিওরি-রেকর্ড-সংবাদপত্র রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গে হরিজন-নির্যাতন নেই; জাত বিষয়ে সহিষ্ণুতা আছে।

জিতেন মাইতির মাথা ঘুরে গিয়েছিল।

তিনি উঠে জল খান। এক গেলাস পানীয় জল খুব দ্যোতক হয়ে ওঠে তাঁর কাছে। জল যখন নির্মল—তখন তা নির্গন্ধ নিঃস্বাদ স্বচ্ছ তরল পদার্থ—স্বল্প পরিমাণ জল নির্বর্ণ—অনেক জলের চেহারায় নীলের ছোঁয়া থাকে গভীরে।

বাইরে কেবল জলের শব্দ ঝুপ-ঝুপ-ঝুপ—

কত জল দেখেছেন জিতেন মাইতি। বর্ষার বর্ষণে এত জল, চরসার বন্যায় এত জল, হিমালয়ে দেখেছেন নির্জন গহীনে শতসহস্র তুষার গলা ঝর্ণার বন্ধ্যা অপচয়—মঘাইরা জল পায় না। জিতেন মাইতির মঘাইয়ের বলা কথা মনে পড়ল।

আগে সিংবোঙা ধরতি সির্জাল। সে ধরতিতে শুধা পাপ—ই সাঁওতালদের কথা। তা বাদে সে ধরতি আগুনে পুড়াল। তা বাদে তা জলে ডুবাল। তা বাদে কেঁচার মুখে-পাছায় মাটি থাকে তা লয়ে লতুন ধরতি হল। তা এথ জল যাবে কুথা?

এখন মোদের কথা। পাতালগঙ্গা সকল জল লয়ে মাটিতে সাঁন্ধাল। মানুষ তারে দেখে নাই তাই ঠাকুরমূর্তি গড়ে নাই। ই মাটির গহীনে পাথরের নিচে ক—ত জল! আমি জানি। মোর ডাকে জল রা কাড়ে।

তুমি শুধাও জানি কি করে। জানি রক্তে। কিন্তুক এ—ত জল! এ—ত জল! মোরা জল পাই না কেনে? জল পাব কি না তা ভাবতে জেবন চলা যায়, কবে আন কথা ভাবব? সি বাবুছেলারা তো ধুরারে কত কথা ভাবতে বলা গেল। থালভরা মোরে বলে না।

জিতেন মাইতি বুঝলেন তিনি মঘাই হয়ে যাচ্ছেন। ঠিক করলেন, সদরে স্কুলের গ্রান্টের তদ্বির করতে গেলে এস. ডি. ও.-কে কথাটা বলবেন।

॥ ৩ ॥

এস. ডি. ও. বললেন, নন্‌সেন্‌স!

কি নন্‌সেন্‌স?

দেখুন, এ জেলায় বহু সমস্যা আছে। ড্রাউট-ড্রাউট-ফ্লাড-ফ্লাড-ফ্লাড-ড্রাউট-ড্রাউট-ফ্লাড। চরসা ব্লক রেগুলার রিলিফ পায়।

ব্লক পায় না, একজন পায়।

রিলিফ কার হাতে দেবে সরকার? ব্লকে শিক্ষিত-সজ্জন বলতে ও।

তাই টাকা মারে।

আহা, জানি জানি! বি. ডি. ও. শুড সী টু ইট। কিন্তু সিস্‌টেম যা!

আমি বলছি কাস্‌ট-এর ব্যাপার আছে।

নেই।

নেই?

অফিসিয়ালি নেই যখন, তখন নেই।

আমি দেখছি আছে।

আহা, আনঅফিসিয়ালি বলি. থাকবেই তো! মানুষের রক্তের সংস্কার কি আইনে যায়?

ব্যবস্থা করুন?

হাউ?

চাপ দিন।

মশাই, কিছু হবার নয়। আইনে কৃষি-ঋণ মকুব হল। বেঠ-বেগারী উঠে গেল। কাজে কি হল?

কি হল?

সেই মহাজন-জোতদার ধার দিচ্ছে। সেই আনরেকর্ডেড নিয়মে সুদ খাচ্ছে। মানুষ মরছে।

ব্যবস্থা করুন।

মশাই, আমি কে? আপনি কি বলবেন, আমি জানি না? জেলায় কোটি-কোটি টাকা সুদে খাটছে অথচ তার খাতা নেই।

তাহলে?

আমার কিছু করার নেই। আপনার যদি চোখে দেখতে কষ্ট হয়, তবে পাতুল চলে যান। ভাঙ্গ গ্রাম, কাস্ট হিন্দু মেজরিটি। বাস রুটের ওপর। স্কুলবাড়ি পাকা, আলাদা স্যানিটারি পায়খানা পাবেন।

না মশাই।

ওদের খেপাবেন না কিন্তু।

না।

খবরটি যথাসময়ে সন্তোষ পূজারী সংগ্রহ করে। এই খবর চালাচালির ব্যাপারটি অলৌকিক দ্রুততায় ঘটে। ফলে সন্তোষ একদিন জিতেন মাইতিকে ডেকে নেমন্তন্ন খাওয়ায়। খাইয়ে-দাইয়ে বলে, আপনি আমার পাছে লাগছেন কেন?

আপনার পেছনে?

সন্তোষ পূজারী মিহিন বিনয়ে বলে, দেখুন! ই জেলার লোককে "কি কর" বললে বলে "রিলিফ করি"। অনাবৃষ্টিতে খরা—অতিবৃষ্টিতে বান, এই আমাদের রোজগার। আপনি তাতে কাঠি দিছেন। কেনে দিছেন তা বুঝছি বেশ! পরের রিলিফে দশ আনা-ছ আনায় আসুন কেনে?

জিতেন মাইতির পঞ্চাশ বছর বয়স। তিনি আঠার বছর বয়েস থেকে বুনো মোষ তাড়াচ্ছেন। প্রথমে তাঁর ধারণা হয়, সন্তোষ ঠাট্টা করছেন। তারপর যখন বোঝেন এ ঠাট্টা নয়, তখন তিনি কিছুক্ষণ হাঁ করে থাকেন।

তারপর খেপে যান ও বলেন, কি বললেন? রিলিফ চুরি কত্তে বলছেন? আমাকে?

সন্তোষ পূজারী তাঁর বিপরীত ভাব দেখে হকচকিয়ে যায়। তারপর আন্তরিক সারল্যে বলে, মশাই! রিলিফ না থাকলে খেতাম কি? আঁই? বুনের বিয়া, মিঞার বিয়া, তিরিশ জনকে ভাত দিয়া করা, কুথা হথে হলত? ই অজোগাঁয়ে চাকরি হবে না, বেবসা হবে না; রিলিফটি আমার পিত্তিপুরুষের দিয়া করা কাজ? আপনি এতে মন্দ দেখলুঁ কেনে? আমি বলছু, ই কারণে মনে শোঁস উঠে থাকে ত হাকিমের কান ভারি করেন কেনে? আমার সঙ্গে আসেন? আঁ? মন্দ কথা বলছু?

সন্তোষ পূজারীর ছেলে ও ভাই তুজনেই জিতেন মাইতির কাছে

আথখুটে আবদায় ধরে—তাঁকেও আসতে হবে, থাকতে হবে। শিক্ষিত লোকের হাতে রিলিফ না গেলে সমূহ ক্ষতি। এ গণ্ডগাঁয়ে সুবিধে অনেক। হাকিমের নজর পড়ে না। একেক সময়ে একেক ছোকরা আই. এ. এস. হাকিম হয়। তারা কিসে ভাল কিসে মন্দ কিছুই বোঝে না, এবং স্বহস্তে রিলিফ বাটার ভার নিয়ে তাঁতে তুরপুন চালিয়ে দেয়। এ গ্রাম তাদের নাগালের বাইরে।

জিতেন মাইতি বলেন, দেখ সন্তোষবাবু! কাজটা তুমি খারাপ করে ফেললে। আমি সমিতি করেছি, পল্লীত্রাণ করেছি, বেয়াল্লিশে জেল খেটেছি, কংগ্রেস করেছি, গ্রামসেবা করেছি, কখনো চার পয়সা চুরি করিনি।

সন্তোষ পুজারী বলে, তবে ডোমপাড়ার ধুরাকে লাচাচ্ছেন কেনে? ছোঁড়া বিষখোপরা আছু যি?

ভাল বলেছ সন্তোষবাবু! এবার ডোমপাড়ায় ইঁদারা হল না কেন?

সি আপনি বুঝবেন না।

হবে কি?

সি কি বলা যায়? আপনি বা উদের লাচাচ্ছেন কেনে? গাঁয়ে কুয়া কম আছে?

ওরা জল পায় না?

খুব পায়। সে আমি আপনি দেখতে পাই না। রাতে উরা জল চুরি করে।

জিতেন মাইতি হাকিমকে আর্জি লিখেছিলেন, "এটা অন্ধ্র বা অন্য রাজ্য নয়, তাই হরিজন নিপীড়ন চলছে বলা যাবে না। অথচ তাই চলছে। আপনাদের নিষ্ক্রিয়তা সন্তোষ পুজারীকে মদত যোগাচ্ছে।

এই সন্তোষ পুজারী, "শিক্ষিত সজ্জন।" এর পরিচয় কি? সে ব্লকের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি। তার ব্যক্তিগত সম্পত্তির আয় বছরে ষাট হাজার টাকা। বহু জমি বেনামীতে সে ভোগ করে। তার সম্পত্তির সোর্স বংশানুক্রমে প্রাপ্ত রিলিফ-মানি।

চরসা স্টেশন গ্রাম থেকে তিন মাইল দূরে। সেখানে বিনা লাইসেন্সে চোলাই বিক্রির জন্য একবার, জনৈক কুলি মেয়ের ব্যাপারে একবার, দুবার সে ধরা পড়ে এবং দুবারই খালাস পায়।

সত্তর-একাত্তরে গ্রামের ধানকাটা নিয়ে যখন গোলমাল হয়, দুবারই সুরতহালে এসে ইন্‌স্‌পেক্‌টর সন্তোষের বাড়িতে ওঠে। যদিও সন্তোষ ছিল দাঙ্গাকারীদের দলের একটির পাণ্ডা। সে বেআইনী বন্দুক রেখেছে। দারোগা তা জানেন।

এই লোক কি করে ব্লকের রিলিফ-মানি······"

এস. ডি. ও. চিঠিটি নোট করেন ও ঝটিতি জিতেন মাইতি বিষয়ে তথ্যসংগ্রহ করেন। রিপোর্ট দেখে তাঁর মনে হয় একে যত হ্যাড়া মনে হচ্ছে তত হ্যাড়া এ নয়। অবস্থা ফেরাবার কলকাঠি, বেয়াল্লিশে জেল খাটার বোনাফাইডি খবর থাকা সত্ত্বেও এ বনের মোষ তাড়তে গেল কেন? সন্দেহজনক। খদ্দর পরে না। আরো সন্দেহজনক। ডোমপাড়ায় মাথামাথি করে কেন? মেয়ে ও মদে নিরাসক্ত কেন? সন্দেহজনক।

এস. ডি. ও. জিতেন মাইতির নামটি নোট করে রাখেন। বেশ আছে তাঁর জেলা। খরায়-বানে রিলিফ পাচ্ছে। খাতক ঋণ নিচ্ছে, মহাজন ঋণ দিচ্ছে। রিলিফের টাকায় কোন-কোন ব্লকে মন্দির উঠছে বটে, কিন্তু মন্দির-মসজিদ ভাল। ধর্ম মানুষকে টেনে রাখে।

এ সময়ে অবাঞ্ছিত সিডিউল কাস্টবেল্‌টে কোন গোলমাল, কোন্ ফুল্‌কি উড়ে কোথায় পোয়াল জ্বলবে তা কে বলতে পারে?

জিতেন মাইতি সন্দেহজনক। ও কিছু একটা শুরু করতে পারে, যার ম্যাও ধরতে এস. ডি. ওর প্রাণ বেরিয়ে যাবে। এমার্জেন্সীর সুদিন বিগত।

সুদিন স—ব চলা গিছে মাস্টার. লাও রস খাও।

বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত কেটে গেছে। শীতে তাজা খেজুর রস পাত্রে ঢেলে দিয়ে মঘাই জিতেন মাইতিকে কথাগুলি বলল।

এস. ডি. ও. সন্তোষ পূজারী, সকলে তাঁকে সন্ধানে রেখেছে, তিনি সন্ধিত হরিণ, তা না জেনে জিতেন মাইতি সুখে আছেন। বোকা হরিণের মত।

খেজুর রস খেয়ে চোঙা হাতে দুজনে শীতে শীর্ণ চরসার বুক ধরে হাঁটতে থাকলেন। রোদের তাত এখন মিঠে। ফুল্লরার মত মঘাইয়েরও জানু-ভানু-কৃশানু শীতের পরিত্রাণ। হাঁটতে হাঁটতে মঘাই বলল, ছেনাল শালী! যত জল সব টেনে রেখাছে। আঃ! আষাঢ়ে য্যাত বান ডাকায় ত্যাত জল যদি বেন্ধে রাখতে জানতাম!

জিতেন মাইতির মনে কথাগুলি বিঁধে থাকল। কেন থাকল, কোন জরুরী দরকারে তা তিনি বুঝলেন না।

স্কুল ছুটি হয়েছে। বিনা দুধে চা করে খেয়ে জিতেন মাইতি গুড়ের খোঁজে পরানের বাড়ি যাবেন, হঠাৎ তাঁর মাথায় বিস্ফোরণ ঘটল। তখনি তিনি মঘাইয়ের বাড়ি ছুটলেন।

মঘাই আছ? ধুরা আছ? শোন শোন! খুব দরকার হে, জলদি কর!

কি হল?

চল না।

ওদের নিয়ে জিতেন মাইতি চরসার বুক ধরে উজানের পথে চললেন বালি ঠেলে। নদীর যেখানে জল, সেখানে যাযাবর পাখির কলরব। ধুরা বলল, ধনুকটা সেরে লই, আপনারে পাখির মাংস খাওয়াব। উঃ! তেল কি! পুড়ায়ে খেলাম, তবু হাতে তেল

লাগে। শীত আয়ো জাঁক দিলে আয়ো পাখি আসে। তখন ডিম খাব, মাংস খাব।

জিতেন মাইতি কিছুই শুনলেন না। যেন এল্‌ডোরাডো সামনে দেখেছেন, সেইরকম স্বপ্নাবিষ্ট চোখে এগোতে থাকলেন।

মঘাই অবাক হল।

চরসা গ্রাম থেকে দেড় মাইল গিয়ে নদীটি সরু হয়েছে। আধ-মাইল খানেক তার দু ধারে পাড় উঁচু, পুড়ে ঝামা, মিনি গিরিমালা যেন। সে গিরিমালার কন্দর থেকে কেয়াঝোপ নদীর দিকে শেকড়বাকড় ঝুলিয়ে ঝুঁকে আছে।

ধুরা বলল, ইখানে খরার দিনে সাঁপ রয় কত! আর বর্ষায় হেথায় জল বাড়ি খায় কি! গম-গম-গম শব্দ উঠে। ওঃ! জল শোঁসায়, কিন্তুক পাড় ছাপাতে লারে। তাথেই হেথা সন্তোষ জমি হাসিল করাছে।

জিতেন মাইতি বললেন, দাঁড়াও।

উত্তেজনায় শ্বাস টেনে হাঁপিয়ে তিনি বললেন মঘাই, ব্যবস্থা করেছি।

কিসের?

জলের। বারো মাস জল পাবে।

ধুরা আনন্দে লাফ মারল। বলল, বাবা? বলি নাই তোরে মাস্টার পাগল হবে? হয়াছে পাগল! আই ব্বাস রে জল দিবে ইবার।

জিতেন মাইতি বললেন, মঘাই বুদ্ধিটা দিলে। শোন তবে! সেই যে বললে, এত জল বেঁধে রাখতে জানতাম যদি!

তাথে কি?

শোন! হেথা দেখ। হাজারীবাগ জেলে অঘোরীলাল বলেছিল, এই ভাবে তারা নদী থেকে জল নেয়। দাঁড়াও, বালিতে গড়ে দেখাই। এ—ই ধর চরসার এই জায়গাটা। এ—ই দুদিকে পাড় উঁচু। তাতেই দু দিকে জমি ভাসে না। এ—ই আধা মাইল।

তা জানলম। তাথে কি ?

এ—ই ছুদিকে, ধর ঝামা পাথরের ঢিবা ত বিস্তর। গড়িয়ে এনে পয়ের পর সার দিয়ে ছু দিক বাঁধলে পাড় সমান উঁচু করে।

মঘাই জলশিকারী, জলব্যাধ। সে বুঝল, হাতের বিড়ি বালিতে ফেলল। সাপ-দেখা বেজির মত একাগ্র হল। বলল, তা বাদে ?

বর্ষায় জল এল, জল গেল। পাথরের বাঁধের কিছু ভেসে গেল, বেশিটা রইল।

তা বাদে ?

সেথা জল রইল।

তাতে শুষবে যি।

পয়লা বছরও সবটুকু জল শুষবে না। যদি ঢিবা দিয়ে নদীর বুক বিছাও বানে বালি আসবে, পলি আসবে। পাথরে বেঁধে পলিতে চটা পড়বে। বাঁধ আমার হিসাবে সাত ফুট উঁচু হয়। তিন ফুট জল শুষলেও চার ফুট জল থাকবে। তা বাদে সরকারে লেখালিখি করে যদি সিমেণ্টে বাঁধাতে পারি, তবে ?

কে করবে ?

তোমরা করবে। যতজন জল পাও না সবে বেগার দাও, সবে জল পাবে। এখনি লাগ। চৈত্রে তাত উঠে যাবে।

মঘাই বলল, এখনি লাগব।

ছু হাত মেলে ছুটে গেল মঘাই। পাড়ে উঠে ঝুঁকে পড়ে নদীকে বলল, তুর ছেনাল ভাঙল এবার। জল দিতে যত ছেনালি হা দেখ মাস্টার, খন্তা হয়ে বুক খুঁড়ে মাগীর তলা হতে জল টেনে লিব। দেখ কেনে ?

ধুরা বলল, ধান কাটার সময় ?

ধান কাটব, বাঁধও দিব। তু মোরে ধান দেখাস্ না ধুরা। ইবারে জল বাঁধব। তা বাদে বালিতে কাঁকুড় চষব হে মাস্টার। কাঁকুড় চষব।

জিতেন মাইতি বললেন, চল, সবাইকে বলি। সবাইকে টানতে হবে।

ধুন্না বলল, যে শালো আসবে নাই, তারে শুওরপিটান্ পিটাব।

মঘাই বলল, মায়ের পুজা দিয়ে লিব কিন্তুক।

সন্তোষ পুজারী ব্যাপারটি ভাল চোখে দেখল না। বলল বড়ম্-মায়ের পুজা? অসময়ে? কেনে? তোরা পালু কিছু? লটারি?

মঘাই বলল, তুমার তাথে কি? বড়ম্-মায়ের পূজা তুমি যখন-তখন দিয়া করাও না?

কুয়া খুঁড়লে দেই।

মোরা জল আনব।

কোথা?

দেখবা।

বেশ! চল্,যেছি আমি। গুড়-বাত্সা-চাল সব আনলু? চল্ তবে।

সন্তোষ নিজে এসে দেখল। বলল, বাঃ বাঃ মাস্টার! ই যে ইঞ্জিনিরিং বুদ্ধি আপনার, আঁই? আহা হা, এমন বাঁধ চারটা বাঁধলে ব্লকের কষ্ট যায়, আর রিলিফ লতে হয় না।

তোমার পেশা যে?

ও হো হো, সি হাসির কথা বলছুন? সি কি কথা মাস্টার? বাঁধ হলে সবার ভাল।

মঘাই বলল, তুমার জমিতে জল লিবা না।

কেনে? ই কথা বলছুঁ কেনে?

তুমি জল দিবা না, জল লিবা না, সাফ কথা।

না দিলি জল। তুরা লে? তুদের ভাল হক।

ধুন্না বলল, ধান কাটতে দাওয়াল আনা কর না কি?

না রে, তুরা কাটবি? তুরা রইথে আমি দাওয়াল ডাকা করাই?

মঘাই বলল, ই যে রামরাজ্য হল হে মাস্টার। সন্তোষ ভাল কথা বলে কেনে?

সব তাতে মন্দ দেখো না মঘাই।

শীতের গিমাগিমা তাতে ডোম-চামার-চাঁড়াল-দোসাদ স্ত্রী-পুরুষে বড়-বড় পাথর গড়িয়ে আনল আর ফেলল।

ওরা গাইল :

হেই লঙ্কা ! যেই লঙ্কা !
মারে ঢিবা, ভারে ঢিবা !

ওদের সেই গানের ঐকতান শীতের বাতাসে শুকনো পাতার সঙ্গে বহুদূর গেল। সন্তোষ পূজারীর দোতলা ঘরে, সেখান থেকে স্টেশনে, স্টেশন থেকে সদরে, সদরে এস. ডি. ও.র বাড়িতে।

জবাবে এস. ডি. ও.র বাড়িতে মিটিং হল। সেখান থেকে নির্দেশ এল। সন্তোষ পূজারী গ্রামে আছে। তাই লোআর কাস্ট্ স্ত্রী-পুরুষ জিতেন মাইতির নেতৃত্বে কি করছে চরসার বুকে, তা জানতে খোঁচোড় নিয়োগের দরকার হল না।

প্রয়োজনীয় নির্দেশ পেয়ে সন্তোষ বড়ই বিমর্ষ হয়ে পড়ল। আহা হা, ফাঁসতে মঘাইটাও ফাঁসবে। লোকটা গুণিন ছিল। "ছিল" ভাবছে কেন সন্তোষ? এখনো তো আছে মঘাই। বর্তমানকে অতীত বলে ভাবা ঠিক কি? আহা হা, গুণিন মানুষ। সন্তোষের বাপের বয়সী। ওর হাতে তৈরি বাঁশের দোলনায় দোল খেয়ে সন্তোষ বড় হয়েছে।

যত নষ্টের গোড়া জিতেন মাস্টার। শিক্ষিত মানুষ, মাহিষ্য তুই, অজাত-কুজাতের ভাল করবি কেন? ওতে কি ভাল করা হয়? যার যেখানে থাকবার, সে সেখানে থাকলে তবে সব ভাল হয়। ওরও অনিষ্ট করতে হবে, সন্তোষ কি মহাপাপী গো!

মঘাই না থাকলে জল দিশাবে কে? সরকারী জিওলজিস্ট বাবুরা? এলেম জানা আছে, এলেম জানা আছে, এলেম জানা আছে। তোরা শত যন্ত্রপাতি নিয়ে, মাটি পাথর ব্লাস্ট করে যা করিস মঘাই তা করে অবহেলে। মঘাই আর জিতেন মাস্টার দুটিই দুরকমে ভাল লোক।

ওদের অনিষ্ট করতে চলেছে সন্তোষ। মনস্তাপ, মনস্তাপ!

আন্তরিক দুঃখে সন্তোষ গ্রামে ফিরেই মায়ের থানে শেতল দিল এবং অসংগত পরিমাণে শেতলের জলপান জিতেন ও মঘাইকে

পাঠাল। মনস্তাপে স্কুল ফাণ্ডে আবার টাকা দিল এবং ছুটি তাল খুঁটোর দাম মঘাইকে মকুব করে দিল।

বাঁধ শেষ হইল চৈত্র শেষ করে।

এবার খরা খরতর। বড় দুরন্ত আতপকিরণ। কিন্তু এবার উন্নুইয়ে জল অনেক বেশি জমল। মঘাই বলল, মাস্টার, মাগী বুঝে নিয়াছে ইবার উ জব্দ। ইবার উরে বেন্ধেছেন্দে জল আদায় কর‍্যা লিব। ইবার উ বুঝে হার মেনাছে। লদীতে আর লষ্ট মিইয়াতে তফাত নাই। দেখ, সকল লদী লষ্ট মিইয়া, মা গঙ্গা পিথিমিতে মা গঙ্গা, পাতালে পাতাল গঙ্গা, তা বাদে সকল লদী লষ্ট ছিনাল মিইয়া।

বাঁধের পাথরে বসে সূর্যাস্তে জিতেন মাইতি ও মঘাইয়ের আশ্চর্য কামারাদোরি চলে। দু জনেই চৈত্রের অবসান, আষাঢ়ের আগমন চায়। মঘাইয়ের প্রশ্ন ও কথা সবই জলকেন্দ্রিক।

মা পাতাল গঙ্গার ঠেঙে মাপ মেঙে নিয়াছি। তিনি জানেন, আমি তার দাস।

বাঁধে জল হলে কি করবে?

কতদিন লয়ান ভরে দেখব গো!

বাঁধে মাছ ছাড়তে হবে।

পোনা লিসবে কে?

আমি আর ধুরা যাব।

তুমার দেশে অ্যানেক জল, লয়?

অনেক জল।

জলের ভাগটো ভগমান ঠিক করে নাই।

এবার জল পাবে।

ছেলারা মদ খেয়ে মাতন করবে।

ওই দোষেই ত মরলে।

তুমি কি জানলা? জেবনে খালা না।

ছিঃ ছিঃ!

মোদের উ লইলে চলে না।

সে ত দেখছি।

তুমার বেত্তান্ত কি?

কেন?

কেও নাই? সোম্‌সার করলা না।

হয়ে উঠল না।

পুরুষ ছেলা, ই বয়সে বিয়া চলে।

দূর মঘাই।

হেথা থাক, বিয়া কর।

সে কি হয়?

থাক। চাষ কর, ঘর তুল। সাইকেল কিন, রেডিও কিন, টচবাতি কিন।

না হে মঘাই, সে করতে হলে ফিরে জন্ম নিতে হবে।

তবে মর গা। লাও, বিড়ি খাও, মেচবাতি দাও।

দুজনে বিড়ি টানে। চৈত্রের জ্বলন্ত দিন জ্বলতে জ্বলতে পশ্চিম দিগন্তে মরে। মাটি ও বাতাসে তাপ। তবু জিতেন মাইতি মনে শান্তি পান। বৃষ্টির মত জুড়িয়ে দেওয়া শান্তি। রাত্রে ঘুমে জল দেখেন। কোথাও যেন এক দগ্ধ ও নিঃশব্দ প্রান্তর। মঘাই যেন হাত তুলে দিকচক্রবাল থেকে আকাশ জুড়ে হেঁটে আসছে। পেছনে আসছে এক নিঃশব্দ জলের দেওয়াল। পৃথিবীর সত্তর ভাগ জল।

বৈশাখ এল।

বৈশাখ গেল।

জ্যৈষ্ঠ এল।

জ্যৈষ্ঠ গেল।

আষাঢ় এল।

বর্ষা এল। জল।

আষাঢ়ে সঘন দেয়া। শ্রাবণ বর্ষণ পার করে তবে বান ডাকল। মঘাই আর জিতেন মাইতি ছুটে পাহাড়ে উঠলেন।

না। আর ভুল নেই। গেরুয়া গর্জনে চরসা ছুটে আসছে। ফেনিল জল। ঘোলা জলে অবিরাম পাক ও স্রোত।

মঘাই বলল, চল মাস্টার। যেয়ে বাঁধের কাছে দেখি গা।

বাঁধের দিকে চেয়ে মঘাই বলল, ওঃ! এততে মাগীর গরম লাশে নাই। দেখ দেখ, ঢিবা ভাসায় দেখ। হা তুর আক্কেল নাই? ঢিবা ভাসায়ে নিস?

জিতেন মাইতি বললেন, দেখ মঘাই, ঢিবা ভাসবে, চলে যাবে, আগেই জান। এতে কোন অসুবিধে নেই। বর্ষার বানে ভাসবে না? ভাসুক ঢিবা।

তবে?

ভাদ্র আসুক। বান মরবে, বর্ষা যাবে, তবে বুঝব কি জল থাকল কি থাকল না।

মঘাই বলল, পাক দেখ, ফেনা দেখ। ইশ্‌! কোথা হতে বাঁশ গাছ উপাড়ে আনলি আক্কুসি? যাই ধুরারে বলি। আগু-বাঁক দেখুক গা। হোথা বাঁশ লাগলে উঠাবে। ওঃ, বাঁশের খুঁটা, তালের খুঁটা, তাও সোনা হতে মাঙা হল।

তারপর বলল, ই ভাদোই পূজা—মনসা পূজা ই বারে সাথক। দেখ কেনে তুমি, ই চত্তিরে নদীতে আরেক বাঁকে বাঁধ দিব। বেন্ধেছেন্দে উকে জব্দ করব।

আষাঢ়ে বান, শ্রাবণে বান, ভাদ্রে বান। মনসা পূজা হল ঘরে ঘরে। মনসা মানে বাস্তু। বাস্তু পুজোর দিন নানা বিধি রান্নার আয়োজন। পরদিন অরন্ধন।

সন্তোষের কাণ্ড দেখে সবাই অবাক। পুজোর দিন ও মনসার ডাল, বাস্তু মাথায় নিয়ে নতুন বাঁধের জলে বাস্তু স্নান করাল। তারপর ঢেঁটরা দিয়ে অরন্ধনের দিন ঠাণ্ডা ভাত, পাঁচ তরকারি, পাঁচ শাক, কুমড়ো-পোস্তর অম্বল বিলি করল মঘাইদের পাড়ায়।

জিতেনকে বলল, ভাবছু, আপনার ইস্কুল-চালা বড় করা দিব।

গাঁয়ে ইস্কুল রইতে তেম্নুথালি পাঠাছু ছেলেদের, ই ভাল না। আপনি কলেজে দুটা পাস দিছু, উ মাস্টার তো মেট্রিক ফেল।

ধুরা বলল, এত ভাল হয়ে গেল কেনে ঠাকুর? আঁই? কুন-অ-বার ত্যাত পেসাদ দেয় না ত?

মঘাই বলল, তো বেটার তাতে কি? হারামজাদ, পেয়েছিস, খেয়ে লে।

মনসা পুজো মঘাইদের অন্য রকম। মঘাই আগে মনসা পুজো করল। তারপর মুখে রং মেখে, মদ খেয়ে সং সেজে গান গাইতে গাইতে পাহাড়ের ওপর দিয়ে সার বেঁধে ওদের বাঁধের দিকে গেল।

আজ ঝিরঝিরে বৃষ্টি, বাতাসে ঝাপট। ওরা গাইছিল,

শঙ্কিনী চিত্রানী লাগে মায়ের কাঁচলা
চিতিবোড়া লাগে রচে মায়ের আঁচলা
কাজলিয়া লাগে মায়ের লয়ানে কাজল
পাতুড়িয়া লাগে মাতা পায়ে পরে মল—

জিতেন মাইতি ওদের শোভাযাত্রা দেখছিলেন। পাহাড়-এ দাঁড়িয়ে চরসার জল দেখা এখন তাঁর সবচেয়ে দরকারী কাজ। নাচতে নাচতে মঘাইরা চরসার ধারে গিয়ে ঘট ডোবাল। তারপর ঘরে ফিরে গিয়ে অভ্যস্ত উপসংহার হিসেবে প্রচুর মদ খেল।

আরেকজন খড়ের দোতলা বাড়ির ওপরের ঘর থেকে ডোমদের শোভাযাত্রা দেখল। সন্তোষ পুজারী। ওঃ! মদ খেতে জানে বেটারা। নিজেরাই তৈরি করে নেয়। সন্তোষ বুঝতে পারছে এর পর গাঁয়ে রাশ রাখতে গেলে তাকে আশপাশের আর্থনীতিক ব্যাপার কবজা করতে হবে। মদের লাইসেন্স বের করে নেবে এবার। পুলিস লাগিয়ে ঘর-ঘর চোলাই বন্ধ করতে হবে। বেটারা মদের বিষয়ে স্বয়ংভর।

ছিপছিপ করে সারাদিন চলল বৃষ্টি। গেরুয়া চরসার ওপর ধূসর বৃষ্টির ঝালর। কেয়াঝোপ থেকে তীব্র মদের গন্ধ। সন্ধ্যার পর সন্তোষ টর্চ ও বাঁশের লাঠি হাতে বেরোল। মঘাইদের বাঁধে গেল।

বাঁধটি ওকে সারাদিন মদালসা যুবতীর আকর্ষণে টানছে। দু চোখ ভরে দেখবে সন্তোষ। মনমাতানো রূপ বড় তাড়াতাড়ি অদেখা হয় সংসারে।

লাইট ফেলল ও। মনোহর হে মনোহর! বাঁধের দুধারে চরসার বুকে হাঁটুজল। বাঁধে দেখ জল থইথই করছে। বেটারা বাঁধ বেঁধেছে যে!

সন্তর্পণে বাঁশের লাঠি ডোবাল সন্তোষ। মুখে ধূর্ত সাবধানতা। যেন পরের মাগের গায়ে হাত দিচ্ছে। অনেক জল! মাথা নাড়তে থাকল ও গভীর দুঃখে। বাঁধ থাকলে ওরই ভাল। দুপাশে জমি ওর, বাঁধটা কিনে নেবে? মাছ ছাড়বে? সন্তোষ মনের চোখে দেখল তার বাঁধে তার ছাড়া মাছ ঘাই মারছে। আহা! কি কল করেছে কোম্পানী, জঙ্গল-নদী-পাহাড়৷ রেল-পোস্টাপিস-থানা—এগুলিতে সন্তোষের মালিকানা চলে না। গভীর দুঃখে সন্তোষ "শালো" বলল ও বাঁশটি জলে ফেলে রেখে চলে এল।

মনসা পুজো গেল। ভাদ্র গেল। আশ্বিনের মাঝামাঝি বাজনা বেজে উঠল। পুজোর বোধন নয়। উৎসবের বাজনা। আশ্বিনের শেষে পুজো। সন্তোষের মণ্ডপে প্রতিমায় মাটি পড়ছে। এবার পুজোয় এস. ডি. ও. আনতে হবে বলে সন্তোষের জেদ চেপেছে। দারোগা আর বি. ডি. ও. কতবার তো এল। বাজনা শুনে সন্তোষ ওর মাহিন্দার গৌরকে বলল, বাদ্যি কিসের শুনলুঁ?

ডোমপাড়ার।

পরব আছুঁ?

না না।

গৌর বাবুর অজ্ঞতায় হাসল ও বলল, বাঁধে জল বেঁধেছে। তাথে উরা সেথা যেয়ে পুষলা খাবে, নাচ-গান করবে, মাস্টাররে মালা পরাবে। মাতন খুব।

মাস্টার যেছু?

হাঁ বাবু।

আর কারা গেলু ?

ডোম-চামার-চাঁড়াল কেও লাই ঘরে। জল কি সোন্দর বাবু! দেখে আলাম ঘোলা মরে ফটিকপারা জল। আরো কত জনা আসতেছে। তেমুখালির সাঁওতালরা দেখতে আসতেছে। খুব রমগরম।

সন্তোষ বলল, তু হেথা থাক। কুমার যা চায় দিবি। আমি সদরে চললুঁ। ছাইকেল দে।

সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেল সন্তোষ।

সকাল থেকে বাঁধে উৎসব।

বিকেল নাগাদ খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়। তারপর ধুরা বলে, সারাদিন মাতন নাই মাস্টার বাবুর। এবার জলে চুবাব।

বিকেলে বাতাস ঠাণ্ডা। তবু জিতেন মাইতি জলে নেমে পড়েন।

মঘাই পাড়ে বসে দেখে, হাসে, এক সময়ে জলে ঝাঁপ দেয়।

তখন সবাই নেমে পড়ে ও এমন ঝাঁপাঝাঁপি করে যে কেউ দেখে না "পাহাড়"টির ওপারে জীপ এসে থামছে একের পর এক।

মেয়েরা ছেলেপিলে নিয়ে গ্রামে ফিরে গিয়েছিল। মঘাইয়ের বউ পুলিসের রুদ্রমূর্তি দেখে ভয় পায় ও "মঘাই ডোম? কোথা সে?" শুনে দু হাত তুলে চেঁচাতে চেঁচাতে "পাহাড়" ধরে ছোটে।

সাতটি জীপ এসেছিল, চল্লিশজন পুলিস। কেননা জিতেন মাইতি, এক "কর লং সাস্‌পিশাস ক্যারেক্‌টার", বুনিয়াদী প্রাইমারী স্কুল শিক্ষকের কর্তব্য ত্যাগ করে চরসা গ্রামের "ডিসেন্‌টিং এলিমেণ্ট্‌স"দের সঙ্গে একজোট হয়ে সমাজবিরোধী সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপে উসকানি দিয়ে গ্রামজীবনে সন্ত্রাস সঞ্চারে রত ছিলেন।

বস্তুত, চরসা ব্লকে কাজ নিয়ে আসার পেছনেও জিতেন মাইতির গোপন অভিসন্ধি প্রকাশ পায়। "জল একটি ইস্যু মাত্র"। এ গ্রামে তিনি মঘাই ডোমের সঙ্গে যে রকম তৎপরতায় যোগাযোগ করেন তাতে বোঝা যায় সাক্ষাৎকার পূর্ব-পরিকল্পিত।

কেন?

মঘাই ডোম ও ধুরা ডোম "ফর লং সাস্‌পিশাস ক্যারেক্টার"। কেননা একাত্তর সালে তারা তিনজন পলাতক সন্ত্রাসবাদী চরমপন্থীকে মদত দেয় বলে জানা গেছে এবং প্রমাণাভাবে তাদের শামিল করা যায়নি। জিতেন মাইতি জলের ছলে মঘাই ও ধুরাকে সঙ্গে নিয়ে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন কার্যে লিপ্ত।

পুলিসী সূত্রে খবর আছে। চরসা গ্রামের অবস্থা বিস্ফোরক। "জল একটি ইস্যু মাত্র"। জলকে কেন্দ্র করে যে-কোনদিন গ্রামের সংরক্ষিত ও তপশীলী জনসমূহ এক বিস্ফোরণে ফেটে পড়তে পারে। বস্তুত, এই বর্ষাসিঞ্চনে সরসা-শ্যামলা চরসা এক জতুগৃহ। যে-কোন সময়ে···

"আইন ভঙ্গের সকল সন্ত্রাসী চেষ্টা অঙ্কুরে বিনাশ করতে হবে। সে জন্য প্রয়োজনীয় সকল···"

তাই জীপ ও পুলিস অমন তৎপরতায় চলে আসে। চরসা স্টেশন ও চরসা গ্রামের মধ্যবর্তী কাঁচা রাস্তা সত্তর-একাত্তর থেকেই এমার্জেন্সী জীপ-মোবিলিটির জন্য তৈরি। এ সময়ে তা কাজে লাগে ও কি ঘটছে তা দেখার জন্য জীপ থেকে ঝটিতি নেমে সন্তোষ পাহাড়ে ওঠে।

জলে ঝাঁপাঝাঁপি নিরত মানুষগুলির চোখে সহসা পুলিস-জীপ-মঘাইয়ের বউ সব বোধাতীত বোধ হয়। পুলিস কেন, পুলিস কি করতে পারে তা কেউ বোঝার আগেই বাঁধের পাছ-মুখের ও আগ-মুখের পাথর ফেলে দিতে থাকে পুলিস। "দিস ইউ ক্যানট ডু" বলে জল থেকে হাত বাড়িয়ে পুলিসের ঠ্যাং ধরে টান মারেন জিতেন মাইতি। ফলে মাথায় বাড়ি পড়ে ও তাঁর বগলের নিচে হাত দিয়ে টেনে পাড়ে তুলে তাঁকে লাথ মারে আরেক পুলিস।

ধুরারা জল থেকে উঠতে তৎপর হয় এবং অসম্ভব আধুনিকতায় পুলিস তাদের "উঠ শালা হারামীর বাচ্ছা" বলে জল থেকে উঠতে বলে ও জল থেকে যে ওঠে তাকে লাথ মেরে জলে ফেলে দেয়। প্রসেসটি আধুনিকতার প্রত্ন-প্রতিমা। কেননা এর মধ্যে দেখা যায় পুলিসের ব্যক্তিত্ব ও অ্যাকশনে কি ভাবে "ডুয়ালিটি-স্কি-দ্বি" ইত্যাদি

কাজ করছে। এই পুলিস সত্যই "দ্বি-সত্তা" ভোগী। জর্জ স্টেনার বলেছেন, নাৎসীদের ভয়ংকরতা হল "দ্বি"-এর বিলোপ। একজন নাৎসী জেনেরাল বেথোভেন শুনছেন ও গোটে পড়ছেন—আরেকজন ইহুদী শিশুর চামড়ায় টেবিলল্যাম্প বানাচ্ছেন—তা কিন্তু নয়। বেথোভেন শ্রবণ—শিশু হত্যা—গ্যেটে পাঠ—নারী হত্যা একই লোক করছেন।

এটি জর্মনীতে সম্ভব। সে দেশের জল-বাতাস আলাদা। আমাদের দেশ অন্যরকম। আমাদের পুলিস আধুনিক মানসিকতার প্রত্নপ্রতিমা। তাই তারা ধুরাদের উঠতে বলে জল থেকে এবং উঠলেই ঠেলে ফেলে দেয়।

তারপর একসময়ে পুলিস দুই থেকে এক হয় ও ধুরাদের জল থেকে উঠিয়ে ফেলে। মঘাই এ সময়ে ছুটে এগিয়ে মনসার ধ্বজার বাঁশ তুলে নেয় পাড় থেকে। ওটি ওরাই পুজোর পর পুঁতে গিয়েছিল। বাঁশটি তুলে ধরে ও পুলিসের দিকে ছুটতে থাকে। মুখে চেঁচায়, "বাঁধ ভাঙতে দিব না হে, মোদের বাঁধ ভাঙতে দিব না হে, মোদের বাঁধ? মোরা বেঁধেছি।"

জিতেন মাইতি তাকে ধরতে গিয়ে সপাট আছাড় খান। তাঁর পিঠে লাথি পড়ে শায়িত অবস্থায় ও তখনো তিনি উঠতে চেষ্টা করেন। তখনি তিনি গুলির শব্দ শোনেন ও ঘাড় ফেরাতে গিয়ে অসম্ভব বিস্ময় লাগে হেরি মঘাইরে। মঘাই শূন্যে দেহটি বেঁকিয়ে আর্চ করে জলে পড়ছে। তার শরীর শূন্যে, পেছনে সূর্য, রক্তাক্ত ইকেরাস যেন, তারপর "আহ্—আহ্—আহ্" আর্তনাদ ও জলে পড়ার ঝপাং শব্দ হয়।

শব্দটি আরেক শব্দে চাপা পড়ে। এ সময়ে আগ-বাঁধের পাথর ফেলা সমাপ্ত হয় এবং স্বৈরিণী চরসা ছেনালি ভুলে বিবস্ত্রা, প্রেমাতুরা বেশ্যার ব্যাকুলতায় মঘাইকে আলিঙ্গনে বেঁধে বাঁধ শূন্য করে—জলের সঞ্চয় বালি সমান করে ভেসে চলে যায় সকল জল নিয়ে।

জিতেন মাইতি ও ধুরা জেলে। অপরাধ আই. পি. সি. ১৪৬। ১৪৭। ১৫১ ধারা।

মঘাইয়ের লাশ তুটি পাথরের মাঝে বেধে পড়ে ছিল। সেটি পুলিস নিয়ে যায়।

চরসা নদী এখন আগের মত জলহীন, শীর্ণ, প্রাচীন বন্ধ্যাত্বে অভিশপ্ত। তার বুকে ডোম-চামার-চাঁড়াল পুরুষরা রাতে উন্নুই খোঁড়ে। সে উন্নুইয়ে জল জমে। মেয়েরা ভোররাতে সে জল নেয়। পাহাড়-এ নিষ্পত্র তাল-খেজুরের নিচে ছাগল চরে।

চরসার বুনিয়াদি স্কুলটি উঠে গিয়েছে। চরসায় এখনো আহ্নিক-গতি বার্ষিক-গতির অবশ্যম্ভাবিতায় খরা-বান-খরা-বান-খরা হয়। সন্তোষ পূজারী রিলিফ আনতে যায় বছর-বছর। চরসা গ্রামে জলাধিক্য ঘটার ফলে রিলিফ থেকে কুয়ো খোঁড়ার সরকারী স্যাংশন নেই। রিলিফের টাকায় মন্দির উঠবে, "নেসেসারি পাবলিক বিল্‌ডিং" শ্রেণীমতে।

সরকারী নোট : 'চরসা ব্লকে হরিজন-সমস্যা জাতীয় কোন সমস্যা নেই। জল-সমস্যাও নেই। জল, তুরভিসন্ধি অ্যাজিটেটরদের তৈরি একটি "ইস্যু" মাত্র।'

এম. ডব্ল্যু. বনাম লখিন্দ

"...at present there is no statutory minimum wage for agricultural labourers in West Bengal."—

(Minimum wage for agricultural labourors : Maitreya Ghatak : The Economic Times, 20. 6. 77.)

॥ ১ ॥

স্বপ্নে লখিন্দ সংগ্রামের শেষে এম. ডব্ল্যু. পেয়েছিল। স্বপ্নে গৌর নস্কর ওকে এবং সকল খেতমজুরকে এম. ডব্ল্যু. দিচ্ছিল। স্বপ্ন দেখতে ওকে ঘুমোতে হয় না। লখিন্দ ভিতু ও ডরপোক মানুষ। বাস্তবে ও যা যা পায় না, যে সব পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারে না—চলতে ফিরতে স্বপ্ন দেখে ও সে সব পেয়ে যায় এবং বেগতিক পরিস্থিতিতে জেনারেল রমেল হয়ে যায়। স্বপ্নে। ওয়ালটার মিটির গল্প না পড়ে এবং ড্যানি কে-র ছবি না দেখলেও ওর পলায়নী আচরণ ওয়ালটার মিটির মত। এতেই বোঝা যায় মানুষ দেশে দেশে এক।

স্বপ্নে ও একটা আস্ত র‍্যাপার পেয়েছে। চালে ছোন দিয়েছে। গৌর নস্করকে নাকে খত দিইয়েছে। সাধারণত ও সিকি পেটা খায়। ফলে অনাহারী শরীরে "স্বপ্নদর্শন জীবনবিষয়ক" ঘটলে ও ইউফোরিয়া প্রাপ্ত হয় ও নিজের অজানতে চিকচিকে হাসে।

এখন হাসতে গিয়ে ও ছিচরণের কনুয়ের গুঁতো খেল ও চমকে উঠে শুনল বসাই টুরা বলছে, না লিজ্যে কাটব, না দাওয়াল লিসতে দিব।

ছিচরণ হাত তুলল। বলল, উ লামটো মনে রাখতে লারছু হে বসাই! ইনজিরি লাম দিছু। কি যেন বললা তুমি? উ ইনজিরি লাম বুঝাও হে। লইলে লড়াই হয়?

কি লাম?

উ-ই এম. ডবলু. তুমি যা লিখা-পড়া আছু, মিশনে গিছিলা।

উ লাম দিছে সরকার। মিনিমাম ওয়েজ, বাঁচার মত মজুরি দিবে এম. ডবলু.।

বুঝছু হে। এখন বিতং করা বল।

তুমার মাথায় কিছু রয় না হে! কতবার বলা করলাম, তা ভুলে বসা আছু।

আগে লখিন্দর বিচার কর।

লখিন্দ চমকে উঠল। বলল, কেনী? তুমার বলদ আমি পন্‌ডে দিই নাই।

বসাই টুরা বলল, তুমারে পন্‌ডে দিব। খেতমজুর এম. ডবলু. পায় নাই আগে। জলপাইগুড়ি দার্জিলিং শিলিগুড়ি পেয়াছে। আর ক্যাও পায় নাই।

ছিচরণ বলল, তুমি যি বললা সি লকসালবাড়ি দার্জিলিঙে আছু?

আছু ত।

যদি সেথা মজুরে মজুরি পেয়াছে তবে সেথা লকসালবাড়ি হল কেনী?

সি আন কথা। এখন লখিন্দরে শুধাই। আটষট সালে মোদের জেলায় এম. ডবলু. হল।

লখিন্দ বলল, খু—ব হয়াছিল। ত্যাখন আমি লিত্য রেডিও শুনাচ্ছি। ববাপো রে, রেড়িওতে তখন কত এম. ডবলু. হয়াছে।

হাঁ হাঁ রেডিওতে হয়াছে, কাগজে হয়াছে, সরকারী রেকর্ডে মরদ মিঞা টোকা কত পেয়াছে? তিন টাকা চুয়ান্ পসা, তিন টাকা সাতাশ পসা, দু টাকা দু পসা! রেকডে মোরা রাজা হয়াছি।

আঁ? অত টাকা?

হাতে কত পেয়াছ?

ছ আনা। বিটিরা তাও পায় নাই।

তবে শালো বিড্ডি বাবুরে গিয়া বলা এলা কেনী যে সবে রেকডের মজুরি পাই? পেয়াছ কুন—অ দিন? দেখাছ তিন টাকা চুয়ান্ পসা?

লাঃ! লস্কর দিয়াছে ছ—আ—না কুথা হথে দেখব? কু—ন্—অ দিন দেখি লাই।

তবে শালো মিছা কবুল খেলা কেনী?

লখিন্দ এবার হাসল। বলল, লস্কর মোরে বলল যি? বলল, বলা আয় লখিন্দ, বলা এলা তোরে ধান লয়, চাল দিব। পাঁচ রেক!

তাথেই বলা এলা?

বসাই টুরা খুবই বিমর্ষ হয়ে লখিন্দর দিকে চাইল ও এখন সে ফাদার সামুয়েলের ফ্রাস্‌টেশন বুঝল। ফাদার বসাইদের আত্মাকে হিদেনিজমের অন্ধকার থেকে তুলতেন।

বসাইরা তাঁর কথা মন দিয়ে শুনত। কিন্তু করম, সোহরাই, ধরম পুজা বা কালী পুজোয় আবার গির্জা থেকে কাট মারত। তারপর বড়দিনে আবার গির্জে যেত ও বলত। আবার মোরা এসেছি হে, টাকাটো কম্বলটো—অষুদটো দিঞে দাও।

ফাদার স্যামুয়েল হতাশ চোখে ওদের দিকে চেয়ে থাকতেন।

বসাই হতাশ চোখে লখিন্দর দিকে চাইল। বলল, লখিন্দ! খেতমজুরের মরণ খেতমজুরের হাঁথে। তুমি যা বলা এলা, তাথে মোদের মরণ! পাঁচ রেক চালে লস্কর মুতা দেয়। দিবে তিন টাকা চুয়ান, খেতমজুর মোরা দুই শৎ, তাথে দিন সাতশো টাকা যায়। তা না দিয়া দিল ছ-আনা। তাথে দিন চুয়াত্তর টাকা গেল। তা ছয় শৎ ছাব্বিশ টাকা দিন বাঁচাল, তাথে ক রেক চাল হয় বুঝ?

লাঃ! হিসাব কি জানি?

তবে?

আর হ্যাঁ! বেগুন দিয়াছিল, ডিংলা, আলু।

তুমারে বুঝাবে কে?

কেনী? তুমি? তুমি লীডার আছু।

বসাই বলল, দাঁড়াও হে, টু'নি আসি।

বসাই জল ফেরাতে গেল। সোনাল ও গয়েশ্বরী গ্রামের সব খেতমজুরই এসেছে, লখিন্দ দেখল। দুটি গ্রামেই গয়েশ্বরী নদীর তীরে

সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ল্যাণ্ড সিলিংকে কলা দেখিয়ে গৌর লস্কর একাই ঈশ্বর, বহু দেবতা হয়েছে। স্বনামে ও বহু নামে স-গয়েশ্বরী নদী এ থানা গৌর ভোগ করে। তার বাড়ি দোতলা ও পাকা, তার লরি পাকা সড়ক ধরে চাল নিয়ে শহরে চলে যায়। তার বাড়িতে দোল, দুর্গোৎসব, রটন্তী কালীপুজো ও পনেরই আগস্ট হয়। ওর বৈঠকখানা বাড়ি হাকিম, দারোগা, মন্ত্রী, এম-এল-এ ওঠার জায়গা। ওর বসার ঘরে দুজন হাকিম, তিনজন মন্ত্রী, সিদ্ধেশ্বর বাবা, দেহশ্রী শান্তনু মিত্র ও একজন এম-এল-এ'র, কুল্যে আটখানা ছবি টাঙানো আছে। প্রত্যেকের সঙ্গেই গৌর লস্করের ছবি আছে। গৌরের বাড়িতে শোয়ার ঘরে কাঁচা সিমেন্টের ফলকে সিদ্ধেশ্বর বাবার পায়ের ছাপ ও দুটি বেআইনী বন্দুক দেয়ালে ঝোলে।

ওর ধানের গোলা কুড়িটি, মুড়াইলের ধানকলও ওর। ওর সসাগরা পৃথিবী পাহারা দিতে ছ'জন বিহারী পাইক আছে। এত সত্ত্বেও গৌরের অন্তরের অন্তস্তল ফাঁকা। ছেলে নেই ওর। তিন তিন বউয়ের গর্ভে পাঁচ মেয়ে। ডোম, কুর্মী, চামার, সাঁওতাল—ওর খেতে যারা মজুর খাটে, তাদের ঘরে ঘরে পুত্রসন্তানের প্রাবল্য দেখে ওর মনে কি বছর বিজাতীয় রাগ জন্মায়। যে ঘরে হা-অন্ন জো-অন্ন সে ঘরে জন্মায় কেন ছেলেরা?

দিনকাল খুবই মন্দ বলতে হবে। এখন আর স্বপ্নে শিবও আসেন না। গৌরের বাপ বৎসরাধিক তীর্থ ভ্রমণকালে গৌরের মায়ের স্বপ্নে শিব আসেন। ফলে গৌরের জন্ম। জন্মটি ঘিরে অলৌকিক আরা বিরাজমান। এই রহস্যময় অলৌকিকত্ব বাদ দিলে গৌরই পশ্চিমবঙ্গ। অর্থাৎ গৌর যা, পশ্চিমবঙ্গের সকল জোতদারই তা। অবশ্য উৎসাহী রিসার্চ স্কলাররা এদিকে এখনও মন-রিসার্চ ফেলোশিপ-অধ্যবসায় নিয়োগ করেন নি বলেই জানা যায় নি পশ্চিমবঙ্গের জোতদাররা যে সর্ব ক্ষমতাসীন—আইন আদালত পুলিস ট্যাঁকে রাখেন—

তার পেছনে আর্য ও লোকায়ত দেবদেবীদের অবদান ক'দ্দূর।

শিবও অসুরটসুরকে বরদান করে বিপদে পড়তেন। গৌর বর্তমানে বসাই টুরাকে নিয়ে ঘায়েল হচ্ছে। আজ বসাই টুরা মিটিং করছে জেনে গৌর কাল রাতে লখিন্দর ঘরে যায়। বলে, মিটিন্ আছু, বসাই কি বল্যে সব বলা যাবি।

সব বলা আসব।

আমার জানা চাই।

বলা আসব। মোকে একটা টচবাতি দিবে।

দিব।

ছাইকেল।

এখন লয়।

কেনী?

সবে বলবে তু চুকলিখোর আছু তাথে আমি ছাইকেল দিয়া করলাম। তোরে জিগালে বা তুই বলবি—

কেনী? বলব, তুমরা মিটিনে যা বল, স—ব যেয়ে লস্করকে বলছু, তাথে উ টচবাতি দিল? সাইকেল দিল?

ধুর্ যা!

ওকে বকেঝকে গৌর চলে যায়। তখনি লখিন্দর বউ বলে, ফের চুকলি খাও?

না না, তা খাই?

লখিন্দের এখন সব কথা মনে পড়ল। কান খাড়া করল ও। বসাই টুরাকে ওর বড় ভাল লাগে। বসাই কারুককে ভয় খায় না। লখিন্দ ভয় খায় বিশ্বসংসারকে। ওর বউ বলে দিয়েছে, দাদা আছু, নিতাই আছু, একো কথা লস্করের কানে দিছু কি আমি ঘরে আগুন দিয়্যে গয়েশ্বরী চলা যাব, হাঁ! আমি উদ্ধবের মিঞা।

ছিচরণ, নিতাই, ওরা লখিন্দর শালা। লখিন্দ বলেছে, লস্কর বলল যি?

ওরে বলবে না কিছু।

তু বাপু ঘরে আগুন দিস না।

লস্কর তুমার জাত না পাঁত সমাজ ?

কেউ লয়।

উর ডরে মর কেনী ?

ব্বাপো রে, উর আজ্যে বাস!

লখিন্দের দৃঢ় ধারণা, ভারত স্বাধীন হলেও সোনাল গয়েশ্বরী গৌর লস্করের অধীনে। স্বাধীনতার ব্যাপারেও গৌরের হাত আছে বলে ওর ধারণা। নইলে গৌর পনেরই আগস্ট করে কি করে ? লখিন্দ এ চাকলায় সব চেয়ে বোকা লোক।

ছিচরণ ওর গায়ে গুঁতো দিল, কি ভাবছু ?

লাঃ। ভাব নাই।

তবে শুন।

বসাই বলল, যাথে সভে এম. ডবলু. পায় তা দেখতে নিস্‌পেক্টর বসাল সরকার। মোরা কথ খেতমজুর আছু তা জানু তুমরা ?

দুই শৎ!—নিতাই বলল।

দুই শৎ হেথা। সকল জিলা জুড়া সাতত্রিশ লাখ! বুঝলু হে!

সাতত্রিশ লাখ!

লখিন্দ হেসে ফেলল।

হাসছু কেনী ? আঁ ?

লাঃ! উ যে বললা না সা-ত-ত্রি-শ লাখ ? অথ মনিষ কুথা হতে আঁলু ? আমি চোখে দেখি এক গাঁ হতে আন গাঁ তিন মাঠের ফারাক। গাঁ গেরামে, বড় বেশি হাজার মনিষ হতে পারে। অথ মনিষ লাই হে বসাই! উ সব রেডিওর কথা। আমি জানছু।

বসাই বলল, লখিন্দ। এখন লকশা অং তামোশার সময় লয় হে। শিয়রে শমন। যা বলি শুন। তুমরা জান আমি সদর গিয়াছি, ইউনিয়ন আপিস গিয়াছি। আপিস মোরে সকল রেকড দিয়াছে। বলাছে ইউনিয়ন কর তুমরা। খেতমজুর ইউনিয়ন না হলে সরকার জোতদারে গাঁঠছড়া খুলবে না।

ছিচরণ খেপে বলল, কতদিন উপাসী, লস্কর ধানবাড়ি দেয় না। ই চামচা লগড় করে। ফের কথা কবে লখিন্দ তো বুনের কথা বিসোঙরে তুমার বদন বেকল করা দিব। আমি উদ্ধবের বেটা, হুঁ! আর কথা লয়।

ও-পাশ থেকে কানাইবাঁশি বলল, লখিন্দ চুপ যাও হে! ঘরে উদ্ধবের বিটি, বারে উদ্ধবের বেটা।

আমি তেনার জামাই গো—লখিন্দ আবার রগড় করতে যাচ্ছিল। চুপ করল। শ্বশুরকে সে চোখেও দেখেনি। কিন্তু ধানকাটা নিয়ে গৌরের বাপের সঙ্গে লড়তে গিয়ে সে ধানখেতে গুলি খেয়ে পড়ে যায়, হাসপাতালে মরে। সে না কি প্রচণ্ড বদমেজাজী ছিল।

বসাই বলল, যা বলছু শুন মন দিয়া। এম. ডবলু. করল সরকার, তাথে ষোলটা জেলায় ষোলটা নিস্‌পেক্টর বসাল, তাথে কাজ হল ঘোড়ার ডিম। আটষট্টি সালের পর চুয়াত্তর সালে ফের এম. ডবলু, বাড়ায়ে দিছে। মিঞা মরদ সমান সমান—পাঁচ টাকা যাট পসা রোজ। চোদ্দ সালের উপর বয়সী টোকা চিরা চার টাকা রোজ। দিন ফুরানের খেতমজুররে জমির মালিক মুড়ি ভাত দিলে পাঁচসিকা কাটবে। বাকি পসা দিবে। টাকায় লাও, ধান লাও, মস্তুরিতে লাও। পাঁচ টাকা যাট পসার দাম পুরায়ে দিবে। না দিলে তা বেআইন। মরদ মিঞা সাড়ে আট ঘণ্টা মজুরি দিবে, টোকা চিরা দিবে ছ ঘণ্টা। আধা ঘণ্টা জলখাই ছুটি। বুঝছ সবে?

সোমরা টুডু বলল, কবে হতে?

চুয়াত্তর সাল হতে।

এখন ছিয়াত্তর সাল!

সোমরা বৃদ্ধ, গয়েশ্বরী গ্রামের সাঁওতাল খেতমজুরদের প্রধান। ওর অবস্থা অনেকের চেয়ে ভাল, কেন না ও সাপে কাটার চিকিৎসা জানে। গাঁয়ে বাসবসত সাপের সঙ্গে। ফলে সোমরার চাহিদা গ্রীষ্ম বর্ষায় খুব।

সোম্‌রা হতাশ বিস্ময়ে মাথা নাড়ল ও সাদা ভুরু তুলে বলল, আটষটের হিসাব পাই নাই। চুয়াত্তরের হিসাব পাই নাই। ছিয়াত্তর শেষ হয়। আজও দশানা—আটানা দিয়া করে লস্কর।

বসাই বলল, লস্করের বেত্তান্ত এখানেই শেষ লয় হে! তার বেত্তান্ত আরো আছে।

লখিন্দ মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনছিল। সে নিতাইকে ঠেলা দিয়ে বলল, উঃ লস্করের বুদ্ধি কথ দেখছু রে? কথ টাকা হাম্ দিয়াছে বুঝে দেখ্ ও নিতাই রে! হিসাব ভাবলে মাথা ঝিমায়, ক—থ টাকা!

বসাই কপাল কুঁচকে মনে করে বলল, আপিস বলা দিল যথ কথা, শুনা সদরে মাথা ঘুরা যেলু আমার। ই পহেলা দফা এম. ডবলু. কৃষি সদর দফতরে রেকড হয়া গেল লুটিস চলা গেল এম. ডবলু এথ। দফতরে গিছে যখন, তখন বেবস্থা হবার পথ হলু। তাথে পঁচাত্তরের আষাঢ়ে এম. ডবলু. সাথে মাগগী ভাতা জুড়ে লেবর ডিপাট জানাল মিঞার রেট ছ টাকা তেষট পয়সা।

হায় গ। কিছু জানি নাই মোরা—যি জানবার সি জানথ। কিন্তু দেয় নাই—

লা—আ, দেয় নাই। এখন শুন আরো। লস্করের বেত্তান্ত আরো শুন। ছিয়াত্তর সালের চৈতে লেবর ডিপাট লুটিসজারী করলু—মরদ মিঞা মজুরি পাঁচ টাকা ষাট পসা। মাগগী ভাতা আড়াই টাকা!

তাথে কত হলু?

আট টাকা, দশ পসা!

ব্বাপো রে।

টোকা চিরা মজুরি চার টাকা, ভাতা এক টাকা বিরাশি পসা, তাথে পাঁচ টাকা বিরাশি পসা।

কিছু দেয় না হে বসাই।

তুমরা যতদিন দশানায় মজুরি দিবা, লস্করের জুতার ধুলা চাটবা, ই ওর গাই ছাগল পন্‌ডে দিবা, ভাত না পেলা ভাত দেখলে ছুটবা তথদিন উ কিছু দিবে না। আরো শুন।

বল হে। বলাছ ভাল। যা বলাছ মোর্‌রা মাটিখাওয়া কাম করি তাথে বলাছ। এখন বল।

মাস হিসাবে হয় আমাদের এক শত পঁয়তাল্লিশ টাকা সত্তর পসা। টোকা চিরায় সাতাত্তর টাকা সাঁতাশ পসা। লুটিসে আরো কথা। জমির মালিক খাতায় রেকড রাখবে। সি রেকডে লিখা থাকবে কত দিছু, কত ফাইন হছু, ওবরটাইন কত দিছু।

আরো বল হে বসাই।

ব—সা—ই।

সোম্‌রা টুডু হাত তুলল। ঈষৎ কাঁপা গলায় বলল, খেতমজুরের হকের তরে কমনিস বাবুরা লড়াছে। দেখাছি। সরকার তাদেরে মদত দেয় নাই। পুলুস তাদের ধরা করাছে। মোদের তুমি অ্যানেক গাল দিলা হে। লৌয়ে আগুন রয় বয়সের আগুনে। এমন গাল ছিচরণের বাপও দিয়াছে। সে—

গুলিতে জাহান দিয়াছে।

হ্যাঁ। জা—হান্ দিয়াছে। খেতমজুরের লড়াই আমি যা দেখাছি। তা বলি।

বল হে তুমি।

তোমাৎ আমাৎ পুরনো বিবাদ লাই বসাই। তুমার ডাকে যখন এসাছি, তখন পুরানো বিবাদ বিসোঙর হয়া এসাছি। আমি দেখাছি কি তা শুন। খেতমজুর কাম পায় বৎসরে দু'বার। আন সময়ে লস্কর তাদিগে ধান বাড়ি, টাকা করজ দেয়।

লস্করই মোদের মাহাজন। যখন চাষ লাই, সে মাহাজন হয়া মোদের খায় একমুখে। যখন চায আছে তখন আর মুখে খায়।

দুই মুখা সাঁপ।

হাঁ। ই সাঁপের হাঁ বড়। চাষ কালে মজুরি দিবার কথায় হিসাব দেখায়। এথ দিছু, এথ লিছু, এথ পাবু। হাথে ধরায়ে দেয় কান কড়া।

তুমরা সেধা লাও।

না লিলে খাব কি ? না লিয়ে দেখাছি—হেথাক্কেন, দাওয়ালী কাজে বীরভূম বর্ধমান মুর্শিদাবাদ ঘুরাছি, দেখাছি—তখন মোদের খেদায়ে জোৎদার বাহারের দাওয়াল লিস্তে। আমি লিজে সি কাজ করাছি।

থাক সি কথা।

কেনী? তুমিও ছিলা। মাওড়া টুকা, সঙ্গে ফিরতা। মনে লাই বসাই ? বীরভূমে গোলবদন সিংয়ের আমন কাটতে মোদের লিয়ে গেলু ? তার খেতমজুররা মোদের কাছে আলু ? মোরা বলা দিলু গোলবদনরে, খেত হতে পুলুস হঠাও. মোরা আর উরা ধান কাটি ? ধান কাটলম। মজুরি বেটে লিলম। মনে লাই ? পুলুস আঁলু ? মোদের মারা করল, উদের ? মনে লাই ?

আছু। মোর পিঠে চিন্ আছু।

আমি দেখি, সরকার মালিকরে মদত দেয়। ইবার কেনী সরকার খেতমজুরের হকে মদত দেয় ? সরকারী লুটিস—ইউনিয়ন আপিস বসছে—ভাল কথা। ইউনিয়ন ত আমা হতে লড়বড়া দুবলা। সরকারী লুটিসে কাম হয় নাই তা থ জানা যেছে। ইউনিয়নের ভরসা লাই। ই জিলায় ইউনিয়ান বলথে সদরে তিনটা পরকলা চোখা বাবু। তারা সদর কলকাতা ঘুর্যে বুলে। লুটিসের কাম লস্কররে দিয়ে কে করাবে ? আঁ ? সি "লা" করলে মোরা যাব কুথা ?

বসাই অস্বস্তি বোধ করল। তারপর অস্বস্তি ঝেড়ে ফেলে বলল, ই আমারও কথা বেটে। তা, সরকার যা বেবস্থা করাছে, বলি আগে ?

আমি আর টুনি বলি ?

বল।

পাগল আমি লই হে! আমি জানু বসাই মোদের লড়াইয়ে লামাবে। তুমাদের কথা জানি না। আমি লামা করব! কিন্তুক কুনদিক হথে মার আসে তা জেনে আগাব। ছিচরণ, দোষ ভেব্যো না, তুমার বাপ তা ভাবত না। ভেবাচিন্তা কাম সি করে নাই।

বসাইরে ভাবতে হচ্ছু। দিন বড় মন্দ হে! লস্করে পুলুসে এখন মাগ-ভাতার। লইলে মুড়াইলের মাস্টরের ছেলা মরল লস্করের লরির লিচে। লালিশ করথে যেথে পুলুস মাস্টরের দিল মিসা করা? আঁ? সতীশ মণ্ডলও মিসা। মিসা কি তা জানি নাই। ই দেখলু। লস্করের সাথে যার লাগে সি মিসা হয়? বসাই তুমি জানছ আমি কি বলছু?

হাঁ সোমরা টুডু, জানছু।

সোনালের গোবিন্দ বাউরি বলল, জেহেল মিসা হথে হলে আমি লাই।

লখিন্দ ফট করে বলল, মিসা হলে কি হয়?

গোবিন্দ বলল, পুলুস শাঁখ বাজায়ে লয়্যে যায়, জামাই আদরে রাখে। তু যাবু লখিন্দ?

মোর বউয়ের লাইলং লাই।

কি বললু?

লস্কর বলাছে, সতীশের বউ লাইলং পরা, ছাইকেল রিকসা উঠা, সদর জেহেলে সতীশেরে যেয়ে লেংচা খাওয়ায়। আমি লেংচা খাছু। তিনটা।

বসাই বলল, চুপ যাও লখিন্দ।

যেছু।

শুন।

শুনছু।

সরকার বেবস্থা করাছে এম. ডবলু. না দিলে মোরা আদালতে যেতে পারবু।

এ কথায় জমায়েতে বিদ্রূপের হাসির হর্‌রা উঠল। গোবিন্দ বাউরি ক্ষুণ্ণ গলায় বলল, বসাই ই তুমি কি বললা? কোর্ট কাছারি? লস্করের নামে কোর্ট-কাছারি করা আসে গ্রামে বাস করবু? তা হয়? হয়াছে?

বসাই বলল, আরো বেবস্থা। মজুর কোর্ট-কাছারি লা করলু। নিস্‌পেক্‌টর এখন অ্যানেক। তিন শৎ পঁয়ত্রিশ ব্লকে দুই শৎ

পঁয়তাল্লিশ নিস্‌পেক্‌টর দিছু। নিস্‌পেক্‌টর মোদের দাবি-দাওয়া লয়ে লড়া করবু।

নিস্‌পেক্‌টর কুথা ?

এতক্ষণে বসাই হাসল। বলল, মুড়াইলের বাংলায় মোদের কপাল, ভাল নিস্‌পেক্‌টর এসেছে। ইউনিয়ান আপিস বলা দিলু লিয়ম নাই, তভেও য্যাত নিস্‌পেক্‌টর সব ল্যিছে জোতদার ঘর হথে। মোদের ব্লকে যি নিস্‌পেক্‌টর সি জাতে তপসিল, ছেলা টেঁটা, লস্কর পায়ের লড়া খসায়ে ফেলছু, তভে তার বাড়ি থাকে নাই। লস্কর মাছ-ডিংলা পাঠাছু, তা ল্যায় নাই।

টাকা ল্যিছে, ডিংলা লিছে না। সি পুলুস নিস্‌পেক্‌টর মনে নাই ? মদ লিল না, চাল মুরগি লিল না, মোরা ভাবলু ধর্মরাজ এসাছে—কিন্তুক রাতেভিতে টাকা লিল। মোদেরকে শাল দিয়া চলা গেল।

লাঃ! ই শুনাছি ভাল।

এখন কি করা ?

আমি বলি হে ? তুমারদের সি কথা মনে লিলে তুমরাও বলবে।

বল !

ই—ধান—মোরা—কাটব !

মোরা কাটব !

বাহারের দাওয়াল ঘুসতে দিব না !

ঘুসতে দিব না !

ছিয়াত্তরের মজুরি দিথে হবে।

দিতে হবে !

যদি মজুরি কাটে, তভে ?

তভে ?

মুখের হিসাব মানব না।

মানব না !

রেজস্টারি দেখাত্‌ হবে।

দেখাত্‌ হবে।

এম. ডবলু. মোদের জা—হান্‌!

জা—হান্‌!

দিবে তভে কাটব ধা—হান!

ধা—হান!

আর কি? হয়া গেল? সোমরা ঠিক বলাছে, ইউনিয়ান লড়বড়া। তবও ইউনিয়ান মদত দিবে। আমরা ঐ সকল কথা নিস্‌পেক্‌টররে জানাবু, ইউনিয়ানরেও। সকল জানায়ে সিধা পথে লস্করের কাছে যাবু।

ছিচরণ বলল, বসাই! সকল কথা লিখা কর‍্যে লিলে ছ'ঠাঁয়ে ছ'কাগজ দিতু?

নাঃ! মোর এলেম নাই হে, লিখাপড়াইয়ের কথায় লাজ পাই। লিখাপড়াই কুন মৎ। তাথে মিটিনের রিপোর্ট লিখা চলে না।

সোমরা বলল, তুমি পঢ়লা না, বসাই। তুমার উপর মোদের ভস্‌সা ছিল কত! সাঁওতালে শিক্ষিৎ ক'জনা? তুমি পঢ়লা না।

উ কথা ছাড়া। মোর চুল সদা হয়া গেল! এখন উ কথায় লাভ? নিস্‌পেক্‌টরের কাছকে যেছু আমি। মোর সাথে গোবিন্দ, ছিচরণ আর লখিন্দ চল।

নাঃ, নিস্‌পেক্‌টর বন্দুক ফুটায়।

ই পুলুস লয়, এম. ডবলু. নিস্‌পেক্‌টর।

নাঃ, ডর খাই।

যেতে তোমাক্‌ হবে হে লখিন্দ! লয় তো, তোমাক জান্নু আমি, লস্কররে রিপোর্ট করবা তুমি।

নাঃ, বউ মানা করাছে। সি উদ্ধবের বিটি, বকাছে ঘরে আগুন দিয়া গয়েশ্বরী চলা যাবে।

তবে ঘর যাও, হাঃ।

তুমাক্‌ একটো কথা বলথাম।

বল।

লাঃ, গোপনে।

বসাই ওর কাছে এল। দু'জনে জমায়েত থেকে দূরে সরে গেল। লখিন্দ বলল, উ যে বললা, দাওয়াল ঘুসতে দিব না?

বললম। তাথে কি?

আমি বুকাটা, দিমাক লাই মোক। তাথে লস্কর মোর সাক্ষাৎ সকল কথা বল্যে।

কি বলেছে?

তুমি এবার লড়াই করবা, এম. ডবলু লিবা, স—ভ উ জানে। তাথে উ পাইক দিয়া দাওয়াল কুথা সি খোঁজ লিয়েছে। দাঁড়াও, কুথাকার দাওয়াল আসতেছে, তা সোঙর করি। হু—ই পছিম হথে, পুর্ণিয়া হথে দাওয়াল আস্যে এখুন—সিথা লকসালী হুলুম জুলুম খুব। তাথে সভে পলায়। সি দাওয়ালরা পেট ভাতা আর সিকি মজুরিতে কাম কর্যে।

বসাই চোখ কুঁচকোল। বলল, ভাল বলছু।

তারপর ও কি ভেবে বলল, লখিন্দ! সমঝায় তুমি মোর ঘর আস। কথা আছু।

লস্কর শুধাবে যখন? মিটিনের কথা!

বলবা। বসাইরা জানে না কিছু। নিস্‌পেক্‌টরের কাছে যেছু সবে।

সি যা কবে তা হবে।

নিস্‌পেক্‌টরের লস্করের সাথ শামিল হয় ্যামন?

হলে হভে। এখন সামন্ত···পরে কব। নিস্‌পেক্‌টরের কাছে যেছু আমি।

॥ ২ ॥

মুড়াইলের ডাকবাংলোর খড়ের চাল দেওয়া বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে এম. ডবলু. ইন্‌সপেক্‌টর সুবোধ রুইদাস সংখ্যালঘু এম. ডবলু. আই.দের ত্রাতা ও পাতা সামন্তকে স্মরণ করছিল।

সামন্ত হলেন "ডেপুটি লেবর কমিশনার ইন্‌চার্জ অফ এনফোর্সমেণ্ট ল অ্যানড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ মিনিমাম ওয়েজেস্।"

সুবোধ রুইদাস "সংখ্যালঘু" এম. ডবলু. আই. এবং তা শুধু এই জন্য নয় যে তার পদবী রুইদাস। ন্যূনতম-বেতন ইন্‌সপেক্‌টর নিয়োগের আগে কয়েকটি শর্ত আলোচিত হয় এবং রহস্যময় কারণে সে সব শর্ত লিখিত হয় না। মৌখিক আলোচনায় ঠিক হয়,

(ক) নির্বাচিত প্রার্থীরা জমি-মালিক পরিবারের সদস্য হবে না।

(খ) যতদূর সম্ভব, তারা সিডিউল্‌ড কাস্ট ও ট্রাইবের লোক হবে।

(গ) নির্দিষ্ট কাজ বিষয়ে তাদের থাকতে হবে ইডিওলজিকাল মোটিভেশন।

কার্যকালে, দেখা যায় :—

(ক) অধিকাংশ ইন্‌সপেক্‌টর জমি-মালিক পরিবারের লোক।

(খ) সামান্য ক'জনা মাত্র তপসিলী সম্প্রদায়ের লোক।

(গ) অ্যাপয়েণ্টমেণ্টগুলি রাজনীতিক।

অধিকাংশ ইন্‌সপেক্‌টর কংগ্রেস ও কংগ্রেসের যুব শাখার লোক।

এম. ডবলু. আই.দের বেতমক্রম ৩০০—৬০০। এবং অন্যান্য অ্যালাওয়েনস। পদগুলি স্টেট পাবসিক সার্ভিস কমিশনের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বহির্ভূত।

এই বিষয়ের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট লেবর কমিশনারের পদগুলিও স্টেট পাবলিক সার্ভিস-কমিশনের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে কলা দেখিয়ে সৃষ্ট।

সুবোধ রুইদাস জানে তার অবস্থা কি! শৈশব থেকেই, মেধাবী ছেলে বলে সে বিনা বেতনে লেখাপড়া করেছে। স্বাধীন ভারতের মহামানবের সাগরতীরে বর্ণ জাতিভেদ নেই অফিসিয়ালি। আন-অফিসিয়ালি তাকে ভুলতে দেওয়া হয়নি সে কোন্ জাতের ছেলে। সুবোধেরও জেদ ছিল। অ্যাফিডেবিট করে সে "রায়" বা "দাস" হয়নি। ফলে সুবোধ জানতে বাধ্য হয়েছে, যে সব অবিচার ওকে সহ্য করতে হয়, তার পেছনে অনেক সময়েই অবিচারকারীদের রক্তে লালিত জাত্যভিমান থাকে। জাত্যভিমান আছে বললে কামু ও কমল মজুমদার কপচানো অফিসাররা খচে যান। কিন্তু তৃতীয় পক্ষ বিচার করলে দেখা যায়, তাঁর অবিচার ও অন্যায়ের কোন লজিকাল কারণ নেই। তাঁর আচরণের ব্যাখ্যা মেলে রক্তে লীন জাত্যভিমানে।

এই চাকরি সে পাওয়ার ফলে বর্গভীমার মন্দিরে মা পুজো দেন বটে, কিন্তু চাকরি দিয়ে তাকে অণিমাণ্ডব্য করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। শূলের ছুঁচলো ডগা সে জীবনে বইছে, বইতে হবে।

সে নিঃস্ব, একদা খেতমজুরের সন্তান। ফলে, এখানে আসার আগে আগে তার ডাক পড়ে জনৈক "নামে যুবো কাজে ঘাগু" নেতার আপিসে। এ সব ডাক দিয়ে যায় সাধারণত জীপ চড়া মাস্‌ল-বাগানো, জুলপি ঝোলানো ভারতের ভবিষ্যৎরা। নেতাদের দেহরক্ষী। সুবোধকে যে ডেকে যায়, তার আহ্বান উপেক্ষা করা বাঘসিংগিরও সাধ্য নয়, সুবোধ তো পুঁটিমাছ। যুবনেতা সুবোধকে বসতে অবধি বলে না এবং হুমকি মেরে বলে, নতুন ওয়েজ দেবার জন্যে হাঁকপাঁক করবেন না। জোতদার-জমি-মালিকদের সুনছাল উঠে গেছে। এই ল্যাণ্ড সিলিং, এই কৃষিঋণ মকুব, এই বেগারী বন্ধ। এম. ডবলু.! নতুন ওয়েজ দেবার কোনই দরকার নেই তবে খেত-মজুররা এখন যা পাচ্ছে, তার চেয়ে যেন কিছু বেশি পায় সেটা দেখবেন।

আমাদের ওপর ইন্‌সট্রাক্‌শন···

ইডিয়সি করবেন না। অন্য জায়গায় এম. ডবলু. আই. রা মিনিস্টারদের সঙ্গে কথা কয়ে কাজ করছে।

অফিসিয়ালি···

একা আপনি অফিসিয়ালি কাজ করে কদ্দূর যাবেন? সব হচ্ছে আনঅফিসিয়ালি যখন, তখন সেই প্রোসিডিয়ারই অফিসিয়াল। যান, যান! কোথায় যাচ্ছেন তা শুনেই এত কথা বলা! লস্কর আমার চেনাজানা লোক।

এইভাবে যুবনেতা সুবোধ রুইদাসের জীবনে শূল ঢুকিয়ে তাকে ছেড়ে দেয়। শূল নিয়ে কাতরাতে কাতরাতে সুবোধ যায় সামন্তের কাছে। বয়স্ক আই. এ. এস. সামন্ত সব কথা শোনেন। তারপর বলেন, দেখুন, আর সব চাকরিই চাকরি। আপনার আমার চাকরি হল আগুন দিয়ে হাঁটা। মাইনের বেশ্-কম আছে। এই পোস্ট ক্রিয়েট করার ব্যাপারটা দেখুন। তার আগে বুঝুন এম. ডবলু. ব্যাপারটা কি!

এগ্রিকালচার মানেই খেতমজুর। স্বাধীন দেশ যখন, তখন খেত-মজুরদের কথাও ভাবতে হয়। ফিফটি থ্রি অব্দি এম. ডবলু. ছিল শুধু দার্জিলিং আর জলপাইগুড়ি জেলায়। তারপর আটষট্টি, চুয়াত্তর, কারেণ্ট ছিয়াত্তরের ওয়েজ রিভিশনের কথা আপনি জানেন। মজা হল, আটষট্টি থেকে সব জেলাই এম. ডবলু.র আণ্ডারে। অথচ কোথাও খেতমজুর এম. ডবলু. পায়নি। বাঁকুড়ায় খেতমজুর পেয়েছে ছ-আনা। সেভেনটি—সেভেনটি ওয়ান—সেভেনটি টু—দেশে কি চলছে, খেতমজুর পাচ্ছে ছ'আনা—লেবর কমিশনার রিপোর্ট—"হোয়াট হি একজিস্টস, ইজ এ মির‍্যাকল।"

সুবোধ বলেছিল, জানি।

এসব কথা রক্তে জানে সুবোধ। সে খেতমজুরেরই ছেলে। সেভেনটি—সেভেনটি ওয়ান—সেভেনটি টুর ফলে গৌড় রাঢ়ে আর্মি নামতে পারে কিন্তু খেতমজুরের মজুরি ছ'আনা থেকে ওপরে ওঠাতে কোন সরকার পারে না।

সামন্ত বলেছিলেন, কেন খেতমজুর এম. ডবলু. পায়নি ? ১৯৬৯এ ন্যাশনাল লেবার কমিশন দেখে, ওয়েজ অ্যাক্‌ট করা হয়েছে। কিন্তু খেতমজুররা তা জানে না। সে আইন বলবৎ করার মত সরকারী ইচ্ছা বা ব্যবস্থা নেই। ফলে কমিশন খুব জোর দিয়ে বলে অ্যাক্টটি প্রচার করা হোক। আইন বলবৎ করার জন্য সরজমিনে লোক বহাল করা হোক, গ্রাম পঞ্চায়েতকেও ভার দেওয়া হোক।

প্রচার বলতে রেডিও আর কাগজ। লোক বলতে আপনাদের পোস্টগুলো। এ বছরের গোড়া অব্দি তো সাঁইত্রিশ লাখ খেতমজুরের জন্যে যোলটা পোস্ট তৈরি করা হয়। তাতে কোন কাজই হয় নি। এখন আপনারা এসেছেন।

আপনারা কাজ করবেন। জোতদার ও জমি-মালিক প্রচণ্ড বাধা দেবে। দেবেই। কেন না কোনদিন তারা খেতমজুরকে কিছু দেয় নি। আজ তারা আইন হয়েছে বলে রোজ আট টাকা দশ পয়সা দেবে ? দেবে না। খেতমজুর চাইবে। আপনার কাজ আইন বলবৎ করা।

ভীষণ প্রেসার আসবে, আসছে। ভয় পাবেন না। কাজ করতে নেমে সৎসাহসে কাজ করবেন। কারো পক্ষ নেবেন না। ভুলচুক হলে আমি আছি।

সার,....

বলুন ?

এই যে কথাগুলো আইনে বলছে—মালিক স্ট্যাট্যুটরি এম. ডবলু. এর চেয়ে কম টাকা দিলে খেতমজুর নিজে, অথবা লিখিত অথরিটি প্রাপ্ত রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন কর্মচারী, অথবা এম, ডবলু. আই. জেলা জজের কাছে প্রতিকার চাইবে—এর কি কোন মানে আছে ? খেতমজুর কি মালিকের নামে কিছু বলতে সাহস পাবে ? প্রোসি-ডিয়ারটা খেতমজুরের পক্ষে সময়সাপেক্ষ, গোলমেলে, কঠিন।

জানি। এখানে আসছে আসল কথা। দেখুন। ওদের পেছনে কোন কার্যকরী সংগঠন নেই। আজ প্রতি জায়গায় ইউনিয়ন। ফলে ইউনিয়ন লড়ে। কর্মী বিধান পায়। ওদের পেছনে যদি কোন

ইউনিয়ন থাকত, তবে আমাদের কাজ সহজ হত। জোতদার ভয় খেত। ভয় খায় না, কারণ তেমন কোন ইউনিয়ন নেই। যে ইউনিয়ন সরকারকে চাপ দিয়ে আইন বলবৎ করতে পারে। সেই জন্যেই আপনাকে কাজ করতে হবে।

কেন নেই?

থাকবে কেন? গ্রামে ডাক্তার যায় না কেন? গ্রামে গিয়ে বাবুরা ইউনিয়ন করবে? চাষাদের নিয়ে?

"ল" বা কি রিড্রেস দিচ্ছে? যদি শেষ অব্দি জেলা জজের কাছে যাওয়া গেল, জজ খেতমজুরকে ক্ষতিপূরণ দেবে। কিন্তু তার টাকা দাবির টাকার দশগুণের বেশি হবে না। দাবিটি 'মিথ্যা' প্রমাণ হলে খেতমজুরের জরিমানা হবে পঞ্চাশ টাকা।

হ্যাঁ। তবে দাবি প্রমাণ হলে জোতদার বা জমি মালিকেরও পাঁচশো টাকা জরিমানা নয় তো ছ'মাস অব্দি জেল হবে। আপনি কি করবেন? খেতমজুররা আপনাকে জানালে আপনি মালিককে "শো-কজ" নোটিশ দেবেন। সে নোটিশে কাজ না হলে কেস ঠুকবেন।

বেশ। মোহন রায় বলল, লস্কর ওর চেনা।

মামাশ্বশুর। ওর বউয়ের মামা।

ও!

ভয় পাবেন না। আমি আছি।

এইভাবে সামন্ত, যুবনেতার ঢোকানো শূলের অনেকটা কেটে দেন ও অভয় দিয়ে সুবোধ রুইদাসকে বাঘের মুখে ছেড়ে দেন। তারপর বলেন, আনঅফিসিয়ালি বলছি। ওখানে সদরে খেতমজুর ইউনিয়নের শাখা আছে। লস্করের সঙ্গে আপনার যদি কোন এনকাউণ্টার হয়, সেটা হবে আদালতে। যুদ্ধক্ষেত্রে অর্থাৎ ধানখেতে নয়। সেখানে লস্করকে টাইট দেবে বসাই টুডু।

কে সে?

এক সাঁওতাল খেতমজুর। কাজের লোক। এক ইস্যুতে বহুকাল লড়ছে। লস্কর দু'বার ওর ঘরও জ্বালিয়ে দিয়েছে, কিছুতে দমাতে

পারে নি। আপনি ওকে আইন ও ল' পয়েন্ট বুঝিয়ে দেবেন। সদরে চেনা আছে?

হ্যাঁ।

থাকবেন সদরে, কাজ করবেন ব্লকে। তবে আমার অর্ডার, মাসে পঁচিশ দিন ব্লকে থাকবেন। লস্কর আপনাকে ভেজাতে চেষ্টা করবে। ভিড়বেন না।

না।

কথাগুলি সুবোধ রুইদাস আবার স্মরণ করল। মুড়াইলে আসার পর থেকে তার ক্রমেই মনে হচ্ছে শূলের অদৃশ্য ডগাটি বড়ই ছুঁচলো। লস্কর বড়ই ঈশ্বরপ্রতিম।

সুবোধের গ্রাম অন্য জেলায়, বাস রুটের গায়ে।

এখানে গ্রাম এত ভেতরে, এমন বিচ্ছিন্ন। খোয়াই ও শীর্ণতোয়া গয়েশ্বরীর চেহারা এমন নিরানন্দ! চতুর্দিকে হা হা করছে দারিদ্র্য। শুধু লস্করের খেতে সোনালী ধানের সুঘ্রাণ, তার বাড়ি ডায়নামোর বিদ্যুতে উজ্জ্বল। সুবোধকে লস্কর একটা মাছ পাঠিয়েছিল, সে-রকম মাছ সুবোধ ওদের গ্রামের জোতদার ত্রিমোহন মাইতির বাড়িতে কাছ থেকে দেখেছে। বড় মাছ সুবোধ দূর থেকেই দেখে। লস্কর একটা অটোম্যাটিক ওমেগা সী মাস্টার ঘড়ি পরেছিল। এই গণ্ডগ্রামে লস্কর গোল্ডফ্লেক ফিলটার পায়। ওকে লস্কর জিগ্যেস করেছিল, বেতন কত পাছু?

বেসিক তিনশো।

মোর ডাইভাররে চারশো দিই। ছেলেটা লিখাই পঢ়াই। মোর কাজে কোর্ট-কাছারিও করে।

সুবোধ জবাব দেয়নি।

বসাই টুরা বিষখোপরা আছু।

সুবোধ জবাব দেয় নি।

আপনি রুইদাস আছু?

আপনি আসুন এবার।

মাছটো লিলেন না, ফিরাই দিলেন—ছেলার বয়েসী অপিচার আছু, ভাল মনে দিয়া করলম। তা, কাজকামে চৌকিদার দেখছু ? লোক পাঠাই দিব ?

না।

লস্কর তখন চৌকিদারকে ডেকে হঠাৎ, যেন তার শ্রেষ্ঠত্ব ও সুবোধের অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রমাণের জন্যেই, প্রবল ধমক মেরেছিল, রাম ? ভাল করা বাবুরে দেখ-ভাল্ কর। লয় তো দারোগারে বলা ফাঁসায়ে দিব। শালো, সরকারী বাংলায় বসা লোক লয়ে গাঁজা টান ?

সুবোধ এখন একা বসে বসে সব কথাই স্মরণ করল। সামন্তর মুখ ও নাম মনে ধরে রাখা দরকার। নইলে যে কোন অসতর্ক মুহূর্তে সুবোধ লস্করকে সেলাম ঠুকে ফেলবে।

জোতদারকে ভয় সমীহ করার অভ্যাস রক্তে আছে। অস্বীকার করে লাভ কি ?

খুবই অন্যমনস্ক ছিল সুবোধ। বসাই টুড়ু ওর সামনে এসে দাঁড়াতে তবে ওর চমক ভাঙল। হঠাৎ ও দেখল, সামনে, খুব কাছে একটি কালো, বেঁটে, প্রৌঢ়, দাঁড়িয়ে। সম্ভবত প্রৌঢ়, কেননা রগের চুল সাদা। চোখ ছোট, লালচে ও উজ্জ্বল। গায়ে সস্তার বুশশার্ট, পরনে ধুতি। পা খালি! লোকটি বারান্দায়, বারান্দার নিচে তিনজন লোক।

আমি বসাই টুডু।

বসুন।

উরা সাথ আসছে।

আপনারাও আসুন।

সকলেই উঠে এল ও মাটিতে বসল। সুবোধ বলল, বলুন। আপনি কাল এলেন না ?

সদর গেছলম। বিড়ি খাবু আপনি ?

না, আপনারা খান্!

খান না ?

না। যা মাইনে পাই—

এখন বলেন।

আপনি বলুন।

আমি বা কি বলি, আলেন আমন কাটার কালে। দেখেন নামে বেনামে লস্করের জমি—সোনাল, গয়েশ্বরী, মুড়াইলে তিবর দিয়া দেড় হাজার বিঘা।

সুবোধ মনে মনে নোট নিতে থাকল।

আমরা তুই শৎ হব মিঞা মরদে। আমন চাষ হাজার বিঘায়। তা ধানের কাজ বৎসর ধরা। আউসের চাষ তুলা দিছু। তাথে গত সালে দিছু আটানা। ইবার দিছু দশানা। তাও আমার লড়তে হয়াছে।

বলুন···

সি জষ্ঠিতে বীজ ধান ছড়ালাম। তা বাদে ধান নাড়লম। এখন ধান কাটা। পালা দিয়া, ধান সারা, ব—হুৎ কাম আছু। ইরা রিলিপের মাইলো সিজে খাঞা কাম করাছে। তবও মোরা ই সনে ধান বাড়ি কম নিয়াছি।

কে কত নিয়েছেন, রেকর্ড আছে ?

ইদের কথা বলবেন নাই। ইদের রেকড বসাই টুরার মাথা। তবুও লিখা রেখাছি। তাথেই লস্করের রোষ খুব। তুমি বসাই, মোর কিষাণ খেপাও। উদের সাথে সম্বন্ধ চেরদিন, তুমি বিষাও। বাবু! ই টু'নি হিসাব না রাখলে লস্করের হাঁ বুজে না। মজুরি দিতে সি খাতা বের করে ই—য়া জাবদা। তাথে লিখা কথ! ই এথ ল্যিছে। উ অথ ল্যিছে, সি ত্যাত ল্যিছে, তবে লে গা শালারা হিসাব কষ্। পাস এথ, কাটলম এথ, লেঃ টাকা! হিসাবে সি পুলুস। যখন বাড়ি দিছে তখন দাম কম, কাটিছু দাম চড়া হিসাবে। ঐ লোকের সাথ লড়াই করা—।

আপনারা কি করবেন ঠিক করেছেন ?

বসাই টুরা বিড়ি টানল। তারপর বলল, ছিয়াত্তরের এম. ডবলু. লিব। আটষট্ হথে যথ পাব,—ও হিসাব লিব। লয় তো ধান কাটব লাই, ক্যারেও ধান কাটথে দিব লাই।

তাকে বলেছেন ?

বলব। তার আগ্ জেনা যাই, আপনি কি মদত দিবেন ? সিটি বলা করুন।

সে যদি রাজী হল, ভাল।

সিধা আঙুলে ঘি দিবে না।

না হলে আপনারা আমাকে জানাবেন। লিখিত। আমি ওকে নোটিস দেব।

আপনি ! মোদের কোট যেতে হবেক নাই ?

কোর্টে আপনারা সরাসরি যেতে পারেন।

লাঃ ! লাভ নাই।

উকিল যেতে পারে।

উকিল বলতে কালীমুহন। লৌ চুষে লিবে।

কোন ইউনিয়ন ট্রেড ইউনিয়নের অফিসারকে আপনারা ভার দিলে তিনি যেতে পারেন।

লাঃ। ইউনিয়ন বলথে খেতমজুর ইউনিয়ন, অন্য জিলা জানি না। হেথা লড়বড়া।

আমি যেতে পারি।

আপনি ?

হ্যাঁ। আইনে বলছে তাই।

বলাছে, আইনে ?

হ্যাঁ।

কি বলছে ? শুন শুন গোবিন্দ শুন ছিচরণ, আইনে বলাছে নিস্‌পেক্টর যেতে পারে।

আইনে বলছে. আপনারা লস্করকে দাবি দেবেন। সে না মানলে আমাকে জানাবেন। আমি নোটিস দিয়ে বলব, দাবি কেন

মানো নি কারণ দেখাও। যদি মেনে নিল, ভাল। তবে যদি না মানল, জবাব দিল না, অথবা জানাল মানব না বলে, কিংবা জানাল আমারও বলার কথা আছে, তখন আদালতে গেলাম।

বাঃ, বাঃ, বাহারে! তা বাদে?

সেখানে ওকে রেকর্ড দেখাতে হবে। ও অনেকদিন হল নোটিস পেয়েছে। কে আগাম টাকা বা ধান নিয়েছে, কাকে ও জরিমানা করেছে, কার খোরাকি বাবদ টাকা কেটেছে। স—ব রেকর্ড চাই।

শালো, কিছু ভাঙে নাই?

আমার কথা হল, আপনারা এখন কোন কারণেই ওর কোন খাতায় বা কাগজে টিপ দেবেন না।

দিব না।

ওর কাছে সব খুলে বলুন। যদি ও রাজী না হয়, তবে কি করবেন?

মোরা কাজ বন্ধ করা দিব।

ও আর কি করতে পারে?

একটা কাম উ করবু।

কি কাজ?

বাহার হথে দাওয়াল ল্যিসবে।

ত জানেন?

জানু। ই ভি জানু যে তা হলে মারপিট হবে। মোদের লৌয়ে বুনা ধান ক্যারেও কাটতে দিব না। জাহান কসম খেয়্যে লড়ব।

ও খাতা দেখালে তাও বেআইনী। আইন হয়ে গেছে, ও ধার বাবদ টাকা কাটতে পারে না।

বাবু। আপনি টোকাটা আছু। লস্কর যেথা, সেথা আইন কি বাবু? পুলুস উর হাঁথে, কলকাতায় উর খুঁটি এমেলে বাবু, দারোগা, মন্ত্রী উর ঘরে উঠে, খানাপিনা করে—আইনে উর কি?

আমার উপর ক্ষমতা আছে, দাঙ্গাহাঙ্গামার ভয় থাকলে পুলিস এনে দাঁড় করিয়ে ধান কাটাব।

সুবোধ, বসাই টুডুর সামনেই কথাটা বলল। টেকনিকাল ভুল। এ ভুল হল কেন? সুবোধ পরে বুঝেছে।

গৌর লস্কর ওর কাছে, ত্রিমোহন মাইতির কাছে সুবোধের বাপ, উৎসব রুইদাস।

ওর বাবা এইসব লাঞ্ছনা পেয়েছে। ধান বাড়ি, টাকা ধার, কাগজে কি লেখা আছে জানতে চেও না, টিপছাপ দাও। হ্যাঁ তুমি এ সীজনে কাজের জন্যে এগার টাকাই পাবে, হিসাবে আছে। পছন্দ না হয়, যাও শালা আদালত। আদালতে কে যায়? আবার ধান বাড়ি, আবার টাকা।

হ্যাঁ, লস্কর ত্রিমোহন হয়ে উঠেছিল সুবোধের চোখে? অত্যাচারের ইমেজ। মূর্তি। সুবোধ সে ইমেজ ভাঙতে চেয়েছিল। তাই বসাই টুডুর সামনে বলে ফেলল কথাটা। কথাটা কি ভয়ানক। কাটো তোমরা ধান, দাঙ্গা হলে পুলিস এনে মদত দেব। ইমেজ ভাঙার উদগ্র বাসনা।

সুবোধ ভুলে গিয়েছিল, ইমেজ বা মূর্তি, সে জীবিত জোতদার বা মৃত মহাপুরুষ যারই হোক, মূর্তি ভাঙার অপরাধ সরকার সহ্য করে না ও বাতাসে কর্ডাইট গন্ধ ছুঁড়ে দিয়ে মাটি রক্তে ভিজিয়ে দেয়।

তবে সব কথা হয়া গেল?

হ্যাঁ।

তুমরা যাও। যেছি আমি।

ওরা চলে গেল। বসাই টুডু বলল, আজই যাব হোথা। বলা আসব।

কাল গিয়ে ইউনিয়ন আপিসেও বলবেন।

হ্যাঁ। তার আগ্ ছাইকেল লিয়ে বুলে আসি, ক্যাও লস্করের কাগজে ছাপ দিবে না।

ওর কাছে গিয়ে বলে দেখুন কি বলে।

॥ ৩ ॥

লস্কর বলল, ই কি কথা বলছু তুমি বসাই? তুমরা ওয়েজ পাবা, সরকার বলাছে, দিব ওয়েজ।

দিবে? তভে সভেরে ডাকি?

দেখা লই বাপ। খাতা দেখি।

তুমার আবার খাতা কি লস্করবাবু?

এই দেখ। ধার লি্যছু, হিসাব নাই?

লাঃ! আইন হয়াছে। কৃষিঋণ নাই।

ই ত কৃষিঋণ লয় বসাই।

তভে কি?

পেটে খেতে লি্যছে।

চাষী ঋণ লয় পেটে খেতে।

ই, তুমরা ত চাষী লও বসাই। ই সভার লিজ লিজ ঋণ। ই ঋণ মহাজন ছাড়থে পারে?

খাতা কুথা? নিস্‌পেক্‌টরের দিশাবা।

লা বসাই। খাতা দেখথে দেখবে কোর্ট

মোদের দাবি শুন।

বল।

মোদের বুনা ধান মোরা কাটব।

তা বাদে?

এম. ডবলু. লিব।

তা বাদে?

ছিয়াত্তরের রেটে।

আর?

বাহারের দাওয়াল লি্যসতে দিব না।

বাস। এই?

এই।

বেশ। লিখা আন।

কেনী?

লিখবা না?

না।

বেশ।

তুমি জবাব দিয়া কর।

আমার জবাব! জবাবের কি পথ রেখাছ হে! যা বলাছ, মানলম। তভে এক কথা।

কি?

আমি ধারের হিসাব দিব। যি যা লি্যেছে, টিপ দিবে। তা বাদে ধানে হাথ।

লস্করবাবু! কুন্—অ কাগজে ক্যাও টিপ দিবে না। টিপ আমরা চিরকাল দিয়াছি। মোর বাপ তুমার বাপরে টিপ দিয়াছে, মোর বাপের বাপ, তুমার বাপের বাপরে টিপ দিয়াছে। টিপ অ্যানেক দিয়াছি হে! তাথেই এই দশা।

তুমি মাইলো চালালা, ক্যাও ধান না নিয়া যদি উপাস থাকে তাথে মোর দোষ?

মাইলো তুমই ধরালা। তুমার ধান বাড়ি লিয়্যে ভাত খেয়্যে মোরাদের মরণ।

কথায় কথা বাড়ে বসাই!

তুমি জবাব দিলা কথা শেষ হয়।

টিপ না দিলা আমি কুন—অ কথাৎ নাই। টিপ দাও।

আমি সকল কথাৎ কবুল যেছি।

টিপ ক্যা—ও দিবে না লস্করবাবু। ধানও খেতে পচাব তুমার।

বসাই বেরিয়ে গেল।

লস্কর বলল। লরি বের কর। সদর যেছু আমি। উ বসাইরে আমি বিন্দাবন দিশাব।

বসাই আগে গেল লখিন্দর বাড়ি। বলল, এখন চল। কথা আছে।

যেছি। আগাও।

তারপর বসাই গেল মুড়াইল। দোকানীর সাইকেল চেয়ে নিল। সুবোধকে সব কথা বলল।

হ্যাঁ, ব্যাপার গোলমেলে।

আমি যেছু এখনি। ই শালাদের বিশ্বাস নাই, অমনই যেয়া টিপ দিয়া করবে। সি মাসে হরিপালে, হুগলী জিলা, কি হলু তা জানু আপনি ? ই একোই গোলমাল। তবও খেতমজুররা লড়েছিল। তখন নিস্‌পেক্‌টর, পঞ্চায়েত সভে হাকিম অনোছিল। সেথা মালিকরা এই এথ কাগজ—স—ভে টিপ ছাপ, বলদের গাড়ি বুঝাই করা লয়া গেল। তাথে মজুর মরাছিল।

যান আপনি।

আপনি কি করবু ?

কি হয় জেনে একবার সদরে যাব। ইনস্ট্রাকশন আনাব কলকাতা থেকে।

বসাই আগে গেল বাড়ি। লখিন্দ উঠোনে বসে সতেজ লাউগাছটি দেখছিল ও স্বপ্ন দেখছিল বড় লাউটা বসাই ওকে কেটে দিচ্ছে।

বসাই বলল, শুন লখিন্দ ! তখন বলি নাই, এখন বলি। গাঁ ভরা সভে জানে তুমি লস্করের চামচা ! তুমি চামচা বট, কিন্তুক বুকাটা। কিছু দেয় না তুমাক লস্কর। তবও তুমি চামচা খাট।

টচবাতি দিবে।

হ্যাঁ, সব দিল, জমি জেরাত গাই ছাগল—টচবাতি দিতে বাকি।

নাঃ, দিবে না। লিব না। বউ মানা করাছে। ল্যিলে বউ গুঁসা হবে।

ক দিন তুমাক চামচা খাটতে হবে।

কেনী ?

লস্কর এম. ডবলু. লয়ে দাঙ্গা উঠাবু। উর সাথে ছেঁয়া হয়া থাক। কি করে বলবা। যেয়ে বল, তুমার চামচা বলা বসাই মোরে মারতে যায়। দেখ গা, সদর যায় যদি, সাথ ল্যিতে পার?

তা বাদে?

যা বলে। মোরে বলা যাবে।

তা পারবু। কান ভাঙাতে আমি টেঁটন।

যাও।

ছুটতে ছুটতে গেল লখিন্দ। খুব খুশি ও। বসাই টুরা ওকে বিশ্বাস করেছে, কাজের ভার দিয়েছে। বসাই টুরা কি সামান্য লোক। পুলুসও ডরায়।

লস্কর বেরোচ্ছিল। বলল, আঁ? তু মোর চামচা হলু? বেশ! হ তু চামচা। চল্ মোর সাথ। যেতে যেতে শুনা যাবে! ইঃ, চামচা বল্যে? উর ইউনিয়ন-বাজি ভেঙা দিব। পুলুস ঢুকায়্যে দিব ঘরে।

আমি যাবু। গাঁয়ে রইল্যে মোক বসাই মারবু।

চল্ বেটা। ডর কি তুর? মোর ঘর থাকবু?

বউ আছে।

ধুস্। তুর বউ বছরবিয়ানী। তার হবে কি?

লখিন্দ লস্করের সঙ্গে সদরে গেল। লরি চেপে ভোঁ করে বেরিয়ে যেতে যা মজা। মনে হয় বিশ্বসংসার দু'পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে। একেবারে আবদ্ধ জীবনে বাস করে লখিন্দ। তাই লরির গতিময়তা ওর খুব ভাল লাগে। যেতে যেতে ঘরের টোকা-চিরাদের জন্যে কষ্ট হল! আহা? ওরা লরি চাপেনি কখনো।'

অনেক রাতে লখিন্দ বসাইয়ের বাড়ি গেল। বলল, চল হে। কথা বলা করি।

ওরা ঘরের ছামুতে এসে দাঁড়াল। শীত খুব। শুক্লপক্ষের অস্পষ্ট জ্যোৎস্না। চরাচরে মলিন কুয়াশা। নদীর বুক কুয়াশায় ঢাকা। হিমমন্থর বাতাসে ধানের সুঘ্রাণ। ধানগাছগুলি লস্কর ও খেতমজুরদের

লড়াইয়ের খবর রাখে না। বসাইদের কাস্তেতে প্রাণদানের জন্য ওরা রাতের বাতাসে মাথা নেড়ে ডাকছে বসাইদের।

লখিন্দ বলল, শুয়ার খাবু ধান, না কি?

কথ খাবে থাক! অ্যানেক ধান। বিশ টালা।

হাঁ।

কি হল, বল!

লখিন্দ বলল, এস. ডি. ও.-র কাছে গেলু। কি বলাছে শুনি নাই। মোক বাহারে রেখাছিল। তা বাদে থানা হথে দারোগারে লরিৎ উঠাল। লরি ঘুরায়ে ঘুরায়ে সকল কথা বলল। সদর খুব গরম হে! ছার্কাছ এসাছে। তিনটা বাঘ! হাঁতি আছে, উট আছে।

কি বললু দারোগাক্?

বললু, নিস্‌পেক্‌টর মুচির ছেলা, হাড়ি ডোম বাউরি সান্‌তালয়ে মদত দিতেছে। তুমি তার মদতে জোর পায়া খেতমজুর খেপাও। দাঙ্গা করবা।

দারোগা কি বলল?

দাঙ্গা হলে দেখা যাবে।

আর কি বললু?

তুমারে মিসা করথে।

তা বাদে?

দারোগা বলছু, তুমার কথায় মিসা হবেক নাই লস্কর। হবার মত কেস হলা তভে হবে। উ নিস্‌পেক্‌টর হিলাক্কালা লয়। দারোগার উপর অডার আছে। য্যাতে নিস্‌পেক্‌টর ডাকলে পুলুস মদত দিবে। তা বাদে ছু'জনা থানার ছামুতে দাঁড়ায়ে কি বললু, শুনি নাই। লরিতে চাপা বলল, বেবস্থা হলু।

তা বাদে?

মোক্ মুড়ুখি—লাড়ু কিনা দিল।

যাও তুমি। পরে আবার বলব। এখন লেগে থাক।

হাঁ। যেছি আমি।

যাও।

বসাই!

বল!

আমি ভাল কাজ করলু?

হাঁ লখিন্দ। তুমি যা করলা, তা ক্যাও করতে লারত। গাঁ-বাসী রুষবে। তুমি বুকা হয়া থাকবা।

আচ্ছা।

লখিন্দ মাথা নাড়ল। তারপর বলল, ভাল কাম কর‍্যা তভে বুকা হয়া থাকবু কেনী?

বুকা হয়া রল্যে সভে জানবে তুমি উর চামচা। সভে তুমারে মন্দ ভাবে তা লস্কর জানবু। তুমারে বিশ্বাস যাবু। তাথে উ কি করথে চায় মোদেক জানা হয়া যাবে। উ আর কারেও বিশ্বাস যায় না, তুমাক বিশ্বাস যায়। উ য্যামন জানবু তুমি আসলে মোদের সাথ্ আছু, ত্যামন তুমারে বিশ্বাস যাবু না। তাথে মোদের লুশ্‌কান। এখন লড়ায়ের সময় লখিন্দ! ই ভাবে তুমি মোদের রূপকার করতা পার।

লড়াই, বসাই? ল—ঢ়া—ই?

হাঁ লখিন্দ। লঢ়াই।

তুমার কিছু নাই। উর বন্দুক আছু।

আমারো আছু হে! হাতিয়ার বার করি নাই। আমি উরে মথুরা দেখাবু। ধান আছু না উর?

॥ ৪ ॥

আশ্চর্য বসাই যখন বলছিল, "ধান আছু না উর?" তখন গৌর লস্কর টর্চ হাতে ড্রাইভার মদনকে নিয়ে ধান গাছগুলি দেখছিল। ধানখেতের সীমানা কুয়াশায় অস্পষ্ট। ফলে মনে হয় লস্করের ধানখেতের সীমানাই পৃথিবীর সীমানা। মনে হয় সমগ্র পৃথিবীই লস্করের ধানখেত। লস্করের গোলায় উঠবে বলে পৃথিবী অপেক্ষা করছে। বীরভোগ্যা।

ই স—ব আমার! লস্কর মনে মনে বলছিল। বুকের নিচে আশ্চর্য উদ্বেগ। এই ধানগাছগুলি তার অস্তিত্ব নির্ণয় করার ক্ষমতা রাখে। কি করবে লস্কর? হার মানবে? জিতবে? বসাইয়ের রুক্ষ কথা। কিন্তুক কি করবু তুমি বসাই? কি করথে পার? কত্তদূর ক্ষমতা তুমার? সান্‌তাল আছু, খেতমজুর! ফি বছর উসকানি দিয়া কর। আমি খেতমজুরের লোঁ খাই? তা'লে উদের সম্বৎসর বাঁচায় কে? তুমি? ক্ষমতা আছু তুমার? উদের জনম-মরণ-বিয়া-ছরাদ-পালা-পার্বণে আমি ছাড়া কে দেখে?

বড় মন্দ সময় বাছলা তুমি। এমার্জেন্সীর কাল। কুথাকে খেতমজুর জিতে নাই বসাই, রিপোর্ট পাছু আমি। উ কালের পৌষ হথে ই সালের শ্রাবণ অবধি এক বৎসর আট মাসে তেরটা কেস হয়াছে। এগারটা কেসে ফাইন হয়াছে। ফাইন দিথে জোতদার ডরে না বসাই! কিসের ঋণমকুবি আইন? আইন আমার কি করবু? ধান দিব, সুদ ল্যিব, রেকড লাই, জাবদা ক্যারেও দিশাব না, আসল ল্যিব না, সুদ লিব, লাঃ! বসাই, ভুল করলা তুমি।

সরকাররে তুমি চিন না, আমি চিনি। পাবলিকের দিশাল এম. ডবলু. দিছি। নিস্‌পেক্‌টর পাঠাল। নিস্‌পেক্‌টর কারা? মোদের জোতদারদের ভুঁইমালিকদের ছেলা তারা। তারা দিবে খেতমজুররে হক? লাঃ! দিবেক নাই! উ মুচির ছেলা কথদূর যাবু বসাই? উর

অপিচার সামন্ত। সামন্তর দিন ফুরায়েছু। মোর ভাগ্নীজামাই লীডার আছু। জোতদারের ছেলা। নুন চিনি কেরাচিন বিনা কিছু কিনে না। সি আছু, মন্ত্রী আছু, সামন্ত সরলে উ নিস্‌পেক্‌টর মরা যাবু। তুমরা এত বুকা বসাই, এমার্জেন্সী আছু, জান্নু না? তুমারদের ভুস্‌কে মোর বুক কাটে। মাটি বাপের লয়, দাপের। এম. ডবলু. তুমারদের ভুলাবার, পাবলিক ভুলাবার কথা। দাঙ্গা হলে তুমরা মরবু নিশ্চয়। তাথে সরকার মুতা দেয়। মোরা মরলে সরকার হাত-পা হারাবু। মোদের জীয়াতে এম. ডবলু.। লকসাল হাংনামার কথা সোঙর নাই? একো একো জোতদার মরথে বদ্‌লায় কথ জাহান্‌ নিয়েছে সরকার?

ধান আমি কাটাবু।

টাহালে উঠাবু।

তুমারে মারবু। ভাতে মারবু।

কথাগুলি ভাবতে ভাবতে লস্করের মুখেচোখে স্বপ্নিল তন্ময়তা নামল। আরো কথ পারি বসাই! এম. ডবলু. তুমার হকের লড়াই "দিব না এম. ডবলু" মোর হকের লড়াই।

গৌর লস্কর থমকে দাঁড়াল। বলল, কাল হথে ঘরের মাইন্দাররা মাচাঙে বসবু। ধান তৈয়ার হছু। ওরা ঘরের দিকের পথ ধরল।

তিন দিন পর থেকে শুরু হল খেতমজুরদের লাগাতার ধর্মঘট।

সুবোধ চ'লে গেল সদর। ট্রাংককলে সামন্ত বললেন, ভাল। আমি দেখছি, ব্যাপারটাকে কতটা পাবলিসিটি দেওয়া যায়। রেডিও আর খবরের কাগজের কাভারেজ খুব দরকার। সদরে আজ থাকুন আপনি।

আমি গ্রামে যাবো না?

এখন থাকুন। আর এমার্জেন্সীতে যাত্রাসায়র ব্লক কন্‌টাক্‌ট করবেন। রণজিত পাত্র সেখানে এম. ডবলু. আই. হ্যাঁ হ্যাঁ, বিশ্বাসী ছেলে। দু'জনে যাবেন। রিট্‌ন নোটিস যাচ্ছে। এখন পাবলিসিটি ভীষণ দরকার। আপনার হিরো অ্যাক্‌টিভ?

ভীষণ। গ্রাম ছেড়ে নড়ছে না।

গুড। ও যেন রিপোর্টারদের মিট করে।

পাবলিসিটি। সদর থেকে জীপ ও ট্যাক্সি চলল গ্রামমুখো। রিপোর্ট খুব মুভিং ও ফেথফুল হল।

"টু ভিলেজেস্ মার্চ টু মডার্নটাইমস···"

"ন্যূনতম বেতনের দাবিতে খেতমজুর ধর্মঘট···"

"খেতমজুর কর্মী বসাই টুরা বলেন···"

খেতগুলির ধারে ধারে মাচাং।

প্রহরারত খেতমজুর দল।

মিঃ টুরা, আপনারা মাচাং তুলেছেন কেন?

লইলে দাওয়াল ঘুসাবু বাহারের।

কতদিন ধর্মঘট টানবেন?

যতদিন লস্কর লা ঘাড় ভাঙে।

আপনারা কোন রেটে ওয়েজ পেয়েছেন এতকাল।

আকোব্বর বাদশার টাইনের রেটে।

মানে?

আটানা পেয়েছি, দশানা পেয়েছি, ই কুন্ রেট হলু? তাথে বলছি বাদশাই টাইনের রেট।

সব জমি লস্করের?

চাকলা তার।

ল্যান্ড সিলিং?

বাবু আছু, সিলিং জানছু, হিসাব কষ। সিলিং কার তরে? কুন জিলায় জোতদার মহাজনের হাজার হাজার বিঘা নাই? কুথা সিলিং নাই? আইন করছু জোতদার পুষা। তাথে আশ্চাজ্জ মানার কি হলু?

ধর্মঘটের কারণ?

উ কৃষিঋণ মকুবি আইন মানে না। ছিয়াত্তরী ওয়েজ দিবু, মুখে মানছু, কিন্তুক কে কি ঋণ নিয়াছে, উর লুকান্ জাবদায় টিপ দিথে হবু। মোরা দিবক্ নাই। তা হথে···

আইনের পরও ?

আইন ত মোরে মারা করথে, উরে বাঁচাথে। কিসের ঋণমকুবি আইন ? সাদা খাতায় লিখা ঋণ মকুব হথে পারে কিন্তুক সাদা খাতায় থাকে এক টাকার কথা। ন টাকা যে লুকান্ জাবদায় লিখা ? রেকড থাকে না কি ? সরকার জানে না কত কোটি টাকা সুদে খাটছে ?

তেঁতুলগাছের নিচে বসাইয়ের প্রেস কন্‌ফারেন্‌স হয় এবং বসাই তারি মাঝে উঠে গিয়ে স্লোগান দেয়—

ই—ধান—মোরা কাটব।

মোরা কাটব !

বাহারের দাওয়াল ঘুসতে দিব না।

না, না, না !

আটষট আর চুয়াত্তরের টাকা কুথা ?

টাকা কুথা ?

ছিয়াত্তরী মজুরি দিথে হবে।

দিথে হবে !

মুখের হিসাব মানব না, টিপসহি দিব না !

মানব না, দিব না !

এম. ডবলু. মোদের জা—হান্ !

জা—হান্ !

দিবে, তভে কাটব ধান।

কাটব ধান।

জনৈক ছোকরা রিপোর্টার তখনি স্লোগানটি টেপ করে নেয় ও স্লোগানের ফাঁকে ছাগলের ব্যা ব্যা ঢুকে যায়। সে সঙ্গীকে বলে, দিস ইজ রিয়াল মাইরি ! পস্তিকার্ভোর ছবি হচ্ছে যেন ! টেপে স্লোগানটার সঙ্গে পল রোবসনের গান আর ইণ্টার ন্যাশনালের মিউজিক পাঞ্চ্ করে নিলে দারুণ হবে কিন্তু, সত্যি !

সঙ্গীটি, রক্তের দশকের আগাগোড়া পার্ক স্ট্রীটে মারিহুয়ানা খেয়ে বিপ্লব করেছে। অত্যন্ত সম্প্রতি সে গাঁদা ফুলের চেয়েও হলদে রঙের

টাকায় পুষ্ট কয়েকজন লাল-নীল জামা-পরা অতি বিপ্লবীকে দেখেছে এবং বিপ্লবে দীক্ষিত হয়েছে। ফলে তার মন এখন টলটলে এবং সে কেঁদে বলে, বসাই যেন চে-গুয়েভারা !

বসাই এখন শক্ত হাতে কাজ করে। মাচাঙে মাচাঙে পাহারা বদল করে সে রাতদিন পাহারায় রাখে ধানখেত। লস্কর স্বঘরে দোর বন্ধ করে বিপত্তারিণী মা—এমার্জেন্সীকে ডাকে। বলে, মা—এমার্জেন্সী! বাঁচাও মা! তুমার নামে পাঁঠা দিবু।

যেহেতু লস্কর দেবাশ্রিত, শিব স্বপ্নে সৃষ্ট, সেহেতু সামন্ত—বসাইও রিপোর্টাররা মা—এমার্জেন্সীর ব্রহ্মাস্ত্রে ঘায়েল হয়। সংবাদগুলি কোন পাবলিসিটি পেল না, কেউ জানল না, কি হচ্ছে। রাইটার্স থেকে "নট টু বি পাবলিশ্‌ড" নোট সহ সেন্সারের খোঁচা এল।

যাঁরা এম. ডবলু. এর সফল রূপায়ণ চেয়েছেন, সামন্ত সেই মুষ্টিমেয় অফিসারদের একজন। এম. ডবলু. ব্যাপারটিকে প্রয়োজনীয় পাবলিসিটি দিতে হবে এই "ও কে" তিনি উপর থেকে পেয়েছিলেন বলেই এগিয়ে ছিলেন। পাকা অফিসার তিনি, চালে ভুল করেন না।

তার পরেও সেন্সারের এ হেন আচরণ দেখে তাঁর মেজাজ খচে যায় এবং তিনি ব্যাপারটি নিয়ে ছুটোছুটি করতে থাকেন। তখন ওপরওয়ালা তাঁকে যথোচিত সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, এই যে লড়াই বলছেন যাকে, সেটা সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের খেতমজুর খতিয়ানের রেশিওতে পড়ে না। প্রত্যেক বেল্‌টে জোতদার যা দিচ্ছে, খেত-মজুর তাই নিচ্ছে। ও দেখুন গে পার্সোনাল ফিউড হয়তো, পাড়াগাঁর ব্যাপার! আশপাশের ব্লকে লড়াই হচ্ছে না কেন? দেখুন, দেখুন, আউটকাম কি হয়। বেশ! কথা রইল। আউটকাম ভাল হলে পাবলিসিটি দিয়ে কাটিয়ে দেব। এখন এই ব্যাপারটাকে হাইলাইট করাতে অসুবিধে আছে।

সামন্ত সবই বোঝেন ও চলে আসেন নিজ কামরায়। "অসুবিধে আছে"—নিশ্চয় আনঅফিসিয়ালি আর্দলিদের ওপর প্রেসার

আনছে মন্ত্রী অথবা উপমন্ত্রী অথবা কোন যুবরাজ। "এম. ডবলু এর জন্য লড়াই চলছে" খবরটি তাদের পক্ষে অশুভ।

বহু জায়গায় হচ্ছে না লড়াই, এক জায়গায় হচ্ছে বলেই তো সেটি সংবাদ। সামন্ত তাঁর চেনাজানা সাংবাদিককে বলেন, সেন্সর পাস না করা খবর ছাপেন কি করে?

ঘুরিয়ে লিখে দিই।

তাই করুন।

তাই করা হয়। ফলে ধর্মঘট চলবার সপ্তম—অষ্টম দিনে কাগজের কোণেকোণে, নিচের দিকে সংক্ষিপ্ত সমাচারে খবরটি বেরোয় ও সকলের চোখ এড়িয়ে যায়। এই খবর "অ্যাট অল" বেরোবার ব্যাপারটি কর্তৃপক্ষ ভাল চোখে দেখেন না এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মন্ত্রীর কাছে দৌড়ে যান।

সরকারের গাড়ি চড়লেও সামন্ত ফিরতি পথের খরচ দেন। এহেন উগ্র সৎ অফিসারের ছল ধরা কঠিন হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে অন্যান্য এম. ডবলু. আই.রা সাহায্যার্থে আসে। তাদের চাকরি গ্রামের ব্লকে এবং তারা থাকে কলকাতার, মন্ত্রীয় বারান্দায়। তারা বলে, ওঁর কাছে না যেয়ে আমরা সরাসরি এখেনে আসি বলে উনি খচাখচি করেছিল।

ক'জন প্রসাদপুষ্ট মাকড়ার এই মন্তব্যই এক প্রবীণ, সৎ, কর্মনিষ্ঠ অফিসারকে ল্যাং দেবার পক্ষে যথেষ্ট হয় ও ল্যাং দেবার আয়োজন ইলাবোরেটলি চলতে থাকে।

ন'দিন ধর্মঘট চলতেই লস্করের অবস্থা কাহিল হয়। ধান না কাটলে আর নয়। সে লখিন্দকে বলে, নিস্‌পেক্‌টরের কাছে যা, বল্‌গা আমি কথা কতে রাজী আছু।

সুবোধ এ কথাতে খুশি হয়। বসাইয়ের ওপর খেতমজুরদের বিশ্বাস অটেল। তাই তারা দাঁতে দাঁত টিপে ধর্মঘট চালাচ্ছে। ইউনিয়ান বাবুরা এ সময়ে চাল-খেসারির পাতলা খিচুড়ির যোগাড় করে সাহায্য করছে। কিন্তু বসাইও বোঝে এভাবে বেশিদিন চলে না।

লখিন্দ বসাইকে বলে, ইবার মিটমাট করে লাও হে। উ নরম পড়াছে।

সুবোধও বলে, দেখুন, দিস ইজ গুড। লস্করই মিটমাটের পথে এগোচ্ছে।

গ্রামের তেঁতুলগাছতলায় তিন পক্ষের মিটিং হয়। লস্কর—কে এম. ইউনিয়ান কর্মীরা ও বসাই—সুবোধ।

বসাই বলে, তুমি মোরে বিন্দাবন দিশাতে চেয়েছিলে লস্কর। আমি বলেছিলুম তুমারে আমি মথুরা দিশাব। ধান লষ্ট কার হছু?

বসাই, কাজের কথা বলা কর।

সুবোধ বলে, আপনি এদের দাবি-দাওয়ার কথা জানেন।

ওরাই ধান কাটবে—এক নম্বর।

বাইরের দাওয়াল আসবে না—দু'নম্বর।

আটষট্টি আর চুয়াত্তরের রেট পুরিয়ে দেবেন—তিন নম্বর।

এবারকার মজুরি দেবেন, লেবার ডিপার্টমেণ্টের নোটিফিকেশানে এপ্রিল ১৯৭৬-র ডিক্লেয়ার্ড রেটে।—চার নম্বর।

মুখের হিসাব, জাবদা খাতায় হিসাব নয়। সরকারী নির্দেশ মতে যে রেজিস্টার, তাই দেখাতে হবে। পাঁচ নম্বর।

এই পাঁচ দফা দাবি সম্পর্কে আপনি কি বলতে চান বলুন?

লস্কর বলে, কি বলবু? সরকার বাঁশ দিলু। আপনার আইন দিশাছু। ভাল, ঠিক কথা। কিন্তু কুন্ অ জোতদার দিছে না, আমি দিবু কেনী? সি সকল ব্লকে এম. ডবলু. আই. নাই, খেতমজুর নাই?

অন্য লোক বেআইনী কাজ করলে আপনিও করবেন? আপনার যা বলার আছে বলুন।

ইউনিয়নের কমল ঘোড়ুই বলে, এটা খুব দরকারী ডিশিসান। এ ব্লকের রেজাল্ট দেখার জন্যেও আশপাশের কম করে চারটে ব্লকে আনডিকলেয়ার্ড ধর্মঘট চলছে।

লস্কর বলে, সব পারব নাই। একটা মাঝপথে আসেন।

বসাই বলে, কুন্টা পারব না লস্করবাবু?

আলোচনা সত্বর তর্ক ও ঝগড়ায় পৌঁছয়। অবশেষে সুবোধ ও ইউনিয়ন বাবুদের মধ্যস্থতায় লাভ হয় না ও লস্কর রেগে উঠে চলে যায়।

দু'দিন বাদে আবার বৈঠক বসে। এবার কেন লস্কর নরম হয় বোঝা যায় না প্রথমে। পরে বোঝা যায়, পাখি ধান খাচ্ছে দেখে ভোররাতে সে কেঁদে ফেলে ও সরোষে বলে, যাঃ, আজই ফয়সলা সারবু।

সুবোধও বসাইকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নরম করে। এবার কাগজে লিখে শর্ত হয়।

বাইরের দাওয়াল আসবে না।

এরাই ধান কাটবে।

আটষট্টি ও চুয়াত্তরের রেট হিসাবে যা হবে, তার অর্ধেক হাতে নিয়ে তবে এরা ধান কাটবে। অর্ধেক পরের মৌসুমে দেওয়া হবে। এবার ছিয়াত্তরের রেটে এরা মজুরি পাবে। হিসাবটি বসাই, লস্কর, সুবোধ এক সঙ্গে তৈরি করবে।

ঋণমকুবি আইন হবে।

কাগজে সই করে সুবোধ, লস্কর, বসাই. ইউনিয়ন-বাবু। সুবোধ বলে, কালই আপনি টাকা দিন, কাজ শুরু হোক।

লস্কর বলে, সি পরশুর আগে হচ্ছে না। কাল বেংক হথে টাকা ল্যিসব, তভে তো।

লস্কর বাড়ি চলে যায়। সুবোধের মনে খুব আনন্দ হয়। সে বলে, যাক, হল তবে, অ্যাঁ? যান, আনন্দ করুন আপনারা।

ইউনিয়ন-বাবুরাও আনন্দিত হয় এবং কমল ঘোড়ুই ভুলে যায় তাদের ইউনিয়ন কত দুর্বল ও ছোট। ও বলে, দেখবে বসাই, তোমাদের এই জিতের খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

বসাই খুশি হয়, কিন্তু অন্যদের সঙ্গে কেন যেন মন খুলে আনন্দ করতে পারে না।

সুবোধ ইউনিয়নের লোকদের সঙ্গে সদরে যায়। সদর থেকে খবর পাঠাবে সামন্তকে। বসাইকে বলে যায়, যান, আজ বিশ্রাম করুন।

কাল এসে হিসাব তৈরি করব। পরশু তো টাকা পাচ্ছেন কাজ শুরু হচ্ছে।

বসাই চিন্তাকুল মুখে বিষণ্ণ হেসে বলে, দেখেন আপনারা। উরে বিশ্বাস লাই। ক্যাও জানে না কি করবু। এমন ভাল ছেলা হয়্যা মেনে লিয়্যল সব ?

সুবোধ বলে, আমার সই থাকল, সরকার পক্ষ থেকে। কাগজও রইল আমার কাছে। অত ভাববেন না।

বাসে সদর যেতে যেতে সুবোধ কমল ঘোড়ুইকে বলে, এটা খুব অদ্ভুত। কৃষক-আন্দোলন এদের বাদ দিয়ে হতে পারে ? বেশির ভাগ জমিতেই তো প্রাইভেট মালিকানা, জমিহীন খেতমজুর চাষ করে। সংগঠন নেই কেন ?

কমল ঘোড়ুই প্রাজ্ঞ হেসে বলে, হবে হবে !

সদরে গিয়ে সুবোধ এই সিগনাল ভিকটরির খবর সামন্তকে পাঠায়। তারপর ক'জন সরকারী কর্মচারীর যে জয়েণ্ট মেসে থাকে, সেখানে গিয়ে দুপুরে ঘুমোয়, বিকেলে সিনেমা দেখতে যায়।

পরদিন বেলা দশটার বাসে ও আসবে। কিন্তু সকালেই ওর কাছে চলে আসে একটা রোগাপানা. ভাঁড় ভাঁড় দেখতে লোক। বলে, মুড়াইলের লরি চেপা চলা আসছু বাবু। আপনি চল। সর্বনাশ হয়ে যেছু।

কি হল ? তুমি কে ?

আমি লখিন্দ। কুথা লুকায়ে রাখছিল এথ দাওয়াল ? ভোর না হতে লস্কর খেতে ভিন গাঁয়ের দাওয়াল ঢুকায়ে দিয়েছে। তারা ধান কাটা করে। তাথে বসাই সভারে লয়ে মাঠে নেমাছে। খুব দাঙ্গা। লস্কর বন্দুক লয়্যে যেছে।

সুবোধ তখনি থানায় ছোটে। থানা অফিসার বলেন, এস. ডি. ওর অর্ডার চাই।

এস. ডি. ও. বলেন, অর্ডার নিয়ে পুলিস যাচ্ছে। আপনি গ্রামে যান। এম. ডবলু. আই. এখানে কি করছেন।

সুবোধ লখিন্দকে নিয়ে গ্রামে পৌঁছয় ও যে দৃশ্য দেখে তা আশ্চর্য। মারখাওয়া খেতমজুরের ছেলে সুবোধের মনে হয় সে লিলিপুট। সামনে যা হচ্ছে তা বিশাল মাপের ঘটনা। হঠাৎ পিরামিড বা আদিনার মসজিদ বা ইলোরা দেখলে সৌধগুলির বিশালত্ব যেমন চমক লাগায়, সুবোধ সেই চমকই খায়। তফাত হচ্ছে, ওর সামনে কোন মৃত বিশাল সৌধ নেই, কয়েকটি মানুষ লড়ছে। বসাইরা অতিকায় দৈত্য, বিশাল হিংস্র শক্তির সঙ্গে লড়ছে। এ লড়াইয়ের ছবি আকাশের ক্যানভাসে অক্ষয় রঙে এঁকে সকল মানুষকে চিরকাল দেখতে বাধ্য করা উচিত।

ধানখেতে কালো কালো মানুষ। এদের দুইশো, ওদের বুঝি চারশো। কাস্তেতে হেঁসোতে লড়াই হচ্ছে। লাঠি উঠছে নামছে। লস্কর মাচাঙে দাঁড়িয়ে, হাতে বন্দুক। গর্জাচ্ছে, বেরা শালো সান্‌তাল আমার খেত হতে। নয়তো বন্দুক মেরে দিব।

সুবোধ ছুটে যায়, সঙ্গে লখিন্দ। সুবোধ বলে, লস্করবাবু, কি করছেন?

হট্‌কে যাও তুমি।

নেমে আসুন।

উ সানতালরে আমি দেখে লিব। হা রে ভজন। তুমরা লাঠি মেরা মাগীদের খেদা কর‍াও।

লস্কর অশ্রাব্য গাল পেড়ে বলে, তুমার এম. ডবলু. র আমি—! হট্‌কে যাও।

এ সময়ে লখিন্দ হঠাৎ নকুলে বুদ্ধি খুঁজে পায়। বন্দুক দেখে তার বুকে কাঁপ ধরে যায় তবু সে মাচাঙের নিচে ঢুকে গিয়ে লস্করের ঠ্যাং ধরে ঝুলে পড়ে। টাল সামলাতে গিয়ে লস্করের বন্দুক আগে পড়ে। তারপর পড়ে লস্কর।

সুবোধ বন্দুকটি তুলে নেয়। লস্কর মাটি থেকে উঠে দাঁড়ায় ও ভীষণ বর্বর ক্রোধে লখিন্দকে বলে, তু? তু যেয়্যে উ শালো মুচির ছেলারে আনছু? অ্যাঁ? লখিন্দকে ও লাথি মারে।

সুবোধ ওর বাপ-পিতামহ হয়ে যায়, অতিকায়, সামনে ত্রিমোহন মাইতি। লস্করকে কানের ওপর চড় মারে। লস্কর ও সুবোধ সামনাসামনি, লস্কর বন্দুকের দিকে ঝাঁপ দেয়। এ সময়ে পুলিসের জীপ এসে না পড়লে কি হত বলা যায় না।

পুলিস, পুলিস। পাকা ধান, দাওয়াল, খেতমজুর, পুলিস। পুলিস হাঙ্গামা থামাতে শূন্যে গুলি ছোড়ে ধানখেতে নেমে পড়ে।

দাওয়াল, খেতমজুর, সবাই ক্রমে ধানখেত থেকে বেরোয়। পুলিসের সঙ্গে রণজিৎ পাত্রকে দেখে সুবোধ হালে পানি পায়। লস্কর অফিসারকে দেখে চোখ ঘোঁচ করে ও লখিন্দ পাঁজরের লাথি ভুলে চেঁচিয়ে ওঠে, সাঙাৎ দারোগা আসে নাই। পুরানো দুশমন আসছু, তাথে লস্করবাবু ডর গেলই!

অফিসার লস্করের বাড়িতে বসার আহ্বান উপেক্ষা করেন। বেআইনী বন্দুকটি নিয়ে নেন। লখিন্দ বলে, ই বন্দুকটো মাগ! বড়া বন্দুকটো, মাগের ভাতারটো ঘরে আছু।

অফিসার সে কথা শোনেন না। কাটা কাটা গলায় বলেন, এম. ডব্লু. আই. কে?

আমি।

মারামারি করছিলেন?

উনি আমাকে "মুচি" বলে গাল দিয়ে এই লখিন্দকে লাথি মারেন। আমার অপরাধ ওঁর বন্দুক ছিটকে পড়ে ছিল, তুলে নিই, ওঁকে দিইনি।

এগ্রিমেণ্ট পেপার কোথায়?

এ কথা শুনে সুবোধ বোঝে, কাগজের কথা সামন্ত জানিয়ে থাকবেন।

সে বলে, আমার কাছে।

দেখি।

সদরে মেসে আছে।

কি কথা হয়েছে?

সুবোধ সব বলে।

অফিসার বলেন, আজ ধানকাটা হবে না। পুলিস থাকবে। কাল পুলিস দাঁড় করিয়ে রেখে ধান কাটা হবে। আপনি সদরে চলুন। এগ্রিমেন্ট দেখব।

বসাই এগিয়ে আসে। সুবোধকে বলে, ঐ কারণেই আমি কাল আনন্দ করি নাই। দেখছু, দাওয়াল ল্যিসছে। চরের বাথানে বসত করাছে, ভাত-জল দিছে, টাকা টাকা দিন মজুরি স্বীকার যেছে।

তুমি কে ?

লস্কর চাপা গর্জনে বলে, পালের গোদা! বসাই টুডু! সান্তালের ক্যারা।

চুপ যাও হে বেজন্মা। তুমার জন্মের বেত্তান্ত সভে জানে। আমি সান্তাল, তভে বাপের ইতে জন্ম।

লস্কর এতে গর্জে ওঠে ও তাকে এবং বসাইকে চমকে দিয়ে বেঁটে অফিসার কামান গর্জনে জলস্থল কাঁপিয়ে বলেন, স্টপ।

গ্রাম, ধানখেত, নদী, মানুষ গুমরে থাকে। অফিসার সুবোধকে নিয়ে সদরে ফেরেন। এগ্রিমেন্ট দেখে বলেন, এ যে রূপকথা! স—ব মেনে নিয়েছে। কাল পুলিস পিকেটে ধান কাটাবেন ?

ইচ্ছে আছে। এরপর আসছে জেলা অথরিটি। লস্করের কলকাতায় খুঁটো মুভ করলে কি হবে জানি না।

এস. পি, ঢুকবে, আমি বেরুব।

কাল আসুন।

আপনি ফিরবেন ?

হ্যাঁ।

কোথায় থাকছেন ?

মুড়াইলে।

দাঁড়ান, আপনার স্টেটমেন্টটা নিয়ে নিই।

সুবোধ স্টেটমেন্ট দেয়।

পরদিন, এবং তার পরদিন, দু'দিন পুলিস-পিকেটে ধান কাটা হয়। অফিসারের কথায়, লস্কর টাকা দেবার কথা স্বীকার করে।

দু'দিন বাদে পুলিস পিকেট তুলে নেওয়া হয়। আমদানি দাওয়ালরা ফিরে যায় চরের বাথানে। তাদের মধ্যে এক বৃদ্ধ বসাইয়ের কাছে আসে ও বলে, তুমরা কাট, মোরাও কাটি। মোরা টাকা টাকাই ল্যিব। মোদের ঘর বীরভূম হে। সত্তর সাল হতে পুলুসের জুলুমে গাঁ ছাড়া। জিলা-জিলায় ঘুর‍্যি।

দেখা যাবে। ধান কাটলেই ত কাজ ফুরায় না।

মোরা বিবাদ চাই না।

তুমরা চাও না, মোরা চাই না, লস্কর চায়।

পুলিস চলে যায়। টেলিগ্রাফিক মেসেজ ছোটাছুটি করে—"টাইমলি ইনটারভেনশন অফ পি. ও. ব্রিংস্ সিচুয়েশন আন্ডার কন্ট্রোল।"

"পিসফুল হার্ভেস্টিং গোইং অন।"

গোপন মেসেজ :—

"এম. ডব্লু. আই, ওপন্লি সাইডিং উইথ কে. এম্স।"

উত্তরে নির্দেশ :—

"কীপ এ ট্যাগ অন হিম।"

গোপন মেসেজ :—

"বসাই টুরা লীডার অফ দ্য এজিটেটর্স।"

উত্তরে নির্দেশ :—

"অ্যারেস্ট হিম আন্ডার মিসা অ্যাট দি ফার্স্ট চান্স।"

ধান কাটা হয়ে যায় কবে যেন। খেতে মাঠে পড়ে থাকে খড়। হৈমন্তিক প্রশান্তি ব্যাপ্ত হয় চরাচরে। গরুর গলায় ঘণ্টা বাজে।

কিন্তু আকাশ অগ্নিগর্ভ, বাতাস, পরিবেশ। স্ত্রীকে পুলিসের হাতে তুলে দিয়ে লস্কর স্বামীকে নিয়ে সযত্নে নল পরিষ্কার করে।

তারপর এস. পি. রঙ্গমঞ্চে ঢোকেন। অফিসার সহাস্য মুখে মঞ্চ ত্যাগ করেন। পুলিস পাহারায় ধান কাটাবার জন্য কলকাতায় তলব

পান। কলকাতা গিয়ে তিনি কায়ারিং স্কোয়াডের সামনে পড়েন। যারা স্কোয়াডে থাকে তারা এত ক্ষমতাশালী যে তিনি বিনাপ্রতিবাদে চার্জশীট মেনে নেন।

এবার লস্কর বোঝে অ্যারায় বরাভয় ও আশ্বাস। "জয় মা—এমার্জেন্সী" বলে সে বাথানের দাওয়ালদের খবর দেয়। যে রাতে ও বাথানে খবর পাঠায়, সে রাতে বসাইয়ের বাড়িতে ডিম্‌ডিম্ করে মাদল বাজে ও শীত থেকে বাঁচতে আগুন ঘিরে বসে সাঁওতালরা একটানা সুরে গান গায়। দূর হতে সে গান বিলাপের মত লাগে। ওদের গানের সুরে বৈচিত্র্য নেই। লস্কর মদনকে বলল, লখিন্দ কুথা ?

পলাছে।

কুথা পলাবে ? নিমখারামি করা পলাবে কুথা ? যাবি কুথা তু লখিন্দ ?

লখিন্দ তখন মালসার আগুনে হাত তাপাতে তাপাতে তিনটে রিভিশনের এম. ডবলু নিচ্ছিল। চালে খড়, দাওয়ায় মাটি দিচ্ছিল, ছেলেমেয়েকে সদরে সার্কাস দেখাচ্ছিল।

গয়েশ্বরীর রুপোলি বালি পেরিয়ে দাওয়ালরা আসছিল। তারা বড়ই দুঃখী ও কানকাটা। যেখানে যায়, সেখানেই তারা বাঁধা খেত-মজুরের অন্নে ভাগ বসায়। তার জন্য মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়। সে ওদের অভ্যেস হয়ে গিয়েছে।

সে রাতে সদর থেকে তিনটি জীপ এল।

তিনটি জীপে চড়ে যারা এসেছিল। তারা লস্করের ভাগ্নী-জামাইয়ের দলের লোক। বর্তমানে তাদের হাতে টাকা, নামে ছাপ, জীপ চড়ে তারা সদরকে ত্রাসিত করে রাখে। এরাই যুবশক্তি এবং

আধমরাদের ঘা মেরে ফিনিশ করাই এদের দেশপ্রেম, মাতৃসেবা। মা যা হইয়াছেন, তাতে এই সব লেফটেনান্ট ছাড়া ফিল্ডে অপারেশন চালানো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

তারা এসেছিল, লস্করের বাড়ি উঠেছিল। লস্করকে বলেছিল সালো, পাঁট আর পাঁঠা রেখ্যে তুমি ফুটকে যাও। মোরা মহড়া ল্যিয়ে লিব।

ভোররাতে লখিন্দ মাঠে বসতে বেরোয় এবং লস্করের গোলবাড়ির সামনে আগুন ঘিরে শত শত দাওয়ালকে বসে থাকতে দেখে ছুটে যায় বসাইয়ের বাড়ি।

ভোর হতে না হতে বসাই মুড়াইলে চলে যায় ও সুবোধকে খবর দিয়ে চলে আসে।

সুবোধ আসতে না আসতে লস্করের গোলাবাড়ির সামনে গ্রাম ছুটির খেতমজুররা জমায়েত হয়ে জিগির তোলে। ধানের পাহাড় তারা ঘিরে থাকে।

বাহারের দাওয়াল হটাও।

হিসাবে এম. ডবলু. দাও!

ঘনঘন জিগির ওঠে। সুবোধ আসতে আসতে বসাইকে বলে আপনি বাস পাবেন না। সাইকেলে সদরে যান। চার মাইল মোটে। অফিসারকে বলুন।

আমি হেথা হতে যাবক্ নাই।

সুবোধের হাঁকাহাঁকিতে লস্কর বেরোয় ও লাল চোখে বলে, কি হছু?

আপনি আবার এদের এনেছেন কেন?

কাম নাই?

এগ্রিমেণ্ট পড়ুন।

এগ্রিমেণ্ট তুমি পড়। এগ্রিমেণ্ট আছে ইরা ধান কাটবু, তা কেটাছে ধান। ধান চ্যাড়া দিবে, পালা দিবে, ধান সারবে, ই কথা লিখা আছু?

বসাই তখন দেখে লস্করের ধান লস্করের গোলায় তুলতে তাদের দেবে না কেউ। সে বলে, উরাদের দিয়া ধান চ্যাড়াবা, পালা দিবা, ধান সারবা? দিব না মোরা, মোদের হক।

ছুটে চলে যায় বসাই। চেঁচাতে চেঁচাতে যায়, এস হে তুমরা! লস্কর দাওয়াল উঠালছু গোলাবাড়ি। এস হে তুমরা! লাঠি লয়ে বারাও, মার কর দাওয়ালদিগে। ইবার হক ছাড়লে আর পাবা না। এস হে…!

আর্ত ও বিপন্ন তার কণ্ঠ। খেতমজুররা লাঠি নিয়ে ছুটে আসে ও দাওয়ালদের মারতে থাকে। মোদের হক কেড়া লিবু? মোদের হক? টাকা-টাকা রুজী লিয়ে মোদের এম. ডবলু. মারবু?

দাওয়ালরা চীৎকার করে ছড়িয়ে পড়ে, পালায়। কেউ কেউ ফিরে মারে। গ্রামের মেয়েরা চীৎকার করে ছুটে আসে যে যা পায় হাতে নিয়ে। দাওয়াল মেয়েরা কাঁদে। ঠেলাঠেলিতে পোহাবার আগুন পাঁজায় ধান পড়তে থাকে। জ্বলে ওঠে। ক্রোধ ও অবিচারে উন্মত্ত বসাই বলে, জ্বলে যাক সব।

বলে জ্বলন্ত ধানগাছের গোছা ধানগাদায় ছুঁড়ে মারে। ধোঁয়া, হিমভেজা গাদায় ধোঁয়া, আগুন।

লখিন্দ বলে, জ্বালায়ে দিব সব! বলাছ জ্বলে যাক, জ্বালাব হে বসাই!

এখন লস্করের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে পনেরটি যুবক। তাদের হাতে, সুবোধ সভয়ে দেখে, বন্দুক তিনটি, ছোরা, গুপ্তি।

লখিন্দকে তারা প্রথমে গুলি করে ও ঠ্যাং ধরে শূন্যে ঝাঁকিয়ে জ্বলন্ত ধানের মধ্যে ফেলে। তারপর আশ্চর্য শৃঙ্খলা ও নির্মমতায় খেতমজুরদের মধ্যে নেমে পড়ে। বসাই চেঁচায়, শালো গুণ্ডা ল্যিসছে রি! এবং সুবোধ দেখে বসাই ছুটে আসতে আসতে দু'হাত চিতিয়ে টাল খাচ্ছে, ঘুরে যাচ্ছে, পড়ে গেল, বসাইয়ের ছেলের আতঙ্কিত মুখ, মাথায় প্রচণ্ড বাড়ি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতে যেতে সুবোধ শোনে লস্কর চেঁচাচ্ছে, শেষ কর উর জাহান্, সান্তালের ক্যারো!

কেউ খবর দেয়নি। অদৃশ্য টেলিপ্যাথিতে পুলিস এসেছিল। বসাই ও লখিন্দের লাশ নিয়ে যে ভ্যান যায় তাতেই সুবোধকে হাসপাতালে নেওয়া হয়।

পুলিস মোতায়েন থেকে দাওয়ালদের নির্ভয়ে কাজ করতে দেয়, গ্রাম দুটিকে নকড়া-ছকড়া করে, ফলে বহু খেতমজুর গ্রাম ছেড়ে পালায়।

সুবোধের কোন স্টেটমেণ্টই এবার গ্রাহ্য হয় না এবং কলকাতায় ফোন করতে চেয়ে সে শোনে, সামন্ত মৎস্য বিভাগে চলে গেছেন।

সুবোধের সাস্‌পেনশন ও চার্জশীট হয়।

লখিন্দ ও বসাইয়ের ঘর, ছিচরণের ও নিতাইয়ের ঘর, সোমাইদের মাঝিপাড়া এখন বিজুবন।

লস্কর এখন বছরে তিনটে ফসল তোলে। সে আউশ ও আমনের ওপর বোরো ধানও পাচ্ছে। এবার সে তিনটি চাষই দাওয়াল দিয়ে করাবে, টাকা টাকা রোজ।

সোনাল ও গয়েশ্বরীর খেতমজুররা গ্রাম ছাড়তে শুরু করেছে।

লস্কর সদরের পুলিস ক্লাবে দশ হাজার টাকা দিয়েছে।